তৃতীয় সংস্করণ

১৩৬৭

ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রী
প্রকাশিত ও ৩৫।৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২. লি
হইতে শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না কর্তৃক মুদ্রি

ওঅর এণ্ড পীস

১৮০৫ সালে, জুলাই-এর এক সন্ধ্যায় আনা শেরয়েরের বৈঠকখানায় নিয়মিত আড্ডা জমিয়াছে।

এই সভায় প্রথম অতিথি প্রিন্স্ বাসিল আসিয়া উপস্থিত হইতেই গৃহস্বামিনী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "কেমন মশাই, আমার কথা মনে আছে? আমি ত আগেই বলেছিলাম, এখন হয়েছে ত?—'লুকা' আর 'জেনোয়া' নাপোলেওঁর পদানত হ'ল ত?···প্রিন্স্, এখনও সাবধান করে দিচ্ছি, আপনারা প্রস্তুত হ'ন, এখনও সময় আছে। আমার বিশ্বাস আপনারা যতই চেষ্টা করুন না কেন, এ যুদ্ধকে আর বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। নাপোলেওঁর সঙ্গে সন্ধিসদ্ভাব বজায় রেখে, আর শুধু শুধু যুদ্ধকে অস্বীকার ক'রে, অম্লান বদনে তার পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা সহ্য ক'রে এই নাস্তিক পাষণ্ডটাকে প্রশ্রয় দেবেন না। ওর মত নাস্তিককে খৃষ্টানদের কোনমতেই আর সহ্য করা উচিত হবে না।···যাক্‌গে সে সব, ভয় পাবেন না আমাদের কথায়—হ্যাঁ, এখন ঘরোয়া কথায় আসা যাক, কেমন আছেন বলুন ত, আজকের কি খবর?"

আনা বিধবা-রাজমাতার একজন বিশিষ্ট পার্শ্বচারিণী এবং বর্ত্তমান রাজদরবারেও তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। তাঁহার বয়স চল্লিশের উপর হইবে, তবে এখনও বিবাহ করেন নাই এবং কোনদিন করিবেন বলিয়াও মনে হয় না। আনার গৃহে প্রায়ই পিটারস্‌বার্গের অভিজাত পরিবারবর্গের 'আড্ডা' বসিয়া থাকে।

প্রিন্স বাসিল আনার আজিকার এবম্বিধ অভ্যর্থনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "উঃ কি ভীষণ আক্রমণ, আপনি দেখছি নাপোলেওঁর চেয়েও দুর্দ্ধর্ষ।" তারপর আনার পাশে জাঁকাইয়া বসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তার আগে আপনার শারীরিক সংবাদটা জানাবেন কি? আশা করি আজ নিশ্চয় সুস্থ আছেন।"

আনার একটু সর্দ্দিজ্বর হইয়াছিল, অবশ্য আজ ভালোই আছেন, কিন্তু বাসিলের কণ্ঠস্বর জবাবে তিনি বলিলেন,—"না, মোটেই না, মন যদি ভালো না থাকে তবে শরীর কি ভালো থাকতে পারে? এমন দিন আসছে যে প্রত্যেকেই মানসিক অশান্তি ভোগ করতে বাধ্য—যাদের কিছুমাত্র ব্যথা-বেদনার অনুভূতি আছে, তারাই কষ্ট পাবে। সে যাক্, আপনি বসুন, আর কোথাও যাবার নেই ত?"

বাসিল জানাইলেন যে, রাত্রে তাঁহার কন্যা আসিয়া তাঁহাকে এখান হইতে আর একটি ভোজসভায় লইয়া যাইবে। একথা শুনিয়া আনা একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "আমি বেশ দেখিতে পাচ্ছি যে, এতক্ষণে সেখানে নানারকমের বাজি পুড়ছে, অনেক লোক এসেছে।—নাঃ, ওসব ভাবতে ভালো লাগছে না, যদি আজকের ওই ভোজসভাটা বন্ধ হ'য়ে যেত ত বেশ হ'ত।"

বাসিল গম্ভীরভাবে সহজেই বলিলেন, "যদি আপনার ইচ্ছাটা কিছু আগে প্রকাশ পেতো, তাহ'লে অবশ্য উৎসবের উদ্যোক্তারা এ সব আয়োজন বন্ধ ক'রে দিতেন।"

"হয়েছে হয়েছে, আমাকে রাগাবার চেষ্টা করলেই আমি কিছু রাগছি না। আচ্ছা বলুন ত, নোভোসিল্‌জোর ইস্তাহার আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ পেয়ে কি স্থির করেছেন?"

বাসিল যখন কথাবার্ত্তা বলেন তখন তাঁহার চোখে মুখে একটা অবজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট হইয়া উঠে। পাকা অভিনেতা যেমন তাচ্ছিল্য-ভরে কোনো পুরাতন ভূমিকার মহড়া দেয়, ঠিক তেমনি তাচ্ছিল্যসহকারে তিনি আনা শেররের প্রশ্নের জবাবে বলিলেন, "সে কথা আমি কেমন ক'রে বল্‌ব? আপনি জান্‌তে চান যে ওরা মানে কর্ত্তৃপক্ষ কি স্থির করেছে? ধরুন ওরা আন্দাজ করেছে যে নাপোলেঁ তার জাহাজগুলো সব পুড়িয়ে ফেলেছে—আমরাও হয় ত তাই করব ভবিষ্যতে।"

যখন আনা কোনো রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহ প্রকাশ পায়। প্রিন্স বাসিল যখন অষ্ট্রিয়াকে নিজেদের জাতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া বলিলেন,—"ধরুন, আমরাও ভবিষ্যতে নোভোসিল্‌জোর মতই একটা কিছু করব"—তখন আহতভাবেই আনা বলিলেন,

"দোহাই আপনার, অষ্ট্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বল্‌বেন না। হয়ত আমি তাঁদের সম্বন্ধে কিছু জানি না, তবু আমার মনে হয় ওরা যুদ্ধ করতে চায় নি, এখনও তাদের যুদ্ধ করবার ইচ্ছে নেই। আমার বিশ্বাস, অষ্ট্রিয়া আমাদের প্রতারণা করছে, এবং একদিন এই রাশিয়াকে একাই দাঁড়াতে হবে সমগ্র য়ুরোপের মুক্তিসংগ্রামে—একমাত্র যুধ্যমান জাতি হবে আমাদের রাশিয়া। তবে একথাও আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের সম্রাট নিজেও এই গুরুদায়িত্ব বহন করবার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী, আর তা একদিন প্রমাণ হবেই হবে। আমাদের সম্রাটই নিজের হাতে বিপ্লবের মূলচ্ছেদ করবেন। আমাদের দেশের লোকের সৌভাগ্য হবে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ দেবার—অধর্ম্মের অবসান হবে রাশিয়ারই হাতে। আর এমন কে আছে বলুন ত, যাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি? ইংলণ্ড এতই ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে পড়েছে যে, তারা আর আমাদের আলেকজান্দারের উদারতার কোনো অর্থই খুঁজে পায় না। নইলে তারা কিনা মাণ্টা ছাড়বে না বলে দিয়েছে! হয়ত আরো কোনো স্বার্থসিদ্ধির অপেক্ষায় তারা বসে আছে। তারা নোভোসিল্‌জোকে কি জবাব দিয়েছিল? কিছু না।—কেমন কিনা, বলুন। আর তাদের প্রতিশ্রুতির মূল্যই বা কি?"

"প্রাশিয়া ত ঘোষণা ক'রেই দিয়েছে যে নাপোলেঅঁ অজেয় এবং য়ুরোপ তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে হঠতে বাধ্য হবে—অসহায় য়ুরোপ। প্রাশিয়ার নিরপেক্ষতা ত একটা চালাকি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু যাক্‌, দুঃখ নেই, আমাদের কিছুতে দরকার নেই—মাথার উপর ঈশ্বর আছেন আর আছেন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা রাশিয়ার সম্রাট।"

এই পর্য্যন্ত ব'লিয়া আনা হাসিয়া ফেলিলেন। ঝোঁকের মাথায় এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ আনা আপনার উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়াই হাসিলেন। তাঁহার বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে তবু কথাবার্ত্তায় চালচলনে প্রকাশ পায় যে তিনি বয়সের স্বাভাবিক প্রৌঢ়ত্বকে অগ্রাহ্য করিয়া তারুণ্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন—আনার চোখে মুখে সর্ব্বদা যে একটা চাপা হাসি খেলিয়া বেড়ায় তাহাও যেমন তাঁহার বয়সের সঙ্গে খাপ খায় না, তেমনি মানায় না এই যৌবনসুলভ উচ্ছলতা তাঁহার কণ্ঠে।

বাসিল বলেন, "সত্যি আপনি যদি ভিণ্ট্‌ৎসিন্‌গেরোডের গদিটা অধিকার ক'রে থাকতেন, তবে আজ প্রাশিয়ার রাজা নিশ্চয় যুদ্ধে নেমে পড়তেন। উঃ, কী ঝড়ের মত বক্তৃতা !—কিন্তু আমায় আপাতত একটু চা দেবেন কি ?"

"নিশ্চয় দেবো।…হাঁ, ভালো কথা, আজকে দু'জন উল্লেখযোগ্য নতুন অতিথি আমার এখানে আসবেন। একজন হচ্ছেন……"

বাসিল নামগুলি না শুনিয়াই বলিলেন, "শুনে আমরাও খুবই আনন্দিত।" আসলে ওসব বাজে কথায় কান দিবার মত ধৈর্য ছিল না তাঁহার। বর্ত্তমানে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য একটি ভালো চাকুরীর চেষ্টা করিতেছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছু জানিবার আগ্রহই বাসিলের বেশি, তাই তিনি বলিলেন, "আপনি জানেন, ব্যারন 'ফুন্‌কে' নাকি ভিয়েনার সেক্রেটারী হ'লো, গুজবটা কি সত্যি ?"

"না, হয়নি এখনও, তবে রাজমাতা তাঁকে নেবার জন্যেই সুপারিশ করেছেন !"

বলা বাহুল্য যে বাসিল একটু হতাশ হইলেন, কারণ নিজের ছেলের জন্য মনে মনে তিনি এই পদটিই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদিচ বাসিল নিজেও একজন প্রভাবশালী রাজপারিষদ তবু রাজমাতার সুপারিশওয়ালা কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত সাহস বা সামর্থ্য তাহার নাই। অবশ্য কথাটা শুনিয়া মুখে তিনি যথেষ্ট তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিলেন।

"তারপর—আপনার বাড়ীর খবর বলুন। একটা সুসংবাদ শুনেছেন বোধ হয়, আপনার মেয়ের ইতিমধ্যেই খুব সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। আবার বলিয়া চলিলেন, "একটা মজা দেখেছেন, পৃথিবীতে যে যা চায় তা পায় না, আর যে যা পায় তা সে চায় না। এই দেখুন না, আপনার কথাটাই যদি ধরি, আপনি ত আপনার ছেলেমেয়েদের কোনো মর্ম্মই বোঝেন না, কিন্তু অমন ছেলেমেয়ের মা-বাপ হওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা—অথচ আপনি তাদের দিকে একবার ফিরেও তাকান্ না। অবিশ্যি আপনার ছোট ছেলে আনাতোলের কথা বাদ দিচ্ছি।"

বলিয়া আনা তাঁহার চিরাভ্যস্ত চাপল্যমুখর হাসি হাসিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাসিঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি, আমি

আনাতোলের উপর ভারি বিরক্ত হয়েছি। বল্‌বেন না যেন কাউকে, সেদিন দরবারে সবাই সম্রাটের সামনেই আনাতোলের কথা বল্‌ছিল আর আপনার জন্য দুঃখ করছিল। এ তো ভালো কথা নয়!"

বাসিল একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু কি করি বলুন তো, ওদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে কত চেষ্টা করেছি তা ত আপনি জানেন—কিন্তু দুটি ছেলেই অপোগণ্ড হয়ে দাঁড়াল। ইপোলিৎটা ভালোমানুষ বোকা আর আনাতোলটা শয়তান এবং গাধা। দু'জনে প্রায় সমান মূর্খ—তফাৎ সামান্যই।" বাসিল হাসিলেন।

আনা আর্দ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার মত লোকের ছেলেপুলে না থাকাই উচিত। আপনি যদি কোনদিন পিতা না হতেন তবে আমি ভগবানকে এতটুকু দোষ দিতাম না।"

"আপনি ত জানেনই আমাকে, ছেলেপুলের ঝক্কি বইতে সত্যিই কষ্ট হয় আমার। অনেক সময় গলগ্রহ ব'লে মনে হয় ওদের; তবে সাধ্যমত কর্ত্তব্য ক'রে যাই। বলুন দেখি আনাতোলকে নিয়ে কি করা যায়?" বলিয়া বাসিল অসহায়ভাবে বক্তব্য শেষ করেন।

আনা যেন গভীরভাবে কি ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ একসময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আনাতোলের একটা বিয়ে দিলে ত পারেন। হয়ত তাতে ওর স্বভাব বদ্‌লে গিয়ে ফল ভালোই হবে। আমার হাতে একটি ভালো পাত্রীও আছে, আমাদের আত্মীয়া—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই বাসিল যেন মত স্থির করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "আপনার সে পাত্রীর অবস্থা কি রকম? মানে বড়লোক কিনা—জানেন ত, বছরে চল্লিশ হাজার টাকা আমার খরচ হয় শুধু আনাতোলের বাবুয়ানির পেছনে! আর পাঁচ বছর যদি ও এ-রকম ভাবে চলে তবে কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াইতে হবে তা ভাবি। এই ত আমার বাপ হওয়ার সুখ।" বলিয়া বাসিল একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

আনা বলিলেন, "হ্যাঁ, অবস্থা তাদের বেশ ভালোই। প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির নাম শুনেছেন বোধ হয়—যাঁকে সবাই প্রাশিয়ার যুবরাজ ব'লে থাকে। সেই

বল্‌কন্‌স্কির মেয়ে, নাম মেরিয়া। বুড়ো বাপটা যেমন কৃপণ, তেমনি খিট্‌খিটে মেজাজ তার। আর ওই মেয়েটি একলাই বাপের কাছে তার জমিদারীতে বাস করে। মেরিয়ার ভাই এণ্ড্রুর সঙ্গে আমাদের লিশার বিয়ে হয়েছে যে। এণ্ড্রু এখন কুতুজফের এ-ডি-কং।"

বাসিল বলিলেন, "আমি ঠিক এইরকমটাই চাচ্ছিলাম। যাক্‌, জানেনই ত আমি আপনার গোলাম, আপনিই এটা তাড়াতাড়ি স্থির ক'রে ফেলুন। একে বড়লোক তায় বনেদীঘরের মেয়ে—" তিনি নিশ্চিন্তভাবে চেয়ারে গা ঢালিয়া দিলেন।

"আচ্ছা তাহ'লে আমি লিশাকে বলব। দেখা যাক কি করতে পারি, এই আমার ঘট্‌কালিতে হাতেখড়ি।" বলিয়া আনা হাসিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে আনার বৈঠকখানায় একে একে অতিথিরা আসিয়া জমিতেছিলেন। এখানে যাঁহারা আসেন তাঁহারা সকলেই পিটার্সবার্গের অভিজাত সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁহাদের মধ্যে বয়সের তফাৎ হয় ত আছে এবং ভালোমন্দ মিশাইয়া সকল রকম চরিত্রের লোকই আছে—কিন্তু পদমর্যাদায় সবাই প্রায় সমান।

যাহারা আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকেই আনা তাঁহার খুড়ীমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই বৃদ্ধাটিই আজিকার সম্মানিতা অতিথি, সেহেতু ভদ্রতার খাতিরে সকলে তাঁহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা দেখাইলেন মাত্র। ওদিকে মেয়েদের কেন্দ্র করিয়া যে আড্ডা জমিয়া উঠিয়াছে সেদিকে তরুণদের স্বাভাবিক আকর্ষণ, কাজেই তাহারা দু'এক কথায় বৃদ্ধাকে শারীরিক কুশল প্রশ্ন করিয়াই প্রায় পলায়ন করিতেছিল। যাহারা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক তাহাদেরও কহিবার মত কথা জুয়াইতেছিল না বলিয়া তাহারা সংক্ষেপে আলাপ সারিয়া সরিয়া পড়িতেছিল।

ওদিকে লিশা বল্‌কন্‌স্কি এবং বাসিলের একমাত্র সুন্দরী কন্যা হেলেনকে কেন্দ্র করিয়া তরুণের দল আড্ডা জমাইয়াছে। এপাশে ফরাসী এবং ইতালীয় দুই বিশিষ্ট কাউণ্ট দুইটি টেবিলে পৃথক পৃথক দু'টি কেন্দ্র রচনা করিয়াছেন—আনা

কেবল তদারক করিতেছেন, একবার এখানে একবার ওখানে গিয়া সকলের দিকে মনোযোগ দিতেছেন। আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি যুবক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেলেটি দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ, তাহার চোখে কালো ফ্রেমের চশমা—সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনি অসাধারণ চেহারা। যুবকটির নাম পিটার বেস্থুখভ্—রাণী ক্যাথারিনের আমলের নামজাদা পারিষদ কাউণ্ট বেস্থুখভের অবৈধ তনয় সে। দীর্ঘদিন বাহিরে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়া সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছে।

পিটারকে দেখিয়া আনা অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন, "এসো পিটার, আমার কাকীমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।" এইভাবে পিটারের প্রতি মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করিলেও, মনে মনে কিন্তু আনা শেররের একটা অদ্ভুত ধরণের ভীতির সঞ্চার হইতেছিল এই ছেলেটির উপস্থিতিতে। পিটারের অস্বাভাবিক রকমের লম্বা-চওড়া চেহারার সহিত যেন এই ঘরের কোনও সামঞ্জস্য নাই—এখানকার যে-কোন ব্যক্তির চেয়ে এই যুবকটি দীর্ঘ ঋজুদেহ, তাছাড়া তাহার স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবটা এতই স্পষ্ট যে আনার ভীতি এক্ষেত্রে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে।

পিটার আনার কাকীমার সঙ্গে কতকগুলি অসংলগ্ন কথা বলিয়া, এবং তাঁহার কথা শেষ হইবার আগেই, ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। তাহারই মধ্যে একবার লিশার দিকে চোখ পড়িতে পিটার মৃদু হাসিয়া সম্ভাষণ জানাইল। আনা এ সমস্ত লক্ষ্য করিয়া অধিকতর ভীত হইয়া পড়িলেন। সম্ভ্রান্ত সমাজে এই কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকটি কখন যে কি করিতে কি করিয়া বসিবে কে জানে। বিশেষ করিয়া দুর্ঘটনাটা যদি তাঁহারই বাড়ীতে ঘটে তবে সমাজে মুখ দেখানো তাঁহার পক্ষে কতখানি লজ্জাজনক হইবে তাহা একমাত্র আনা নিজেই জানেন। অথচ ভদ্রতার খাতিরে এ রকম উপদ্রব অনেক সহিতে হয়, হঠাৎ অকারণে ত আর কিছু বলাও চলে না। তাই, যখন পিটার তরুণী-তরুণদের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন রীতিমত ভয় পাইয়া আনা চট্ করিয়া মাঝপথে তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "পিটার, তুমি পাদ্রী মোরিসকে চেনো? তিনি এসেছেন যে—এসো, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

"বটে বটে, তিনি এসেছেন বুঝি—আমি তাঁর রাজনীতিক পরিকল্পনার কথা বহুবার শুনেছি। ভারি চমৎকার—যদিও সেটা বাস্তবে সম্ভব বলে মনে হয় না।"

অ্যান্না বলিলেন, "তোমার একথা মনে হবার কারণ কি?"

পিটার তখন তাহার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া বুঝাইতে আরম্ভ করিল, কেন মোরিসের মতবাদ বাস্তবে সম্ভব নহে। আনা প্রশ্ন করিয়াই বিপদে পড়িয়াছেন—এ ত আচ্ছা লোক, কাহাকেও বা কথা শেষ করিতে দিবে না, আবার যে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চায় তাহাকে ধরিয়া বক্তৃতা দিবে! ইহাকে লইয়া ভারি বিপদ। খানিকক্ষণ তাহার বক্তৃতা শুনিবার পর আনা বাধা দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা এ সম্বন্ধে আর একদিন আলোচনা করা যাবে।"

পিটারস্‌বার্গের সমাজে এই প্রথম আসিয়াছে পিটার। এখানে অনেকেই তাহার কাছে অপরিচিত, কিন্তু একথা তাহার জানা আছে যে রাজধানীর যাঁহারা পণ্ডিত গণ্যমান্য বিচক্ষণ—কেবলমাত্র তাঁহারাই এই আসরে আসিয়া থাকেন, কাজেই পিটার এখানে যাহা কিছু শুনিতেছে তাহারই মধ্যে গভীরতর কিছু খুঁজিবার চেষ্টা করিতেছে। এবং ঘোরাফেরা করিয়া, ছোট ছেলেরা যেমন নূতন নূতন খেলনা দেখিয়া বিস্মিত হয়, সেই রকম পদে পদে তাহার বিস্ময়ের উদ্রেক হইতেছে। সে যথেষ্ট সাবধানতার সহিত চলাফেরা করিতেছে; এখানে যে সব কথা বলা হইতেছে তাহার প্রত্যেকটিই পিটারকে মনে রাখিতে হইবে—কারণ এখানে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের চোখে মুখে এমন একটা তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ রহিয়াছে, যাহা সাধারণত দেখা যায় না। এক কথায় পিটার যে কি করিবে, কাহার কথা ফেলিয়া কাহার দিকে মনযোগ দিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না, কেবল ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

একদিকে আলোচনা চলিতেছিল, নাপোলেওঁ যে ড্যুক দ্যাগিআঁকে হত্যা করিয়াছেন তাহার পিছনে কি গোপন ইতিহাস আছে, এই লইয়া। ফরাসী অতিথি মর্টেমার দীর্ঘকাল ধরিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া মার্জিত ভাষায় সেই কাহিনীটি বলিতেছিলেন। কাহিনীটি শুনিবার আগ্রহে হেলেন, লিশা সকলেই

বড়দের টেবিলে আসিয়াছিল। শুধু পিটার এবং ইতালীয় অতিথি মোরিস ওপাশের টেবিলে য়ুরোপে সকল জাতির শক্তি-সাম্যের সমস্যা লইয়া রীতিমত চীৎকার করিতেছিল। ডিউকের প্রসঙ্গ শেষ হইতে আনা ওদিকে নজর দিলেন, তিনি দেখিলেন যে মোরিস বলিতেছেন, "অসম্ভব, শক্তি-সমতা না হলে চল্‌তে পারে না। ধরুন, রাশিয়ার মত শক্তিশালী জাতি, যার বর্ব্বরতার খ্যাতি সর্ব্বত্র, শুধু শক্তি আছে বলেই সেই জাতি সমগ্র সভ্য য়ুরোপে আধিপত্য করবে এও কি সম্ভব? না তাতে ক'রে পৃথিবীর দুঃখ, য়ুরোপের বর্ত্তমান সমস্যা দূর হয়ে যাবে?" চোখে মুখে মোরিসের অবিশ্বাসের ছাপ এবং বেশ বোঝা যায় যে তিনি একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন।

পিটার মাথা নাড়িয়া বলে, "কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে এই শক্তির ভার-সাম্য কি ক'রে আসবে?"

আনা একবার পিটারের দিকে ভ্রূকুটি করিয়া একটু কাছে আসিয়া মোরিসকে প্রশ্ন করিলেন, "এখানকার জলহাওয়া কেমন লাগছে আপনার?"

মোরিস যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। আনা যে তাঁহাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের ধারা বদলাইবার জন্যই এ প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা বুঝিতে তাঁহার এতটুকু বিলম্ব হইল না। মেয়েদের সঙ্গে কথা কহিবার সময় যেন এই ইতালীয় ভদ্রলোক সরস এবং কোমল ভাবে কথা বলিবার চেষ্টা করেন। মোরিস একটু হাসিয়া বলিলেন, "এখানকার সমাজে মিশে যেন আমি সজীব হয়ে উঠেছি, বুঝলেন। আর রাশিয়ার কৃষ্টি, চর্য্যা সবই সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং রুচিবোধের পরিচয় দেয়। বিশেষ ক'রে এখানকার মহিলাদের পক্ষে এ কথাটা খাটে বেশি।"

এই সময়ে রঙ্গমঞ্চে আর একটি নূতন অভিনেতার আবির্ভাব হইল। ইনি এণ্ড্রু বল্‌কন্‌স্কি, লিশার স্বামী, সুদর্শন মধ্যমাকার; তাঁহার চেহারায় যেন চরিত্রের দৃঢ়তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এণ্ড্রুকে দেখিয়া মনে হইল সে যেন অত্যন্ত ক্লান্ত এবং বিরক্ত। এই কক্ষে যাহারা আছে তাহাদের প্রত্যেকেই তাহার পরিচিত, কিন্তু কাহারও সঙ্গই যেন তাহার কাছে বাঞ্ছিত নহে। শুধু তাহাই নহে, যদি কিছু অর্থব্যয় করিলে ইহাদের হাত হইতে ইহজীবনের মত

পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে এণ্ড্রু যেন এখনই তাহাতে রাজী আছে। এই অবাঞ্ছিত দলের মধ্যে তাহার স্ত্রীও পড়ে বোধ হয়।

এণ্ড্রুর মনে হয় যে সকলের চেয়ে তাহার স্ত্রীই তাহার আদর্শের সবচেয়ে বেশি বিরুদ্ধচারিণী। লিশার দিকে একবার চাহিয়াই এণ্ড্রু এমন ভাবে ঘাড় ঘুরাইয়া লইল যে তাহার সুন্দর চেহারা যেন নিমেষে কেমনধাবা হইয়া গেল। কিন্তু সহসা পিটারকে দেখিতে পাইয়া এণ্ড্রু সহজে খুশি হইয়া উঠিল।

লিশা স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "এণ্ড্রু, শুনেছো, মর্টেমার কি চমৎকার গল্প বল্‌ছিলেন!" লিশা অসাধারণ রূপসী নহে, তবে সে যে সুন্দরী তাহাতে সন্দেহ নাই; তাহার চোখমুখের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খুঁজিয়া দেখিলে মনে হয় কোথাও তেমন অসাধারণত্ব নাই—কিন্তু তবু সবটা জড়াইয়া তাহার মুখশ্রী সত্যই সুন্দর এবং অসাধারণ। তাহার উপর আবার আধুনিক মেয়েদের মত চপলতাও আছে,—এক কথায়, তাহাকে সকলেই পছন্দ করে।

এণ্ড্রু কিন্তু লিশার কথার জবাব না দিয়া পিছন ফিরিয়া পিটারকে সম্বোধন করিল, "আরে তুমি এখানে! প্রগতির ঢেউ-এ গা ভাসিয়েছ নাকি?"

পিটারকে দেখিয়াই কতকটা সুস্থ হইয়াছিল, এখন তাহাকে কাছে পাইয়া, তাহার শিশুসুলভ সরল চেহারা দেখিয়া যেন শান্তি পাইল এণ্ড্রু।

পিটার তাহার কথার উত্তরে বলিল, "তোমায় এখানেই পাবো জান্‌তাম, ভাই—তোমার বাড়ীতে যাবো কিন্তু।" পিটার আস্তে আস্তে চাপা গলায় কথা বলিতেছিল, কারণ মর্টেমার-এর সরসকাহিনী তখনও চলিতেছে।

পিটারের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া এণ্ড্রু বলিল, "না, থাক্‌গে, আমার বাড়ীতে আর গিয়ে কাজ নেই।" বলিয়া সে নিজেই হাসিল।

ইতিমধ্যে বাসিল বিদায় লইয়া উঠিয়া পড়িলেন, "আমার মোটেই যেতে ইচ্ছে নেই—কিন্তু সেখানে আবার হেলেনের নাচ আছে, না গিয়েও উপায় নেই। এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আপনারা আমায় মার্জ্জনা করবেন আশা করি।"

হেলেন দু'ধারের চেয়ারের মাঝ দিয়া পথ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে, তাহার মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। পিটার তাহার ঝলমলে উজ্জ্বল

রূপের পানে কতকটা বিস্মিত এবং কিছুটা শ্রদ্ধান্বিতভাবে চাহিয়া ছিল। এণ্ড্রু বলিল, "অসামান্য রূপসী!"

পিটার কতকটা অজ্ঞাতসারে শুধু জবাব দিল—"হ্যাঁ।"

বাসিল যাইবার সময় পিটারের সহিত করমর্দ্দন করিয়া গেলেন এবং পরে আনার কাছে চাপা গলায় বলিলেন—"পিটারের শিক্ষার শেষটুকুর ভার আপনার হাতেই রইল। মানুষের সঙ্গে এই প্রথম মিশছে পিটার—একটু নজর রাখবেন! আসলে কথা হচ্ছে কি জানেন, ধারালো মেয়েদের সংস্রবে না এলে মানুষ হওয়া যায় না।" আনা হাসিলেন, যেন পিটারের শিক্ষাভার ইতিপূর্ব্বেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।

এতক্ষণ এক বৃদ্ধা মহিলা আনার খুড়ীমার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। বাসিলকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার অনুসরণ করিয়া পাশের ঘরে গেলেন। এই মহিলাটির অবস্থা ভালোই ছিল এককালে। কিন্তু বর্ত্তমানে পল্লীগ্রামেই বাস করেন, কারণ একমাত্র পুত্র লইয়া তিনি বিধবা হইয়াছেন এবং স্বামীও বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কয়েকদিন হইল এই বিধবা দ্রুবেৎস্কোয়-গৃহিণী ছেলের চাকুরীর চেষ্টায় এখানে আসিয়াছেন। যদি কোনরকমে তদ্‌বির-তদারক করিয়া ছেলেটিকে রাজার পার্শ্বচরবাহিনীতে চাকুরী করিয়া দিতে পারা যায় তবে ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার দুশ্চিন্তা দূর হইবে। এইসব কথা ভাবিয়াই তিনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু বহুদিন সংস্রব না থাকার ফলে, এবং দারিদ্র্যের জন্যও কতকটা বটে, তিনি কোথাও বিশেষ আমল পাইতেছেন না। আজও যখন সুবিধা বুঝিয়া বাসিলকে আসিয়া সানুনয় অনুরোধ জানাইলেন, তখন প্রথমে বাসিল দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্রুবেৎস্কোয়-গৃহিণী সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন, যদিও বাসিলের মনোভাব তিনি বহুক্ষণই বুঝিতে পারিয়াছেন (কারণ বাসিল তাহা গোপন করিবার চেষ্টাও করেন নাই), তবু ছেলের মুখ চাহিয়া হীনতা স্বীকার করিয়া বলিলেন, "যেমন ক'রে হোক আপনাকে এটা ক'রে দিতেই হবে, আপনি আমায় কথা দিন, আপনি বোরিসের পিতৃতুল্য—রাগ করবেন না।" বলিয়া

তিনি বাসিলের হাত ধরিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ অশ্রু-ছলছল হইয়া উঠিল।

ওদিকে হেলেন বারবার তাগাদা দিতেছে দেরী হইয়া যাইতেছে বলিয়া, কিন্তু বাসিল চট্ করিয়া কথা দিতে চাহেন না। তিনি জানেন যে ক্ষমতা থাকিলেও অযথা তাহার অপব্যবহার করা উচিত নয়। বার বার বাসিল বুঝাইতে চাহিলেন যে তাঁহার দ্বারা কোন উপকার হওয়া সম্ভব নহে। অবশেষে নিরুপায় ভাবেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে তিনি বোরিসের একটা চাকুরী করিয়া দিবেন। বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, "আমি আগেই জানি যে আপনি আমার জন্যে এটুকু করবেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। কোনোদিন আপনার এ কৃপা ভুলতে পারবো না।"

বাসিল চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বৃদ্ধা আবার বাধা দিয়া বলিলেন, "তাহলে ও কবে বহাল হবে? আর দেখুন, আপনার সঙ্গে প্রধান সেনাপতি কুতুজভের নাকি খুব ঘনিষ্ঠতা, বোরিস যাতে তাঁর এ-ডি কং হতে পারে তার ব্যবস্থা ক'রে দিতেই হবে আপনাকে।"

বাসিল হাসিলেন—"সে কথা হলপ ক'রে বলতে পারি না। জানেন ত মস্কাউ-এর সকল মহিলাই তাঁদের ছেলেদের কুতুজভের এ-ডি-কং করতে চান। কাজেই..."

"না না, আপনি আমার অসময়ের বন্ধু, রক্ষাকর্ত্তা—আপনাকে এটাও কথা দিতে হবে।"

হেলেন আর একবার তাগাদা দিয়া বলিল, "বাবা, বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে যে।"

"হ্যাঁ, এই যে যাই মা! আচ্ছা আসি তবে!"

"আচ্ছা নমস্কার, কিন্তু কালই সম্রাটের কাছে এ সম্বন্ধে আপনি বল্‌বেন ত?"

"তাতে ভুল হবে না—তবে কুতুজভের ওটা সম্পর্কে কোনো কথা দিতে পারি না।"

মিখাইলভ্‌না দ্রুবেৎস্কোয় একবার আপনার জরাজীর্ণ বলিরেখাবহুল মুখের মধ্যে যৌবনের আকুলতাকে ফিরিয়া পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। বাসিলের অন্তরে যাহাতে তাঁহার মুখচ্ছবি বারেকের জন্যও কিছুমাত্র করুণার সঞ্চার

করিতে পারে! কিন্তু বাসিল চলিয়া গেলেন কন্যার হাত ধরিয়া, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগ-প্রচেষ্টা হইল বিফল। তিনি এঘরে ফিরিয়া আসিয়া সকলের সহিত আবার আলোচনায় যোগ দিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই এক সময়ে বিদায় লইলেন।

আনা এবারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছেন গল্প করিতে, "আচ্ছা, নাপোলেঁর অভিষেক-উৎসবটা খুব জোর হয়েছে, না! জেনোয়া আর লুকার লোকেরা দলে দলে আসছে মসিয়েঁ নাপোলেঁকে অভিনন্দন জানাতে—মসিয়েঁ বোনাপার্ত ব'সে আছেন উঁচু সিংহাসনে আর রাজকীয় ভঙ্গীতে সকলের বশ্যতার অভিবাদন গ্রহণ করছেন। বাঃ চমৎকার! একটা লোকের মাথা খারাপ করবার পক্ষে এই ত যথেষ্ট!—আমার এক একবার সন্দেহ হয়, বুঝি পৃথিবীর সমস্ত লোকের একই সঙ্গে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

এণ্ড্রু হাসিয়া আনার দিকে চাহে, তারপর বলে, "যখন ওরা নাপোলেঁর মাথায় মুকুট পরাতে গিয়েছিল তখন তিনি বাধা দিয়ে বলেছিলেন কি জানেন —'এই অমূল্য মাথাটা স্বয়ং ভগবান আমায় দিয়েছেন, খুব সাবধান, তোমরা কেউ আমার মাথায় যেন হাত দিও না।' আর সে সময়ে নাকি তাঁকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।"

"উঃ কী দম্ভ! আমার মনে হয় য়ুরোপের শাসনকর্ত্তাদের আর সহ্য করা উচিত হচ্ছে না! এবারে এই লোকটিকে সমুচিত শিক্ষা দেবার সময় এসেছে।"

মর্টেমার উচ্চকণ্ঠে বলেন, "শাসনকর্ত্তা, রাজা কে? কাদের কথা বলছেন? অবশ্য আমি রাশিয়ার কথা বাদ দিয়ে বলছি, রাশিয়া ছাড়াও তো য়ুরোপের এতগুলি সম্রাট ছিল, তারা ষোড়শ লুই-এর জন্যে কি করেছে, রাণীর জন্যেই বা তারা করলে কি—বুর্‌বোঁ পরিবারকে যারা ঠকিয়েছে—তাদের সম্রাট বলেন আপনি! কেন তারা পরস্বাপহারীর কাছে তাদের দূত পাঠায়, তাদের উপহার পাঠায়—কেন, বলতে পারেন?"

সকলে নীরবে তাঁহার কথা শুনিতেছিল, শুধু ইপোলিৎ কি একটা অবান্তর কথা বলিয়া সে প্রসঙ্গকে চাপা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মর্টেমার তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন "নাপোলেঁ যদি আর বছরখানেক

ফ্রান্সের সিংহাসনে থাকে তবে দেখবেন অরাজকতা অত্যাচার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সবই ঠিক এই রকম ভাবে চল্‌বে—হত্যা, নির্ব্বাসন, ষড়যন্ত্র সবই…"

পিটার যেন কি বলিতে যাইতেছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া গৃহস্বামিনী বলিলেন, "আমাদের সম্রাট আলেকজান্দার বলেছেন যে, নিজেদের পছন্দমত শাসনতন্ত্র ফরাসীরা গঠন করুক। আমার মনে হয় যে, যদি তারা একবার উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা রাজার হাত থেকে মুক্তি পায়, তবে যিনি তাদের ন্যায়ত রাজা, তাকেই তারা বেছে নেবে।"

কথাটা বলিয়া আনা ভাবিলেন যে এই রাজভক্ত বৈদেশিক অতিথিটি তাঁহার কথায় বোধ হয় খুব খুশি হইয়াছেন। প্রিন্স এণ্ড্রু কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয় মর্টেমার ঠিকই বলেছেন, ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে, অতীতকে এখন ফেরানো খুব শক্ত হবে। পৃথিবীর গতির ধারা অন্যপথে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি কারুর আছে কি না—"

পিটার এবারে বলিয়া ফেলে, "আমি শুনেছি যে ফ্রান্সের প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারই নাপোলেঅঁর পক্ষ সমর্থন করেন আজকাল।"

মর্টেমার মুখ না তুলিয়াই জবাব দেন, "বোনাপার্তের দলের লোকেরা এবং তার ভক্তরা অবিশ্যি একথা বল্‌বেই। আসলে ফ্রান্সের যথার্থ জনমত যে কী তা জানা অসম্ভব।"

এণ্ড্রু ইহার উত্তরে একটা উপযুক্ত জবাব দিল, "নাপোলেঅঁই ত বলেছিলেন, 'আমিই তাদের গৌরবের পথ দেখিয়েছি এবং তারা সে পথ ছাড়বে না। আমি আমার ছোট কামরা খুলে দিতে তারা দলে দলে সেখানে ভিড করে আসতে লাগল'—আমি অবশ্য জানি না এ কথা বল্‌বার তার কতখানি অধিকার আছে।"

"তার কিছুমাত্র অধিকার নেই, যে মুহূর্ত্তে সে 'আঁগিআঁ'কে হত্যা করেছে সেই মুহূর্ত্তেই তার যে মুষ্টিমেয় ভক্তদল ছিল তারাও তাকে ত্যাগ করেছে। ডিউকের মৃত্যুর পর পৃথিবী থেকে একজন বীর বিদায় নিয়েছে এবং স্বর্গে একটি ত্যাগীর সংখ্যা বেড়েছে।"

মর্টেমারের এই কথাগুলি শেষ হইতে না হইতে পিটার সবেগে আগাইয়া

আসিয়া (আনা বাধা দিবার ফুসরৎ পান নাই) হাত নাড়িয়া বলিল, "ডিউকের মৃত্যুদণ্ডটা আসলে একটা রাজনীতিক ঘটনা, এর প্রয়োজন ছিল। নাপোলেঅঁ নিজের ঘাড়ে এই হত্যার কলঙ্কের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বরং যথেষ্ট উদারতারই পরিচয় দিয়েছেন।"

পিটারের কাণ্ড দেখিয়া আনা অসহায়ভাবে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, "দোহাই ভগবান, রক্ষা করো।"

লিশা ওপাশে বসিয়া সেলাই করিতেছিল, হঠাৎ সেলাইটা কোলের উপর রাখিয়া সে বলিল, "এর মধ্যে উদারতার কি দেখলে পিটার ?"

আরও কয়েকজন যোগ দিল, "হাঁ, হাঁ—এর মধ্যে আবার—"

পিটার দমিল না—"আমি একথা বল্‌ছি তার কারণ বুর্‌বোঁরা দেশকে বিপ্লবের মুখে ফেলে পালিয়েছিল, একমাত্র নাপোলেঅঁই ত সে আগুন নেভালে। এবং সেইজন্যে সে দেখলে সাধারণের শান্তিকে বিপন্ন করে একজনের প্রাণরক্ষা করার চেয়ে একজনেরই মৃত্যু ভালো, যদি তাতে দেশের শান্তি বজায় থাকে। অাগিআঁ বাঁচলে হয়ত দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা আবার নষ্ট হত, তাতে কত লোকের জীবন যেত—তার চেয়ে এ অনেকগুণে ভালো।"

মর্টেমার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "অবিশ্যি যদি সে বিপ্লব দমন করবার পর আসলে যে যথার্থ রাজা তাকে সিংহাসনে বসাতো তবে বোঝা যেতো যে নাপোলেঅঁ যথার্থ বীর। তা না ক'রে নিজের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে একজনকে হত্যা ক'রে যে শক্তি আর ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনকে আহ্বান করলে তাকে মহানুভব বল্‌ব কেন, সে উদার হ'ল কি ক'রে ?"

পিটারের মতবাদ খুবই আধুনিক, এমন কি সেকালের তুলনায় বিপজ্জনকও বলা চলে, সে বলিল, "সমস্ত জাতি যাকে চাইল, যার সাহায্যে বুর্‌বোঁদের হাত হতে মুক্তি পাবে এই আশায় তারা যাকে ডেকেছে, সে সাড়া দেবে না ; ফ্রান্স দেখতে পেয়েছে নাপোলেঅঁর মধ্যে একটা শক্তিশালী মনকে, যে মন সব কিছু করতে পারে। তার প্রমাণ পেয়েছে তারা বিপ্লবের মধ্যে।"

আনা শেরর পিটারকে ধমক দিয়া বলেন, "হয়েছে হয়েছে, পিটার, তুমি

এধারে আমার কাছে এসো। বিপ্লব, রাজাকে হত্যা করা—উঃ কি সাংঘাতিক কথা! শোনো পিটার! চুপ করো দেখি।"

পিটার শুধু বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, সে মোটেই রাজাকে হত্যা করার পক্ষে নহে, তবে মানুষের সমানাধিকার, স্বাধীনতা, গোষ্ঠীবোধ এই আদর্শগুলিই সে সমর্থন করে মাত্র। কিন্তু চারিদিক হইতে সকলে বাধা দিয়া বলিল, "থাম, থাম—গালভারী কথাগুলো বল্‌তে খুব ভালো লাগে। কিন্তু আসলে ফরাসীদের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল সেটুকুও নাপোলেঅঁ কেড়ে নিয়েছে যে তার কি?

আনা আশা করিতে পারেন নাই যে এই ব্যাপারের পরও ফরাসী অতিথিটি স্থির থাকিতে পারিবেন। কিন্তু দেখা গেল যে মর্টেমার মোটেই চটেন নাই, তবু যেন গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য আনা পিটারকে বলিলেন যে, কোনো মহাপুরুষই, নিরপরাধ কোনো সম্ভ্রান্ত লোক ত দূরের কথা, সাধারণ লোককেও বধ করিতে পারে না।

এণ্ড্ এ কথার জবাবে বলিল, "এ সব কথার জবাব দেওয়া যায় না, কারণ এখানে শুধু মানুষের একটি মাত্র সংজ্ঞা নয়। তার যেমন সাধারণ দৈনন্দিন গৃহী-জীবন আছে, তেমনি তার রাজনীতিক বিবেচনা এবং রাজনীতিক কর্ত্তব্য, দায়িত্বময় জীবনও রয়েছে। কাজেই আমরা বিচার করবার সময় তার সেই বৃহত্তর জীবনটা ভুলে গেলে সুবিচার হ'তে পারে কি কাউন্ট?"

পিটার এমন ভাবে জবাব দিতে পারিত না, অথচ সে যেন এই কথাই বলিতে চাহিয়াছিল—তাই সে ঘাড় নাড়িয়া বলে—"নিশ্চয়, একশো বার।"

এণ্ড্ বলিয়া চলে, "আর্কোলার সেতুর উপর যখন সৈন্যরা সংক্রামক প্লেগে আক্রান্ত ছিল তখন এই নাপোলেঅঁ নিজে হাতে তাদের সেবা করেছে—তার সে-রূপ দেখলে কেউ কি তার মহত্ত্ব অস্বীকার করতে পারে? অবশ্য এমন অনেক কাজ তিনি করেছেন যার যৌক্তিকতা আমরা খুঁজে পাইনে—তাই ব'লে সাধারণ বুদ্ধিতে যতখানি বুঝি, সেদিক দিয়ে তাঁকে মহাপুরুষ বলা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নয়।"

এণ্ড্ তাহার কথা শেষ করিয়া লিশাকে উঠিবার ইঙ্গিত করিল। পিটারও তাহাদের সঙ্গে যাইবে। বিদায়পর্ব্বের সময়ই তাহার কেমন বাধো বাধো ঠেকে।

ওই অসাধারণ লম্বাচওড়া দেহটা লইয়া কোথা দিয়া যাইতে গিয়া সে যে কি বিপদ বাধাইয়া বসিবে তার জন্য সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত। তা ছাড়া বিদায়কালীন ভদ্রতাসূচক সম্ভাষণটাও তাহার ঠিক রপ্ত নাই। সে অন্যমনস্কভাবেই অন্য কাহার একটা টুপি লইয়া উঠিয়া পড়ে। যাঁহার টুপি তিনি ত রীতিমত শঙ্কিত ভাবে টুপিটা ভিক্ষা করিয়া লইলেন। যদিও পিটার এত ভুল করে এবং সামাজিকতার ধার ধারে না, তবুও সে যে সরল, নিরীহ একথা সকলেই বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ক্ষমা করে, স্নেহের চোখেই দেখে।

বিদায় দিবার সময় আনা তাহাকে মার্জনা করিয়া ভালো ভাবেই বলিলেন, "আশা করি আমার এখানে আবার তোমায় দেখে আনন্দ পাবো। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কামনা করি যে এখানে আসবার আগে তোমার এই সব ভয়ঙ্কর মতামতগুলো পাল্‌টে আসবে তুমি।"

পিটার সরল হাসি হাসিয়া যেন বলিতে চাহিল যে, মতামত শুধু মুখের কথা, তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার দরকার কি? আর আসলে আমি লোকটা ত ভালো।

এমনই সরল তাহার হাসি যে এ হাসির অন্য কোন অর্থই হয় না।

এণ্ড্রুর বাড়ীতে আসিয়া পিটার স্বচ্ছন্দে সোফাতে গা ঢালিয়া দিয়া একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতেছিল। পোশাক বদ্‌লাইয়া এণ্ড্রু ঘরে ঢুকিয়া প্রথম প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, তুমি ছোক্‌রা আনার বাড়ীতে কি করছিলে? শেষে কি তাকেও পাগল ক'রে ছাড়বে!"

পিটার বইখানা মুড়িয়া জবাব দেয়, "মোরিস লোকটি ভালো, আমার কিন্তু বেশ মজা লাগে ওর সঙ্গে কথা কইতে—তবে লোকটি একটু 'উল্টো, বুঝলি-রাম'—সহজ কথাটা সহজে ওর মাথায় ঢোকে না। আমারও অবশ্য বিশ্বাস যে একদিন পৃথিবীতে চিরশান্তি আস্‌বে কিন্তু কেমন করে, কি উপায়ে তা জানি না— তবে সকল জাতির শক্তিসমতার মধ্য দিয়ে যে নয় তা ভালো করেই জানা আছে।"

এণ্ড্রু এই সব তত্ত্বকথা আলোচনা করিতে মোটেই ভালো লাগে না। সে সরাসরি জবাব দেয়, "বন্ধু, আমাদের দোষই হচ্ছে এই যে, আমরা সব অসম্ভব কথাই ভাবি, আর তাই আবার আর পাঁচজনকে ব'লে বেড়াই। ওসব থাক, তার চেয়ে এখন বলো দেখি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার জন্যে কোন্ পথ বেছে নিচ্ছ,—জঙ্গী বিভাগের চাকুরী—না কূটনীতিক!"

পিটার শূন্যদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলে—"জানি না, কোনটাই আমার পছন্দ হয় না।"

"কিন্তু তা হ'লে ত চলবে না, একটা কিছু বেছে স্থির করে নিতে হবে।"

পিটারকে তাহার পিতা দশ বৎসর বয়স হইতে এক বিখ্যাত শিক্ষকের হাতে লেখাপড়ার জন্য সঁপিয়া দিয়াছিলেন। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত বাহিরে কাটাইয়া যখন সে দেশে ফিরিল তখন তাহাকে একাকী পিটারস্‌বার্গে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ বাছিয়া লইবার জন্য। কিন্তু তিনমাস এখানে অলসভাবে কাটাইবার পরও, আজ পর্যন্ত সে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই।

এণ্ড্রু কথার জবাবে অন্যমনস্কভাবে সে বলিল, "মোরিস নিশ্চয় 'মুক্তি-দূত' দলের লোক।"

"যতো সব বাজে কথা," এণ্ড্রু তাহাকে ধমকাইয়া বলে, "আমি তোমার কথা বল্‌ছি। তুমি আমাদের অশ্বারোহী সেনাদল দেখতে গিয়েছিলে কি?"

"আরে আমি ত সেই কথাই বল্‌তে চাই।" পিটার বলে, "আমরা নাপোলেঅঁর সঙ্গে যুদ্ধ করছি—কিন্তু কেন বল্‌তে পারো? এটা যদি আমাদের জাতীয় যুদ্ধ হ'ত তাহ'লে সবার আগে আমিই যুদ্ধ করতে যেতাম। আমাদের মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের বিজয়-অভিযান,—এ সবের অর্থ বুঝি, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যে আজ সবচেয়ে বড় বীর, যে কিনা মহামানব, শুধু তাকেই দমন করবার জন্য অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ডকে সাহায্য করাই যদি এই যুদ্ধের একমাত্র কারণ হয়, তবে কেন যাবো?"

এণ্ড্রু গম্ভীর হইয়া যায়, বলে, "আমিও জানি না, ঠিক কেন যাচ্ছি। কিন্তু

আমিও ত যাচ্ছি সীমান্তে···কারণ এখানকার এই একঘেয়ে জীবনযাত্রা আমার সহ্য হয় না।”

এই সময়ে পোশাকের খস্‌খস্ শব্দ হওয়াতে এণ্ড্রু থামিয়া গেল এবং পরক্ষণেই লিশা ভিতরে ঢুকিল। লিশা ইহারই মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যরূপে সাজিয়া আসিয়াছে। মুখে কোন কথা না বলিয়া এণ্ড্রু তাহার দিকে একটি আরাম-চেয়ার আগাইয়া দিল।

লিশা বসিয়াই প্রথম কথা বলিল, “আমি অবাক হয়ে যাই যে, আনা আজ পর্য্যন্ত বিয়ে করল না কেন? পুরুষগুলোও এমন, তার মত একটা অসাধারণ মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায়নি। আর তোমাদেরই বা দোষ দিই কি ক'রে, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমরা কতটুকুই বা জানো।···ভালো কথা— পিটার, তোমার কি ব্যাপার, আজকাল কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াও?”

“আপাতত তো মানই স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে, কারণ আমি ভেবেই পাচ্ছি না উনি কেন যুদ্ধে যেতে চান।”

“আমিও ত ওঁকে তাই বলি। আচ্ছা, মানুষ কি যুদ্ধ না ক'রে বাঁচতে পারে না? আমরা মেয়েরা ত পুরুষদের কাছে কিছুই চাই না।···আমি মিনতি করে বল্‌ছি তোমায় পিটার, ওকে তুমি একটু বুঝিয়ে বলো না!— এখানে সকলেই ত ওঁকে ভালোবাসে,—যশ বলো, প্রতিপত্তি বলো কিছুরই ত অভাব নেই, তবু কেন যে উনি যুদ্ধে যাচ্ছেন—”

পিটার এণ্ড্রুর পানে চাহিয়া দেখিল সে এই উচ্ছ্বাসে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছে এবং এ সবের জবাবও সে দিবে না। একটু পরে পিটার এণ্ড্রুকে জিজ্ঞাসা করে, “তা কবে তোমাদের যাওয়া স্থির হয়েছে?”

‘না, না, তুমি ওসব কথা তুলো না, আমি ওসব শুন্‌তে পারি না। একে আমার সারাদিনই মনে হচ্ছে যে এইসব পরিচিত প্রিয়, এতদিনের প্রতিবেশীদের ছেড়ে চলে যেতে হবে। সবার চেয়ে বড় এই এণ্ড, তাকেও ছেড়ে থাকতে হবে।” লিশা চোখ বুজিয়া বলে, “আমার ভয় করছে।”

এণ্ড্রুর হঠাৎ চমক ভাঙে, সে যেন এতক্ষণে বুঝিতে পারে যে লিশা সেখানে বসিয়া আছে। সে শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করে, “কেন, তোমার কিসের ভয় লিশা?”

"তুমি,—তুমিও দেখছি আর সকল পুরুষেরই মত স্বার্থপর! আমায় একলা পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে ফেলে রেখে চলে যাবে কোথায় যুদ্ধ করতে! এর সবটাই ত তোমার খেয়াল!"

"কেন, একলা থাকতে যাবে কেন তুমি—আমার বাবা আছেন, বোন আছে!"

"সে একই কথা হ'ল—আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-পরিজনকে ছেড়ে ত থাক্‌তে হবে।" লিশার মুখের সে স্বাভাবিক হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তি যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কথা বলিতে বলিতে সে হঠাৎ নিজেকে সাম্‌লাইয়া লয়, তাহার ভয়ের যে যথার্থ হেতু কি তাহা ঠিক পিটারের সাম্‌নে বলিবার ইচ্ছা তাহার নাই।

অকস্মাৎ লিশা পুনরায় অনুযোগের সুরে বলে, "ওগো, তুমি এমন ভাবে বদ্‌লে গেলে কেন?"

ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে এণ্ড্‌ বলে,—"তোমায় ডাক্তার বেশিক্ষণ বসে থাক্‌তে বারণ করেছে লিশা, তুমি শুতে যাও!"

লিশা সে কথার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকে। এই অদ্ভুত ধরণের দাম্পত্য আলাপে পিটারের বিস্ময়ের সীমা ছিল না, সে নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু এণ্ড্‌ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "ব'স।"

লিশা সহসা তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল, "পিটার আছে তা কি হয়েছে?" লিশার কণ্ঠস্বরে যেন ক্রন্দনের আভাস পাওয়া যায়—"আমি অনেকদিন থেকেই বল্‌ব ভাবছিলাম। তুমি কেমন ক'রে আমায় এমন ভাবে অবহেলা করো,—কেন? কেন, আমি কি করেছি! তুমি ত এমন ছিলে না!...তুমি অনায়াসে যুদ্ধে চলে যাচ্ছ, আর আমি একলা এখানে কি নিয়ে থাকব কেমন করে কাটবে আমার দিন?"

কিন্তু লিশা তবু তাহাকে মানিল না—"তুমি কি ভাবো আমি বোকা, আমায় ছ'মাসের শিশুর মত ধমক দাও! আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমার পরিবর্ত্তন—ছ'মাস আগে ত' কই এমনটা ছিলে না।"

লিশার স্বামী একটু জোরে বলে, "লিশা, দোহাই তোমার, চুপ করো।"

পিটার এ রকম দৃশ্য দেখিতে অভ্যস্ত নহে। তাই সে এখানে বসিয়া থাকিতে খুব অস্বস্তি বোধ করে। স্বামী-স্ত্রীর এই ধরণের কথাবার্তা শুনিয়া সে যেন কেমন ধারা হইয়া যায়। তাহার উপর লিশার চোখের জল তাহাকে অধিকতর বিচলিত করিল, সে উঠিয়া গিয়া প্রায় কাঁদো-কাঁদো ভাবেই বলে, "লিশা, শান্ত হও। আমি যাই হই না কেন, বাইরের লোক ছাড়া আর ত কিছু নই, আমার সামনে—আচ্ছা আমি তাহ'লে ।"

এণ্ড্রু বাধা দিয়া বলে, "না,—আর একটু থাকো। তোমার সঙ্গে থেকে একটা সন্ধ্যায় একটু আনন্দ পাবো তাও সহ্য হবে না ওর।"

"হাঁ, তুমি ত নিজের দিকটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাও না।" বলিতে বলিতে লিশা আহত অভিমানের আতিশয্যে আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না।

'লিশা।" এণ্ড্রুর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, তীব্র। সে ধৈর্য্যের শেষ সীমায় আসিয়া পড়িয়াছে।

সহসা লিশার সে উদ্ধত, অভিমানক্ষুব্ধ মূর্ত্তি যেন নিমেষে মাটিতে মিশাইয়া যায়। শুধু কাতরকণ্ঠে বার-দুই সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুটস্বরে "বেশ। বেশ।" বলিয়া আলুথালু বেশকে কোনক্রমে গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়ে। তারপর চিরাচরিত প্রথামত স্বামীর কাছে গিয়া কোনমতে তাহার গালে একটি চুম্বন করে। এণ্ড্রুও একটি চুম্বন করিয়া অত্যন্ত নির্লিপ্তকণ্ঠে শুভরাত্রি কামনা করে। যেন দুইজনেই অপরিচিত।

লিশা চলিয়া যাইবার পর কাহারও মুখেই কথা সরে না। একটু আগে যে পারিবারিক অশান্তির বাত্যা বহিয়া গিয়াছে বোধ করি তাহাতে ইহারা দু'জনেই অভিভূত, স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। দুই বন্ধুই খানিকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকে, তারপর এণ্ড্রু বলে, "চলো, খেয়ে আসি।"

আহারে বসিয়াও যেন তাহাদের বলিবার কথা কিছুই ছিল না। কিন্তু সচরাচর এ রকমটা হয় না, এণ্ড আর পিটার যখনই একত্র হয় তখনই তাহারা দুইজনে প্রাণ ভরিয়া মনের কথা খুলিয়া বলে। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর এণ্ড যেন সহসা ফাটিয়া পড়ে, তাহার সমস্ত অন্তর যেন এক সঙ্গে শতকণ্ঠে

বলিয়া উঠে, "বন্ধু, জীবনে যদি উন্নতি করবার ইচ্ছা থাকে, যদি জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের দিকে তোমার লক্ষ্য থাকে, তবে বিয়ে ক'র না। যাকে তুমি বিয়ে করতে চাও, তাকে যতদিন পর্য্যন্ত ভালোবাসবে ততদিন বিয়ে ক'র না ভাই। মানুষের উচ্চাশা বলো, যশ, খ্যাতি বলো, যথার্থ মানুষের মত বেঁচে থাকা যাকে বলো—তার সব শেষ হয়ে যাবে যেদিন তুমি বিয়ে করবে। ধরো আমার স্ত্রী, তার হাতে স্বামীর সম্মান অবশ্য চিরদিনই অক্ষুণ্ণই থাকিবে, কিন্তু তবু আমার সব কিছুর বিনিময়ে আমি আমার অবিবাহিত জীবনকে ফিরে পেতে চাই পিটার। তুমি আমার বন্ধু, তোমায় ভালোবাসি, তাই একমাত্র তোমাকেই অসঙ্কোচে এসব কথা বলছি।"

আনা শেরেরের ঘরে এণ্ড্রুর যে কৃত্রিম, বিরক্তিমাখা চেহারা দেখা গিয়াছিল তাহার সহিত এই সবল, শান্ত, সহজ এণ্ড্রুর যেন কোনই সাদৃশ্য নাই। পিটার তাহার কথা শুনিতে শুনিতে চশমাটা খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল। চশমা না থাকিলে পিটারকে অত্যন্ত ছেলেমানুষ বলিয়া মনে হয়।

এণ্ড্রু তাহার পানে তাকাইয়া আবার বলিতে থাকে, "তুমি আমার সব কথা বুঝতে পারবে না। তুমি ভালো ক'রে বোনাপার্টের কথা ভেবে দেখ, সে যখন আপনার লক্ষ্য-পথে ছুটেছিল, তখন তার একমাত্র চিন্তাই ছিল সেই ধ্রুবের দিকে। আর কোন পিছুটান তার ছিল না। কিন্তু তোমার পিছনে যদি একটি মেয়েকে জুড়ে দেওয়া হয় তবে তোমার সমস্ত জীবনটা নিয়মবদ্ধ ভাবে শুধু তাকেই কেন্দ্র ক'রে ঘুরতে থাকবে। তার গতি দড়ি বাঁধা গোরুর মত সীমাবদ্ধ এবং বিধিবদ্ধ হয়ে থাকবে। পথ নেই, মুক্তি নেই—শুধু বন্ধন।

আমার ভালো লাগে না, সে সব ছোট জীবনকে কল্পনা করতে। তাই আমি যুদ্ধে যাচ্ছি, অবশ্য আমি জানি যে হয়-ত বড় একটা কিছু উপকার আমার দ্বারা হবে না। কিন্তু এতবড় যুদ্ধ পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত হয় নি। এমন একটা বিপর্য্যয় ঘটছে আর এখানে বসে এরা কত ছোট তুচ্ছ কথা ভাবছে—আমার স্ত্রীর গ্রামে গিয়ে থাকতে কষ্ট হবে, সে এখানকার এই নিত্যদিনের আড্ডা ছেড়ে থাকতে পারবে কেমন ক'রে, তাই নিয়েই সে মাথা ঘামায়—এই সব ভাববার কি এই সময়? মেয়েদের দূর থেকে দেখলে মনে হয়, হয়ত তাদের

মধ্যে মূল্যবান কিছু আছে—কিন্তু সে ধারণা ভুল। বন্ধু বিয়ে ক'র না কখনও।"

এণ্ড্রুকে পিটার বন্ধু বলিয়া যেমন ভালোবাসিত তেমনি রীতিমত শ্রদ্ধাও করিত। বিশেষত, তাহার বিশ্বাস ছিল যে, এণ্ড্রুর চরিত্রের মধ্যে যে দৃঢ়তা আছে তাহা সত্যই আদর্শ। কারণ তাহার নিজের এই চারিত্রিক মনোবলের একান্তই অভাব ছিল। অনেক সময় সে এণ্ড্রুর কথা ঠিক মানিয়া লইতে পারিত না তবু আদর্শ ভাবিয়া তাহা লইয়া মাথা ঘামাইত না। কিন্তু আজিকার এই সব কথা শুনিয়া সে যেন দমিয়া গেল, "আমার কাছে এটা যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকছে। বিশেষ ক'রে তোমার মত মানুষের—জীবন সম্বন্ধে এখনই নিরাশ হওয়া কেমন যেন অস্বাভাবিক, এখনও সামনে পড়ে রয়েছে দীর্ঘ ভবিষ্যৎ জীবন। তাকে সার্থক ক'রে তোলবার কথা ত তোমারই—আর তুমি—"

"আমি, যাকগে—আমার কথা ছেড়ে দাও, তোমার কথাই শুনতে চাই।" বলিয়া এণ্ড্রু হঠাৎ কথার মোড় ঘুরাইয়া দেয়।

"আমার আবার কথা কি—আরে আমি কে? আসলে একটা বাউণ্ডুলে জারজ ছাড়া আর আমি কি বলো! আমার মত অপদার্থ দুনিয়ায় দুটো নেই। না আছে কুল, শীল, অর্থ, মান—না আর কিছু। তবে মুক্ত বন্ধনহীন আমি। আমি এই পর্যন্ত স্বীকার করতে পারি যে, বর্তমানে আমি তোমার উপদেশপ্রার্থী।"

এণ্ড্রু তাহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টি বুলাইয়া লয়। এই স্নেহের দৃষ্টির মধ্যে কোন কবি কিছু আত্মগরিমাও গোপন ছিল।

"পিটার, আমি তোমায় ভালোবাসি। কারণ এই সমাজে সচরাচর যারা চলাফেরা করে তাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই সজীব, জীবন্ত। কিন্তু তুমি ওই আনাতোল কুরেগীনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটা কমাও। বর্তমান ধারায় তোমার জীবনকে আর এগোতে দেওয়া উচিত হবে না—অবিশ্যি আমার কথা পছন্দ নাও হ'তে পারে তোমার, হয় ত আমার কথা না মানলেও তোমার দিন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে—কিন্তু তবু তোমায় ভালোবাসি তাই বলছি। কুরেগীনদের সঙ্গে মেলামেশাটা ছেড়ে দাও।"

বর্ত্তমানে পিটারস্‌বার্গে আসিয়া পিটার বাসিল কুরেগীনদের বাড়ীতেই বাস করে, কারণ বাসিল পিতার সম্পর্কে তাহার নিকট আত্মীয় এবং সে বাসিলের পরিবারের মতই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কাজেই এণ্ড্রুর এই অনুরোধটা তাহাকে যথেষ্ট বিব্রত করিয়া তুলিল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ইতস্তত করিয়া বলে, "কিন্তু কি করি বলো তো। তুমি তো মেয়েদের জানো।"

"আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের যেমন হওয়া উচিত, কুরেগীনদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে তার কিছু তফাৎ আছে।"

এই কুরেগীনদের বাড়ীর কনিষ্ঠ পুত্র আনাতোলের সঙ্গেই প্রিন্স এণ্ড্রুর ছোট বোন মেরিয়ার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

পিটার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল। তারপর বলিল, "আমিও অনেকদিন থেকে এই কথা ভাবছিলাম। কিন্তু আজই তোমায় কথা দিচ্ছি যে, আর ওদের সঙ্গে কোথাও যাবো না, আমার শরীর খারাপ হ'তে শুরু হয়েছে, টাকা-কড়িও প্রায় নিঃশেষ। আজও সন্ধ্যেবেলায় অবিশ্যি আমায় ক্লাবে বলেছে যেতে—কিন্তু নাঃ, আর যাবো না!"

"তাহলে তুমি আমায় কথা দিয়ে যাচ্ছ ত?"

"নিশ্চয়, দেখে নিও।"...

রাত্রি তখন দশটা, পিটার বন্ধুর বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া বাড়ীর পথ ধরিল।

প্রথম সে মনকে বুঝাইল যে, কিছুতেই ক্লাবে যাওয়া হইবে না। কিন্তু অনেক জল্পনা-কল্পনা করিবার পরও শেষ পর্য্যন্ত নিজের শপথ ভুলিয়া পিটার এক সময় ক্লাবেই উপস্থিত হইল এবং রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত যথারীতি উদ্দাম আমোদ করিয়া কাটাইল।

২

রোস্তভ্ পরিবারে সেদিন ছিল খুব ধুমধাম। রোস্তভ্ গৃহিণীর জন্মতিথিকে উপলক্ষ্য করিয়াই উৎসব। মস্কাউ শহরের সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই সকাল হইতে

একবার করিয়া আসিয়া রোস্তভ্ গৃহিণীর দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া আপ্যায়িত করিতেছিলেন।

অভ্যাগতদের গতায়াতের আর বিরাম নাই। প্রৌঢ় গৃহস্বামী ত অভ্যর্থনা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সামান্য এতটুকু সুযোগ পাইলেই তিনি একটু বসিয়া বিশ্রাম করিয়া লইতেছেন। কিন্তু তাও মুহূর্তের জন্য,—আবার উঠিয়া গিয়া হয়ত কাহাকেও বিদায় দিতে হয়—"আচ্ছা নমস্কার, অশেষ ধন্যবাদ, আসবেন কিন্তু চারটের সময়, একটু খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, ভুলে যাবেন না—আমরা সকলেই আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।"—একই কথা বারবার বিভিন্ন ব্যক্তিকে বলিতে হয়। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বড় সামান্য নহে,—তবে এ বাড়ীতে এই রকমই হইয়া থাকে।

গৃহকর্ত্রী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ভেরা বসিবার ঘরে সকলের সঙ্গে গল্পগুজব করিতেছে। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কিন্তু আশপাশে এঘরে ওঘরে খেলা করিয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের কলকণ্ঠের চপল মুখরতা বহু দূর হইতেও ভাসিয়া আসে।

হঠাৎ এক সময়ে তের বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে এই ঘরে প্রবেশ করিয়াই যেন বুঝিতে পারিল যে কাজটা ভালো হয় নাই, অন্তত এটা তাহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু তখন আর উপায় নাই, প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটি কলেজের ছাত্র, একটি কিশোর সৈনিক এবং আর একটি বছর পনেরো বয়সের মেয়ে পর পর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সকলের পিছন হইতে লাল টুকটুকে একটি বাচ্চা ছেলেও ঠেলাঠেলি করিয়া ঘরের ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল।

কাউণ্ট রোস্তভ্ প্রথম আগন্তুককে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন, "আরে এই যে নাতাশা—তোমরা সবাই জানো তো যে আজ এরও জন্মদিন।" গৃহিণী গম্ভীরভাবে নাতাশার দিকে চাহিয়া বলেন, "ওকে তুমি আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুল্‌ছ এলিয়াস। • এত গোলমাল এখানে কেন?"

ছোট মেয়েটি খুব যে সুন্দরী তা নয়, তবে তার সরলতা এতই পরিস্ফুট যে তাহার কালো চোখের দিকে চাহিলে সহজে তাহাকে ভুলিতে পারা যায় না, মুগ্ধ

হইয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। চেহারা ভারি মিষ্ট। তা ছাড়া তাহার সমস্তটা ঘিরিয়া যে অখণ্ড প্রাণবানতা মাখানো রহিয়াছে তাহা বাস্তবিকই অসাধারণ। যাহাকে বয়ঃসন্ধি বলে নাতাশা এখন সেই সীমানায় উপস্থিত—সে এখন আর ঠিক খুকীটি নহে, তবে মেয়েদের মধ্যে যে সময়ে আত্মচেতনা বা নারীত্ববোধ আসে, সে সময় এখনও তাহার আসে নাই।

নাতাশা পিতার কাছ হইতে সরিয়া মায়ের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়ায়। সে তাঁহার বকুনীকে মোটে আমলই দেয় নাই। মায়ের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে গোপনে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে থাকে। তারপর তাহার জামার তলা হইতে একটি পুতুল বাহির করিয়া পুতুলটির জীবনের ইতিবৃত্ত বলিয়া চলে, "আচ্ছা মা, তোমরা আমার এই মিমিকে দেখেছ…। এই মিমি আর কেউ নয়, এ একটা পুতুল…"

তাহার মা তাহাকে আস্তে ঠেলিয়া দিয়া বলে, "আচ্ছা, আচ্ছা, এখন পালাও এখান থেকে!" বলিয়া তিনি অভ্যাগতা একজন মহিলাকে বলেন, "এটি হচ্ছে আমার ছোট মেয়ে।"

অভ্যাগতা কারাগীন গৃহিণী হাসিয়া নাতাশাকে বলেন, "আচ্ছা খুকী শোনো, তোমার মিমির গল্প আমায় বলো তুমি।"

এদিকে আর যাহারা দাঁড়াইয়াছিল নাতাশার দলের, তাহারা রীতিমত অধীর হইয়া পড়িয়াছে। এই দলে ছিল বোরিস, ছোকরা সৈনিক—মিখাইলভ্না দ্রুবেৎস্কোই গৃহিণীর একমাত্র পুত্র বোরিস, কলেজের ছাত্রটি হইতেছে এ বাড়ীর বড় ছেলে নিকোলাস। আর পনেরো বছরের মেয়েটির নাম সোনিয়া, গৃহিণীর অনাথা ভাইঝি। সবচেয়ে ছোট ছেলেটি হইতেছে বাড়ীর পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র পেট্শা। নিকোলাস এবং বোরিস বাল্যবন্ধু, তাহারা ছেলেবেলা হইতে একসঙ্গে খেলাধূলা করিয়া মানুষ, তাহারা দুজনেই দেখিতে সুন্দর তবে দু'জনে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। বোরিস লম্বা, সৌম্যদর্শন এবং স্থিরবুদ্ধি, কিন্তু নিকোলাস একটু মাথায় বেঁটে এবং সাদাসিধে গোছের।

কারাগীন গৃহিণী মিমির প্রসঙ্গ তুলিতেই বোরিস গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, "মিমিকে আমি পাঁচ বছর ধরে দেখছি। কিন্তু আজকাল মিমি বুড়ী হয়ে

গেছে, তাই দেখে শুনে মনে হয় যে, তার নিশ্চয়ই মাথাও খারাপ হয়েছে।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে নাতাশার মুখের দিকে আড় চোখে চাহিয়া দেখে। এদিকে পেটুশা চোখ বুজিয়া প্রাণপণে হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। নাতাশা এক দৃষ্টিতে পেটুশার কাণ্ড দেখিতে দেখিতে শেষ পর্য্যন্ত হাসি সামলাইতে না পারিয়া সেখান হইতে এক দৌড় দিয়া পলাইয়া গেল।

বড়দের আসরে আলোচনা চলিতেছিল কাউণ্ট বেজুখভের শারীরিক অসুস্থতা এবং তাঁহার বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারণ সমস্যা লইয়া! জমিদার বেজুখভের সম্পত্তি বড় সামান্য নহে,—তাঁহার জমিদারীতে চল্লিশ হাজার প্রজা আছে এবং সেই অনুপাতে অন্যান্য আদায়পত্রও রহিয়াছে। কাজেই তাহার অসুখ হওয়ার সংবাদ পাইবামাত্র আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে সকলেই আসিয়া জুটিয়াছে। প্রিন্স বাসিল কারাগীনও বাদ যান নাই। কেহ কেহ বলিতেছে যে, বাসিলই জমিদারীর মোটামুটি অংশটা পাইবেন। আবার অনেকের বিশ্বাস যে, যেহেতু পিটারকে কাউণ্ট বেজুখভ ভালোবাসেন এবং সম্রাটকে ধরিয়া যাহাতে পিটার তাঁহার সম্পত্তির আইন-সম্মত উত্তরাধিকারী হইতে পারে সে ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন, সেহেতু অনুমান হয় যে, পিটারই সকলকে ফাঁকি দিয়া শেষ পর্য্যন্ত বেজুখভের ষোল আনা সম্পত্তি ভোগ করিবে। তবে ইহা লইয়াও রীতিমত মতানৈক্য চলিতেছে। কারণ সম্প্রতি পিটারসবার্গে গিয়া পিটার যে সব উচ্ছৃঙ্খলতা করিয়া দুর্ণাম কিনিয়াছে তাহা বড় সামান্য নহে। সে নাকি একদিন ক্লাব হইতে ফিরিবার পথে আইন-অনুসারে-দণ্ডনীয় একটি অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছিল। তাহাতে পুলিশের একজন কর্ম্মচারী তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইলে, সে এবং তাহার সঙ্গীরা সেই পুলিশ কর্ম্মচারীকে ভালুকের পিঠে বাঁধিয়া জলে ছাড়িয়া দেয়। সেজন্য তাহার উপর রাজধানী ছাড়িয়া যাইবার আদেশ জারী হইয়াছিল।—কাজেই এই সব আচরণে কাউণ্ট যে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পিটারের উপর যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এমন একটি

অপোগণ্ডের হাতে এত বড় জমিদারীর গুরুদায়িত্ব যে তিনি কোনমতেই ছাড়িয়া দিবেন না তাহাতে আর সংশয় থাকিতে পারে না। সে যাহাই হউক, তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা করিতেই হইবে, কারণ বেস্থুখভের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন,—বাঁচিবার আশা নাই বলিলেও চলে।

বাসিল যে মস্কাউতে আসিয়াছেন মিথাইলভ্না তাহা জানিতেন এবং তিনি বেস্থুখভের প্রাসাদেই বাস করিতেছেন তাহাও তাঁহার জানা ছিল। একবার বেস্থুখভের বাড়ী গিয়া বাসিলকে ধন্যবাদ দিয়া আসা উচিত। ইহা ছাড়া তিনি সেখানে দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া হিসাবেও যাইতে পারেন। বেস্থুখভ বোরিসের ধর্ম্মপিতা, অতএব তাঁহার এই অবস্থায় একবার দেখিতে যাওয়া যে উচিত একথাটি তিনি যেমন বোরিসকে বুঝাইলেন তেমনি সেই সঙ্গে রোস্তভ্দের বাড়ীতে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহাদেরও শুনাইয়া দিতে ভুলিলেন না। আর এই প্রসঙ্গে ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, যদিও বোরিসের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, তবু তাহার ধর্ম্মপিতার সম্পত্তির কণামাত্রও সে চাহে না। তারপর তিনি সুবিধা বুঝিয়া এক সময়ে ছেলেকে বলিলেন, "একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করো।"

বোরিস চলিয়া গেল, বড়দের ঘরে রহিল কেবল নিকোলাস এবং সোনিয়া। কথায় কথায় কাউণ্ট রোস্তভ্ বলিলেন যে, যেহেতু বোরিস যুদ্ধে যোগদান করিতেছে, সেহেতু তাহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু নিকোলাসও কলেজ ছাড়িয়া যোদ্ধদলে যোগ দিতে চাহে।

কে যেন বলিল, "হাঁ অনেকেই বল্‌ছে যে যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে।"

"আরে সে তো এর আগেও বলেছে তারা, আবারও এই কথাই বল্‌বে, কিন্তু একদিন দেখা যাবে যে যুদ্ধটুদ্ধ কিছু নয়। তবে একেই বলি বন্ধুত্ব।"

কারাগীন গৃহিণী কথাটা সমর্থন করিয়া বলেন, "হাঁ, ঠিক।"

বেচারী নিকোলাস প্রতিবাদ করিয়া বলে, "না, মোটেই তা নয়। আমি সেজন্য যুদ্ধে যাচ্ছি না, আমাকে ত একটা কিছু করতেই হবে তাই। আমার সৈনিক জীবনটা এই সব সাধারণ বেসামরিক চাকরীর চেয়ে ঢের বেশী ভালো লাগে—" যেন কি ভীষণ অপরাধই করিয়া ফেলিয়াছে বন্ধুত্ব করিয়া এমনই ভাবখানা তাহার।

কাউণ্ট একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "জেনারেল পাউলোভ্‌গ্রাড্‌ আজ আমাদের এখানে খেতে আসবেন এবং রাত্রেই হয়ত নিকোলাসকে নিয়ে যাবেন।"

নিকোলাস আহত স্বরে জবাব দেয়, "বাবা, আমায় যদি তুমি বলো যে তোমার আপত্তি আছে, বেশ, তাহ'লে আর আমি যাবো না। কিন্তু আমি জীবনে সৈনিক ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারব না তা বলে দিচ্ছি।"

বলিয়া নিকোলাস্‌ মেয়েদের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কাউণ্ট মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, না, সে কথা বলছি না—আরে একটা কথাতেই যে তুমি রেগে আগুন। দোষই বা দিই কাকে, বোনাপার্ত এদের মাথাটা খেয়ে দিয়েছে। সামান্য সহকারী থেকে যেহেতু নাপোলেঁঅ সম্রাট হয়ে পড়ল, সেহেতু সবাই মিলে এক একজন আস্ত নাপোলেঁঅ হবেন!"

তারপর সকলে নাপোলেঁঅর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। জুলিয়া কারাগীন তরুণী, সে নিকোলাসের সহিত গল্প করিতে করিতে একটু অন্তরঙ্গ ভাবে কাছাকাছি বসে। তাহার সঙ্গে গল্প করিতে বসিয়া নিকোলাস সোনিয়ার কথা একদম ভুলিয়া গেল, ওদিকে একটু দূরে সোনিয়া কোনরকমে অতিকষ্টে মুখের ক্ষীণ হাসির রেখাটুকু বজায় রাখিয়া একলা বসিয়া থাকে। এক ফাঁকে যখন নিকোলাস তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, সোনিয়ার সহিত দৃষ্টি মিলিয়া যাইতেই সোনিয়া চোখ নামাইয়া লইল। তাহার দৃষ্টিতে যেন ভালোবাসা এবং ভর্ৎসনা মিশানো। সোনিয়া আর সেখানে বসিয়া থাকিতে পারে না, অশ্রুসংবরণ করিতে করিতে ঘর হইতে চলিয়া যায়। নিকোলাস তাহা লক্ষ্য করিয়া সহসা জুলিয়ার সহিত মধুর আলাপের মাঝখানেই পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে সরিয়া পড়ে সোনিয়ার খোঁজে।

মিখাইলভ্‌না তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আপনমনেই বলেন, "ছেলে-মানুষদের গোপন কথা যেন কাচের গ্লাসের মধ্যে লুকিয়ে রাখা কোনো জিনিসের মতই সহজ স্বচ্ছ, সবই টের পাওয়া যায়।"

রোস্তভ্‌ গৃহিণী বুঝিতে পারিলেন মিখাইলভ্‌না কি বলিতে চান, কারণ তিনি এ সব খবর অনেকদিন হইতেই জানেন। নিকোলাস এবং সোনিয়া

নাতাশা এবং বোরিস ইহারা পরস্পর পরস্পরকে যে গভীরভাবে ভালোবাসে তাহা তাঁহার জানিতে বাকী নাই। তবু তিনি এদের কোনো দিন কিছু বলেন নাই। তাহার ধারণা যে এসব ক্ষেত্রে বাধা দেওয়াটাই মূর্খতা—তাহারা এখন যাহাই করুক না কেন সরলভাবে সব কথা গুরুজনদের কাছে নির্ভয়ে বলিয়া থাকে, কিন্তু যেদিন তাহাদের বারণ করা হইবে সেদিন হইতে তাহারা গুরুজনদের এড়াইয়া চলিবে এবং গোপনে হয়ত আরও বাড়াবাড়ি শুরু করিবে। এই সব কথাই তিনি মিথাইলভ্নাকে বুঝাইয়া বলিতেছিলেন। এমন সময় তাহাদের কথায় বাধা পড়িল, কারাগীন গৃহিণী তখনকার মত বিদায় লইলেন। কারাগীনকে দরজা পার হইতে দেখিয়া রোস্তভ্ গৃহিণী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, বলিলেন—"উঃ, আচ্ছাই লোক, ওঠ্বার নামও করে না, আমি ভেবেছিলাম বুঝি বা ও এখান থেকে নড়্বে না এজন্মে।"

নাতাশা পাশের ঘরে বসিয়া বোরিসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এদিকে কিন্তু কেহই আসিতেছে না, এমন ভাবে একলা থাকিতে থাকিতে এক সময়ে নাতাশার চোখে জল আসে। পরক্ষণেই তাহার মনে হইল যেন কে তাড়াতাড়ি এদিকে আসিতেছে,—নাতাশা অমনি আড়ালে লুকাইয়া পড়িল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে, যেহেতু বোরিস্ অনেক দেরী করিয়াছে অতএব তাহাকে একটু জব্দ করা উচিত, ও খুঁজিয়া যখন হয়রাণ হইবে তখন নাতাশা ধরা দিবে। নাতাশা লুকাইবার পর বোরিস যেন ব্যস্তভাবে এই ঘরের মধ্য দিয়া কি কাজে চলিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই সোনিয়া ও নিকোলাস ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। নাতাশা একবার ভাবিল ঝাঁপাইয়া সোনিয়ার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িলে কেমন হয় কিন্তু আড়ালে থাকিয়া উহাদের কার্য্যকলাপ দেখিবার লোভটাই তাহাকে পাইয়া বসিল বেশী।

নিকোলাস সোনিয়ার অভিমান ভাঙ্গাইবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতেছে,··· শেষে, নাতাশা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল,—ওমা, শেষে কিনা নিকোলাস সোনিয়াকে চুমা খাইল।

নাতাশা আপন মনে খুশী হইয়া বলে—"বাঃ, বেশ ত।"

সোনিয়ারা চলিয়া যাইতেই নাতাশা ত্বরিত গতিতে বোরিসকে ডাকিয়া

আনিল। তাহাকে কাছে ডাকিয়া রহস্যজনকভাবে ভারি গলায় নাতাশা বলে, "বোরিস্, শোনো, তোমায় একটা কথা বল্‌ব আমি। এখানে—ঠিক এইখানে দাঁড়াও।"

"কি বল্‌বে?"

নাতাশার সুগৌর মুখমণ্ডলে লাজরক্তিম বর্ণধনু যেন নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। নাতাশা উদ্‌গ্রীব ভাবে এদিক ওদিক চাহিয়া পাশে যে পুতুলটা পড়িয়াছিল সেটি তুলিয়া লইয়া বলিল, "আমার পুতুলকে চুমো খাও একবার।"

বোরিস তাহার উন্মুখ চোখের দিকে বিস্মিত ভাবে চাহে।

নাতাশা বলে, "ও, খাবে না? আচ্ছা, তবে এধারে এস।" বলিয়া নাতাশা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিল। একসময়ে তাহার হাতের পুতুলটা মাটিতে পড়িয়া গেল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

নাতাশা আগ্রহভরে বলে, "আরো সরে এসো, কাছে এসো।" নাতাশার চোখেমুখে উত্তেজনার অভিব্যক্তি, সে অস্ফুট স্বরে আস্তে আস্তে বলে, "আমায়, আমায় তুমি একটা চুমো খাবে?"

বোরিসের মুখ, কান, কপাল, কপোল রাঙা হইয়া উঠে লজ্জায়, দ্বিধায়। নাতাশা তার সহচরের গলায় দুই হাত জড়াইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া গিয়া দূরে দাঁড়ায়। বোরিস প্রথমটা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, তারপর গম্ভীরভাবে জানাইয়া দিল যে, সে নাতাশাকে ভালোবাসে একথা বাস্তবিকই সত্য, তবু নাতাশা যেন অমন কাজ আর না করে, কারণ চার বৎসরের জন্য বোরিস চাক্‌রী করিতে যাইতেছে এবং চার বৎসর না গেলে তাহার পক্ষে নাতাশাকে বিবাহ করা সম্ভব হইবে না। বোরিসের মনে হইল, যদি নাতাশা এবং সে এমনি ভাবে প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়ে তবে বোরিসের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া বাস করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। সে দরিদ্র, তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথকে এমনভাবে স্বহস্তে নষ্ট করিয়া দেওয়া যে মোটেই উচিত নহে, এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি বোরিসের হইয়াছে। তা ছাড়া, হঠাৎ অতর্কিতে এমন করিয়া নাতাশা যে তাহাকে চুম্বন করিবে একথাটা সে কোনদিন কল্পনাও করে নাই,—সে যেন কেমন একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। বার বার সে

যেন নাতাশাকে বুঝাইতে গিয়া নিজেকেই বলিতেছে—চার বৎসর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হইবে। তার আগে কিছু নয়।

নাতাশা তাহার কথা শুনিয়া আঙ্গুলের কর গুণিয়া বলিল, "তাহ'লে তেরো, চোদ্দ, পনেরো, ষোলো।—ষোলো তো? এটা প্রতিজ্ঞা—মনে থাকে যেন।"

বোরিস বলে—"নিশ্চয়, কথা দিচ্ছি।"

তারপর তাহারা দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

বসিবার ঘরে তখন বাড়ীর গৃহিণী, মিখাইলভ্না ছাড়া আর একজন ছিল সে বাড়ীর বড় মেয়ে ভেরা। তাহাকে তাহার মাতা বলিলেন, "ভেরা, তুমি ভেতরে যাও।"

ভেরা তাহার ঘরে আসিয়া দেখে যে দুটি দম্পতী একটি বড় জানালার দুপাশে বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া নিজেদের মধ্যে কি বকিতেছে। নিকোলাস কাগজ-কলম লইয়া কবিতা লিখিতেছে (জীবনে বোধ হয় এই তাহার প্রথম কাব্য-প্রচেষ্টা)। ভেরা প্রথমেই নিকোলাসের হাত হইতে কলমটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "আমি তোমাদের বারণ করেছি না, আমার জিনিসে হাত দেবে না!"

নিকোলাস মিনতিভরে বলে, "দোহাই তোমার, এক মিনিটের জন্যে দাও।"

"না, না, তোমরা সব সময় ছেলেমানুষী করবে।"

ভেরা তাহার দোয়াতদান হাতে করিয়া সকলকেই রীতিমত শাসনের স্বরে বলে, "তোমাদের কি হচ্ছে এখানে বসে? অত ফিস্ ফিস্ ক'রে আবার কি গোপন কথা?"

নাতাশা গম্ভীরভাবে শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, "বেশ, তাতে তোমার কি ভেরা?"

"মা গো, অবাক্ করলে যে তোমরা। শুনি তোমাদের কি কথা হচ্ছিল?"

নাতাশা রুষ্টভাবে বলে, "প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু কথা থাকে যা সকলকে বলা চলে না। এই যে বার্জের সঙ্গে তোমার কি কথা হয়, আমরা কখনও কি তোমায় জিজ্ঞেস করেছি?"

"আমরা এমন কিছু অন্যায় করি না যাতে মাথা কাটা যায়। কিন্তু তোমরা একরত্তি সব ছেলেমেয়ে কি করছ না করছ আমার জানা দরকার, বড্ড যে পাকা হয়েছো—হুঁ,—দাঁড়াও, মাকে ব'লে দেবো। তুমি বোরিসের ওপর ওরকম অন্যায় ব্যবহার করো কেন?"

বোরিস প্রতিবাদের সুরে বলে যে, নাতাশা তাহার সঙ্গে কিছুমাত্র দুর্ব্যবহার করে নাই। তাহার বিরুদ্ধে বোরিসের বিন্দুমাত্র অভিযোগ নাই।

"হয়েছে, থামো বোরিস, তুমি একটি পাকা ঘুঘু।"

এই কথাটিতে নাতাশার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সে উত্তেজিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলে, "না, এ অসহ্য। যে জীবনে কোনদিন ভালোবাসেনি সে তার মর্ম কি বুঝবে! তুমি একটা চাইনা ভেরা। মাদাম ঝাঁলি কোথাকার!"

মাদাম ঝাঁলি কথাটি নিকোলাসের আবিষ্কার, ভেরাকে যদি মাদাম ঝাঁলি বলা যায় তাহা হইলে সে প্রায় ক্ষেপিয়া উঠে।

নাতাশা সেখানেই ক্ষান্ত দেয় না, "তুমি সকলকে বিরক্ত ক'রে বেড়াও, তোমার কাজই ওই, কাউকে দেখতে পারো না। বার্জের সঙ্গে ত এদিকে খুব হাসিঠাট্টা চলে, তার বেলায় দোষ নেই!"

ভেরা রাগিয়া আগুন—"তোমরা এখান থেকে চ'লে যাও বলছি।"

"আচ্ছা আচ্ছা, মাদাম ঝাঁলি, আমরা যাচ্ছি।"

বলিয়া তাহারা একসঙ্গে দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। ভেরা একলা বসিয়া আপন মনেই 'গজ্ গজ্' করিতে লাগিল। বাহিরে তখনও চারজনে মিলিত কণ্ঠে সুর করিয়া গাহিতেছে—"মাদাম ঝাঁলি, মাদাম ঝাঁলি!"

বৈঠকখানা ঘরে মিখাইলভ্না এবং রোস্তভ্-গৃহিণী অন্তরঙ্গভাবে গল্পগুজব করিতেছিলেন বোরিসের চাকুরীকে কেন্দ্র করিয়া। শেষকালে বোরিসের মাতা বান্ধবীকে আকারে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন যে, অবিলম্বে বোরিসের পোশাকাদির জন্য অন্তত পাঁচশত টাকা দরকার হইবে। তারপর তিনি ছেলেকে সঙ্গে করিয়া কাউণ্ট বেজুখভের বাড়ী গেলেন। তাহাদের মারফতে কাউণ্ট রোস্তভ্ তাহাদের বার বার বলিয়া দিলেন যে, পিটারকে যেন আজ

এখানে আসিবার জন্য বলা হয়। তিনি পিটারের কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনিয়াছেন এবং খুব উপভোগ করিয়া বলিয়াছেন, "ছোকরার বুদ্ধি আছে।" রোস্তভ্দের বাড়ীতে পিটার এককালে প্রায় প্রত্যহই আসিত। রোস্তভ্ ছেলেটিকে যথেষ্ট স্নেহ করেন।

প্রিন্স বাসিল মিখাইলভ্নাকে বেস্থখভের প্রাসাদে দেখিয়া বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না বরং অবজ্ঞাভরে কথা কহিযা ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে মিখাইলভ্না এখানে অবাঞ্ছিত। কিন্তু এই ভদ্রমহিলার দৃঢ়সংকল্পের কথা বিশ্ববিশ্রুত, তাই মিখাইলভ্না বেস্থখভকে দেখিতে চাহিলে বাসিল বাধা দিয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। ভদ্রমহিলাটি ভালভাবেই বুঝাইয়া দিলেন যে কাউণ্ট যেমন বাসিলের আত্মীয়, তেমনি বোরিসেরও ধর্ম্মপিতা, তা ছাড়া আরও কি একটা সম্পর্ক রহিয়াছে তাঁহার সহিত।

এদিকে কাউণ্টের বাঁচিবার আশা খুবই কম অথচ শেষ প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কৃত্যগুলি তখনও সমাপন হয় নাই শুনিয়া মিখাইলভ্না যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ছি ছি, কি অন্যায় বলুন তো। যাক, আমি যখন এসে পড়েছি তখন আর ভাববার কিছু নেই।" তারপর বোরিসের পানে চাহিযা বলিলেন, "তা তুমি আর কি করবে বোরিস্, এখন আর পিটারকে এ অবস্থায় কোথাও যাবার কথা বলা শোভা পায় না। তুমি ফিরেই যাও।"

বাসিল তাড়াতাড়ি বলিলেন, "কেন, পিটারের ত এখানে তেমন কোনো দরকার নেই। সে স্বচ্ছন্দে যেখানে খুশী যেতে পারে।"

পিটার পিটারস্বার্গ্ হইতে ফিরিবার আগেই তাহার কীর্ত্তিকাহিনী বিচিত্রিত আকারে মস্কাউ-এর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সে যখন এ বাড়ীতে আসিয়া পা দিল তখন তাহার তিন পিস্তুতো বোন তাহাকে মোটে আমলই দেয় নাই। বর্ত্তমানে তাহারাই বেস্থখভের ঔষধ-পথ্য দেওয়া ও দেখাশুনা করে এবং বাসিলই এখন এ বাড়ীর একমাত্র অভিভাবক। ইহারা সকলে মিলিয়া পিটারকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার আচরণই বেস্থখভের এই শারীরিক এবং মানসিক পীড়ার কারণ, সে যদি এখন তাহার সহিত দেখা করিতে চাহে, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই, তবে একথা ঠিক যে, যে

মুহূর্তে জমিদার বেস্থখভ পিটারকে দেখিবেন সেই মুহূর্তেই তাঁহার মৃত্যু আসন্ন হইয়া আসিবে। কাজেই এক্ষেত্রে সে ইচ্ছা করিয়াই কাউণ্টকে হত্যা করিবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই সব শুনিয়া পিটার আর পিতার কাছে যাইতে পারে নাই, এবং বাড়ী আসিবার পর হইতে সে নিজের ঘরেই বসিয়া থাকে, কোথাও যায় না, কাহারও সহিত দেখাও করে না। সে ভগ্নীদের বলিয়া রাখিয়াছিল, "যদি বাবা কখনও আমাকে দেখ্‌তে চান তোমরা আমায় খবর দিও, আমি ঘরেই থাকব।"

কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাহাকে কেহ সেজন্য ডাকে নাই। আসলে পিটারকে ইহারা কেহই কাউণ্টের কাছে আসিতে দিতে চাহে না। তাই বাসিল বোরিসকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "যাও না হে, তার ঘরেই সে রয়েছে। খবর দাও, দেখো নিশ্চয় সে যাবে।"

পিটার আপনার ঘরে পায়চারী করিতে করিতে নিজের মনেই বিড়বিড় করিয়া কি আওড়াইতেছিল, বোধ হয় নাপোলেঁর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সে একটা কি বীরত্ব ফলাইতেছিল—কারণ বোরিস যখন তাহাকে পিছন হইতে ডাকিল, তখন সে ঘুষি পাকাইয়া দেওয়ালের দিকে তীরবেগে অগ্রসর হইতেছে। পিটার তাহাকে দেখিয়া যেন খুব খুশী হইয়া তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দেয়, "কেমন আছ?"

"ভালো—আপনি আমায় চিন্‌তে পেরেছেন দেখ্‌ছি। আমায় কাউণ্ট রোস্তভ্‌ বলে দিয়েছেন বিশেষ ক'রে আপনাকে নিয়ে যেতে,--আপনি চলুন। আমি মায়ের সঙ্গে কাউণ্টকে দেখ্‌তে এসেছিলাম, শুন্‌লাম তিনি খুবই অসুস্থ।'

'হাঁ, ওরা সবাই তাই বলে,—কিন্তু ওরা ওঁর একমুহূর্তও শান্তিতেথাক্‌তে দেয় না।' বলিয়া পিটার একবার আগন্তুকের দিকে চাহিল,—কে হইতে পারে এই ছেলেটি? তখনও সে চিনিতে পারে নাই।

বোরিস্‌ আর একবার রোস্তভ্‌ এর কথা বলিল। পিটার যেন বোরিসকে চিনিয়াছে এমনিভাবে মাথা নাড়িয়া বলে, "ও, কাউণ্ট রোস্তভ্‌,—তুমি তাহ'লে তার ছেলে এলিয়াস্‌ ত! আচ্ছা, তোমার সেই সব কথা মনে আছে? আমরা সেই—"

বোরিস্ বাধা দিয়া বলে যে, সে মোটেই রোস্তভ্-এর পুত্র নহে এবং রোস্তভ্-এর ছেলের নামও এলিয়াস্ নহে, এলিয়াস্ হইতেছে কাউণ্ট রোস্তভ্-এর নিজের নাম। পিটার তাহার কথা শুনিয়া তাহার স্বভাবসুলভ সরলতার সহিত বলে, "তা হবে, আমার কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়—মস্কাউতে এত চেনা-পরিচয়—তাহ'লে তুমি হচ্ছ বোরিস্, বেশ বেশ, আচ্ছা বোরিস্, নাপোলেঅঁ সম্বন্ধে তোমার কি মতামত? আচ্ছা এই যে বোলোন্ অভিযান, এটা কি সফল হবে? আমার মনে হয় যে, ইংরাজেরা কাবু হবে এবারে, একবার যদি কোন রকমে সাগরটা পার হ'তে পারে বোনাপার্ত।"

বোরিস্ সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, কোনোদিন এসব লইয়া মাথাও ঘামায় না, কাজেই পিটারের এই অদ্ভুত প্রশ্নের জবাব সে দিবে কেমন করিয়া? সে স্পষ্টই স্বীকার করে যে, নাপোলেঅঁর অভিযান নহে, মস্কাউতে বর্ত্তমানে আলোচনার বিষয় বেন্সুখভের অসুস্থতা এবং তাঁহার জমিদারীর উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারণ করা।

পিটার এবং বোরিস্ অনেকক্ষণ ধরিয়া বেন্সুখভের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিল, একসময়ে পিটার বলিল, "জানো বোরিস্, এসে অবধি কাউণ্টকে আমি দেখিনি। তিনিও আমাকে দেখতে চান্ নি—একটু কষ্ট হয় আমার এজন্যে। কি করা যাবে—আচ্ছা, তুমি কি ভাবো যে, নাপোলেঅঁ তার সৈন্য পার করে নেবার মত যথেষ্ট সময় পাবে!" তারপর পিটার নিজেই নাপোলেঅঁর ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া বকিয়া চলে। তাহার কথার মাঝখানে একটি চাকর আসিয়া বোরিস্কে জানাইয়া গেল যে, তাহার মাতা চলিয়া যাইতেছেন। বোরিস্ সেকথা শুনিয়া তখনই পিটারের নিকট বিদায় লইল। পিটার বলিয়া দিল যে, সে নিশ্চয়ই রোস্তভ্দের বাড়ী যাইবে।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে মিখাইলভ্না রুমালে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রিন্স বাসিলকে বলিলেন, "আমি আমার প্রাণ দিয়ে যতখানি সম্ভব করব। ফিরে এসে সবসময় ওঁর কাছে কাছে বসে থাকব, প্রিন্স বাসিল, ওঁকে এরকম ভাবে ফেলে রাখা ঠিক নয়। আমি জানি না ওঁর ভগ্নীবা কিসের জন্য বসে আছে। বসে বসে তারা কি যে করে, এখন ওঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্যে একজন

পাকা লোকের দরকার—ওদেরই বা দোষ দেবো কি। আচ্ছা, ভগবান ভরসা ক'রে আমি একবার ওঁর সেবায় হাত দিলে হয়ত ভালো হ'তে পারেন। সত্যি বল্‌ছি আমার এখান থেকে যেতে মন সরছে না।···আচ্ছা প্রিন্স, এখনকার মত বিদায়।"

গাড়ীতে বসিয়া তিনি পুত্রকে বলিলেন, "অবস্থা সুবিধের নয়।"

বাড়ীর বাহিরে গাড়ী আসিয়া পড়িতেই তিনি ছেলেকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, এখানকার প্রত্যেকটি লোক নিজের মতলব লইয়া আছে, কিন্তু কাউণ্ট বেস্থখভ্ ইহাদের আসল রূপটা চিনিতে পারেন নাই। তারপর গলা নামাইয়া বলিলেন, "সবকিছুই ওঁর ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। আমাদেরও ভবিষ্যৎ ওঁরই হাতে।"

বোরিস সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা মা, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে আমাদের কিছু দিয়ে যাবেন উনি? কেমন ক'রে?"

"কেন দেবেন না? উনি কত বড়লোক, আর আমরা কত গরীব।"

"কিন্তু আমার মনে হয় সেইজন্যই আমরা কিছু পাবো না। আমি কিন্তু স্পষ্ট বলে দিচ্ছি—"

মিখাইলভ্‌না তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলেন, "হা ঈশ্বর! কী ভীষণ কষ্টই পাচ্ছেন ভদ্রলোক।"

এদিকে মিখাইলভ্‌না বেস্থখভের বাড়ী যাত্রা করিবার পরক্ষণ হইতে রোস্তভ্ গৃহিণী তাঁহার বান্ধবীর দারিদ্র্যের কথা ভাবিতে লাগিলেন,—বাস্তবিক, ভদ্রমহিলাকে এই বয়সে কি কষ্টই না পাইতে হয়, সংসারে আপনার বলিতে কেহ নাই, বন্ধু-বান্ধবও বিধবার তেমন কেহ নাই যে, দুঃসময়ে সাহায্য করিতে পারে। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চোখে জল আসে। অবশেষে এক সময় তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া তিনি অকারণে খুব বকিলেন, "ডাক্‌লে শুন্‌তে পাও না? নিজের খুশীমত চলাফেরা করতে ইচ্ছে হয়ত তাই করো। মোদ্দা আমার কাছে ওসব চল্‌বে না বাপু, আমি তোমায় অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

সে বেচারী অকারণে বকুনি খাইয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল, প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে বলিল, "আর কক্ষনো এ রকমটা হবে না মা! মাপ চাচ্ছি।"

"যাও এখুনি কাউণ্টকে ডেকে দাও।"

গৃহিণীর হুকুম তামিল করিতে কর্ত্তা তখনই আসিয়া হাজির হইলেন, তিনি রান্নাঘরে তদ্বির-তদারকে খুব ব্যস্ত ছিলেন, দাসী গিয়া সংবাদ দিতেই প্রায় ছুটিয়া আসিয়াছেন, তখনও তাঁহার জামায় তরকারীর দাগ লাগিয়া আছে। কর্ত্তা আসিয়াই বলিলেন, "বুঝ্‌লে গিন্নী, আজ যা একখানা রান্না হয়েছে, সবার তাক্ লেগে যাবে। আমি যে রসুইকে হাজার টাকা দিয়েছি, সত্যি বল্‌তে কি হাজার টাকাতেও তার ঠিক দাম দেওয়া হয় না। বহুৎ আচ্ছা হয়েছে।"

তারপর গৃহিণীর পাশে বসিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করেন, "কেন ডাকছিলে গো?"

"বল্‌ছি, কিন্তু জামাতে কিসের দাগ? আরে এ যে দেখ্‌চি পাখীর ঝোল শুকিয়ে চড়চড়ে হ'য়ে গেছে!" বলিয়া গৃহিণী হাসিতে হাসিতে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "আমার কিছু টাকা চাই।"

কর্ত্তার মুখটা একটু গম্ভীর হইয়া নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, "সত্যি? কিন্তু—" বলিয়া কাউণ্ট পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন।

"হাঁ, হাঁ, সত্যি গো—বেশ মোটা রকমের টাকা চাই—এই ধরো পাঁচ শো।" বলিয়া রোস্তভ্ গৃহিণী তাঁহার রুমাল দিয়া স্বামীর জামার দাগটা তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"নিশ্চয়! এখুনি—আরে কে আছিস্। মিটেঙ্কাকে ডেকে দে একবার।"

মিটেঙ্কা কাউণ্টের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ—সর্ব্ববিষয়ের সহকারী। বয়স তাহার খুব বেশী নহে, ভদ্রবংশের ছেলে, ছেলেবেলা হইতে এখানেই সে মানুষ হইয়াছে। বর্ত্তমানে সে কাউণ্টের বাড়ীর নায়েব বা কোষাধ্যক্ষ, অথবা দুইই বলা চলে। মিটেঙ্কা ধীরে ধীরে আসিয়া কাউণ্টের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়ায়। কাউণ্ট বলেন, "দেখ মিটেঙ্কা, সাতশ' টাকা এখুনি চাই—সাতশ'। আর শোনো, এবারের নোটগুলো যেন আগের বারের মত নোংরা না হয়, এগুলো তোমার গিন্নীমাকে দিতে হবে, খেয়াল থাকে যেন, ছেঁড়া বা নোংরা না হয়। যাও, এখুনি নিয়ে এস।"

মিটেঙ্কা কি যেন বলিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু কাউণ্টের মুখের

দিকে তাকাইয়া আর সে দাঁড়াইল না। সে বুঝিল যে তাহাকে দেরি করিতে দেখিয়া কাউণ্ট মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "আচ্ছা, দিচ্ছি।"

মিটেঙ্কা চলিয়া যাইতে গৃহকর্ত্রী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "টাকা, টাকা, টাকা—পৃথিবীতে টাকা যে কী পদার্থ, কত কাণ্ডই ঘটাচ্ছে এই অর্থ! এর জন্য মানুষের মনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। আমি পছন্দ করি না এই টাকা জিনিসটা, অথচ এমনি কপাল আমার যে ওটা চাই ই চাই।"

"সবাই জানে গো গিন্নী, তোমার খরচের হাতটা একটু বেশী।" বলিয়া কর্তা গৃহিণীকে চুম্বন করিয়া চলে গেলেন। একটু পরেই মিটেঙ্কা আসিয়া একতাড়া নূতন নোট দিয়া গেল।

ইহার কিছুক্ষণ পরে দ্রুবেৎস্কোই গৃহিণী ফিরিয়া আসিলেন। জমিদার গৃহিণী বান্ধবীর হাতে টাকাগুলি গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, "না, না, তুমি আমার এই সামান্য উপহারটুকু নাও ভাই। বোরিসের জামা কাপড় যা লাগে করিয়ে দিও। এ তোমায় নিতেই হবে, কোনো আপত্তি শুনবো না আমি।"

মিখাইলভ্না বান্ধবীকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া আলিঙ্গন করিলেন, সহসা তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে থাকে। রোস্তভ্ গৃহিণীও কাঁদিয়া ফেলিলেন। কেন যে তাঁহারা দু'জনেই কাঁদিলেন—শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের বন্ধুত্বের মধ্যে আর্থিক প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া, অথবা তাঁহাদের বিগতদিনের সেই বাল্যের, কৈশোরের ও প্রথম যৌবনের মধুর দিনগুলি, যখন দুই সখীর মধ্যে প্রথম প্রণয়ের উন্মেষ হয়, সেই সব দিনের কথা ভাবিয়া?

৩

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন রোস্তভ্ পরিবারে নৃত্যগীত, আমোদ আহ্লাদ, পান-ভোজন চলিতেছে, তখন কাউণ্ট বেজুখভের সমগ্র প্রাসাদ ঘিরিয়া মরণের অভিযান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে প্রতি পদক্ষেপে যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। যাহারা চলাফেরা করিতেছে, উপর নীচে

যাতায়াত করিতেছে, তাহাদের চোখে মুখে কী একটা অশুভ আশঙ্কার আভাস লেখা রহিয়াছে। সমস্ত প্রাসাদের উজ্জ্বল আলোকমালার আড়ালেও আত্মগোপন করিয়া কি যেন একটা বিভীষিকা দৈত্যের মত নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে দিকে দিকে বাতাসকে ভয়াল করিয়া ফিরিতেছে। ধর্ম্মযাজক আসিয়াছেন মৃত্যুপথযাত্রীর মর্ত্ত্যলোকের প্রায়শ্চিত্ত করাইতে। ডাক্তারেরা গম্ভীরমুখে অতি ধীরে পদচারণা করিতেছেন। মাঝে মাঝে চাকরেরা গরম জল আনিয়া দিতেছে, তাহারা পর্য্যন্ত খুব সাবধানে চলাফেরা করিতেছে। রাস্তার উপর মস্ত বাড়ীটার কালো ছায়া আসিয়া পড়িয়া যেন পথটুকুকেও রহস্যাবৃত করিয়া তুলিয়াছে।

রোস্তভ্দের বাড়ী হইতে উৎসব শেষ করিয়া পিটার যখন গাড়ীতে উঠিল তখন মিখাইল্ভ্নাও তাহার সঙ্গে উঠিলেন। তিনি পিটারকে বলিলেন, "তোমার কোনো ভাবনা নেই, আমি আছি বাবা! এ সময়ে শক্ত হ'তে হয়,—তবে ত সাম্লাতে পারবে।"

মিখাইলভ্না যে কেন একথা বলিতেছেন পিটার ভাবিতে পারে না। সে কিছু না ভাবিয়াই মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানায়। গাড়ীর দোলা এবং বাহিরের মৃদু বাতাসে পিটারের তখন ঘুম আসিতেছিল। সুতরাং সারা পথটা ধরিয়া মিখাইলভ্না আপন মনে যত কিছু বকিলেন তাহার কিছুই পিটার শোনে নাই। বাড়ীর দেউড়ীতে গাড়ী আসিয়া থামিবার পর মিখাইলভ্না তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিলেন। সেই সময়ে তিনি আর একবার সতর্কবাণী শুনাইলেন, "বৎস! অধীর হ'য়ো না, শক্ত হও। আমি তোমার পাশে পাশে আছি জেনো, তোমার কোনো ভাবনা নেই। আমি যা যা বল্ব, তুমি তাই ক'রো কিন্তু।"

তারপর তাঁহারা পিছনদিকের একটা দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সদর দরজা দিয়া না গিয়া কেন এই পথ ধরিলেন পিটার তাহাও বুঝিতে পারে না। একবার তাহার মনে হইল প্রশ্ন করে, কিন্তু মিখাইলভ্না সঙ্গে আছেন, অতএব কিছু ভাবিবার প্রয়োজন নাই মনে করিয়া পিটার নীরবে তাঁহাকে অনুসরণ করিল।

এদিকে যখন বাড়ীর আর সকলে রোগীকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত, তখন পিটার নাই বাড়ীতে এবং প্রিন্স বাসিল ও পিটারের বড় পিস্তুতো বোন ক্যাথারিন নিভৃতকক্ষে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। প্রিন্স বাসিল আসিয়া যখন ক্যাথারিনের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাঁহার চোখ মুখ কেমন শুষ্ক দেখাইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ক্যাথারিন ব্যস্তসমস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিল। প্রিন্স সহজভাবে ক্যাথারিন যে চেয়ারে এতক্ষণ বসিয়াছিল সেখানা টানিয়া লইয়া বসিলেন এবং ক্যাথারিনকে বলিলেন,—"ব'স, ক্যাটিস্।" তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কাউণ্টের অবস্থা ত এই, এখন যান তখন যান। ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দান করুন। কিন্তু সেকথা থাক, তোমার সঙ্গে কতকগুলো দরকারী কথা ছিল।"

ক্যাথারিনের চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তারপর সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"তারপর ?"

তাহার পর তাহাদের কথোপকথনের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ কাউণ্ট বেস্থখভের অতুল ঐশ্বর্য্য এবং তাঁহার সুব্যবস্থা লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া যে যুক্তি-তর্ক হইল তাহা সংক্ষেপে এই—কাউণ্ট বেস্থখভ যে উইল ইতিপূর্ব্বে সম্পাদন করাইয়াছেন এবং পিটারের সম্পত্তির উপর আইনত দাবী সম্পর্কিত যে চিঠি তিনি সম্রাটকে লিখিয়াছেন তাহা যদি হস্তগত করিতে না পারা যায় তাহা হইলে ক্যাথারিন এবং তাহার আর দুই বোন এক কানাকড়িও পাইবে না। অতএব সেই দুটি কাগজ কোথায় আছে তাহা এই সময়ে জানিয়া রাখিলে যথাসময়ে উহা গোপন করিবার সুবিধা হইবে। ক্যাথারিন প্রথমে এ সংবাদটা গোপন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি ভাবিয়া সে বলিয়া ফেলিল যে, কাউণ্ট দলিলের কাগজপত্রগুলি নিজের বিছানার তলায় সদাসর্ব্বদার জন্য রাখিয়া থাকেন।

তাহাদের মধ্যে যখন এইসব কথাবার্ত্তা চলিতেছে ঠিক তখনই সেখান দিয়া মিখাইলভ্না এবং পিটার চলিয়া গেল। হাওয়াতে দরজাটা একটু ফাঁক হইয়া গিয়াছিল, মিখাইলভ্না সেই ফাঁক দিয়া ঘরের মধ্যে একবার চোখ বুলাইয়া আগাইয়া গেলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্যাথারিন ঘরের দরজাটা

ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দিল, এবং বিরক্তিভরে বলিল, "ডাইনী বুড়ী আবার কেন মরতে এখানে এসেছে? উঃ, কী সাংঘাতিক পাজি এই বুড়ী মাগীটা! মাসছয়েক আগে একবার সেই যে এসে নাকীসুরে মামার কানে গুজ গুজ, ফিস্ ফিস্ ক'রে মন্তর দিয়ে হাজারখানা ক'রে কি সব লাগিয়ে গেল আমাদের নামে, হাজারো রকমের মিথ্যে এমন বানিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কান ভাঙিয়ে গেল যে, সেই থেকে পনেরো দিন কাউন্টের ঘরের পথ মাড়ানো আমাদের বারণ হয়ে গেল। আমি ব'লে তাইত সামলে দাঁড়ালুম, আর ঠিক সাম্‌লানোই বা বলি কি ক'রে—আরে সেই সময়েই ত কাউন্ট ক্ষেপে গেলেন, তাই না পিটারের জন্যে সম্রাটের কাছে দরবার ক'রে এই আমাদের সর্ব্বনাশটা করলেন! আবার বুড়ী জ্বালাতে এসেছে। মরণ আর কি!"

তারপর ক্যাথারিন রীতিমত উত্তেজিত ভাবেই বলিল, "না, না, তা হ'তে পারে না, অসম্ভব। একটা জারজ কিছুতেই পেতে পারে না...কুল নেই, জাত নেই যার, সে কিনা হবে এত বড একটা দায়িত্বের অধিকারী! ধর্ম্ম নেই, পৃথিবীতে চারপো কলি.. না না প্রিন্স, আমরা তা হ'তে দেবো না।"

বাসিল বাধা দিয়া বলেন, "তুমি একটু মাথা ঠাণ্ডা করো দিকি, সব কথা গুলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করো।"

ক্যাথারিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, "খুব ভালো, বেশ হবে, আমাদের এই এতদিনের সেবাযত্নের এই যদি পরিণাম হয় তো তাই হোক।" বলিয়া সে একবার ভগবানের উদ্দেশ্যে উপরের দিকে চাহিয়া হাত জোড করিয়া প্রার্থনা করিয়া বলিল, "সবই তাঁর ইচ্ছা! কিন্তু কি উপায়?"

"আমি ত শুধু তোমাদেরই কথা ভাব্‌ছি! এখন যে ক'রে হোক্ ওই দলিল কাগজগুলো সব একবার সরাতে পারলে হয়। তা হ'লেই ব্যস্, আমাদের আব কিছু ভাবতে হবে না!"

চাপা গলায় বাসিল তাহার মতলব খুলিয়া বলেন।

এধারে মিখাইলভ্‌না পিটারকে একখানা কৌচের উপর বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে বসে থাকো।" তারপর তাহার মাথায় হাত বুলাইতে

বুলাইতে বলিলেন, "আহা বাছা, তোমার যেমন কষ্ট হচ্ছে আমারও ঠিক তেমনি কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তবু পুরুষ মানুষ তুমি, পুরুষের মতই শক্ত হও।"

পিটার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করে, সে বলে, "তিনি ত আমায় দেখতে চান নি। আমি বরং আমার ঘরেই যাই।"

"না, না—তোমার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে সেকথা এখন ভুলে যেতে হবে। শুধু মনে রেখো তোমার পিতা মৃত্যুশয্যায়। আমি তোমায় নিজের ছেলের মতই ভালোবাসি পিটার—আমায় বিশ্বাস করো। আমি যা বলি শোনো, ভালো হবে তোমার।"

পিটার বুঝিতে পারে না, এখানে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কি প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বার বার মিখাইলভ্না কেন এসব কথা বলিতেছেন। আর কেহ ত তাহাকে এ ধরণের কথা বলে নাই। পরক্ষণেই তাহার মনে হয়, "সব ঠিক আছে।"

মিখাইলভ্না সোজাসুজি রোগীর ঘরে প্রবেশ করেন। পিটার বসিয়া থাকে চুপ করিয়া। আজ তাহাকে সকলেই যেন অন্যভাবে দেখিতেছে। এর আগে ত কেহ তাহাকে এতটা সমীহ করিয়া চলে নাই। আজ সে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র সকলেই তাহাকে আসন ছাড়িয়া দিয়া বসিতে বলিল, তাহার হাতের দস্তানাটা কখন পড়িয়া গিয়াছিল, একজন এ-ডি-কং কোথায় দাড়াইয়াছিল, তাড়াতাড়ি আসিয়া দস্তানাটা কুড়াইয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিল—পিটার এ সবের কোনই অর্থ খুঁজিয়া পায় না। নীরবে তাহাদের সকলের প্রদর্শিত সম্মানই আজ হয়ত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এই ভাবিয়া পিটার অতি সহজে এবং নির্ব্বিকার চিত্তে সকলকে মানিয়া লয়। মিখাইলভ্নার কথাটাই তাহার মনের মধ্যে বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়—"আচ্ছা উনি যে বললেন আমি তোমার স্বার্থকে ষোলআনা আগলে থাকব—এ কথার তাৎপর্য্য কি? কি হতে পারে,—কি হওয়া সম্ভব? কি জানি!"—বার বার ভাবিয়াও পিটার ইহার হদিস্ পায় না। অবশেষে সে মনে মনে স্থির করে যে ভাবিয়া কিছু লাভ নাই,—"সব ঠিক আছে।"

খানিক পরে মিখাইলভ্না ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার চেহারা বেশ প্রফুল্ল

দেখাইতেছে। তিনি গলদশ্রুলোচনে গদ্‌গদ স্বরে ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিতে দিতে পিটারকে বলিলেন, "পরমেশ্বর সহায় আছেন, আমরা ঠিক সময়েই এসেছি। আমার বড্ড ভয় হয়েছিল—ভগবান মানুষকে কতরকম ভাবেই না পরীক্ষা করেন।" তারপর তিনি যেন সকলকে শুনাইয়া ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ইনি আমাদের কাউণ্টের ছেলে।"

একটু ঢোঁক গিলিয়া তিনি কাতরকণ্ঠে আবার কহিলেন, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আর কি কোন আশাই নেই?"

ডাক্তার একবার মুখ তুলিয়া উপরে আকাশের দিকে চাহিলেন, তারপর ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—না।

বৃদ্ধা চিকিৎসকের অনুকরণ করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণতি এবং প্রার্থনা জানাইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

একটু পরে বাসিল আসিয়া পিটারের পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন,—"বৎস, এই বিপদের সময় অমন কাতর হ'লে ত চলবে না। বাপ-মা কারুর চিরকাল থাকে না,—এ সময়ে ধৈর্য ধরে থাকতে হয়।" তারপর একটু থামিয়া তিনি বলেন, "তোমায় কাউণ্ট ডেকেছেন, দেখতে চেয়েছেন,—এ তোমার কম সৌভাগ্য নয়।"

"কেমন আছেন, এখন কেমন আছেন ....." বলিয়া পিটার চুপ করিয়া যায়, সে যেন কিছুতেই বেজুখভকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে না। পিটারের মুখ দিয়া কিছুতেই বাহির হয় না—"বাবা কেমন আছেন?" তাহার মনে হয় ওই বিরাট পুরুষটির কাছে সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র—এতই তুচ্ছ যে তাহার পুত্র সে এ কথাটা কল্পনা করিবার সাহসটুকুও পিটারের যেন নাই। তাহার এই মনোভাবের জন্যে বোধ করি সমাজই দায়ী।

"আধ ঘণ্টা আগে একবার খুব খারাপ অবস্থা হয়েছিল। একটু সাম্‌লে উঠেছেন, তবে খুব ভালো নয়।"

তাহার পর একসময় পিটারকে তাহার পিতার কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্র তাহার কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত,—বনিয়াদী সুউচ্চ ছাদ, বড় বড় বাতিদান, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তৈলচিত্র, তাহার মধ্যে ঠিক

মাঝখানে মেহগ্নি কাঠের খাটের উপর কাউণ্ট অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন। কাউণ্টের চোখেমুখে শান্তির সৌম্য সৌন্দর্য্য বিরাজিত, তাঁহার চেহারার মধ্যে যেন স্বর্গীয় স্পর্শ দেখিতে পায় পিটার—সহজেই তাহার মনে হয় এই পৃথিবীর আর পাঁচজনের সঙ্গে তাঁহার কোথায় যেন মস্ত বড একটা তফাৎ রহিয়াছে সেটা সহজেই চোখে পড়ে।

মিখাইলভ্না পিটারকে রোগীর কাছে যাইতে ইসারা করিলেন। পিটার গেল।

তাহার পর কি করিতে হইবে? সে আবার বৃদ্ধার দিকে চাহে। তিনি ইঙ্গিত করিলে পিটার অতি সন্তর্পণে রোগীর দীর্ঘ সবল বাহুতে চুম্বন করিল, তাহাতে যেন কাউণ্টের প্রশান্ত মূর্ত্তির কোনই পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। পিটার আবার তাঁহার পানে চাহিতে মিখাইলভ্না ব'ললেন, "যাও, গিয়ে ওঁর পায়ের তলায় ব'স।"

পিটার খাটের উপর গুটাইয়া গুটাইয়া অল্প পরিসরের মধ্যে বসিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি কিন্তু সর্ব্বক্ষণের জন্য মৃত্যুপথযাত্রী কাউণ্টের উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে। পিটারের মনে হইতেছে এ যেন কী একটা সীমাহীন রহস্যের সম্মুখীন হইয়াছে সে।

বৃদ্ধা সজলনেত্রে পিতাপুত্রের শেষ মিলনের বেদনাদায়ক অথচ মধুর দৃশ্যটি উপভোগ করিতেছিলেন নীরবে। পিটার এমনিভাবে মিনিট দুই বসিয়াছিল, কিন্তু এই সময়টুকুই যেন যুগ-যুগান্তরের সুদীর্ঘকাল বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। এক সময়ে তাহার নজরে পড়িল, কাউণ্টের মুখটা হঠাৎ যেন কিরকম বিকৃত লম্বা হইয়া যাইতেছে—পিটার জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখিল। তাহার মনে হইল, মৃত্যু যেন তাহার পিতার শিয়রে আসিয়া বসিয়াছে। বৃদ্ধার ইঙ্গিতে পানপাত্রটি সে কাউণ্টের মুখের কাছে ধরিল। বৃদ্ধ ভৃত্যটি বলিল, "জল নয়, পাশ ফিরিয়ে দিতে বলছেন।"

তারপর পিটার এবং সেই চাকরটি দু'জনে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া খুব সাবধানে ওপাশে শোয়াইয়া দিল। কাউণ্ট নিজে হাতটা একবার তুলিতে গেলেন। চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হাতটা খানিকটা উঠিয়া পড়িয়া গেল, শাও

নাই। তিনি একবার পঙ্গু হাতখানার দিকে চাহিলেন এবং পরক্ষণে পুত্রের ব্যথিত, বিব্রত মুখের দিকে তাকাইলেন—তাঁহার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ভাসিয়া মিলাইয়া গেল। ম্লান হাসি। সে হাসি সমস্ত অন্তরের তন্ত্রীকে যেন শিথিল সম্মোহিত করিয়া দেয়।

পিটারের ভিতরে ভিতরে কি রকম একটা যন্ত্রণা হইতে থাকে, সে বুঝিতে পারে না। তাহার মনে হয় যেন তাহার বুক হইতে গলা বাহিয়া উপর দিকে কি একটা ঠেলিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহে, কিন্তু বার বার কণ্ঠনালীর কাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া পাক খাইয়া বেড়াইতেছে,—তাহার শ্বাসরোধ হইয়া যাইবে না কি। তাহার চোখ বাহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া আসে। দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া রোগীকে শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বেস্থখভের বুক হইতে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস সজোরে বাহির হইয়া সামনের দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া যেন টুকরা টুকরা হইয়া স্তব্ধ বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

মিখাইলভ্না বলিলেন, "এবার বোধ হয় একটু ঘুমোবেন। তুমি চলে এসো।"

পিটার উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া একটা সোফার উপরে কোন রকমে বসিয়া পড়িল।

বেস্থখভের মৃত্যুশয্যার পার্শে স্বার্থসংঘর্ষের যে বীভৎস রূপ প্রকাশ পাইল তাহা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা চমকিত, ব্যথিত, অনুতপ্ত করিয়া তুলিয়াও যেন আরো কিছু বাকী রাখে। একদিকে মহাকালের ডাকে একজন মহাযাত্রার যাত্রী আর তাহার পাশে অতি নীচ হীন স্বার্থবুদ্ধি লইয়া কয়েকটি মানুষ প্রায় শকুনের মতই লোলুপ গৃধ্নু দৃষ্টিতে ডানা মেলিয়া আপনার স্থান জুড়িয়া বসিয়া আছে।

শত চেষ্টা করিয়াও বাসিল এবং ক্যাথারিন ব্যর্থ হইল। মিখাইলভ্না বুড়ী এক সুযোগে কাউণ্টের শয্যাতলে রক্ষিত 'নোট-কেশ'টি ছোঁ মারিয়া সকলের চোখের উপর দিয়া লইয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য ক্যাথারিন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার বিস্ময়ের ঘোর কাটিল সেইক্ষণেই

সে ধাওয়া করিল বৃদ্ধার পিছনে। কিন্তু বহু ছুটাছুটি করিয়াও—বিবাদ, গালাগালি, এমন কি ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়াও সে বৃদ্ধার বজ্রমুষ্টি হইতে দলিলের বাণ্ডিলটা বাহির করিতে পারিল না।

বাসিল দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে পিটার যেখানে বসিয়া ছিল সেখানে আসিতে গিয়া একটি সোফার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন, যেন তিনি এখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন। বাসিলের দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে, মুখ বিবর্ণ, তিনি যেন কথা বলিতে চাহিতেছেন কিন্তু তাঁহার দাঁতে জিভে কথা জড়াইয়া যাইতেছে—বাসিল কাঁপিতেছেন। তিনি কতকটা বিকারের ঘোরেই বলিয়া গেলেন—"আচ্ছা তুমি বল্‌তে পারো, আমরা অপরাধ করি, পাপ করি, প্রতারণা করি..."

বলিতে বলিতে বাসিল পিটারকে দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন ক্ষীণ হইয়া যায়, কথা অস্পষ্ট হইয়া আসে, "· কিন্তু কেন করি, কেন, কেন? বৎস, আমার বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। মরণেই ত সব শেষ...তবু, জেনে শুনে? কিন্তু উঃ কী ভীষণ, মৃত্যু, মৃত্যু! কি ভয়ঙ্কর—" বাসিল কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মিখাইলভনা একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া পিটারের কপালে চুম্বন করিয়া ডাকিলেন—"পিটার।"

পিটার মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার দৃষ্টিতে না আছে জিজ্ঞাসা, না আছে কৌতূহল,—সরল, ভাবলেশহীন, শূন্য দৃষ্টি।

"পিটার তার স্বর্গলাভ হয়েছে।"

পিটার যেন এসব কথার কিছুই বুঝিতে পারে না। সে চশমার মধ্যে দিয়া তাহার আয়ত চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকে।

"পিটার চলো, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। দেখ, কাঁদতে চেষ্টা করো, কাঁদলে মনের ভার অনেকটা কমে, শান্তি হয়। পিটার কাঁদো তুমি।"

তারপর বৃদ্ধা তাহাকে এক অন্ধকার ঘরে বসাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন তিনি খোঁজ করিতে আসিলেন তখন পিটার হাতের উপর মাথা রাখিয়া গভীর নিদ্রায় অচেতন।

লিশিগোরীর জমিদারগৃহে সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে প্রিন্স এণ্ডু বাড়ী আসিতেছেন। এ সংবাদে বাড়ীতে কোনরূপ চাঞ্চল্য বা বিশেষ কোনও আয়োজনের তোড়জোড় হইল না। পিতার একমাত্র পুত্র এবং বাড়ীর ওই একটি মাত্র ছেলে এণ্ডু—সে বাড়ী আসিবে, অথচ তাহার জন্য কোনো বিশেষ আয়োজন কোথাও নাই! গৃহস্বামী বৃদ্ধ বল্‌কন্‌স্কি নিজেও যেমন নিরুদ্বিগ্ন, তেমনি তাহার প্রাসাদের সর্ব্বত্র এই ছন্দই রহিয়াছে। এখানকার ইহাই নিয়ম, প্রাত্যহিক কার্য্যসূচীর কোন পরিবর্ত্তন চলে না এখানে,—কোন দিন কোন কারণেই নয়। তাহার এমনিই কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য রাশিয়ার জনসাধারণ তাঁহাকে 'প্রাশিয়ার রাজা' খেতাবটাই দিয়া ফেলিয়াছে। এই বৃদ্ধ প্রিন্সই এককালে প্রাক্তন সম্রাট্ 'পলের' আমলে প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং পরবর্ত্তী কালে 'পল্‌ই' আবার তাঁহাকে লিশিগোরীতে নির্ব্বাসন দেন। সেই সময় হইতেই তিনি এই গ্রামে তাঁহার কন্যা মেরিয়াকে লইয়া নিরালায় দিন কাটাইতেছেন—যখন নূতন সম্রাটের অভিষেকের সময় তাঁহাকে আবার রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া বাস করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইল, তখনও বৃদ্ধ বল্‌কন্‌স্কি পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি তাহার জমিদারী ছাড়িয়া এক পাও নড়িবেন না। প্রয়োজন হইলে তাঁহার অনুমতি লইয়া তবে কেহ তাহার এই পল্লী-ভবনে আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে বা কথা বলিতে পারে, অবশ্য তিনি নিজে কাহাকেও আহ্বান করিতে চাহেন না। (এখানে বলিয়া রাখা ভালো যে মস্কাউ হইতে লিশিগোরী প্রায় পঞ্চাশ মাইল পথ এবং যানবাহনেরও বিশেষ সুবিধা নাই, তবুও মধ্যে মধ্যে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই দাম্ভিক বৃদ্ধের কাছে শ্রদ্ধার্পণ করিতে আসেন বৈকি!)

বল্‌কন্‌স্কি প্রত্যহই সকাল বেলায় আপনার ঘরে বসিয়া হাতিয়ারপাতি লইয়া খুট্‌খাট্ ঠুক্‌ঠাক্ করিয়া নিজের মনে কাজ করেন। এটা তাঁহার বাতিক বলিলেও যথেষ্ট বলা হয় না, বরং তাঁহার একমাত্র কাজই এই, এ কথা অনায়াসে

বলা চলে। অবশ্য ইহা ছাড়াও আর একটি কাজ তিনি করেন, সে তাঁহার কন্যাকে লেখাপড়া শেখানো। মেরিয়া রোজ সকালবেলায় আপনার পুঁথি-পত্র লইয়া বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে বাবার ঘরে হাজির হয়। এই সময়টা যাহাতে ভালোয় ভালোয় কাটে তাহার জন্য সরল। কিশোরীর ভগবানের কাছে কি আকুল আকুতি! সে বার বার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে চোখ বুঁজিয়া প্রার্থনা জানায়—আজকের দিনটা যেন ভালোভাবে কাটে, হে প্রভু!

সেদিনও যথাকালে মেরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল পিতার ঘরের সামনে। বৃদ্ধ ভৃত্য টিকোন পিছন হইতে মৃদুকণ্ঠে বলিল—"যাও না, ভেতরে যাও।"

মেরিয়া উপরের দিকে হাত তুলিয়া নীরবে কাহার উদ্দেশ্যে নমস্কার জানায়, তারপর দুরু দুরু বক্ষে দরজাটা নিঃশব্দে ঠেলিয়া আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করে। বল্‌কন্‌স্কি নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, এক ফাঁকে শুধু একবার মুখ তুলিয়া মেরিয়ার দিকে চাহিলেন, তারপর আবার মাথা নীচু করিয়া হাতের কাজ করিতে লাগিলেন। তাহার আশপাশে বই, নক্সা, হাতিয়ারপাতি, দৈনন্দিন প্রয়োজনের আসবাবপত্র চারিদিকে ছড়ানো। একপাশে একটি বড় বোর্ড, তাহার কাছে একটি উঁচু ডেস্কের উপর খাতা, কলম, দোয়াত পড়িয়া রহিয়াছে, মেঝের উপর দাড়ি কামাইবার জিনিসপত্র এখানে ওখানে গড়াগড়ি যাইতেছে—সে এক অভিনব দৃশ্য। প্রিন্সকে যে দেখিবার বা যত্ন করিবার লোকের অভাব এমন নহে, রোজ দুবেলা গুছাইয়া রাখা হয় সব কিছুই, কিন্তু তিনিই তিনকেলা এসব এখানে ওখানে ফেলিয়া রাখেন, অনবরত কাজ করিবার অভ্যাসেই এইরকম কাণ্ড।

অকস্মাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়িতেই প্রিন্স হাতের কাজ ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন, তাঁহার সব কাজ চলে ঘড়ির নির্দেশে। তিনি কন্যার দিকে গম্ভীর ভাবে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি বেশ ভালো আছো তো? আচ্ছা বসো।"

যদিও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর কর্কশ, তবু তাহার মধ্যে স্নেহের স্পর্শ রহিয়াছে।

তারপর হাতের পেন্সিলটা বাড়াইয়া তিনি একটা পাতায় দাগ দিয়া বলিলেন, "বেশ, এইটেই কালকের পড়া, কেমন কিনা,—এ্যাঁ?"

মেরিয়া সেই পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভালো করিয়া দেখিয়া জবাব দিল, "হ্যাঁ, এটাই আজকে আপনি ধরবেন।"

"আচ্ছা বেশ। হ্যাঁ ভালো কথা, তার আগে ব'লে নিই, তোমার একখানা চিঠি আছে।"

বলিয়া বৃদ্ধ দেওয়ালে ঝোলানো একটি ঝুলি হইতে মেয়েলী ছাঁদের হরপে ঠিকানা লেখা একখানি খাম বাহির করিয়া কন্যার কাছে ফেলিয়া দিলেন।

চিঠিখানি দেখিয়া মেরিয়ার চোখেমুখে রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠে। সে তাড়াতাড়ি সেটা তুলিয়া লইয়া খামখানি আর একবার ভালো করিয়া দেখে।

"কার চিঠি?—তোমার সেই বন্ধুর বুঝি?"

"হ্যাঁ, জুলিয়ারই বটে।"

"কী তোমাদের এত লেখালেখি বুঝি না!...আমি এরপর আরও দুখানা চিঠি এমনি ছেড়ে দেবো, কিন্তু তৃতীয়খানি আমি নিশ্চয় খুলে দেখ্‌ব। আমার মনে হচ্ছে তোমরা কেবল আবোল্-তাবোল্ লেখো, আর ন্যাকাপনা করো। আমায় দেখ্‌তেই হবে। আর দু'খানা তোমাদের মেয়াদ।"

মেরিয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া বলে—"না বাবা, আপনি এখানাই পড়ুন।" বলিয়া সে পিতার দিকে চিঠিখানি আগাইয়া দেয়।

"না-না, আমি তৃতীয়খানি বলিছি, তৃতীয়টিই দেখব।" বলিয়া বল্‌কন্‌স্কি চিঠিখানা ঠেলিয়া দিলেন কন্যার দিকে। তারপর জ্যামিতি বইটা তুলিয়া লইয়া পড়া আরম্ভ করিলেন, "আচ্ছা, এবারে শোনো।"

দীর্ঘকাল ধরিয়া জ্যামিতির একটি সহজ উপপাদ্য তিনি ছাত্রীকে বুঝাইবার জন্য চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে ফল কিছুই হইল না—মেরিয়া ভীত সন্ত্রস্ত নেত্রে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া সারাংশ আয়ত্ত করিবার জন্য প্রতি মুহূর্তে পরম পিতা যীশুর কাছে প্রার্থনা করে,—কিন্তু তাহাও বৃথা। তাহাদের, পিতা এবং কন্যা উভয়ের মিলিত চেষ্টা এবং প্রার্থনাতেও জ্যামিতির সহজ কথা মেরিয়ার মাথায় প্রবেশ করে না। মেরিয়া পড়িতে বসিলে কেমনধারা হইয়া যায়। তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়া যায় নাকি! তাহার মনে হয় বুঝিবা এঘর হইতে পলাইয়া নিভৃতে একাকী চেষ্টা করিলে

জ্যামিতির সমস্যাগুলির সমাধান সহজে হয়। এদিকে তাহার পিতাও ক্রমশ চটিতে থাকেন। অবশেষে তিনি সশব্দে চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া আবার সেটা সজোরে টানিয়া আনিয়া নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করেন, তারপর ঝড়ের বেগে শুরু করেন,—"যদি ক, খ, গ, কোণ…।"

বিশেষ করিয়া আজ মেরিয়া একাদিক্রমে সবগুলি প্রশ্নের উত্তরেই ভুল জবাব দিতেছে—অবশ্য এরকমটা প্রায়ই হয়। বৃদ্ধ শিক্ষক মহাশয় রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছেন—"উঃ কি গাধা! এসব চলবে না বাছা, এসব চলবে না। নবাবনন্দিনী, অঙ্কশাস্ত্র তোমায় শিখতেই হবে। আর পাঁচটা মেয়ের মত মূর্খ হওয়া চল্‌বে না। ধৈর্য্য ধরো, বোঝবার চেষ্টা করো—তোমার মাথা থেকে বোকামির ভূত যেমন ক'রে হোক তাড়াতে হবে।" বলিয়া তিনি সেদিনকার পাঠপর্ব্ব শেষ করিলেন।

মেরিয়া মাথা নীচু করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ইঙ্গিতে তাহাকে দাঁড়াইতে বলিয়া প্রিন্স ডেস্কের ভিতর হইতে একখানি বই বাহির করিয়া দিলেন। বইখানি জুলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে, নাম 'রহস্যের চাবিকাঠি'—ধর্ম্মবিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ।

"এই নাও, তোমার বান্ধবী এই বইখানি পাঠিয়েছেন, মনে হচ্ছে এটা ধর্ম্মমূলক ব্যাপার। তা সে যাক্ গে, আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইনে—যার যা বিশ্বাস তার তা থাক। নাও এটা—যাও।" বলিয়া প্রিন্স কন্যার গণ্ডে দুটি টোকা মারিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

মেরিয়া নিজের ঘরে আসিয়া নির্জ্জনে বসিয়া সখীর চিঠি খুলিল। দীর্ঘ পত্র। পত্রখানি প্রথমে দেখিলে মনে হয় জুলিয়া অনেক দিন পরে চিঠি লিখিতেছে। তাহার বিস্তৃত পত্রের বক্তব্য সংক্ষেপে এই:

"ভাই, তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে আমার বড্ড কষ্ট হয়। সত্যি ভাই—মনে হয় যেন আমার দেহ-মনের অর্দ্ধেকটা তোমার সঙ্গেই রয়ে গেছে। এখানকার শত আমোদ-প্রমোদ আমায় অহরহ তোমার কথাই মনে করিয়ে দেয়। তোমার সে সুন্দর আয়ত চোখদুটি সদা-সর্ব্বদা আমায় এখন আর ঘিরে থাকে না, তুমি কতদূরে চলে গেছো—ভাগ্যের বিরুদ্ধে এই জন্যে আমার সুগভীর অভিযোগ রয়েছে।"…

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া মেরিয়া থামে। তারপর তাহার সম্মুখে ঝুলানো লম্বা আয়নার দিকে চোখ বুলাইয়া সে নিজেকে দেখিয়া লয়। জুলিয়া অনর্থক তাহাকে বাড়াইয়া লিখিয়াছে, মেরিয়া যে মোটেই সুন্দরী নয় একথা মেরিয়া নিজেও ভালো করিয়াই জানে,—তবু বান্ধবীর কথাটা পরখ করিবার জন্য একবার আয়নার দিকে চাহিল। তাহার অন্তস্তল হইতে একটি দীর্ঘশ্বাস ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে—জুলিয়া অনর্থক উচ্ছাস করিয়াছে।

বাস্তবিকই জুলিয়া কিন্তু মিথ্যা কথা লেখে নাই। রূপের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মেরিয়া অতি সাধারণ স্তরেরমেয়ে, কিন্তু মাঝে মাঝে কোথা হইতে যে একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আসিয়া মেরিয়াকে রূপকথার রাজকন্যার মত মায়াময়ী করিয়া তোলে, তাহার সংবাদ মেরিয়া নিজে রাখে না। অনেক সময় মেরিয়ার মনের ভাবের সঙ্গে চেহারার এত দ্রুত পরিবর্ত্তন হয় যে, সত্যই তাহাকে সময়বিশেষে অনির্ব্বচনীয় সুন্দরী বলিয়া মনে হয়। আবার এক এক সময়ে তাহার নিতান্ত সাধারণ মুখেও যে অপরূপ লাবণ্য ফুটিয়া ওঠে, দৃষ্টিতে যে কোমল গভীর অনুভূতির অভিব্যক্তি স্ফূর্ত্ত হয়, তাহা জুলিয়াকে কেন, যে-কোন মানুষকেই অভিভূত করিয়া থাকে। তবে মেরিয়ার এই অসাধারণ রূপের পরিচয় সামান্য দু-একজন অন্তরঙ্গ আত্মীয় ছাড়া বড় কেহ পায় নাই। তাহা দুর্লভ।

মেরিয়া নিজের দিকে চাহিয়া একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার চিঠি পড়িয়া চলে: "এখানে সারা মস্কাউতে যুদ্ধের কথা। তোমার জানা নেই যে, আমার সেই দূর সম্পর্কের ভাই নিকোলাস রোস্তভ্ যুদ্ধে যাচ্ছে কলেজের পড়াশুনো ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে। সত্যি ভাই তার জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। তোমায় ত আমি আগেও এই ছেলেটির কথা বলেছিলাম। এত উঁচু মন, আর এমন প্রাণময় ছেলে আমি আর কোথাও দেখিনি। আর জানো, এমন সরল ও, ওর চোখেমুখে—ওর চেহারায় যেন কাব্যের সহজ বিকাশ। সেদিন বিদায়ের সময় আমার বড় দুঃখ হ'য়েছিল। কিন্তু সে দুঃখই আমার কাছে আনন্দ। সেকথা ভাবতে এত ভালো লাগে! না থাক্, তুমি এসব কিছুই বুঝবে না। অন্য সময়, পরে সব কথা খুলে বল্‌ব তোমায়। আমার সেই

বন্ধু নিকোলাস্ নেহাতই ছেলেমানুষ,—হ্যাঁ, সে আমার বন্ধু বৈকি, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই চলে না, বড্ড ছেলেমানুষ। তা হোক্ আমিও তাই চাই। বাস্তবিকই কাব্যকে জীবনের মধ্যে পাওয়াটা আমার কামনা—ও ত আমাকে তাই দিয়েছে! আচ্ছা আজ এই পর্য্যন্ত। এসব বালাই তোমার নেই তো, না থাক—তুমি বেশ সুখে আছো, আনন্দে আছো, তোমায় হিংসে করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তোমার পবিত্রতা, সে ত আদর্শ—তা কামনা নয়। আমি মানুষ, এই পৃথিবীর আর পাঁচজনের মত সাধারণ মানুষের দোষ গুণ নিয়ে মাটিতে বাসা বাঁধতে চাই। তাই তোমার মত পবিত্র জীবন কামনা করি না।

"যাক্ ওসব কথা,—এবারে এখানকার খবর শোনো। কাউণ্ট বেসুখভ্ মারা গেছেন। পিটার এখন ওই অতবড় সম্পত্তির মালিক হয়েছে—কালকের পিটার ছোকরা আজ বেসুখভের বিশাল জমিদারীর মালিক! ভাবো একবার! বাসিল এটা হাতাবার চেষ্টা করেছিল খুব, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে বেচারা কিছুই পায় নি, তাছাড়া অনেক কেলেঙ্কারির পর সে পিটারসংসর্গে সরে পড়েছে। রাশিয়ার সবচেয়ে বড় ধনী আজ মিঃ পিটার! এখানকার বর্ত্তমান গুজব, আমিই এবারে পিটারের পত্নী হয়ে জমিদার-গিন্নী হবো। যাক্গে, ওটা গুজব ছাড়া আর কিছু নয়। আমিও অবশ্য অতখানি লোভনীয় চাক্রীটার জন্যে কাঙাল নই। এখন সারা শহরের মেয়েদের মায়েরা পিটারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে হঠাৎ। এদিকে আবার শোনা যাচ্ছে যে, তোমার নাকি বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, আমাদের সবজান্তা খুড়ীমা মিখাইলভ্না বলছিলেন যে, তোমার সঙ্গে বাসিলের সেই বাউণ্ডুলে ছেলেটার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। সত্যি নাকি! সাবধান—সেটা একটা হতচ্ছাড়া পাজী উড়নচণ্ডে।

"যে বইখানা পাঠালাম ভালো ক'রে পড়। আচ্ছা ভাই—" ইত্যাদি

চিঠিখানা পড়া শেষ করিয়া মেরিয়া দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবিয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য। একথা সেকথা যাহা তাহার ভাবিতে ভালো লাগে কল্পনায় গা ভাসাইয়া দিয়া তাহাই সে ভাবে। হঠাৎ যখন খেয়াল হইল যে জুলিযার চিঠির তাড়াতাড়ি একটা জবাব দেওয়া উচিত, তখন মেরিয়া উঠিয়া বসিয়া চিঠি লিখিতে বসে। সে লিখিল—

"তোমার চিঠি পেয়েছি ভাই, খুব খুশী হয়েছি। যাক, তুমি তাহ'লে এখনও আমার কথা ভাবো! আচ্ছা বল্‌তে পারো, আমাদের বিচ্ছেদের জন্যে ভাগ্যের দুয়ারে অভিযোগ পাঠিয়ে লাভ কি? আমি ত বলি একমাত্র ধর্ম্মের দিকে চেয়ে আমাদের সকল বোঝা বইতে হবে—একবার ভাবো দেখি, যদি ধর্ম্মের অবলম্বন না থাকত তবে আমাদেব গতি কি হ'ত? শোনো, তুমি কি আশঙ্কা করছো যে আমি তোমার সেই নিকোলাস্‌ বন্ধুকে ভালোবাসার জন্যে হয়ত কটাক্ষ করতে পারি—তাই বুঝি সব কথা খুলে লেখোনি। না-না, মোটেই তা নয়। আমায় তুমি স্বচ্ছন্দে সব কথা জানাতে পারতে। এরকম ভয় করতে শিখেছো আমায় তা জানলে তোমায় রীতিমত নীতিশিক্ষার পাঠ দিতে শুরু করতাম এতদিনে। তুমি জেনে রাখো যে আমি একমাত্র নিজের ছাড়া আর সকলের সম্বন্ধে উদার। তোমার বোধ হয় জানা নেই যে আমি সকলেরই মনের ভাব বুঝতে পারি, আর যেটা না পারি তার জন্যে অকারণে কেন অপরকে দুষতে যাবো? যেখানে আমার অভিজ্ঞতা নেই সেখানে সমর্থন করবার ক্ষমতা না থাকলে খামোকা দুষ্‌বার অধিকারও আমার নেই, কারণ আমি অজ্ঞ। তবে আমার মনে হয় যে আদর্শ ভালোবাসা—যেমন ধরো প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, শত্রুকে ভালোবাসা, ন্যায়, ধর্ম্ম এবং সত্যকে ভালোবাসা —এই জাতীয় প্রীতির মূল্য নিশ্চয় ভাবাবেগের ভালোবাসা বা প্রণয়ঘটিত আজকালকার তথাকথিত তরুণ-তরুণীর 'প্রণয়-প্রেমের' চেয়ে অনেক বেশী। এটা অবশ্য আমার নিজস্ব অভিমত।

"কাউণ্ট বেস্থভের মৃত্যু সংবাদ আগেই পেয়েছি—বাবা খুব মুষড়ে পড়েছেন এতে। তিনি বলেন যে, সেকালের মানুষ বল্‌তে তারা দুজনই বাকী ছিলেন—তা বেস্থভের পরেই নাকি তার পালা, তবে তাঁর ইচ্ছে এই পালাটা যতদূর সম্ভব দূরে পড়ে ততই ভালো। আহা, তাই যেন সত্য হয়।

"পিটারের সম্বন্ধে আমি তোমার সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে হ'ত ছেলেটি নিরীহ, ভালোমানুষ এবং হৃদয়বান্‌। আমার কাছে হৃদয়ের মূল্য অনেক বেশী। বাসিলের কথা ভাবতে গেলে দুঃখ হয়, এই প্রসঙ্গে ভগবানের একটা বাণীর কথা মনে পড়ে—

'It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God'—বাসিলের মত দুর্ভাগার জন্যে কষ্ট হয় না, তার প্রতি করুণা হয়। শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে আমি তার চেয়ে করুণা করি পিটারকে—ও ছেলেমানুষ, সম্পদের বোঝা আর প্রলোভনের সমুদ্র দুই তার আয়ত্তে,—কি হবে তার তাই ভাবি। আমায় যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত 'তুমি কি চাও', তবে আমি বলতাম, 'ওগো আমায় দীনতম ভিখারীর চেয়ে রিক্ত করে দাও। আমাকে কাঙাল করো।'

"তুমি যে বইখানি পাঠিয়েছো তার জন্যে ধন্যবাদ জানাই। তবে আমার মনে হয় ভগবানের সেই বাণী, 'আমরা তাঁর আদেশ মাথা পেতে নেবো'—এই-টুকুই আমাদের ব্রত হওয়া উচিত। তাঁর বাণীর মূলে কি রহস্য আছে—তাঁকে আমাদের সামান্য বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে যাওয়া ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি! আমাদের এই নশ্বর দেহ নিয়ে তাঁর অলৌকিক নির্দ্দেশকে বিশ্লেষণ করা ত সম্ভব নয়, সে কথা ত জানো। কাজেই 'রহস্যের চাবি-কাঠি' আমার প্রয়োজনে লাগবে না।

"আচ্ছা এবারে বিয়ের কথা বলি। বাবা আমায় এ সম্বন্ধে নিজে কিছুই বলেন নি, তবে বাসিল যে একবার আসবেন শীগগিরই সে কথা শুনছিলাম। আমার মতে বিবাহের মধ্যেও ধর্ম্মের নির্দ্দেশ আছে—সেখানেও আমার নিজের কোনো হাত নেই। ভগবান যদি সত্যিই কোনো হতশ্রীকে আমার স্বামী ব'লে মনোনীত ক'রে থাকেন তবে আমি তাকেই মেনে নেবো।...দাদা আর বৌদি আজকালের মধ্যেই আসছেন খবর দিয়েছেন। আর সব খবর ভালো।

"আমার দাদাও যুদ্ধে যাচ্ছেন কাজেই বাড়ীতে আসার পরই তিনি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে চলে যাবেন। তাঁর আসবার কথা শুনে অন্যবারের মত উৎসাহ পাচ্ছি না, এসেই আবার চলে যাবেন ত!

"তোমাদের মস্কাউ-এর প্রাণ-মুখর জনাকীর্ণ শহরে যুদ্ধের দামামা বেজেছে তাতে আশ্চর্য্য হইনি, কারণ আমাদের এই নিভৃত পল্লীর নিবিড় শান্তির

বুকেও অশান্তির ধোঁয়া দেখা দিয়েছে। সেদিন গাঁয়ের পথে যে দৃশ্য দেখেছি তাতে চোখে জল আসে।—সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে, যুদ্ধে যারা নাম লিখিয়েছে তারা বিদায় নিচ্ছে। তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা এসে দাঁড়িয়েছে—কারুর মা, বোন, কারুর বা বুড়ো বাপ রাস্তায় ভিড় করেছে এসে। কেউ ছিল চাষী, কেউ ছিল মেষপালক, তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লড়াই করতে। কি জানে, কি বোঝে এরা! যারা যাচ্ছে তারা কাঁদ্‌ছে না, তবে তাদের চোখ ছল্‌ ছল্‌ করছে,—আর যারা বিদায় দিচ্ছে সেই মা, বোন, বৌ, বাপ, ছেলে, মেয়ে, তাদের এলোমেলো কান্নার শব্দ পথের বাতাসকে ভারি ক'রে তুলছে। এসব দেখে আমার মনে হয় মানুষ বোধ হয় ভগবানের আদেশ, তাঁর নির্দ্দেশ সবই ভুলে গেছে! তা নাহলে তাঁর কথা অগ্রাহ্য ক'রে তারা অন্য পথে যাবে কেন? ক্ষমা, দয়া, স্নেহ,—এই দিয়েই ত মানুষ মানুষকে জয় করবে—একজন আর একজনকে হত্যা করবার মধ্যে কৃতিত্ব নেই একথা কি এদের জানা নেই?…ভালোবাসা নিও। আজ বিদায় ভাই।"

তাহার চিঠিখানি লেখা সবে শেষ হইয়াছে এমন সময় মেরিয়ার সহচারিণী ফরাসী মহিলা মাদমোয়াজেল বুরিএন্‌ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—"আরে, আরে, শোনো, তুমি কি ডাক-হরকরাকে পাঠাচ্ছো এখুনি? মাকে একখানা চিঠি দেবার ছিল যে আমার।"

মেরিয়ার পার্শ্বচারিণী মহিলাটির সঙ্গে তাহার নিজের কোথাও মিল নাই। মেরিয়া যদি বর্ষা হয় ত সে বসন্ত, মেরিয়া যদি শ্রাবণের ঘন-গম্ভীর মেঘ হয় ত সে শরতের উন্মুক্ত নির্ম্মেঘ হাল্কা আকাশ—ঠিক একেবারে বিপরীত-ধর্ম্মী দুইটি প্রাণীকে পাশাপাশি রাখিলে যেমন পার্থক্যটা অতি সহজে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উদাসীন মানুষেরও দৃষ্টি এড়ায় না, এও তাই। মেরিয়ার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া যে গভীর গাম্ভীর্য্য এবং বিষাদ বিরাজমান, তাহার সহিত বুরিএনের উচ্ছল চাপল্য, উদ্দাম যৌবনশীলতা কিছুতেই ছন্দোবদ্ধ হইতে পারে না। এতক্ষণ ধরিয়া মেরিয়ার মনে এবং ঘরে যে শান্ত মৌন ম্লানিমা জমিয়া উঠিয়াছিল বুরিএনের আবির্ভাবে তাহা যেন ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গেল।

বুরিএন চুপ করিয়া বেশিক্ষণ থাকিতে পাবে না, যা-হোক কিছু একটা তাহার বলা চাই। একটু পরেই আবার চাপা গলায় সে বলিল,—"আগে থেকে তোমায় সাবধান ক'রে দেওয়া ভালো। আমি দেখলাম প্রিন্সের আজ মেজাজ ভালো নেই,—একটু বুঝে শুনে চ'ল। এই মাত্তর আইভানোকে খুব ধম্‌কে দিলেন।"

মেরিয়া কাহারও মুখে পিতার নিন্দা শুনিলে রাগিয়া যায়—শুধু রাগ নয় একটু ব্যথাও পায় সে। তাই বুরিএনের কথার জবাবে সে গম্ভীরভাবে বলিল,—"দোহাই তোমার, আমার কাছে আমার বাবার সম্বন্ধে কোনো মতামত জাহির ক'র না—কতবার তোমায় মিনতি করেছি। এটা বোধ হয় তোমার জানা আছে যে, আমি নিজেও বাবার কাজের সমালোচনা করি না এবং সেই সঙ্গে আশা করি আর সকলে আমারই মত চলবে—অন্ততঃ আমার সামনে।"

পরক্ষণে মেরিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া সসব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার মুখ ভয়ে সাদা হইয়া গেল। আর রক্ষা নাই আজ, এদিকে যে পিয়ানো বাজাইতে বসিবার সময় প্রায় পাঁচ মিনিট হইল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! মেরিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এ বাড়ীর সব কিছুই ঘড়ির কাঁটার মত চলে, একটুও এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই। ঠিক যে সময়ে বৃদ্ধ জমিদার দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার জন্য বিছানায় শুইবেন সেই সময়ে মেরিয়া পিয়ানো বাজাইতে আরম্ভ করিবে,—ইহাই নিয়ম।

গাড়ী হইতে নামিয়া এণ্ড্রু একবার বাড়ীর শান্ত নীরবতার সহিত নিজের ঘড়িটা মিলাইয়া লইয়া আপন মনেই বলিল, "বাবার দেখ্‌ছি কিছুই বদ্‌লায় নি। এখনও কুড়ি মিনিটের মধ্যে তাঁর ঘুম ভাঙ্গানো চলবে না বা তাঁর নিজে থেকেও ওঠবার কোন রকম আশা নেই।"

তারপর সে পত্নীকে বলিল, "চলো লিশা, আমরা ততক্ষণ মেরিয়ার কাছে যাই। বুঝলে, ও খুব অবাক হয়ে যাবে আমাদের দেখে, আজ যে আমরা আসতে পারি তা ভাবতেই পারে নি কেউ।"

লিশা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে এণ্ড্রুদের প্রাসাদোপম বাড়ীখানি দেখিতেছিল। লিশা ইহারই মধ্যে খুশী হইয়া উঠিয়াছে। চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল—"বাবা, এ যে মস্ত বড় বাড়ী গো, রাজবাড়ী মনে হচ্ছে—বেশ চমৎকার ত!"

ততক্ষণে চাকরবাকরেরা নামিয়া গাড়ীর কাছে আসিয়াছে এণ্ড্রুকে দেখিবার জন্য। মেরিয়া কিন্তু আপনমনে পিয়ানো বাজাইতেছিল, সে এসব কিছুই টের পায় নাই। ব্যস্তবাগীশ বুরিএন্ তাড়াতাড়ি আসিয়া স-কলরবে এণ্ড্রুদের অভ্যর্থনা করিয়া শেষে বলিল, "যাই মেরিয়াকে খবর দিই গে।"

লিশা বাধা দেয়—"না থাক্, আমরাই যাচ্ছি। আপনি নিশ্চয় মাদ্‌মোযাজেল বুরিএন্। কেমন আমি ঠিক ধরেছি ত?" বলিয়া লিশা একবার স্বামীর দিকে এবং একবার সেই ফরাসী মেয়েটির দিকে চাহে। এর আগে লিশা এখানে কখনও আসে নাই, বুরিএন্‌কেও দেখে নাই।

এণ্ড্রুর কেন যেন বুরিএনকে তেমন ভালো লাগে না—যে কারণে সে সহ্য করিতে পারে না রাজধানীর তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের, বোধ হয় এখানেও সেই রকম একটা অস্বস্তি বোধ করিত সে।

এণ্ড্রু এবং লিশা দুইজনে সোজা গিয়া মেরিয়ার ঘরে ঢুকিল। তাহাদের পাইয়া মেরিয়া কী যে করিবে ভাবিয়া পায় না। সে কম্পিত কণ্ঠে স্ফুরিত ওষ্ঠে বলে, "এণ্ড্রু! বৌদি! জানো তোমাদের কালকে স্বপ্নে দেখেছি!"

লিশা কলকণ্ঠে ননদিনীকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া তাহাকে বার বার চুম্বন করিতে লাগিল। মেরিয়া তাহার দাদাকে নিজের খুশীতে বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া ভালো করিয়া দেখিতে থাকে আর মাঝে মাঝে বলে—"তুমি ঠিক তেমনি আছো দাদা। তোমরা যে আজই আসবে তা ভাবিনি।" ইত্যাদি। লিশা কিন্তু এক দণ্ড থামে নাই, সে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে,—পথে তাহাদের সে কি ভয়ানক একটা দুর্ঘটনা আর-একটু হইলেই ঘটিয়া যাইত, লিশা তাহার পোশাক-আসাক সবই পিটারস্‌বার্গে ফেলিয়া আসিয়াছে, এখন তার উপায় কি হইবে—এণ্ড্রু যেন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে,—কিটি ওডিন্‌ৎসো একটা বুড়োকে বিবাহ করিয়াছে—মেরিয়ার জন্য একটি ভালো পাত্র ঠিক করা হইয়াছে এবং আরো

কত কথা বলিয়া অবশেষে লিশা বলে—"আচ্ছা সেসব পরে হবে ভাই, এখন বলো দেখি তোমাদের সব খবর কি?"

মেরিয়া দাদার পানে চাহিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা ঠিক ক'রে বলো দেখি দাদা, তুমি সত্যি সত্যি যাচ্ছো যুদ্ধে?"

"হ্যাঁ, কালই আমায় যেতে হবে।"

লিশা আপনমনে মেরিয়াকে শুনাইয়া শুনাইয়া পিটার্সবার্গের গল্প বলিতেছিল, কিন্তু এণ্ড্রুর যুদ্ধে যাইবার প্রসঙ্গ উঠিতেই সে থামিয়া গেল। স্বামীর কথা শেষ হওয়া মাত্র লিশার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে—সে হতাশভাবে মাটির দিকে চাহিয়া বলিল—"আমায় ও ছেড়ে যাবেই। আমাকে আজকাল একদম সইতে পারে না, তাই ব'লে যুদ্ধেই যেতে হবে? কিন্তু কেন, আমি কি করেছি? ইচ্ছে করলে অনায়াসে এখানে থেকেই চাকরীর উন্নতি হ'তে পারত—যশ, সুনাম কিসের অভাব ওর?"

মেরিয়া তাহার দাদা ও বৌদির এসব কথার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না। সে জিজ্ঞাসু নেত্রে একবার ভ্রাতার দিকে এবং একবার লিশার মুখের পানে চাহে। লিশার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, কি একটা অজানা ভয়ের আশঙ্কায় তাহার ঠোঁট কাঁপিতেছে, সে মেরিয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে—"সত্যি বলছি ভাই মেরিয়া, আমার কেমন যেন বড্ড ভয় করছে।"

তাহার এসব কথায় এণ্ড্রু অপ্রসন্ন হইয়া উঠে,—সে মেরিয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া পত্নীকে বলিল—"ওর এখন বিশ্রাম দরকার।" তারপর অন্যদিকে চাহিয়া বলে—"তাই না—ডাক্তার কি বলেছে সে কথা মনে আছে লিশা? যাও মেরিয়া, ওকে নিয়ে যাও,—আমি বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। এতক্ষণ উঠেছেন নিশ্চয়। বাবার দেখছি আগেকার মতই ঘুমের সময় হিসেব করা রয়েছে।...আচ্ছা মেরিয়া, বাবা কি ঠিক সব বিষয়ে আগেকার মতই আছেন? কিছু বদলায় নি ওঁর?—আমার ত সেইরকমই মনে হয়।'

এণ্ড্রু যখন তাহার পিতার ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল তখন প্রিন্স বল্কনস্কির দাড়ি কামানো এবং পোশাক পরিবার সময়। এ সময় কাহারও ঘরে ঢুকিবার হুকুম নাই। কিন্তু এণ্ড্রু আজ প্রবেশাধিকার পাইল, তাহাকে দেখিয়া

প্রিন্স আনন্দে প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আরে এসো এসো বীর এসো, পল্টন এসো, তারপর,—তুমি তাহ'লে বোনাপার্তকে জয় করতে চলেছো, এঁ্যা!" বলিয়া তিনি মুখে জোরে জোরে পাউডার ঘষিতে লাগিলেন, "বেশ, বেশ, বহুৎ আচ্ছা, এইতো চাই—এগিয়ে চলো সব দিক দিয়ে জীবনের জয়যাত্রায়, রথ তোমার ছুটে চলুক অপ্রতিহত গতিতে। তাড়াতাড়ি নাপোলেঅঁকে গিয়ে তাড়া দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। নইলে চাই কি আমরাও হয়ত তার প্রজা হ'য়ে যেতে পারি। তারপর,—তুমি বেশ ভালো আছো তো?"

এণ্ড্রু সঙ্গে কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার কপড়চোপড় পরা চলিতেছিল, এক সময়ে তিনি পুত্রের মুখের কাছে নিজের মাথাটা আগাইয়া দিলেন চুম্বন করিবার জন্য। আজ সভ্য ঘুম হইতে উঠিয়া তাঁহার মেজাজটা বেশ ভালোই আছে। স্নেহের আদানপ্রদান বিনিময় শেষ করিবার পর একবার আড়চোখে পুত্রের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরের উপর চোখ বুলাইয়া ভালো করিয়া দেখিয়া বেশ খুশী হইয়া উঠিলেন, তাঁহার ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের মধ্যে যেন এক ঝলক হাসি ভাসিয়া গেল। এণ্ড্রু তাহা লক্ষ্য করিল। তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া বৃদ্ধ প্রিন্স চুপ করিয়া কি যেন গভীর আনন্দ তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিলেন তন্ময় হইয়া।

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা এণ্ড্রুর ভালো লাগে না, সে এটা সেটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে এক সময়ে কথা আরম্ভ করিল—কহিতে কহিতে যুদ্ধের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল।

এই বৃদ্ধটির বর্ত্তমানে সাধারণ সমাজের সহিত কোন সংযোগ নাই, তবে এমনটা ত' আর চিরকাল ছিল না,—এমন একসময় ছিল যখন এই প্রিন্স নিকোলাস্-বেশী বল্‌কন্‌স্কি ছিলেন বিখ্যাত সেনাপতি। কাজেই যুদ্ধের প্রসঙ্গে তাঁহার উৎসাহ খুব, তাই যখন যুদ্ধের কথা উঠিল তখন তিনি পুত্রের সঙ্গেই তর্কবিতর্ক জুড়িয়া দিলেন।

"আচ্ছা বৎস, বলো এখন, জার্ম্মানরা তোমাদের এমন কি শেখাচ্ছে যাতে ক'রে নাপোলেঅঁকে আমরা হারাতে পারি?"

"আমায় একটু নিঃশ্বেস ফেলবার সময় দিন বাবা, সব বলব পরে। এখনও আমি আমার ঘরে যাইনি একবারও।" এণ্ড্‌ বলিল।

"চুলোয় যাক্ তোমার বিশ্রাম। থামো থামো হয়েছে।" বলিয়া প্রিন্স পুত্রের হাতটা তুলিয়া ধরিয়া বলেন, "বৌমার ঘর ঠিকই আছে। তোমায় তার জন্যে ভাবতে হবে না। মেরিয়াই তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে দেবে, তারপর তারা সাতকাহন তিন-চুবড়ি বক্‌বে, তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। ওসব মেয়েদের কাজ। তুমি যে বৌমাকে এখানে নিয়ে এসেছো এটা খুব ভালো কাজ হয়েছে, এবার একটু স্থির হ'য়ে ব'সে বলো দেখি সব যুদ্ধের কথা। আচ্ছা ধরো, একদিকে টলস্টয় আর মিকেল্‌সনের অধীনে দু'টো সেনাদল একসঙ্গে যুদ্ধ করবে, কেমন ত? কিন্তু দক্ষিণের কি ব্যবস্থা? সেদিকটার সৈন্য ঝাঁকিয়ে রাখবার কি ব্যবস্থা হয়েছে? বেশ প্রাশিয়া নয় নিরপেক্ষ রইল—কিন্তু অষ্ট্রিয়া আর সুইডেন, তাদের কি হবে?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ প্রিন্স উঠিয়া পায়চারী করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু একবার একটু দাঁড়াইয়া মাথা নীচু করিয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমরা পামেরানিয়ার মধ্যে দিয়ে কি ক'রে যাবো?"

এণ্ড্‌ প্রথমে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আলোচনায় যোগ দিল এবং তাঁহার ইচ্ছা ছিল অল্প কথায় শেষ করিয়া দেয়, কিন্তু তাঁহার পিতার সূক্ষ্ম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খুটাইয়া জেরার চোটে সে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে বিস্তৃত বিবরণ না দিয়া পারিল না। কিছুক্ষণের মধ্যে সে বর্তমান যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনায় মগ্ন হইয়া গেল। সে পিতাকে বুঝাইল যে প্রায় ৯০০০০ সৈন্য লইয়া প্রাশিয়া আক্রমণ করা হইবে—ফলে প্রাশিয়া হারিয়া গিয়া নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া শেষকালে রাশিয়ার দিকে যোগ দিতে বাধ্য হইবে। তারপর এই বিজয়ী দল গিয়া যোগ দিবে সুইডিসদের সঙ্গে।

এদিকে এই সময়ে প্রায় ২২০০০০ অষ্ট্রিয়ান এবং ১০০০০০ রাশিয়ান সৈন্য ইটালীতে অভিযান করিতে রাইনের পথে অগ্রসর হইবে—আর ৫০০০০ ইংরাজ এবং ৫০০০০ রাশিয়ান যোদ্ধা গিয়া নেপ্‌ল্‌সে অবতরণ করিবে।—এমনি করিয়া প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য সমবেতভাবে চারিদিক হইতে নাপোলেঅঁকে একসঙ্গে আক্রমণ করিবে। আর চাই কি।

এণ্ড্রু এই সুদীর্ঘ বিবরণ তাহার পিতা সম্ভবত মন দিয়া শুনিতেছিলেন না, কারণ তাহার কথার মধ্যে তিনি তিনবার অন্য কথা বলিয়া বাধা দিলেন। প্রথমে তাঁহার বৃদ্ধ চাকরকে কি একটা ভুলের জন্য ধমকাইলেন। দ্বিতীয়বার তিনি এণ্ড্রুকেই জিজ্ঞাস করিলেন,—"বৌমার সন্তান হবে কি নাগাত?" বলিয়া তিনি ভৎর্সনাসূচক ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"ভারি আফ্‌সোসের কথা—তাই ত! যাক্, হাঁ কি বল্‌ছিলে বলো।"

তৃতীয়বারে তিনি গুন্‌গুন্ করিয়া গান জুড়িয়া দিলেন—অবশ্য সুর, তাল এ সবের বালাই নাই তাঁহার গানে। তাঁহার গানের ভাবার্থ এই—'মার্লবরো লড়াইয়ে যায় কিন্তু মার্লবরো জানে না সে ফিরবে কবে।'

শেষকালে এণ্ড্রু বলিল—"আমি অবশ্য বল্‌ছি না যে আমাদের যে পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালাবার পরিকল্পনা চলেছে আমি তার সবটাই সমর্থন করি। শুধু এখনকার জল্পনা-কল্পনার একটা মোটামুটি বিবরণ দিলাম। আমার মনে হয় নাপোলেঁও নিশ্চয় নিদেন আমাদের মত ভালো একটা গতিবিধির ছক তৈরী ক'রবে তাতে সন্দেহ নেই।"

বৃদ্ধ প্রিন্স যেন কতকটা আত্মগতভাবেই বলেন,—"নাঃ, কিচ্ছু নতুন নয়, সবই সেই একঘেয়ে দেখ্‌ছি—বাস এর বেশি আর কিছু বলা চলে না। আচ্ছা, তুমি এবারে খাবার ঘরের দিকে এগোও, আমি যাচ্ছি।"

আহারের সময়ে বাড়ীর সকলেই একত্রে বসিয়া গল্প-গুজব করিতে করিতে খাওয়া-দাওয়া করে। প্রিন্স তাহার পুত্রবধূকে নিজের পাশের আসনে বসাইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ভালো আছো তো মা!...হাঁ, দেখ, রোজ একটু একটু ক'রে বেড়াবে তুমি, মেয়েদের এই সময়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করা ভালো।"

বলিয়া তিনি শুষ্ক হাসি হাসিলেন।

লিশা যেন তাহার কথাগুলি শুনিতেই পায় নাই এমনই ভাব দেখাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল, কিন্তু এভাবে বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর বোধ হয়। কিন্তু কি-ই বা বলিতে পারে সে। অবশেষে প্রিন্স যখন লিশার পিতামাতার শারীরিক কুশল প্রশ্ন করিলেন তখন সে যেন দম ফেলিয়া বাঁচিল।

তারপরই সুযোগ পাইয়া লিশা আপনার অভ্যাসমত পিটারস্‌বার্গের গল্প জুড়িয়া দেয়। এদিকে সে যতই বাজে কথা বলিতে বলিতে কলকণ্ঠে মুখর এবং সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে, ওদিকে প্রিন্সের চোখেমুখে ততই কঠিনভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। প্রিন্স কতকগুলো বাজে কথা যেমন বকিতে পারেন না, তেমনি বাজে কথা শুনিতেও পারেন না। শেষে তিনি লিশার কথার মাঝখানে তাঁহার বাড়ীর কারিগর আইভানোভিচ্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন —"বুঝলে আইভানোভিচ্‌ তোমার বন্ধু নাপোলেঅঁকে শেষে দুঃখ পেতে হবে, আমাদের এণ্ড্রু একটু আগে আমায় পরিষ্কার এই কথাটাই বুঝিয়ে দিলে। তার বিরুদ্ধে নাকি এক বিপুল সৈন্য সমাবেশ হচ্ছে। আসলে কিন্তু আমরা—এই আমি আর তুমি বলাবলি করতাম, ও লোকটা এমন কিছু নয়। ওর সম্বন্ধে তেমন উঁচু ধারণা কোনদিনই আমাদের ছিল না—কি বলো?"

মুখ্যতঃ এটা আলোচনার মুখবন্ধ। কোনোদিন আইভানোভিচ্‌-এর সঙ্গে তিনি এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই হয়ত করেন নাই।

বৃদ্ধ প্রিন্স একটু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। সাধারণতঃ তিনি জেলার বড় কোন সহকারী কর্মচারীকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার সহিত একসঙ্গে আহারাদি করেন না। যার তার সঙ্গে বসিয়া খাইতে তাহার আত্মসম্মানে বাধে। অথচ আইভানোভিচ্‌ এ বাড়ীর কারিগর মাত্র, তবু সে প্রিন্সের সঙ্গে একই টেবিলে বসিয়া রোজ আহারাদি করিয়া থাকে—আইভানোভিচকে তিনি ঠিক নিজেরই মত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ বলিয়া মনে করেন—যদিও তাহার কোনো যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। এজন্য আইভানোভিচ্‌কে মাঝে মাঝে বিপদে পড়িতে হয়। আজও তাহার সেই দশা। অবশ্য প্রিন্স নিজের আপনমনে যুদ্ধের প্রসঙ্গ লইয়া বকিয়া যান। এটা তার প্রিয় এবং মুখরোচক বিষয়। তার মতে এখন রাশিয়ার সেনাবিভাগ যাহারা সর্দারী করিতেছে, তাহারা এ বিষয়ে একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু, তাহারা রাজনীতিও বোঝে না, শাসননীতিরও কিছু জানে না। যুদ্ধ বিজ্ঞানে আসলে নাপোলেঅঁও অসাধারণ একটা প্রতিভাবান বীর নহে, তাহার সাফল্যের জন্য দায়ী অন্য সব জাতি এবং তাহাদের নেতাদের অপটুতা। বর্ত্তমানে য়ুরোপে

বাস্তবিক কোন জটিল সমস্যা নাই, আর এই যুদ্ধেরও কোনো গুরুত্ব নাই—ছেলেখেলা বলিলেও অন্যায় হয় না। যতসব লোক-ঠকানো কলের পুতুলেরা হইয়াছে শাসনতন্ত্রের মাথা।

কথাটা যে একেবারে সত্য বলিয়াই প্রিন্স বলিলেন তাহা নহে, এই বিষয়ে আলোচনা চালাইবার জন্যই তিনি অনেক সময় এসব কথা বলেন। তাঁহার কথায় এণ্ড্রুও বেশ সপ্রতিভাবেই তাহার পিতার কথাগুলিকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে এবং শেষকালে সে যখন বলিল—"আপনি হাসতে পারেন হয়ত, তবু নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে স্বীকার করব যে নাপোলেঅঁ একজন সুদক্ষ সেনাপতি। এতবড় সেনাপতি এখন ত নেইই, এমন কি পৃথিবীর ইতিহাসেও কোনোদিন এতবড় বীর এবং সুচতুর সেনাপতি জন্মগ্রহণ করেছে বিনা সন্দেহ। আপনারা হেসে উড়িয়ে দিলেও তার মর্য্যাদা যা তাই থাকবে।"

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া বলেন—"শুনছ, শুনছ আইভানোভিচ্, আমি কবে থেকে ব'লে আসছি একথা। আমিই ত তোমায় বলেছি যে নাপোলেঅঁ ভয়ানক চতুর।"

এই কথা বলিয়াই কিন্তু পরক্ষণে তিনি বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়া দিলেন নাপোলেঅঁ জীবনে কি কি ভুল করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে নিকোলাস্ বল্‌কন্‌স্কি যেসব দৃষ্টান্ত দিলেন তাহা অলঙ্ঘ্য। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া এণ্ড্রু একটু বিস্মিতভাবে চুপ করিয়া গেল।

এই সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে লিশা একবারও কথা বলে নাই, তাহার দৃষ্টি যেন কেমন এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। সে বিভ্রান্ত হইয়া একবার স্বামীর দিকে, একবার শ্বশুরের পানে, একবার মেরিয়াকে লক্ষ্য করিতেছিল। আহারের পর্ব্ব শেষ হইতেই সে সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া পড়িল এবং মেরিয়ার বাহুর মধ্যে হাত গলাইয়া তাহাকে প্রায় টানিতে টানিতে লইয়া গেল পাশের ঘরে।

তারপর রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"মেরিয়া, বাবার ত' অসাধারণ বুদ্ধি ভাই—আমার বোধ হয় সেই জন্যে ওঁকে কেমন ভয় করে।"

মেরিয়া অন্তরে একটু আহত হইলেও মুখে হাসিয়া সে জবাব দিল—"কিন্তু তুমি জানো না বৌদি—বাবা খুব ভালো লোক।"

পরদিন। আজ এণ্ড্রু চলিয়া যাইবে। কিন্তু বৃদ্ধ প্রিন্স তাঁহার দৈনন্দিন নিয়মের কোনই পরিবর্ত্তন করেন নাই,—খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি যথারীতি নিজের ঘরেই চলিয়া গেলেন। মেরিয়া ও লিশা কোথায় বসিয়া গল্প করিতেছে—আর এণ্ড্রু যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহার জিনিসপত্র পাঠাইবার হুকুম দিয়া সে একলা ঘরে চুপচাপ বসিয়া কি যেন ভাবিতেছে। উন্মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া তাহার দৃষ্টি গিয়া মিলিয়াছে অনন্ত আকাশে, মন চলিয়া গিয়াছে দূর অতীতের বুকে। তাহার জীবনে এরূপ একটা বড় কিছু ঘটবার সম্ভাবনা আসিতেছে। ঠিক এই অবস্থায় সকলেই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইবার আগে একবার পশ্চাতে ফেলিয়া আসা দিনগুলির দিকে গভীর ভাবে চাহিয়া দেখে। এণ্ড্রুর মুখে বিষাদের ছাপ পড়িয়াছে। সে উঠিয়া পদচারণা করিতে করিতে মাঝে মাঝে মাথা নাড়িয়া নিজের সঙ্গে আত্মগতভাবে কি যেন কথা বলে। ক্রমশঃ তাহার দৃষ্টি কেমন অস্বাভাবিক রকমের অর্থহীন ও শূন্য হইয়া আসে। কেন? সে কি যুদ্ধের কথা ভাবিয়া, না পত্নীর কথা চিন্তা করিয়া? হয়ত দুই কারণেই।......কিন্তু মানসিক দুর্ব্বলতাটা তাহার পাছে কেহ বুঝিতে পারে তাই দুয়ারের বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া চকিতে টেবিলের সাম্‌নে গিয়া এণ্ড্রু এটা ওটা গুছাইতে লাগিল।

মেরিয়া ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিল।

"দাদা! শুন্‌লাম তুমি নাকি এরই মধ্যে গাড়ী ঘুরিয়ে আন্‌বার হুকুম দিয়েছো! আর আমার এদিকে কোনো কথাই বলা হয়নি তোমাকে। আবার কবে কতদিন পরে তোমার সঙ্গে এমনি করে কথা বলতে পাবো ভগবান জানেন।...এখানে তোমার কাছে কথা বলবার জন্যে ধাওয়া ক'রে এলাম ব'লে তুমি রাগ করোনি ত? আঁদ্রুশা! ওঃ,—তুমি কত বদ্‌লে গেছ আঁদ্রুশা!"

বাল্যকাল হইতে মেরিয়া তাহার খেলার সাথী, কত রকমের বিচিত্র ছেলেমানুষীর সঙ্গী এই দিদিটিকে আদর করিয়া আঁদ্রুশা বলিয়াই ডাকে।

আজ এণ্ড্রুকে এই নামে ডাকিয়া ফেলিয়া সে একবার হাসিল—এই অদ্ভুত প্রকৃতির যুবকটি কেমন করিয়া মেরিয়ার সেই ছেলেবেলার আঁদ্রুশা হইতে পারে! অথচ এই কিছুদিন আগেও ত উহারা উভয়ে চপলতায় এই বাড়ীখানিকে জীবন্ত ও কলহাস্যমুখর করিয়া রাখিত।

মেরিয়ার দাদা একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে—"লিশা কোথায়?"

"সে ক্লান্ত হ'য়ে আমার সোফাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। সত্যি তোমার আবিষ্কার ব'লে মেনে নিতে হবে বৈকি, বৌদি আমার একেবারে রত্ন ভাই, তোমার বাহাদুরী আছে। যাকে বলে একেবারে ছেলেমানুষ, হাসিতে, কথায় সব দিক দিয়ে—আমি খুব ভালোবাসি বৌদিকে।"

এণ্ড্রু ভগিনীর পাশেই বসিয়াছিল। তাহার চোখে একটু বিদ্রূপের দৃষ্টি, ঠোঁটের উপর দিয়া একটু বাঁকা হাসি খেলিয়া গেল। মেরিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াই বলিল—"দেখ, তার একটা তুচ্ছ দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করা উচিত। কার নেই এতটুকুও দুর্ব্বলতা বলো? পৃথিবীতে এমন মানুষ নেই যার কোনো ত্রুটি নেই। লিশা ছেলেবেলা থেকে একভাবে মানুষ হয়েছে, আজ হঠাৎ তার সেই পরিচিত গণ্ডীর বাইরে থেকে একেবারে এই অজ পাড়াগাঁয়ে নিয়ে এলে এরকমটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সবাই ত আর আমার মত পাণ্ডববর্জ্জিত দেশের মানুষ নয়! আচ্ছা তুমি যদি ওর মত হ'তে, আর আজ যদি তোমায় এই অবস্থায় পড়তে হ'ত, তাহ'লে তোমার কি মনে হ'ত একবার ভাবো দেখি! তার ওপর ওকে তুমি আজই ফেলে চলে যাবে—বাস্তবিক বল্‌তে গেলে আমরা ওর কাছে অপরিচিত বৈ ত নই!"

এণ্ড্রু মেরিয়াকে ভালো করিয়াই চেনে, সে তাহার কথা চুপ করিয়া শুনিতেছিল। কারণ সে বেশ ভালোই জানে যে মেরিয়ার সঙ্গে তর্ক করিতে গেলে বিশেষ ফল হইবে না।

একথা সেকথা হইতে হইতে শেষে এণ্ড্রু বলিল—"কিন্তু তোমাদের এই বুরিএঁন মেয়েটিকে আমার তেমন সুবিধের মনে হয় না।"

"কিন্তু তুমি জানো না আঁদ্রুশা, ও সত্যি খুব ভালো। ওর কেউ নেই সংসারে, বড় অভাগা! সত্যি কথা বল্‌তে কি, ও আমার যত না কাজ করে

তার চেয়ে ঢের বেশি আমার কাজের বাধা হয়ে দাঁড়ায়—সেজন্যে অবশ্য আমি ওকে কিছু বলি না। ও আছে নিজের খেয়ালে আর আমি আমার ঘরে একলা থাকতে ভালোবাসি। তবে বাবা ওকে খুব পছন্দ করেন, যেমন পছন্দ করেন উনি আইভানোভিচ্‌কে। ওর পড়বার ভঙ্গী খুব ভালো—অবিশ্যি ও যে ভালো বলেই বাবা ওকে ভালো চোখে দেখেন তা বলা যায় না—সেই যে বলে না—'আমরা যার যত ভালো করি তাকে তত বেশি ভালোবাসি' তা এ হয়েছে তাই। এই হচ্ছে মানুষের সহজাত স্বভাব, 'যে যত উপকার করে তাকে তত বেশি ভালোবাসি'—এ নিয়মটা কোথাও দেখা যায় না। এখানেও খাটে সে কথা। বুরিএঁন্ কিছুই করে না। তবে হ্যাঁ, কাজের মধ্যে একটি কাজ ও করে—বাবাকে ও রোজ কাগজ পড়ে শোনায়।"

"কিন্তু মেরিয়া আমি ব'লে দিচ্ছি, একদিন বাবার কড়া মেজাজের জন্যে তোমায় দুঃখ পেতে হবে।"

মেরিয়া ভ্রাতার মুখে এ কথাটা যেন আশা করে নাই, সে অবিশ্বাসের সুরে বলে, "কি বল্‌ছ তুমি?" তাহার মুখে কথা সরে না…"তুমি· ! আমি কষ্ট পাবো?"

"দেখ মেরিয়া—"

মেরিয়া তাড়াতাড়ি দাদাকে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি থামো, তোমার সব ভালো, কিন্তু তুমি যদি না অহঙ্কারী হ'তে, তবে…"

"এর মধ্যে অহঙ্কারের কি হ'ল?"

"নয় ত কি? আমাদের যতই বুদ্ধি থাক না কেন, তাই ব'লে বাবাকে বিচার করবার মত স্পর্দ্ধা—হ্যাঁ স্পর্দ্ধা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

তারপর মেরিয়া একটু থামিয়া কি ভাবিয়া আবার বলে, "অবিশ্যি বাবার সম্বন্ধে আমার একটু আপত্তিও আছে। ওঁর মত বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মানুষ কটাই বা আছে এদেশে, অথচ ধর্ম্মজ্ঞানটা আজ পর্য্যন্ত ওঁর ঘোলাটে হয়েই রইল। যেটা সহজে জাজ্বল্যমান সত্যি তাকেও মান্‌তে চান না উনি। তবে আজকাল ধর্ম্মবিষয়ে ওঁর সেই ঠাট্টা-তামাসাটা কিছু কমেছে, মনে হয় যে একদিন উনি আমাদের মতই ঈশ্বরের ভক্ত হবেন। তবে তিনি যদি কোনো

যিনি ধর্ম্ম না-ও মানেন তবুও তাঁর দোষ ধরার অধিকার আমাদের নেই দাদা।"

মেরিয়ার এই দুর্ব্বলতাটা এণ্ড্ ভালোবাসিয়া উপেক্ষা করিয়া যায়।

হঠাৎ মেরিয়া ভ্রাতার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, "দাদা আমার একটা কথা রাখবে?"

"কি, বল না।"

"না, আগে বল, কথা দাও। আমি এমন একটা জিনিস দেবো যেটা নিয়ে আমাদের পিতামহ বহুবার জয়যাত্রায় গিয়েছেন। বাস্তবিক বলছি এটা সঙ্গে থাকলে তোমার ভালো হবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মেরিয়া একটু থামিয়া ভ্রাতার মুখের পানে চাহিল। এমন একটা কথা তাহার মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে যাহা চট্ করিয়া বলিতেও ভরসা হয় না, পাছে তাহার ভ্রাতা ভুল বুঝিয়া বসে। অবশেষে দ্বিধা কাটাইয়া সে বলে, "ত্যাখো না, তুমি বা বাবা তোমরা সরলভাবে ধর্ম্মকে মান্‌তে রাজি নও। একথা ভাবতে গেলে আমার ভারি কষ্ট হয়—কিন্তু না ভেবে পারিনে। তা যাক্, আমার বিশ্বাস যে যাদুর সেই পবিত্র মাঙ্গলিকটা তোমার কাছে থাকলে একদিন ঈশ্বরের কৃপায় তোমার এই ঔদ্ধত্য তিনি শুধরে দেবেন। রাখবে দাদা?"

"তুমি যখন বল্‌ছ তখন নিশ্চয় রাখব, অবিশ্যি খুব ভারি হবে না ত? মানে, দেখো তার ভারে আমার ঘাড়টা না মট্‌কে যায়!"

বলিয়াই এণ্ড্ দেখিল মেরিয়ার মুখে বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, অমনি সে তাড়াতাড়ি সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "না-না, তা নয়। আমি নিশ্চয় তোর দেওয়া উপহার সদাসর্ব্বদা বহন করব। না মেরিয়া, রাগ করিস্ না ভাই। এর সঙ্গে যাবে তোরই শুভ ইচ্ছা, যুদ্ধ কেন প্রলয়ের মধ্যেও এ মাঙ্গলিক আমায় ঘিরে থাকবে, এ কি কম কথা?"

"দাদা, তুমি নিশ্চয় জেনো..." বলিতে বলিতে আবেগে মেরিয়ার কম্পিত কণ্ঠস্বর প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসে, "তুমি একথা বিশ্বাস কর দাদা, নিশ্চয় ভগবান তোমায় শান্তি এবং সত্যের পথে নিয়ে যাবেন।" বলিয়া মেরিয়া ত্রাণকর্ত্তার

যীশুখৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত একটা অতি পুরাতন রূপার 'ক্রশ' ভ্রাতার হাতে দিল। তারপর অস্ফুট স্বরে বলিল, "শুধু আমার মুখ চেয়ে এটি সদাসর্ব্বদা সঙ্গে রেখো। দেখো যেন ভুল না হয়।"

মেরিয়ার মনের মিনতি কোমল আননের অণুতে অণুতে পলে পলে স্পষ্টতর হইয়া প্রকাশ পায়। এণ্ড্রু মৃদু হাসিয়া সাদরে প্রতীকটি গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল।

যাইবার সময় মেরিয়া বলিতে লাগিল, "তুমি লিশাকে ভুল বুঝো না দাদা, ও বড় ভালো। ছোটখাটো ত্রুটিকে মার্জ্জনা ক'র।"

তারপর তাহারা দুজনে মিলিয়া লিশার কাছে গেল।

বিদায় লইবার জন্য পিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া এণ্ড্রু দেখিল তিনি লিখিতেছেন। তিনি মুখ তুলিয়া এণ্ড্রুকে দেখিয়া বলিলেন, "তা হ'লে তুমি যাচ্ছ!"

"হাঁ, এবারে আমায় যেতে হবে, গাড়ী তৈরী।"

"আমায় একটা চুমো খাও।" বলিয়া তিনি পুত্রের দিকে মাথা বাড়াইয়া দিলেন।

"বেশ, বেশ, ধন্যবাদ। আবার তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

"কিন্তু, কেন বাবা!" এণ্ড্রু আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করে।

"তুমি তোমার পত্নীর আঁচল ধরে বাড়ীতে বসে না থেকে দেশের কাজে যাচ্ছ, তাই ধন্যবাদ। সবার আগে কাজ—বুঝলে?" বলিয়া তিনি আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন ব্যস্তভাবে। কিন্তু তাঁহার মন এমনই বিক্ষিপ্ত হইয়া পরিয়াছিল যে, কলমটা এদিকওদিকে দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। বৃদ্ধ মুখ না তুলিয়াই বলেন, "তোমার বলবার কিছু থাকে বল্‌তে পারো, আমি ঠিক শুনছি।'

"একটা কথা বল্‌ব ভাবছিলাম, আপনার বৌমাকে এভাবে এখানে রেখে যেতে আমার ভালো লাগছে না। আপনার পক্ষে একটা কষ্টকর…"

"আচ্ছা, তারপর তুমি কি বল্‌তে চাও? যা বল্‌বার স্পষ্টভাবে বলো।"

"যখন সময় কাছে আসবে তখন মস্কাউ থেকে একজন ডাক্তার আনাবেন। সে যেন ঠিক সময়ে হাজির থাকে। একটু আগেই যেন আনানো হয়।"

বৃদ্ধ প্রিন্স অত্যন্ত বিস্মিত এবং কঠিন দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিলেন।

এণ্ড্রু একটু বিচলিত ভাবে নিজের বক্তব্য শেষ করে—"অবশ্য প্রকৃতির উপর মানুষের কোনো হাত নেই, বাঁকাপথ ধরলে তাকে সামলানো শক্ত। আর হাজারে হয়ত একটা এরকম দুর্ঘটনা ঘটে। তবু আপনার বৌমার এবং আমার দুজনেরই ইচ্ছে যে, সে সময়ে একজন ভালো ডাক্তার—"

"হুঁ!"

দাঁতে দাঁত চাপিয়া প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি যেন একটা হুঙ্কার দিলেন। তারপর কলমটা টেবিলে রাখিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কথা আমার মনে থাকবে।"

চিঠিতে নাম সহি করিতে করিতে বলিলেন, "কিন্তু এ বড়ো বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার, না—কি বলো।"

"কি, কি ব্যাপার?"

"এই, তোমার স্ত্রী।"

এণ্ড্রু বুঝিতে পারে না পিতা ঠিক কি বলিতে চাহেন। "আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।"

"বুঝলে বাবাজী, তোমরা সবাই সমান—তোমরা বিয়ে না ক'রে থাকতে পারো না—না-না, ভয় পেয়ো না। আমি ত আর কাউকে বলতে যাচ্ছি নে, তবে বিয়ে ক'রে যে মানুষ সুখী হ'তে পারে না, তা তুমিও জানো আমিও জানি। কারণ এটা যে সত্য—সত্য তোমার আমার কাছে আলাদা হ'তে পারে না।"

প্রিন্স তাঁহার সরু কাঠির মত শক্ত আঙ্গুল দিয়া পুত্রের বাহু চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার চোখের উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন এণ্ড্রুর মনের কথা পড়িয়া ফেলিবে। এণ্ড্রু নীরবে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখ নীচু করিল। সে যেন মৌনভাবে পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছে।

চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া মুড়িতে মুড়িতে প্রিন্স বলেন, "কিন্তু যা হবার তা হ'য়ে গেছে বৎস, ও ত আর ফিরবে না। তা ছাড়া লিশা বেশ সুন্দরীও বটে। যাক্, তুমি কিছু ভেবো না, সব কিছুকে সহজ ভাবে নাও, দেখবে সব ঠিক হ'য়ে গেছে।"

এণ্ড্রু এসব কথার কোনো জবাব দিতে পারে না। পিতার সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে তার যেন কেমন বাধো বাধো ঠেকিতেছে। তবু তার বাবাকে বেশ ভালো লাগে। ভালো লাগে তার কারণ এণ্ড্রুর মনে হয় যে, অন্ততঃ একজন এণ্ড্রুর মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছে।

"শোনো বাবা, বৌমার বিষয় নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই, যতখানি সম্ভব করা হবে। আর ছাখো এই চিঠিখানা মাইকেলকে দিলাম। লিখে দিলাম যে তোমায় যেন ও ভালো কিছু পেলে সেখানে ঢুকিয়ে দেয়। আর তুমি গিয়ে আমায় জানাবে ও কেমন ভাবে তোমায় নিয়েছে। ও যদি তোমায় যথেষ্ট খাতির না করে, যত্নে না রাখে, তবে ওখানে থাকবার দরকার নেই—নিকোলাস্ বল্‌কন্‌স্কির ছেলে কখনও তার উপরওয়ালার কাছে নীচু হ'য়ে থাকবে না। তাহ'লে তুমি সোজা ফিরে এসো।"

প্রিন্স খুব তাড়াতাড়ি কথাগুলি বলিয়া গেলেন। অর্দ্ধেক কথা মুখের মধ্যে জড়াইয়া অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে, কিন্তু এণ্ড্রু সহজেই তাঁহার বক্তব্য বুঝিতে পারে।

প্রিন্স তাঁহার দেরাজের টানা টানিয়া একটি খাতা বাহির করিলেন। খাতাটিতে আপাদমস্তক ছোট ছোট অক্ষরের লেখায় ভর্ত্তি - খাতাখানি সামনে রাখিয়া তিনি বলিলেন, "আমি সম্ভবতঃ তোমার আগেই মরব। তা শোনো, আমার মৃত্যুর পর সম্রাটের কাছে এই বিষয়ে একটা ব্যবস্থার জন্য খাতাখানি পাঠাবে। আমি এতে স্থভারভের বিজয়-অভিযান সম্বন্ধে মালমশলা সংগ্রহ ক'রে রেখেছি। আমার ইচ্ছা, এই অভিযান সম্বন্ধে যিনি সবচেয়ে নিখুঁত ইতিহাস লিখবেন তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয় যেন। এই টাকা রইল, আর এই খাতা। বিদ্যা পরিষদে এটা পাঠিও। ইচ্ছে ক'রলে আমার সংগ্রহটি তুমি পড়তে পারো, তবে আমার মৃত্যুর পরে—আগে নয়। হয়ত তোমারও কোনো কাজে আস্‌তে পারে এগুলো।"

এণ্ড্রু সংক্ষেপে উত্তর দেয়, "আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব।"

"আচ্ছা এখন বিদায়। কিন্তু মনে রেখো এণ্ড্রু, আমি যদি তোমার মৃত্যু সংবাদ পাই তাহ'লে কষ্ট হবে, আমার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হবে,—বুড়ো বয়সে

সহ্য করা শক্ত হবে—কিন্তু যদি আমায় শুনতে হয় যে প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির পুত্র কর্ত্তব্যপথচ্যুত হয়েছে তাহ'লে আমি লজ্জিত হবো, সে লজ্জার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়—বুঝেছো?" বলিয়া বৃদ্ধ বল্‌কন্‌স্কি পুত্রের মুখে পূর্ণদৃষ্টি মেলিয়া চাহিলেন। শেষের দিকের কথাগুলি যেন তিনি খুব ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া স্বগত ভাবেই বলিলেন।

"এতখানি পরিশ্রম ক'রে ও-কথাগুলো আমায় না বলেলও চলত। আমারও কিন্তু একটা অনুরোধ আছে বাবা। ভগবান না করুন, আমি যদি আর না ফিরি, আর আমার যদি পুত্র-সন্তান হয়, তাহ'লে তাকে মানুষ করবার ভার আপনাকেই নিতে হবে।"

"তোমার পত্নীর তত্ত্বাবধানে থাকবে না সে?" এণ্ড্রুর পিতা যেন হাসিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আসন্ন বিদায়ের বিষাদে তাঁহার মনকে এতই দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে হাসি ফুটিল না, শুধু ঠোঁট দুটি একটু নড়িল মাত্র।

"আচ্ছা, এসো তাহ'লে।" বলিয়া প্রিন্স পুত্রকে বিচলিত ভাবে কতকটা ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বাহিরে আসিলেন।

প্রিন্সকে এ অবস্থায় কেহ কোনদিন দেখে নাই। গায়ে জামা নাই, মাথায় টুপী নাই, তিনি যেন কেমনধারা হইয়া গিয়াছেন! দৃষ্টি তাঁর কিরকম উদ্‌ভ্রান্ত!

৫

অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে তখন নাপোলেঅঁর যুদ্ধ চলিতেছিল। ইতিমধ্যে রাশিয়ার সেনাবাহিনী যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া অষ্ট্রিয়ার সহিত যোগদান করিবার জন্য দলে দলে আসিয়া জমিতেছে ওদেশের শহরে, পল্লীতে, এখানে সেখানে। প্রধান সেনাপতি কুতুজভের মূল-শিবিরকে কেন্দ্র করিয়া আশপাশের গ্রাম এবং ছোট্ট শহর কয়টি রুশীয ফৌজে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে তাঁবু পড়িয়াছে, কোথাও বা সাধারণের পরিত্যক্ত বসতবাটীগুলিও ব্যবহৃত হইতেছে সামরিক কর্ম্মচারীদের আশ্রয়স্থল হিসাবে। অবশ্য সকলেই চলিয়াছে আগাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের

দিকে, রাত্রিতে বিশ্রাম লইবার জন্য পথে তাহারা কোন গ্রামে অথবা মাঠে রহিয়া যায়। এক দল যায় আবার নূতন আর একদল আসে, এমনি করিয়া প্রতিদিন গ্রামপথের আকাশ বাতাস মুখরিত থাকে ইহাদের কোলাহলে

সেদিন বৈকাল বেলায় একটি বাহিনী খুব তৎপরতার সহিত কুচকাওয়াজের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সংবাদ আসিয়াছে যে, প্রধান সেনাপতি আজ এই বাহিনীটি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিতেছেন। মাত্র একঘণ্টা সময় হাতে আছে, আর সেনানায়ক মহাশয় খুব ব্যস্তভাবে দৌড়াদৌড়ি হাঁক-ডাক তদ্‌বির-তদারক করিয়া বেড়াইতেছেন।

হঠাৎ দেখা গেল যে, তিন নম্বর দলের দলপতিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

সেনানায়ক ত রাগিয়াই আগুন—তিন নম্বর কোথায় গেল—তিন নম্বর ? বলিয়া সোরগোল তুলিলেন তিনি।

ততক্ষণে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, খোঁজ খোঁজ—কোথায় গেল তিন নম্বরের দলপতি, ভিড়ের মধ্য হইতে কেহ বা হাঁকিতেছে 'তিন নম্বর দলকে সেনাপতি ডাকছেন!' আবার কেহ বা চীৎকার করিতেছে—'তিন নম্বর দল সেনাপতিকে ডাকছে!' এমন করিয়া কিছুক্ষণ কাটিবার পর দেখা গেল যে একটি বেঁটে-খাটো আধাবয়সী লোক কোনরকমে দৌড়াইবার চেষ্টা করিয়া তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া এই দিকেই আসিতেছে। ইনিই সেই দলপতি। সেনাপতি দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া প্রায় হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"এটা কি ইয়ার্কির জায়গা? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

লোকটি মুখ নীচু করিয়া হাত কচ্‌লাইতে থাকে।

সেনাপতি ইহাতে আরও চটিয়া যান, "কি, কথা নেই যে বড়?"

"বড্ড অন্যায় হ'য়ে গেছে হুজুর। হুজুর—"

"হুজুর হুজুর ক'রলে আমার কাজ চলবে না। বলি, তুমি কি আমায় শেষে ডোবাবে!...ওটা কি হয়েছে, তোমায় কি হুকুম দেওয়া হয়েছে কতকগুলি সঙ সাজাবার জন্যে। বলি ওটা কি হয়েছে? ওই যে ওপাশে ওই ছোকরা অমন" বলিয়া তিনি দাঁতে দাঁত চাপিয়া একজনের দিকে আঙুল দেখাইয়া বিরক্ত

ভাবে বলিলেন, "নীল রঙের জোব্বা চড়িয়েছে কেন ? কার হুকুমে পরেছে ও, শুনি, কে ও ?"

"ও একজন প্রাইভেট হুজুর— দলোগভ্। ওকে সেদিন শাস্তি দিয়ে নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"ও তাই বলো, একজন প্রাইভেট—ফিল্ডমার্শাল নয়, ও যে-রকম স্বেচ্ছাচার করছে তাতে মনে হয় যেন এখানকার আইনকানুন ওর খুশীতে চলবে।"

দলপতি অতিকষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া নিবেদন করিল, "হুজুর, আপনি ভুলে গেছেন বোধ হয়, আপনিই ত' ওকে ওই পোশাক পরবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

"কে ? আমি ? আমি দিয়েছিলাম—তা তাতেই বা হয়েছে কি, দিয়েছি বেশ করেছি, তাই ব'লে সঙ সেজে বসে থাকবে ? জানো, আজ বড়-কর্ত্তা আসছেন ?'

তারপর তিনি ইশারা করিয়া নীল জোব্বা পরা ছেলেটির পাশের একজন সৈনিককে বলিলেন, "ওহে, ওর জামাটা খুলে নাও তো !"

কথাটা কানে যাইতেই পোশাকের অধিকারী সোজাসুজি সেনানায়কের মুখের পানে চাহিল। সে এতটুকু ভীত বা লজ্জিত অথবা সঙ্কুচিত বলিয়া ত মনে হয় না। তাহার চেহারার মধ্যে এমন একটা বিশেষ রূপ আছে যাহা সচরাচর দেখা যায় না এবং এইজন্যই সে সহজে যে-কোন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুবকটির বয়স খুব কম নয়, তবে চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নিশ্চয় নহে। সে এদিকে মুখ ফিরাইতেই সেনানায়ক একটু উষ্ণ ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কি হে, এসব কি পরেছো ?"

সে বলিল, "আমায় বলছেন ?"

"হ্যাঁ তোমায়—বলি পোশাকটা বদ্‌লে সামরিক সাজে সেজে এসো। তোমার দেখছি যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি।"

দলোগভ্ সারি হইতে বাহির হইয়া তাড়াতাড়ি পোশাক বদলাইতে চলিয়া গেল। এদিকে সংবাদ আসিল যে প্রধান সেনাপতি সেনাবাহিনী দেখবার জন্য ইতিমধ্যেই যাত্রা করিয়াছেন। তিনি হুকুম দিয়াছেন যে সৈন্যদের তিনি প্রস্তুত

অবস্থায় দেখিতে চাহেন না,—এমনি সাধারণভাবে একবার চোখ বুলাইয়া দেখিবেন মাত্র। তিনি আসিতেছেন বলিয়া যেন একটা বিশেষ কিছু আয়োজন বা তোড়জোড় করা না হয়।

অষ্ট্রিয়ার সৈন্যই বর্তমানে নাপোলেঁঅর সঙ্গে লড়িতেছে। রাশিয়া তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য আয়োজন করিতেছে বটে কিন্তু বাস্তবিকভাবে তাহারা নিজে এখনও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই।

কিন্তু আজই অকস্মাৎ স্বয়ং এক অষ্ট্রিয়ান জেনারেল রাজকীয় যে অনুরোধ-পত্র বহন করিয়া আনিয়াছেন তাহার মূল তথ্য এই যে, সেনাপতি কুতুজভ্ যেন অবিলম্বে তাঁহার বাহিনী লইয়া অষ্ট্রিয়ান সেনাপতি 'ম্যাক্'কে সাহায্য করিবার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি কুতুজভ্ আদৌ চাহেন না যে তাঁহার সেনাদলের এমনভাবে শক্তি ক্ষয় হয়। তাই তিনি সংবাদ পাঠাইলেন সেনাপতিকে যে, তিনি নিজে সৈন্যদের অবস্থা দেখিয়া বিবেচনা করিবেন কি করা যায়। এই আদেশ পাঠাইবার পরই তিনি সাবধান করিয়া দিলেন যেন কুচ্কাওয়াজের সাজে সৈন্যরা না থাকে। তাহারা যে পথশ্রান্ত এবং অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের যুদ্ধ করিবার মত উপযুক্ত শক্তি, উৎসাহ এবং পোশাক নাই এইটাই কুতুজভ্ সেই অষ্ট্রিয়ান জেনারেলকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবেন।

যে মুহূর্তে সংবাদ পাওয়া গেল যে সেনাপতি আসিতেছেন, তাঁহার গাড়ী দেখা গিয়াছে কোন্ এক পথে একটু দূরে—সেই মুহূর্তেই একটানা চাপা গলার গুঞ্জনধ্বনি সেনাদলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্রোতের মতই ভাসিয়া গেল। তারপর চারিদিকে নিস্তব্ধ নিরবতা,—নিমেষে দু' হাজার কণ্ঠের ভাষা কোথায় মিশিয়া গেল। কে বলিবে যে এখানে এতগুলি সজীব প্রাণী দাঁড়াইয়া আছে।

গাড়ী আসিয়া থামিতেই প্রধান সেনাপতি তাঁহার স্থূল দেহভার লইয়া মাটিতে নামিলেন, নামিতে বোধ করি বেশ খানিকটা কষ্ট হইল। তাঁহার পাশেই নামিয়া দাঁড়াইলেন সেই অষ্ট্রিয়ান জেনারেল সাহেব। ওদিকে সেনাদল হইতে মিলিত কণ্ঠের উদাত্ত গম্ভীরনাদে আকাশ বাতাসে

ধ্বনিত হইল—"জয়, আমাদের প্রধান সেনাপতির জয়। তিনি দীর্ঘায়ু হোন।"

আবার সব চুপ-চাপ, কাহারও মুখে কথা নাই—সহসা দেখিলে মনে হয়-না যে এই লোকগুলিই এক মুহূর্ত্ত আগে জয়ধ্বনি করিয়াছে।

কুতুজভ্ এসব অভ্যর্থনায় অভ্যস্ত, তিনি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সামনে আগাইয়া চলিলেন। তাঁহার আগে আগে চলিয়াছেন এই বাহিনীর সেনানায়ক—তিনি ত্রস্তভাবে প্রায় দৌড়াইয়াই খানিকটা আগাইয়া গিয়া আবার পিছাইয়া আসিতেছেন। একটু ব্যস্তবাগীশ।

প্রধান সেনাপতি কিন্তু মন্থর গতিতে এপাশ ওপাশের সৈন্যদের দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। মাঝে মাঝে থামিয়া গত তুর্কী অভিযানের সময় যাহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল সেইসব সামরিক কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলিতেছেন। এই পূর্ব্ব পরিচিতদের মধ্যে আমাদের সেই তিন নম্বর দলের কর্ত্তাটিও আছে, তাহার কাছে আসিয়া কুতুজভ্ একগাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই যে টিমোখিন—ভালো তো হে—তারপর…?"

তাঁহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সেনানায়ক খানিকটা পিছাইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কুতুজভ্ সেনানায়ককে শুধাইলেন—"আমাদের টিমোখিনকে কেমন লাগে তোমার?"

সেনানায়ক এই প্রশ্নে যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন, তিনি লম্বা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—"খুব ভালো।"

"খুব খাট্‌তে পারে ও—আমার ত মনে হয় ওর মত কাজের লোক তোমার দলে নেই।"

এক একবার যখন কুতুজভ্ থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহার সাম্‌নের সৈনিকরা বেশ ঘাব্‌ড়াইয়া যাইতেছে—এই বুঝি কিছু বলিয়া বসেন তিনি। কিন্তু কুতুজভ্ ইঙ্গিতে সৈনিকদের ছিন্নমলিন পাদুকার দিকে তাঁহার সঙ্গী জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই অমনভাবে দাঁড়াইতেছিলেন।

কুতুজভের পিছনে তাঁহার পার্শ্বচরবাহিনীর মধ্যে এণ্ড্রু বল্‌কন্‌স্কিও ছিল।

তাহাকে শুধু একজন পার্শ্বচর বলিলে কথাটা ঠিক পরিষ্কার হয় না, কারণ এ-ডি-কংদের মধ্যে এণ্ড্রুই কুতুজভের সমধিক প্রিয়। তিনি গুরুতর কাজের ভার একমাত্র এণ্ড্রুকেই দিতেন। এণ্ড্রুও এখানে আসিয়া আগেকার চেয়ে অনেক বেশি কর্ম্ম-তৎপর হইয়াছে এবং স্বচ্ছন্দভাবে দিন কাটাইতেছে বলিয়া মনে হয়। তাহার মুখচোখ প্রফুল্ল, উজ্জ্বল।

পার্শ্বচরেরা সেনাপতির পিছনে পিছনে চলিতেছিল, এক সময়ে এণ্ড্রু একটু আগাইয়া আসিয়া কুতুজভ্‌কে বলিল—"আপনি আমাকে সেই দলোগভের কথা মনে করিয়ে দিতে বলেছিলেন না?"

কুতুজভ বলিলেন, "কে দলোগভ্‌—হ্যাঁ, হাঁা সেই—যাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাঁ মনে পড়েছে বটে।"

হঠাৎ সেনাদলের মধ্য হইতে একজন লোক আগাইয়া সেনাপতির সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে কুতুজভ্‌ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কি, তোমার কি নালিশ আছে?"

এণ্ড্রু তাহার জবাবে বলিল, "না, এই সেই দলোগভ্‌।"

"ওঃ! তুমি—আমার মনে আছে তোমার কথা। আশা করি ভবিষ্যতে তোমার আবার পদোন্নতি হবে। দুঃখ ক'র না। আমাদের সম্রাট দয়ালু, তুমি যদি ভালো কাজ করো তবে নিশ্চয় তার জন্যে সম্রাট তোমায় পুরস্কৃত করবেন। যাও তুমি, তোমার সারিতে গিয়ে দাঁড়াও।"

দলোগভ্‌ মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "আমি আমার অপরাধের জন্য লজ্জিত,—ভবিষ্যতে এ কলঙ্ক মুছে ফেলে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারি এই আশীর্ব্বাদই করুন।"

এ ধরণের মামুলী কেতার কথাবার্ত্তা প্রধান সেনাপতির ভালো লাগে না, তিনি একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া আবার গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

খোদকর্ত্তারা যখন পরিদর্শন শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন আবার চারিদিকে হৈ-চৈ-হট্টগোল শুরু হইয়া গেল। যে যার নিজেদের দলে সারি দিয়া শিবির-দুর্গের দিকে চলিল।

চলিতে চলিতে তিন নম্বর দলের দলপতিকে সেনানায়ক সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছো—জানোই তো ভাই রাজকীয় কাজে যদি দুর্নাম কিনতে হয়…এই ধরো না তিন মিনিটে এতবড় একটা সেনা-দলকে তৈরী করা কি রকম অসম্ভব ব্যাপার। কার মাথার ঠিক থাকতে পারে,—তুমিই বলো, কিন্তু আমি কাজের সময়ে যতই বকি না কেন, পরে তার জন্যে সবার আগে দৌড়ে এসে ক্ষমা চাই,—কেমন কিনা?" বলিয়া সেনানায়ক করমর্দ্দন করিবার জন্য দলপতির দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন।

"ঠিক, ঠিক কর্ত্তা, আপনি ঠিকই করেছেন। কিন্তু আমিই বা কি ক'রে বুঝবো যে এতবড় একটা দায়িত্ব হঠাৎ—হেঁ হেঁ…।"

বলিতে বলিতে মোড়লের নাকটি লাল হইয়া উঠিল। আকস্মিক পুলকের জোয়ারে তাহার আকর্ণ বিস্তৃত হাসির রেখায় মুখচোখ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। মোড়লের সামনের দুটি দাঁত নাই, তুর্কী অভিযানের সময় ইস্‌মাইলের যুদ্ধে তাহারা তুরস্কের ভূমিতে আত্মগোপন করিয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপারটা জড়াইয়া এই বেঁটেখাটো লোকটিকে এখন হঠাৎ দেখিলে 'সঙ' বলিয়া মনে হওয়াও বিচিত্র নহে।

সেনানায়ক মহাশয় লোক ভালো। তিনি এসব উপেক্ষা করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "দলোগভের কথা আমার মনে থাকবে তাকে বল্‌বেন—আচ্ছা ভালো কথা, বলুন তো ওর আচার ব্যবহার কি রকম?"

"মশাই কাজেব সময় ও একেবারে ঘড়ির মত হাজিরা দেয়, তাব হুজুর মেজাজটা ওর—"

"কি রকম?"

"তার ঠিক নেই, এক-একদিন বেশ ভালোভাবে মাথা খাটিয়ে সুন্দর কাজ করবে—আবার এক-একদিন ওর কি যে হয়—বিগ্‌ড়ে বসে থাকে, সেই হচ্ছে গিয়ে মুস্কিলের কথা। আপনি শুনেছেন বোধ হয়, এই কিছুদিন আগে পোল্যাণ্ডে ও একটা ইহুদিকে প্রায় সাব্‌ড়ে দিয়েছিলে আর কি!"

সেনানায়ক সব শুনিয়া বলিলেন যে, দলোগভের অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে জানাশোনা এবং বন্ধুত্বও আছে, কাজেই তাহার বিষয়ে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলাই উচিত।

দলোগভ্ যাইতেছিল দলের সঙ্গে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া সেনানায়ক একটু গলা চড়াইয়া জানাইয়া দিলেন, "দলোগভ্, তুমি প্রথম যুদ্ধেই নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আমাদের মুখোজ্জ্বল করবে তোমার ওপর এ ভরসা আছে আমাদের।"

দলোগভ্ দলের সঙ্গেই আগাইয়া যায়, তার মুখে অদ্ভুত রকমের শ্লেষের হাসি—সে একবার মুখ ফিরাইয়া সেনানায়ক এবং দলপতির দিকে চাহিল। কিন্তু মুখে কিছুই বলিল না।

সেনানায়ক মহাশয় উচ্চকণ্ঠে জাহির করিয়া দিলেন যে, আজ প্রধান সেনাপতি সৈন্যদের দেখিয়া খুশী হইয়া গিয়াছেন, অতএব প্রত্যেককেই খানিকটা করিয়া মদ খাইতে দেওয়া হইবে।

একথা শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিল, এরকম মানুষ আর হয় না—একেবারে হরতনের সাহেবের মতই সুন্দর এবং সদাশয়।

চলিতে চলিতে একজন বলিল, "আচ্ছা কে গল্পটা বার ক'রলে হে—কুতুজভের একটা চোখ কানা?"

আর একজন তাহার জবাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আরে সত্যিই যে তাই!"

এমনিভাবে সকলেই এক একটি কথা মাঝখান হইতে জুড়িয়া দিতে থাকে।

"আজ্ঞে মোটেই তা নয়, আসলে আমাদের জুতোর সুকতলা থেকে আরম্ভ ক'রে আর গিয়ে আমাদের প্যাচকশা'টা পর্য্যন্ত খতিয়ে দেখেছে মশাই তা জানো? আর কানা হ'লে কি কখনও তাকে এতবড় সেনাবাহিনীর ভার দিতেন আমাদের সম্রাট?"

"আমার দিকে যখন তাকালো ভাই, আমার যা ভয় করছিল।"

"আর দেখেছো ওই অষ্ট্রিয়ানটাকে? ওকে দেখলে ঠিক একতাল ময়দার মত থস্থসে নাদুস্নুদুস্ নাড়ুগোপালটি মনে হয় না? তার ওপরে আবার সাদা পোশাকটা চড়িয়ে আরো মজাদার চেহারা হয়েছে।"

"এই, তুমি ত সাম্নে ছিলে, তখন কি বল্ছিল ওরা শুনেছো?"

বলছিল যে, নাপোলেঁ আমাদের দোরগোড়ায় এসে গেছে—শীগ্গির আমাদের এই দুর্গেই বেধে যাবে লড়াই।"

"দূর—কি যে বলো সব আজগুবি—নাপোলেঅঁ আসবে এখানে? তুমি ত আর জানো না যে, প্রাশিয়া লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে ব'লে আর অষ্ট্রিয়া বাবা প্রাশিয়াকে ছেড়ে দেবে না, লড়বে—যখন অষ্ট্রিয়ার কাছে গুঁতো খাবে তখন বাছাধন নাপোলেঅঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পথ পাবে না। কি যে বলে—নাপোলেঅঁ এখানে আসবে যুদ্ধ করতে, আরে আচ্ছাই হাবা তো তুমি—কান দিয়ে সব কথা শুনো, তারপরে কথা বল্‌তে এসো।"

"ভালো বিপদ হ'ল ত, আমরা পৌছবার আগে পাঁচ নম্বর দল গিয়ে পড়বে আস্তানায়—আমাদের আগে গিয়ে ওরা মদ খেয়ে দেয়ে পিপে খতম ক'রে দেবে। মাইরি, আর পারা যায় না, পাকা ছ'মাইল পথ, পেটে হাওয়ার দম দিয়ে দিয়ে চল্‌তে হবে—খাবার নামগন্ধ নেই।"

এমনি ধরণের বিচিত্র প্রসঙ্গ এই জনসমুদ্রে বুদ্বুদের মত এক একবার নিমেষের জন্য উঠিয়া আবার কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে। একটার পর একটা করিয়া কথা আসিতেছে—আবার নূতন কথা। পথ চলিবার সময় এই কথাগুলিই যেন ইহাদের একমাত্র সান্ত্বনা অথবা আনন্দ।

হঠাৎ অগ্রবর্ত্তী দলের গায়ক-সৈন্যরা ঐক্যতানে গান জুড়িয়া দিল—

'ভোরের ভেরি যে বাজ্‌ল রে
আলোর রথে কে জাগল রে।'

একটা গান শেষ হইয়া গেলে আবার আব একটা নূতন গানের ধূয়া ধরিয়া সাম্‌নের গায়কদল চলিতে থাকে।

সেনাদলের সঙ্গে পথে কুতুজভের দেখা হইয়া গেল, প্রধান সেনাপতি আদেশ দিলেন যে, সৈন্যরা তাহাদের নিজের পথে অগ্রসর হউক, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাহাদের দাঁড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই।

সৈন্যরা পদব্রজে যাইতেছে আর কুতুজভের পার্শ্বচর দল যাইতেছে ঘোড়ায় চড়িয়া। পদাতিকদের চোখের চাহনিতে একটা অসীম আত্মপ্রসাদের ভাব স্পষ্ট, তাহারা যেন বলিতে চায় যে, যাহারা হাঁটিয়া যাইতে পারিল না তাহাদের মত অভাগা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কে আছে? তাহারা করুণার পাত্র! বিশেষ

করিয়া দলোগভ্ একবার অবজ্ঞার কটাক্ষ করিয়া তাহাদের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইল।

প্রধান সেনাপতির পার্শ্বচরবাহিনীতে নিযুক্ত দলোগভের একটি প্রাক্তন বন্ধু সুযোগ পাইয়া একটু আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কি ভাই, কেমন আছো?"

সে গম্ভীরভাবেই জবাব দেয়, "যেমন দেখছ।"

দলোগভের কণ্ঠে নিবিড় ঔদাসীন্য এবং তাহার হাবভাবে একটু দম্ভই প্রকাশ পাইল।

পিছনে প্রধান সেনাপতির গাড়ীর ঘর্ঘর্ শব্দ আর সাম্নে গায়কদলের মিলিতকণ্ঠের ভাসিয়া আসা সঙ্গীত আসন্ন সন্ধ্যাব আরক্ত আকাশকে এক অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের রূপে সাজাইয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সৈনিকদের এখন দেখিলে মনে হয় যেন এদের জীবনে না আছে কোন দুশ্চিন্তা, না দায়িত্ব, কোথাও নাই বন্ধন, এরা মুক্ত—সর্ব্বতোভাবে এরা মুক্ত উদাসীন বৈরাগী।

কুতুজভ্ নিজের বাসস্থানে পৌঁছিয়া সরাসরি ভিতরের ঘরে বসিলেন। এই ঘরে একমাত্র এণ্ড্রু এবং সেই অস্ট্রিয়ান জেনারেল ছাড়া আর কেহ ছিল না। এণ্ড্রু আসিয়া সম্প্রতি যেসব কাগজপত্র আসিয়াছে তাহা আগাইয়া দিল। ইতিমধ্যে সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য 'চরম সমর সমিতির' একজন সভ্য আসিয়া উপস্থিত। এণ্ড্রুর হাত হইতে কাগজগুলি লইয়া কুতুজভ্ তাহাকে হাজির থাকিবার জন্য ইশারা করিয়া সভ্যটির সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন।

অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধি জেনারেলটিকে কুতুজভ্ পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন যে, যদি তাঁর চেয়ে উপযুক্ত কেহ সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিতে চাহে সম্রাট ইচ্ছা করিলে তাহাকে সেনাপতি করিতে পারেন, কুতুজভ্ খুব খুশী হইয়া স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন। যেহেতু তাঁহার বয়স হইয়াছে, তিনি ঠিকমত কাজ চালাইতে পারিতেছেন না, সেহেতু এরকম একটা কিছু ঘটিলে অন্যায় হইবে না। কুতুজভ্ অস্ট্রিয়ান জেনারেলকে ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি রাজি থাকিলে কি হইবে, ঘটনাচক্রে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে, কুতুজভই সেনাপতি

থাকিবেন। আর তিনি নিজে অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে অষ্ট্রিয়াকে এখন সাহায্য করিবার শক্তি তাঁহারও নাই, তা ছাড়া তেমন প্রয়োজনও নাই—কারণ অস্ট্রিয়ার পক্ষ হইতে আর্ক্‌ডিউক ফার্ডিন্যাণ্ড কয়েকদিন ধরিয়াই লিখিতেছেন—"আমাদের পুরাতন সেনাপতি জেনারেল ম্যাকের অধিনায়কত্বে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী বর্ত্তমানে বিজয়ের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে—এখন আর আপনার সাহায্যের কোনোই দরকার নেই।" ।

জেনারেল-মহাশয় কুতুজভের প্রমাণ প্রযুক্ত যুক্তিকে তুচ্ছ করিবার মত উপযুক্ত অস্ত্র কিছু হাতের কাছে না পাইয়া অত্যন্ত চটিয়া গেলেন, অথচ তাঁহাকে এসব হজম করিয়া মুখ বুজিয়া থাকিতে হইতেছে, ইহাতে তাঁহার মাথা আরও গরম হইয়া উঠিল। মজা এমনি যে তিনি যতই চটিতেছেন, কুতুজভ্‌ ততই ধীরে ধীরে শান্তকণ্ঠে নিজের বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন।

লোকমুখে কয়েকদিন হইতে যে গুজব শোনা যাইতেছে তার সঙ্গে কুতুজভের কথার মোটেই সামঞ্জস্য নাই এবং তাঁহার কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রহিয়াছে। অবশ্য তাঁহার বিরুদ্ধেও বিশেষ কিছু বলিবার নাই, কারণ সত্যই তাঁহার কাছে অস্ট্রিযার কতৃপক্ষের তরফ হইতে যেসব লিখিত সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে এইরকম খবরই আছে। অস্ট্রিয়া কোথাও সত্য কথাটা স্বীকার করে নাই। তাঁহাদের অবস্থা যে বিশেষ সুবিধার নহে, একথা অস্ট্রিয়ার সরকারী ইস্তাহারে একবারও বলা হয় নাই। কাজে-কাজেই তিনি যদি মনে করেন যে, অস্ট্রিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে তবে আইনতঃ তাঁহাকে কেহ দোষ দিতে পারে না। তাই বলিয়া তিনি একথাও ভালো করিয়াই জানেন যে, এ যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পরাজয় সুনিশ্চিত।

কথার ফাঁকে একসময়ে কুতুজভ্‌ এণ্ড্রুকে ডাকিয়া বলিলেন, "শোনো, আজ পর্য্যন্ত মোটামুটি যে সব খবর এসেছে সেগুলো, মনে আমাদের গোয়েন্দা-বিভাগের দেওয়া খবরগুলো আর আর্কডিউক্ ফার্ডিন্যাণ্ডের পাঠানো খবরগুলো পাশাপাশি ভাবে রেখে একটা চুম্বক তৈরী করতে দ'ওগে,—ফরাসী ভাষায় হবে, বুঝ্‌লে ?"

এণ্ডু ঘাড নাড়িয়া জানাইল যে, সে বুঝিয়াছে—তাহার উপরওয়ালা যাহা বলিলেন তাহা ত সে বুঝিলই উপরন্তু যাহা না বলিয়া বুঝাইতে চাহিলেন তাহাও সে বুঝিতে পারিয়াছে।

এণ্ড চলিয়া গেল।

এণ্ডু রাশিয়া ছাড়িয়া অল্পদিন হইল এখানে আসিয়াছে, তবু এই ক'দিনেই তাহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহার সেই অপরিসীম ঔদাসীন্য এবং বিরক্তি আর বিন্দুমাত্র নাই। এখন তাহার ওসব বাজে কথা ভাবিবার সময় নাই, তার চেয়ে ঢের বেশি গুরুতর দায়িত্ব তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস। পোল্যাণ্ডে আসিয়া কুতুজভের সঙ্গে যেদিন সে প্রথম দেখা করিল সেইদিন হইতেই তিনি তাহাকে খুব স্নেহের চোখে দেখিতেছেন এবং তাহার হাতেই তাঁহার ভারি ভারি কাজের ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন।

পিটার্সবার্গের মত এখানেও সামরিক কর্ম্মচারী মহলের লোকেরা সকলেই এণ্ডর সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট ধারণা করিয়া লইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি দল আছে, প্রথম দলের লোকেরা এণ্ডুকে ঠিক নিজের ভাই-এর মত আপনার করিয়া লইয়াছে, তাহার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করে, হাসি-তামাসা করে। অবশ্য ইহাদের সংখ্যা দুই আঙ্গুলে গণিয়া পাওয়া যায় এতই অল্প। আর বাকী যাহারা তাহাদের সকলেরই বিশ্বাস যে এণ্ডু দাম্ভিক এবং রাশভারী, তাহারা এণ্ডুকে সমীহ করিয়া এড়াইয়া চলে। তবে সকলেই বুঝিয়া লইয়াছে যে, এই যুবকটি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

প্রধান সেনাপতির ঘর হইতে এণ্ডু গিয়া ঢুকিল এ-ডি-কং কজ্‌লভ্‌স্কির ঘরে। ঘরের মালিক একখানি বই মুখে দিয়া বসিয়াছিল, এণ্ডুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তার কি হুকুম ?"

"ওঁর হুকুম হচ্ছে, আমরা যে এই নিষ্কর্ম্মার মত ব'সে আছি তার একটা ভালোরকমের কৈফিয়ৎ খাড়া ক'রে দিতে হবে।"

"কেন হে ?"

এণ্ডু কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত সামনের দিকে গলাটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"কি জানি !"

"ম্যাকের কোনো খবর আছে?"

"কিছু না।"

"জানো তো খুব জোর গুজব যে ম্যাক হেরে গেছে। কথাটা সত্যি হ'লে আমরা নিশ্চয় খবর পেতুম কি বল?"

"সম্ভবতঃ!"

বলিয়া এণ্ড্ বাহিরের দরজার দিকে আগাইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে একজন অপরিচিত আগন্তুক ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। লম্বাচওড়া দশাসই চেহারা, কোন অষ্ট্রিয়ান সেনাপতি হইবে বলিয়া মনে হয়, মাথায় একটা কালো পট্টি জড়ানো। এণ্ড্ তাহাকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

আগন্তুক উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিল, "প্রধান সেনাপতি কুতুজভ্ আছেন?"

তাহার কথায় বেশ জার্মানী টান রহিয়াছে। সারা ঘরটা একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আগাইয়া গেল খানিকটা।

কজ্লভ্স্কি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহার সাম্নে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তিনি এখন আর একজনের সঙ্গে কথা বল্ছেন। আপনি আমায় ব'লে দিন তাঁর কাছে কি খবর দিতে হবে—কে আপনি?"

দু-দুটো লোক তাহাকে চিনিতে পারে নাই দেখিয়া আগন্তুক যৎপরোনাস্তি বিরক্তিভরে ভ্রূকুটী করিয়া একটা নোটবই-এর পাতায় খস্ খস্ করিয়া তাড়াতাড়ি কি যেন লিখিয়া এণ্ড্র হাতে দিয়া তেমনি বিরক্তভাবে জানালার ধারের চেয়ারটা টানিয়া লইয়া ধপাস্ করিয়া দেহের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর পিছন ফিরিয়া কি যেন একটি কথা বলিতে গিয়াও সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান ভাজিতে শুরু করিল। ইহাদের সঙ্গে কথা বলিতে বোধ করি তাহার আত্মসম্মানে বাধিল, কারণ এরা তখনও তাহাকে চিনিতে পারে নাই। এত বড় অপরাধ নিশ্চয় কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না। যদি সেটা নিজের সঙ্গে জড়িত থাকে।

একটু পরে কুতুজভ্ দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আগন্তুক তাহার লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া দু'জনের ব্যবধানটা অতি

সহজে অতিক্রম করিয়া কাছে গিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "আপনি কি আমায় চিন্‌তে পারছেন? আপনার সাম্‌নে হতভাগ্য ম্যাক দাঁড়িয়ে আছে।"

কুতুজভ্ নিমেষের জন্য অন্যমনস্কভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি যেন ভাবিয়া লইলেন, তারপর ম্যাককে ভিতরে যাইবার জন্যে পথ করিয়া দিয়া বলিলেন, "ঘরের মধ্যে আসুন।"

সঙ্গে সঙ্গে কুতুজভের মন্ত্রণাকক্ষের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া তিনি ম্যাকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া বাহিরে আসিবামাত্র দিকে দিকে দলে দলে লোক ছুটিল। তাহারা সৈন্যদের যাত্রা করিবার জন্য বার্ত্তা লইয়া তাঁবুতে তাঁবুতে খবর দিয়া ঘুরিতে লাগিল।

এণ্ড্ যখন ম্যাকের মুখেই তাহার নিজের পরাজয়ের কথা শুনিল তখন প্রথমটা তাহার কেন যেন আনন্দ হইল, কিন্তু সে আনন্দ তাহার সামান্য কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। তারপর সে তলাইয়া ভাবিয়া দেখিল যে, রাশিয়ার ঘোরতর বিপদ আসন্ন। এই অভিযানের প্রথম অর্দ্ধেকে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে যে রাশিয়ারও পরাজয় হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাকীটা কি হয় কে জানে? একদিকে এণ্ড্রুর দেশ, দেশের জয়-পরাজয়—আর একদিকে তাহার আদর্শ বীর নাপোলেঅঁর কৃতিত্ব এবং শক্তির পরীক্ষা। হোক্ না বিপদ, আসুক না যুদ্ধ তাহার ঘাড়ের উপর, এণ্ড্রুর এতটুকু ভয় নাই। হয়ত আজ হইতে এক সপ্তাহ পরে তাহার চোখের সামনে আকাশে হাল্কা সাদা বারুদের ধোঁয়া খেলা করিয়া বেড়াইবে, নাকে গোলানিঃসৃত বারুদের গন্ধ আসিয়া লাগিবে—একটা যুদ্ধের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে সংযুক্ত থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্য করিবার সৌভাগ্য কি সত্য সত্যই এণ্ড্রুর হইবে? এণ্ড্ আর ভাবিতে পারে না। এই যুদ্ধে তাহার আদর্শ প্রিয়তম এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর নাপোলেঅঁর জয় হইবে কি না তাহাও সে ঠিক ভাবিয়া পায় না। এ এক নূতন সমস্যা,—একবার তাঁর মনে হয়ে যে, তাহাদের দুই মিলিত শক্তির সমবেত প্রচেষ্টার কাছে হয়ত তাহার বীর নাপোলেঅঁ বাধা পাইবে এবং পরাস্ত হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে? এণ্ড্রুর কোনো আনন্দ নাই। এ কল্পনার

পিছনে যে পৃথিবীর বীরশ্রেষ্ঠ নাপোলেঅঁকে ছোট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা আছে একথা মনে হইতেই এণ্ড্রু চিন্তাস্রোতে বাধা পাইয়া থামিয়া যায়। পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িয়া গেল পিতার কথা—আজ এখনও তাঁহাকে চিঠি লেখা হয় নাই—এণ্ড্রু রোজ একখানি করিয়া চিঠি দেয় বাড়ীতে।··· এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে সে চিঠি লিখিবার জন্য নিজের ঘরের দিকে চলিল।

পথে তাহার সহিত নেস্‌ভিট্‌স্কি এবং গের্‌কভ্‌-এর দেখা হইয়া গেল। এরা দু-জনেও এ-ডি-কং। এণ্ড্রুকে ডাকিয়া সোৎসাহে ইহারা ম্যাকের পরাজয় লইয়া খুব হাসি-ঠাট্টা শুরু করিয়া দিল। এই প্রসঙ্গে নেস্‌ভিট্‌স্কি বলিল যে, গের্‌কভ্‌ নাকি ম্যাকের পরাজয়-বার্ত্তা পাইয়া কোন এক জার্ম্মান কর্ম্মচারীকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। এণ্ড্রু এদের এই ধরণের কথাবার্ত্তা এবং মনোভাব দেখিয়া রীতিমত চটিয়া গেল। যদিও সে ম্যাকের পরাজয়ে প্রথমে একটু খুশী হইয়াছিল, কিন্তু এখন যতই সেকথা ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতেছে, ততই তাহার মন খারাপ হইয়া যাইতেছে—সেই আত্মপ্রসাদটুকু অপসারিত হইয়া তাহার বদলে হতভাগ্য সেনাপতিটির জন্য কষ্ট হইতেছে, রাশিয়ার আসন্ন অভিযানে অনিশ্চিত ভাগ্যনির্দ্দেশের জন্য দুশ্চিন্তাও বাড়িতেছে। সে তাহাদের বলিল—"দেখ নেস্‌ভিট্‌স্কি, তোমার কি মনে হয় যে, আমরা ভাড়া করা পেশাদার সৈনিক, না আমরা আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে এসেছি বলতে পারো? ম্যাক হেরে গেছে তাতে তোমরা খুব স্ফূর্ত্তি করছ—কারণ এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া হেরে গেছে—কিন্তু ম্যাকের পরাজয়ে যে তোমাদেরও অগৌরব হয়েছে, লজ্জার যে কারণ রয়েছে তা ভাবতে পারো না তোমরা? আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে যদি বাস্তবিকই এ যুদ্ধের কোন যোগ না থাকৃত তবে আমার বলবার কিছু ছিল না—কিন্তু আমাদের সম্রাট্‌ ত সেকথা বলেননি, তিনি বলেছেন এ আমাদের জাতীয় অভিযান। সে কথা যদি সত্যি হয়, আর সম্রাটের প্রতি যদি সত্যিকার শ্রদ্ধা ব'লে তোমাদের কিছু থেকে থাকে, তবে নিশ্চয় জেনো যে এ পরাজয় আমাদের—আর তা নিয়ে রসিকতা করার মত বাঁদরামো আর কিছুই নেই।"

এণ্ডর ভালো লাগে না এই ধরণের সস্তা রসিকতা। সে ওদের দু'জনকেই কতকগুলো কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল।

যেদিন যে সময়ে প্রধান সেনাপতির মূল শিবিরে অষ্ট্রিয়ার পরাজয়-বার্ত্তা আসিয়া পৌছিল সেদিন তখন পাউলোভ্‌গ্রাদ্ রেজিমেণ্টের লোকেরা নিশ্চিন্ত মনে খেলা-ধূলা এবং আমোদপ্রমোদ করিতেছে—যেহেতু তাহাদের তাঁবু পড়িয়াছে শিবির হইতে মাইল তিনেক দূরে, সেহেতু এতবড় একটা সংবাদ তখনও তাহাদের কানে যায় নাই।

নিকোলাস্ রোস্তভ্ এই পাইলোভ্‌গ্রাদ্ রেজিমেণ্টে চাকুরী লইয়াছে এবং সে বরাবরই সেখানে তাহার নিজের উপরওয়ালা কর্ম্মচারীর সহিত একই বাড়ীতে বাস করিতেছে। উপরওয়ালা দেনিসভ্ নিজে লোক খুব ভালো এবং নিকোলাস্‌কেও যথেষ্ট স্নেহ করে,—তাহাকে অধিকাংশ লোকেই 'ভাস্‌কা' বলিয়া ডাকে, এতই জনপ্রিয় সে।

সেদিন দেনিসভ্ তখন বাড়ী ছিল না। নিকোলাস্ ভোরবেলায় ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়াছিল কাজের হাজিরা দিতে। তাহার উপর ভার ছিল খাবার-দাবার জোগাড় করিয়া সকলকে বিতরণ করিবার,—সে কাজ সারিয়া যখন ফিরিল তখনও দেনিসভ্ ফেরে নাই। ঘোড়া হইতে অবলীলাক্রমে নামিয়া নিকোলাস্ একবার চারিদিকে চাহিয়া চাকরটাকে ডাকিল, ওপাশ হইতে সহিস্‌টা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল ঘোড়াটা ধরিবার জন্য। তরুণ অশ্বারোহীটিকে দেখিলে মনে হয় যে, সে ঘোড়া হইতে নামিল যেন অত্যন্ত অনিচ্ছায়, তাহার মোটেই নামিবার জন্য কোন আগ্রহ ছিল না—এমন ভাবে মাটিতে নামিতে হইল বলিয়া সে একটু ক্ষুণ্ণই হইয়াছে। সহিস্‌টি কাছে আসিতে নিকোলাস্ তাহার হাতে ঘোড়াটা দিয়া বলিল—"একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আয়।" তারপর সে শিস্ দিতে দিতে ভারি জুতার আওয়াজে মাটি কাঁপাইয়া ভিতর-বাড়ীর দিকে আগাইয়া চলিল। পথে বাড়ীওয়ালা জার্ম্মান বৃদ্ধটি তাহাকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিল।

নিকোলাস্ বলিল—"কি, এর মধ্যেই কাজে লেগে গেছ দেখছি!"

তার উত্তরে বৃদ্ধ আরো খানিক হাসিয়া জবাব দিল—"হেঁ-হেঁ, এ ত আমার চিরকালের অভ্যেস।"

বৃদ্ধটিই এই বাড়ীর মালিক, সামরিক বিভাগের জন্য তাহাকে বাড়ীর প্রায় সবটাই ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে, একপাশে উহারই মধ্যে সে তাহার ছোট পরিবার লইয়া মাথা গুঁজিয়া থাকে। এ ব্যবস্থা শুধু তাহার একার ভাগ্যে ঘটে নাই, যাহাদের বাড়ী আছে তাহাদের প্রায় সকলেরই এই অবস্থা। অনেকে আবার গ্রাম ছাড়িয়া, ঘর-দোর ফেলিয়া অন্য কোথাও চলিয়া গিয়াছে ভয়ে।

নিকোলাস্ বৃদ্ধের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় পর্ব্ব শেষ করিয়া ঘরের দাওয়ায় উঠিতেই চাকরটা আসিয়া সেলাম করিল।

"কিরে, তোর কর্ত্তা কোথায় গেল ?"

"আজ্ঞে, কাল সেই যে সন্ধ্যেয় বেরিয়েছেন, তারপর আর আসেননি।"

"আজ তাহ'লে ওর ঘাড়ে শয়তান ভর করেছে। নিশ্চয় আজ ও হেরে মরছে। যাক্‌গে, কফিটফি পাওয়া যাবে ?"

"যে আজ্ঞে, তৈরী ক'রে ব'সে আছি। আপনি মুখ-হাত ধুয়ে এসে দেখবেন সব হাজির।"

"আচ্ছা।"

নিকোলাস্ প্রাতরাশে বসিবার সময় একবার বাহিরের দিকে চাহিল, এখনও দেনিসভের দেখা নাই। লোকটা একটু বেয়াড়া রকমের জুয়াড়ী। যেদিন ও জিতিবে সেদিন তাড়াতাড়ি ফিরিবে, আর যেদিন সে হারে সেদিন রাত কাবার করিয়া নড়ে। সেদিন ওর মাথার ঠিক থাকে না। আজ নিশ্চয় সে গো-হারান হারিতেছে নতুবা এত দেরি কেন হইবে ? নিকোলাস্ এই সব কথা ভাবিতেছে এমন সময় দূরে দেনিসভকে দেখা গেল।

বাড়ীর দরজায় পা দিতে না দিতে দেনসিভ্ হাঁকডাক জুড়িয়া দিল, "এই ব্যাটা লাভরুশ্‌কা—বাঁদর, উল্লুক, এধারে আয় শীগ্‌গির—এগুলো খুলে নে।"

"এই যে নিচ্ছি হুজুর।"

নিকোলাস্‌কে দেখিয়া দেনিসভ্ বিস্মিতভাবে বলিল, "আ..., তুমি এরি মধ্যে উঠে পড়েছ ?"

"অনেক আগেই ওঠা হয়েছে—এর মধ্যে সকালের কাজ সেরে ফেলেছি।"

"আর ভাই আজ একেবারে ফতুর ক'রে ছেড়েছে, ব্যাটা ইঁদুরের খপ্পরে পড়ে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে।"

ইঁদুর বলিয়া একজন সামরিক কর্ম্মচারীকেই যে দেনিসভ্ ইঙ্গিত করিয়াছে এবং সে ব্যক্তিটি যে কে তাহা নিকোলাসের বুঝিতে বিশেষ অসুবিধা হইল না। এই রকম ভাবে যে কত লোকের নূতন নামকরণ হইয়াছে তাহার ঠিক নাই।

নিকোলাস্ পাইপের ছাই ঝাড়িয়া, পাইপটা মেঝের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, সেটা ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গেল। সেদিকে একটু চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবে দেনসিভ্, তারপর রোস্তভের দিকে আড়চোখে চাহিয়া সে বলিল, "এখানে না পাওয়া যায় মেয়েদের মুখ দেখ্তে, আর না পাওয়া যায়—হুঁঃ মদ ছাড়া আর গতি নেই। বিরক্ত, বিরক্ত—হাঁ হে, আমাদের লড়াই ক'রতে দেবে কবে? হাতটায় মাইরি বাত ধরে যাবে দেখছি—।...আরে কে ওখানে, কে?"

বাহিরে জুতার শব্দ পাইয়া দেনিসভ্ জিজ্ঞাসা করিল।

চাকরটা বলিল, "কোয়ার্টার মাস্টার।"

"হুঁঃ যত্তো'সব বাজে কাজ,—কোয়ার্টার মাস্টার!" বলিয়া দেনিসভ্ বাহির হইয়া যাইতে যাইতে নিকোলাসের দিকে ফিরিয়া টাকার থলিটা ফেলিয়া দিল, "ভাই এটা একটু গুণে দেখ ত কত আছে—বালিশের তলায় রেখে দিও দেখে। আচ্ছা—"

খানিকটা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেনিসভ্ নিকোলাস্‌কে বলিল, "এই, টাকা-গুলো কোথায় আছে দাও ত!"

নিকোলাস্ বলিল, "তোমার বালিশের তলায় দেখগে।"

বালিশের তলায় সে টাকা রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানে কিছুই পাওয়া গেল না। দেনিসভ্ শেষে চাকরটাকে ধরিল, "ব্যাটা যেখান থেকে পারিস দে আমার টাকার থলে এনে—নইলে আজ তোকে খুন করব। পাজী, শয়তান। উল্লুক, কুত্তা—নিয়ে আয় বল্ছি।"

চাকরটা যতই বলিতে চায় যে সে টাকার খবর কিছুই জানে না, তাহার মনিব ততই চটিয়া চীৎকার করিয়া বাড়ী ফাটাইবার উপক্রম করে। শেষে নিকোলাস্ বলিল, "আমি বুঝেছি টাকা কে নিয়েছে।"

দেনিসভ্ যখন কোয়ার্টার মাস্টারের সঙ্গে কথা কহিতেছিল সেই সময়ে ওই দলের আর একজন লেফটেনাণ্ট আসিয়া হাজির হইয়াছিল। সে দেনিসভের সঙ্গে দু-এক কথায় কাজ সারিয়া সরাসরি দেনিসভের ঘরে প্রবেশ করে।

ঠিক সেই সময়ে রোস্তভ্ টাকাগুলি গণনা করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া রোস্তভ্ তাড়াতাড়ি টাকার থলিটা বালিশের তলায় লুকাইয়া ফেলে।

এই লোকটি কিছুদিন আগে রোস্তভ্‌কে চড়া দামে একটা বাজে ঘোড়া গছাইয়া ছিল, কথা প্রসঙ্গে সেই ঘোড়ার কথা উঠিতে নিকোলাস্ বলিল, "না মশাই, আপনার ঘোড়া তেমন সুবিধের নয়।"

তখন লেফটেনাণ্টটি হাসিয়া জবাব দেয়, "তোমায় শিখিয়ে দেবো, একটা কায়দা আছে ওকে চালাবার। দেখবে কেমন দৌড়য় ও—বিশ্বাস না হয় চলো এখুনি।"

তারপর তাহারা দু'জনেই বাহির হইয়া যায়।

নিকোলাস্ যতক্ষণ ছিল ঘরে তাহার মধ্যে আর দ্বিতীয় কোনো লোক এ ঘরে আসে নাই—এমন কি চাকরটাও না। কাজেই চাকরটা কি করিয়া জানিবে টাকা কোথায় আছে। এ নিশ্চয় সেই লেফটেনাণ্টেরই কাজ—নিকোলাসের দৃঢ় বিশ্বাস। তবে সে মুখে একথা প্রকাশ করিয়া বলিল না। নিকোলাস দেনিসভ্‌কে শুধু এই কথা বলিয়া বাহির হইয়া গেল—"লাভ্রুশ্‌কাকে খামোকা ব'কে লাভ নেই। আমি দেখছি একটু, কোথায় গেল টাকাটা!"

দেনিসভ্ নিকোলাসের কথাবার্তার হাবভাবে ধরিয়া লইয়াছিল যে সে ওই লেফটেনাণ্টকেই সন্দেহ করিতেছে। কাজেই যখন নিকোলাস্ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল তখন দেনিসভ ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার পিছনে দৌড়াইয়া গিয়া ডাকিল, "রোস্তভ্ শোনো, আরে ফেরো—তুমি ওরকমভাবে যেয়ো না, গাঁয়ারের মত একটা বিপদ বাধিয়ে বসবে শেষে।"

দেনিসভ্‌কে আর বেশি কথা বলিতে হইল না, কারণ তাহার কথা আরম্ভ হইবার আগেই রোস্তভ্‌ অনেকটা চলিয়া গিয়াছে, এখন আর বকিয়া লাভ নাই।

রোস্তভ্‌ খোঁজ-খবর লইয়া সেই লেফ্‌টেনাণ্টকে গ্রামের নূতন রেস্তোঁরায় (এটি সম্প্রতি সামরিক বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) খুঁজিয়া বাহির করিল। তাহাকে দেখিয়া লোকটি স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলিবার ভঙ্গীতে বলিল, "আরে রোস্তভ্‌ তুমি এখানে! রেস্তোঁরা নইলে আমাদের এক পাও চলে না—তোমাদেরই বা দোষ কি?"

রোস্তভ্‌ গম্ভীরভাবে লোকটির পাশেই বসিয়া গেল, খুচরা খাবারের হুকুম দিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে লেফটেনাণ্টির আপাদমস্তক খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া লোকটি তাহার পয়সা মিটাইয়া দিবার জন্য থলি হইতে টাকা বাহির করিয়া বাবুর্চিকে দিয়া বলিল, "জল্‌দি করো।"

রোস্তভ্‌ হঠাৎ খাটো গলায় বলিয়া বসিল, "আপনার থলেটা আমি একবার দেখতে পারি কি?"

লোকটি দিল। কিন্তু তাহার মুখের চেহারা যেন কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল। তবু সে হাসি টানিয়া আনিয়া বলে—"বেশ দেখতে এটা না? দেখ না!"

রোস্তভ্‌ থলি হইতে চোখ তুলিয়া লোকটির মুখের পানে চাহিল।

সে আরও সপ্রতিভ হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"আচ্ছা, এমন যদি হ'ত, ভিয়েনাতে যত টাকা আছে সবগুলো এই থলেটায় এসে জমা হ'ত।…দাও, এবারে ওটা আমায় ফেরত দাও।

রোস্তভ্‌ গম্ভীরভাবে থলিটা দিয়া দিল। সেও গম্ভীরভাবেই সেটা পকেটে পুরিয়া ফেলিল। তাহার মুখের ভাব দেখিলে মনে হয় যেন সে বলিতে চায় যে তাহারই সম্পত্তি সে নিজের পকেটে রাখিবে তাহাতে কাহার কি বলিবার আছে!—কিছু না।

"আচ্ছা আসি'—বলিয়া সে নিকোলাসের দিকে চাহিতে নিকোলাস্‌ তাহাকে ইশারায় ডাকিল—"শুনুন একটু, এপাশে আসবেন একবার?"

"এ টাকা আপনার নয়,—দেনিসভের, আপনি নিয়ে এসেছেন।" তাঁহাকে একরকম জোর করিয়া জানালার ধারে টানিয়া লইয়া নিকোলাস্ চাপাগলায় দাঁতে দাঁত চাপিয়া কঠিন মুখে বলে।

"কি, তোমার এত বড় সাহস, আমায় একথা বলো।" লেফ্‌টেনাণ্ট যদিও মুখে এই কথা বলিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর এতই ক্ষীণ শুনাইল যে তাহাতে প্রতিবাদের কোন ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে যে অপরাধী এই কথাই যেন সে স্বীকার করিয়া ফেলিল।

রোস্তভ্ মনে মনে খুবই খুশী হইল—তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে এই হতভাগা লোকটার প্রতি করুণাও হইল তাহার।

লোকটি বিড়বিড় করিয়া বলিল, "এখানে এত লোক—এরা কি ভাবছে বলো তো ?" তারপর টুপিটা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া সে ওপাশের জনশূন্য কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"না, না, এটার মীমাংসা হওয়া দরকার—কেন, কেন আপনি নিয়েছিলেন ?"

লোকটি বারবার চারিদিকে চাহিতে থাকেন। শেষে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর তাঁহার কণ্ঠ হইতে প্রায় অস্ফুট একটা আর্ত্তস্বর বাহির হইল, "আমি তোমার হাতে ধরছি কাউণ্ট, আমার সর্ব্বনাশ ক'রো না, দোহাই তোমার, এই নাও, এই যে সেই টাকা—কাউণ্ট তুমি জান না, আমার বাবা বুড়ো হয়েছেন, বাড়ীতে মা রয়েছেন...দোহাই তোমার প্রিন্স, তাঁদের মুখ চেয়ে আমায় মাজ্জনা করো"—বলিতে বলিতে সে টেবিলের উপর টাকার থলিটা বাহির করিয়া রাখিল। রোস্তভ্ গম্ভীরভাবে থলিটা তুলিয়া লইয়া দরজা পর্য্যন্ত চলিয়া গেল, যাইবার সময় সে একবারও লোকটার মুখের পানে ফিরিয়াও চাহিল না। কিন্তু দরজার চৌকাঠে পা দিয়া তাহার কি মনে হইল, সে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি—আচ্ছা আপনি কি ক'রে পারলেন এমন কাজ করতে ?"

"কাউণ্ট।" বলিয়া লোকটি একটু আগাইয়া রোস্তভের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমায় ছুঁবেন না।" রোস্তভ্ দু-পা পিছাইয়া গিয়া থলিটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নিন, আপনার দরকার থাকে ত এটা আপনিই নিন।"

এই ঘটনার পর সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দেনিসভের ঘরে এক বিচার-সভা বসিল। সারাদিন ধরিয়া সেনাদলের মধ্যে এক বিপুল আলোড়ন-আলোচনা চলিয়াছে এই ব্যাপার লইয়া, তারপরে এই সান্ধ্যবৈঠক। দলের কাপ্তেন ত' বলিয়া বসিলেন, "রোস্তভ্ লেফ্‌টেনাণ্টের কাছে মাপ চাইবে, তবে ওকে ছাড়া হবে।"

রোস্তভ্ বয়সে তরুণ, তাহার মাথা সহজে নোয় না, সে বলে—"কেন? কেন আমি ওর কাছে মাপ চাইতে যাবো? চুরি ত করেইচে, উল্‌টে আমাকে ও মিথ্যাবাদী বলেছে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।"

তারপর এই লইয়া আধঘণ্টা তর্কবিতর্ক চলে। অবশেষে সকলে একমত হইয়া বলিল যে, যদি লোকটি চুরি করিয়াও থাকে, তবু এক-ঘর লোকের সামনে নিকোলাসের ওরকমভাবে যা-নয়-তাই বলিয়া অপমান করাটা উচিত হয় নাই। ইহার ফলে তাহাদের নিজের দলের দুর্নাম রটিবে, লোকে বলিবে পাউলোভ্-গ্রাদ্ রেজিমেণ্ট চোরের আড্ডা—মাত্র একজনের জন্য এতবড় একটা অপবাদ যদি রটে তবে তার জন্য ষোল আনা দায়ী রোস্তভ্। অতএব তাহাকে নিশ্চয় ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে। অন্ততঃ দলের সম্মান রক্ষার জন্যও এটা করা উচিত।

একথা শুনিয়া নিকোলাসের চক্ষু অশ্রু-ছলছল হইয়া আসে, সে বলে, "বিশিষ্ট ভদ্রলোক আপনারা, অবশ্য আপনারা যা বল্‌ছেন তা হয়ত ঠিকই! আপনারা মনে করবেন না যেন যে আমাদের দলের সম্মানকে বাঁচাবার ইচ্ছে নেই। আমি আমার দলের সম্মানরক্ষার্থ আপনাদের কাছে স্বীকার করছি যে আমি ভুল করেছি, অন্যায় করেছি—বলুন আর কি বল্‌তে হবে আমায়।" বলিতে বলিতে নিকোলাস্ কাঁদিয়া ফেলিল।

দেনিসভ্ গলাবাজি করিয়া বলিল, "আমি তোমাদের তখনই বলেছি ত, ওর মন খুব উঁচু—এমন ছেলে আমি দেখিনি।"

সকলে বলিল, "বাঃ, এই তো চাই—বেশ, বেশ।"

কাপ্তেন বলিলেন, "আমি খুশী হয়েছি তোমার ওপর। এবারে একবার যাও ওর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এসো।"

"আপনারা আমায় আর যা বল্‌বেন আমি তাই করব, কিন্তু ওর কাছে গিয়ে কিছুতেই মাপ চাইতে পারব না—এ আপনি যাই বলুন আর যাই করুন, কিছুতেই তা সম্ভব হ'তে পারে না।"

দেনিসভ্ হো-হো করিয়া হাসিয়া বলে, "তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্যে একটা কঠিন সাজা হয়ে যাবে। কাপ্তেন বোগ্‌দানিচ্ একথা ভুলে যাবেন না, এ তুমি দেখে নিও।"

"আমি বল্‌ছি এ আমার ঔদ্ধত্য নয়—কিন্তু ঠিক যে কী তা আমি কাউকে ব'লে বোঝাতে পারব না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার যা খুশী তাই করো। কিন্তু সেই হতভাগাটা গেল কোথায়?" কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করেন দেনিসভ্‌কে।

"সে অসুখের ভান ক'রে পড়ে আছে—গরহাজির।"

"তা ছাড়া আর গতি কি!"

"চুলোয় যাক্, আমার সাম্‌নে আসেনি ও ভালোই হয়েছে—নইলে আজ একটা খুন-জখম হয়ে যেত।" দেনিসভ্ রাগে গর্ গর্ করিতে থাকে।

ঠিক এই সময়ে গের্‌কভ্ আসিয়া হাজির।

অবাক হইয়া তিনজনে এক সঙ্গে বলিয়া উঠে, "তুমি? কি হে, কি খবর?"

"আমরা ত চল্লাম মশাই, ম্যাক আব তার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে।"

"তারপর?"

"আমি তাকে নিজে চোখ দেখেছি।" গের্‌কভ্ বলে।

"তুমি কি দেখলে? ম্যাক্ বেঁচে আছে ইহজগতে—মানে জ্যান্ত দেখেছ?"

"আরে আমরা তাহ'লে যাচ্ছি—যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রী দল—এঁ্যা! বহুৎ আচ্ছা, তবে একদফা মদ খাওয়া উচিত—এমন একটা খবর পাওয়া গেল।"

সকলে হৈ-হৈ করিয়া ওঠে।

"না ভাই, আমার মন খুব খারাপ ম্যাকের জন্যে। লোকটির কোথাও একটুকু আঁচড় লাগেনি হে,—কেবল কপালের কাছে কি ক'রে একটু চিরে গেছে, সেও সামান্য, কিচ্ছু না। হাত-পা সব গোটা গোটা।..."

কথাগুলি গের্কভ্ বেশ বিদ্রূপের ভঙ্গীতেই বলিতেছিল। হঠাৎ নিকোলাসের দিকে নজর পড়িতেই সে থম্‌কাইয়া বলিল—"রোস্তভ্ তোমার আবার কি হ'ল ? ভালো ঠেক্‌ছে না তো !"

"ও কিছু না—এখানে একটু গোলমাল চল্‌ছে দু-দিন থেকে।"

এই বাহিনীর এ-ডি-কং এই সময়ে আসিয়া গের্কভের দেওয়া সংবাদটি যখন সত্যসত্যই সত্য বলিয়া প্রচার করিল তখন সকলের মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

"তা হ'লে আমরা আবার পথের যাত্রী হ'লাম ! ভগবান আছেন। আর কুড়েমি নয়।"

৬

এই বছরেই অক্টোবর মাস অর্থাৎ শরৎকালের কথা।

দানিউব আর এন্‌স্ নদীর সঙ্গমে অবস্থিত ছোট্ট ছবির মত শহরটিকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধের আয়োজন চলিয়াছে। এর আগে কুতুজভ্ গোটাকয়েক সেতু নষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এখন পিছু হটিয়া চলিয়াছেন তাঁহার বাহিনী লইয়া ভিয়েনার পথে।

নদীতীরের এই ছোট্ট শহটির ছবি সত্যই সুন্দর—সাদা সাদা ছোট বাড়ী কতকগুলি, মাঝখানটিতে একটি গির্জ্জা, কয়েকটি বাগান, সবটা জড়াইয়া সুন্দর একটি স্বপ্ন যেন। শহরের মধ্য দিয়া দলে দলে সৈন্যেরা চলিয়াছে, তাহাদের কামান-গোলার সাঁজোয়া-গাড়ী সারি দিয়া। অশ্বারোহীদের পথ চলার শব্দ, বাতাস মুখরিত করিয়া যেন নাচিয়া বেড়াইতেছে পদাতিকদের কল-কোলাহল আর হাস্যরোল।

যে সেতুটি দানিউব এবং এন্‌স্-এর মিলনস্থলে অবস্থিত সেইটি ঘিরিয়া রহিয়াছে রুশ সেনাদল। শরতের মৃদু মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মাঝে মাঝে যখন

ছিপ্‌ছিপে বৃষ্টি পড়িতেছে, তখন সম্মুখের সব কিছু ঝাপ্‌সা দেখাইতেছে, এমন কি ওই সেতুটি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। আবার হঠাৎ যখন রোদ উঠিতেছে তখন চারিদিক কি রকম হাসিয়া ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিতেছে—হঠাৎ মনে হয় যেন পৃথিবীটা অদ্ভুত উপায়ে কে ঘষিয়া মাজিয়া চক্‌চকে করিয়া দিয়াছে। দূরের সেই ঘন নীল পাইনের বন, আরো দূরের বড় লতাগুল্মশোভিত পাহাড়, কাছাকাছির মধ্যে যেখানে নদী দু'টি আসিয়া মিশিয়াছে সেখানে অনেকগুলি নৌকা সাজানো আছে, একটা দ্বীপে সুন্দর একটি কুঞ্জকানন দুই নদীর জলসিক্ত হইয়া খেলা করিতেছে, দানিউবের বাম তীরে ওই যে পাহাড়টা দেখা যাইতেছে উহার মধ্যেও যেন কি এক অজানা রহস্য রহিয়াছে, ওখানকার সেই পাইনবনের মাঝ দিয়া উঠিয়াছে মাথা উঁচু করিয়া একটি পূজামন্দিরের চূড়াগুলি। আর তারও ওধারে রহিয়াছে শত্রুপক্ষের আস্তানা—রোদ উঠিলে সেটাও দেখা যাইতেছে স্পষ্ট।

রুশ গোলন্দাজ বাহিনীর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া পিছনের এক দলের জেনারেল এবং আর একটি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—দু'জনে মিলিয়া দূরবীণের সাহায্যে শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। সেখান হইতে একটু দূরে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত নেস্‌ভিট্‌স্কি একটি কামানবাহী গাড়ীর উপরে বসিয়া পরমানন্দে কতকগুলি ভাজা চিবাইতেছিল এবং কাছাকাছি যাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহাদেরও কিছু প্রসাদ বিতরণ করিতেছিল। নেস্‌ভিট্‌স্কির 'কশাক' চাপরাশীটি পানপাত্র লইয়া একপাশে দাড়াইয়া আছে আর অন্যান্য কর্ম্মচারী যাহারা ভিড় করিয়াছে তাহাদের কেহ বা গাড়ীতে ঠেস্‌ দিয়া, কেহ বা ভিজা ঘাসের উপরই বসিয়া পড়িয়া গল্প করিতেছে।

নেস্‌ভিট্‌স্কি বলিল, "তা মন্দ হয় না,—অষ্ট্রিয়ার রাজা-উজীরেরা এখানে যদি নিরালায় একখানা বাড়ী ক'রে মাঝে মাঝে বাস করে ত বেশ হয়। জায়গাটা চমৎকার—আরে ও মশাই, তোমাদের হঠাৎ অরুচি হ'ল মনে হচ্ছে, খাও। থেমে গেলে কেন?"

দলের মধ্য হইতে কে একজন জবাব দিল, "প্রিন্স, আপনার উদারতার প্রশংসা না ক'রে পারছি না।'

তাহার কথার ভাবে মনে হইল, হঠাৎ নেস্‌ভিট্‌স্কির মত এতবড় একজন হোমরাচোমরা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া লোকটির জীবন যেন ধন্য হইয়া গিয়াছে।

লোকটি বলিল, "জায়গাটা সত্যিই মনোরম, আমরা ওই বাগানটার কাছে বেড়াতে গিয়ে দুটো হরিণ দেখেছি। আর কী সুন্দর একখানা বাড়ী—"

আর একজন, (সে একটু বেশিই খাইতেছিল) প্রকৃতির শোভার দিকে মনোযোগ দিয়া বলিল, "প্রিন্স ওই দেখুন—আমাদের পদাতিকবাহিনী কতদূরে এগিয়ে গেছে,—ওই যে, উ-ই গাঁয়ের পিছনে, ছোট মাঠখানা…তিনজনে কি যেন একটা কিছু ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্চে না? ওরা এখুনি ওই বাড়ীখানা খতম ক'রে দেবে।"

"তা হয়ত দেবে।" বলিয়া নেস্‌ভিট্‌স্কি একমুঠা ভাজা গালে ফেলিয়া দিয়া আবার গল্প জুড়িল। দূরের সেই যে গীর্জ্জাটার চূড়া দেখা যাইতেছে, চোখটা একটু বুজিয়া, সেদিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, "আমি কিন্তু বাপু ওইখানে যেতে চাই। আচ্ছা, তোমরাই বলো না, বেশ ভদ্র জায়গা ওটা কিনা—ধরো, হঠাৎ যদি আমি এমনি গিয়ে হাজির হই তাহ'লে ওখানকার গীর্জ্জার সন্ন্যাসীনীরা কি রকম ভয় পেয়ে যাবে। বেশ মজা হয় কিন্তু। চাই কি এর জন্যে যদি আমার পরমায়ু পাঁচ বচ্ছর কেড়ে নেওয়া হয় ত আমি খুব রাজি আছি। মোদ্দা আমায় ওখানে যেতেই হবে। আবার শুনেছি যে ইতালীর মেয়েরা খুব সুন্দরী —ওখানে কি আর তেমন এক-আধ জন মিল্‌বে না?"

একটু দূরে দাঁড়াইয়া সেই এ-ডি-কং এবং জেনারেল সাহেব তখনও অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দূরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। হঠাৎ জেনারেলটি চোখ হইতে দূরবীণটা নামাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ, ঠিক তাই, ঠিক, ঠিক--ওরা আমাদের ওপর গোলা চালাবার মতলব করছে।"

দূরবীণ ছাড়া এমনিতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে শত্রুপক্ষের কামানগুলি সামনে সাজানো রহিয়াছে।

এই সময়েই আকাশে একতাল সাদা ধোঁয়া ছোট্ট একটুকরা মেঘের মত যেন দেখা গেল, আর তারই সঙ্গে একটা গম্ভীর কামানের গর্জ্জন ধ্বনি।

অমনি রুশবাহিনীর গতি যেন পলকে বাড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি নদীটা পার হইতে হইবে। নেস্‌ভিট্‌স্কি আস্তে আস্তে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে জেনারেলের কাছে গেল। তারপর সে জেনারেলকে তাহার সঞ্চিত ভাজা খাইবার জন্য একবার বলিল, কিন্তু জেনারেল সে কথার জবাব না দিয়া সাম্‌নের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না, না, এ ত চল্‌বে না—আমাদের লোকেরা সব পিছিয়ে পড়ছে।"

নেস্‌ভিট্‌স্কি বলে, "আমি কি যাবো ওদের কাছে এক দৌড়ে ?"

"হাঁ যাও। তুমি গেলে ভালো হয়।"

একটু আগেই যে হুকুম আর একজনের মারফতে পাঠাইয়াছেন আর একবার তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া জেনারেল সাহেব বলিলেন, "গিয়ে ওদের বলো যে ঘোড়-সওয়ারেরা যাবে সব শেষে আর তারা যাবার সময়ে সেতুতে আগুন ধরিয়ে দেবে। দেখো ভালো ক'রে, যেন আগুন ধরাবার ব্যবস্থাটা ঠিক থাকে। আচ্ছা ?"

'আচ্ছা' বলিয়া নেস্‌ভিট্‌স্কি তাহার 'কশাক' সহকারীকে ঘোড়া এবং রসদ আনিবার জন্য আদেশ দিয়া যাইবার সময় সহকর্ম্মীদের জানাইয়া গেল যে, সে যাইবার পথে নিশ্চয় দেবদাসীদের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবেই, হয়ত ভগবান তাহাকে একটি ইতালীয় তপস্বিনী মিলাইয়া দিলেও দিতে পারেন। নেস্‌ভিট্‌স্কির ঘোড়া ছুটিল চওড়া ঢালু রাস্তাটা দিয়া।

এবারে জেনারেল হাঁকিলেন, "কাপ্তেন, এবারে তোমরা গোলা চালাও—আমাদের ভাগ্য ভালো হ'লে যথাস্থানে গিয়ে পড়বে।"

তারপর একটু চড়া গলায় বলিলেন—"কামান ধরাবার জন্যে এগোও সব—"

মুহূর্ত্তের মধ্যে গোলন্দাজের দল আগাইয়া আসিয়া কামান প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেল। তাহাদের চেহারা দেখিলে মনে হয় এ আদেশে তাহারা খুশীই হইয়াছে।

"এক নম্বর!"—যেন বজ্রস্বরে দৈবাদেশ হইল।

একনম্বর ব্যক্তিটি ফাঁকা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর যন্ত্রের ধাতুতে ধাতুতে ঘর্ষণসঙ্ঘাত-সঞ্জাত ধ্বনিতে হঠাৎ যেন কানে তালা লাগিবার

উপক্রম হয়। কামানের গর্জ্জন। তারপর সন্ সন্ করিয়া গোলা ছুটিল রুশ সেনাদের মাথার উপর দিয়া—পড়িল গিয়া শত্রুদলের সামনে। এক জায়গাতে হাল্কা ধোঁয়ার পুঞ্জমেঘ যেন মাটিতে আসিয়া নামিয়াছে—.বোঝা গেল যে ওইখানে গিয়া গোলাটা পড়িয়াছে। এই শব্দে ও-পক্ষের সকলেই বেশ চমকিয়া উঠিয়া শত্রুপক্ষের গতিবিধির দিকে নজর দিতে শুরু করিল। উহাদের দৃষ্টির সম্মুখে সবুজ প্রান্তরের উপর দিয়া পাহাড়ের নীচের দিকে রুশ সেনাদল চলিয়াছে—সবই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখা যায়। একটি গোলার শব্দের প্রতিধ্বনি এবং হঠাৎ-ওঠা রৌদ্রে যেন ইহাদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার হইয়াছে।

সেতুটির ওপারে শত্রুপক্ষের দু'টি গোলা গিয়া পড়িয়াছে। এদিকে সেতুর উপর তখন অনেক লোক উঠিয়াছে। আগাইয়া ওপারে যাইবার জন্য সবাই ব্যস্ত। সেতুর মাঝখানে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া নেস্ভিট্স্কি হাসিতেছে তাহার 'কশাক'টির অবস্থা দেখিয়া—ও মাত্র কয়েক হাত দূরে ঘোড়া দুইটি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোনমতেই আগাইয়া প্রভুর কাছে আসিয়া পৌঁছিতে পারিতেছে না। যেই সে একটু আগাইবার জন্য পা বাড়ায় অমনি হয় কতকগুলি সৈন্য নতুবা গাড়ী-ঘোড়া আসিয়া পথ জুড়িয়া চলিতে থাকে এবং তাহাতে ফল হয় উল্টা, এই নবাগত দল 'কশাকটিকে' ঠেলিয়া লইয়া গিয়া একেবারে কোণঠাসা করে। ভিড়ের মধ্যে উজান চলিতে যাওয়ার মত নির্ব্বুদ্ধিতা আর কি থাকিতে পারে? তাই নেস্ভিট্স্কি নিজে আগাইবার চেষ্টা না করিয়া ভালোছেলের মত দাঁড়াইয়া আছে এক পাশে।

অবশেষে কশাকটি বিরক্ত হইয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল, "আরে দাঁড়াও ভাই, দেখছ না, ওখানে জেনারেল দাঁড়িয়ে আছেন—একটু দাঁড়াও, জেনারেলকে যাবার জন্যে পথ ছেড়ে দাও।"

একজন শকট-চালক কথাটা শুনিয়াই চেঁচাইতে লাগিল, "আচ্ছা, ভাই সব! তোমরা সব বাঁ-দিক ঘেঁষে চলো—দেখো জেনারেল সাহেবের পথ ছেড়ে দাও, ভাই সব।" বাস্তবিকই কোনো জেনারেল দাঁড়াইয়া আছেন কিনা এবং কি রকম দরের জেনারেল সে খোঁজ লইবার মত অত সময় কাহারও নাই। তবে সকলেই যতখানি সম্ভব ঠেসাঠেসি করিয়া মাথায় মাথায় ঠোকর লাগাইয়া

পথ করিয়া দিবার চেষ্টা করিল, তাহাদের বন্দুকের সঙ্গীনগুলির মধ্যে পর্য্যন্ত কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। কিন্তু তবু পথ হইল না। ওপাশের লোকেরা এমনই গুঁতাগুঁতি করিতেছে যে এপাশের 'ভাইসব'দের পক্ষে আর পথ করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়।

অগত্যা নেস্‌ভিট্‌স্কি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল, এন্‌স্‌ নদীর জলের স্রোত, স্রোতের মাঝে কত বুদ্‌বুদ উঠিতেছে নিমেষের তরে, আবার তাহারা মিলাইয়া যাইতেছে কোথায় কোন সুদূর অজানা রাজ্যে, দৃষ্টির অগোচরে—স্রোতগুলি গিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে ওই সেতুর পদমূলে, শত সহস্র লক্ষ কোটি জলকণায় ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া তচ্‌নচ্‌ হইতেছে ওই স্রোতগুলি! আর এপাশে চলিয়াছে জীবনের কলস্রোত, ঠিক নিচের ওই জলের স্রোতেরই মত—মানুষ চলিয়াছে। কিন্তু এরা কি মানুষ?—এদের চোখে মুখে, দেহের সর্ব্বাঙ্গে ক্লান্তি এবং অবসাদের চিহ্ন সুপরিস্ফুট, গাল ঝসিয়া গিয়াছে, মুখগুলি অস্বাভাবিক রকমের লম্বা দেখাইতেছে, মুখের সামনের হাড়দুটি বিশ্রী রকমের উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, চোখের নিচে কে যেন কালি মাখাইয়া দিয়াছে—তবু এরা চলিয়াছে, এদের মুখে চিন্তার লেশমাত্র ছাপ নাই! এরা কি ভাবে না কিছুই? মাঝে মাঝে এক একজন দলপতি অথবা উঁচু দরের চাকুরে ঝকঝকে পোশাক পরিয়া চলিয়াছে, যেমন স্রোতের মধ্যে মাঝে মাঝে যে সাদা চকচকে বুদ্‌বুদ দেখা যায় ঠিক তেমনি। দলে পড়িয়া কেমন করিয়া স্রোতের টানে আসিয়া পড়া কুটার মতই এখন তখন এক আধজন বে-সামরিক লোক চলিয়াছে। হয়ত এই শহরেরই অধিবাসী! দুর্ভাগ্যবশত তাহার এই দশা।

চলিতে চলিতে কে একজন বলিল, "আরে বাবারে, দেখ না, ওরা সাঁকোটাকে এখুনি গরম ক'রে দেবে, পা চালিয়ে এগোও—এখন থেমেছ কি মরেছো।"

আবার শোনা গেল—"আচ্ছা শয়তান তো, পেঁচ-কষটা কোথায় রেখেছে?" কথাটা আর শোনা গেল না—মিলাইয়া গেল, লোকটি চলিয়া গিয়াছে।

এমন্নি কত কথার টুকরা শোনা যায়, আবার পরক্ষণেই অন্য কথা অন্য কণ্ঠস্বর, কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। একজন মাঝারি গোছের মুরুব্বী

কর্ম্মচারী গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে চলিয়াছে—"আরে ম'ল রে। এত ভয় ত' এসেছিস্ কেন লড়াই ক'রতে ? ওরা একটা কি দুটো পট্‌কা ছুঁড়েছে আর অমনি সব পালাচ্ছে—সবাইকে যেন একসঙ্গে মেরে ফেল্‌বে। ভয় দেখছ সব!"

আবার আর একটু কথার টুকরা—"আমার পাশ দিয়ে যখন গোলাটা সাঁ-ই ক'রে বেরিয়ে গেল, জান্‌লে ভাই দাদা, আমার ত দম্ বন্ধ হয়ে গেছল আর কি—ওঃ সে কী ভয়ানক ভয়ই পেয়েছিলাম। আমার বুকের মধ্যেটা গুব্ গুব্ ক'রে উঠ্‌লো, সত্যি বল্‌ছি।"

একটি তরুণ সৈনিক দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার ভয়ের কথা শুনাইতে শুনাইতে চলিয়াছে—যেন ভয় পাওয়া কতবড় একটা গৌরব। এরাও চলিয়া গেল, এরপর আসিল একটি গাড়ী। এ গাড়ীটার সঙ্গে এখানকার গাড়ীগুলির কোনো মিল নাই। ইহার আপাদমস্তক গৃহস্থালীর মালপত্রে বোঝাই, সম্ভবত এই গাড়ীর মালিক কোনো জার্ম্মান হইবে, অন্ততঃ চেহারা দেখিয়া তাহাই মনে হয়। গাড়ীটার সঙ্গে একজোড়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট গোরু বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে পিছন দিকে। বিশেষ করিয়া গাড়ীর আরোহীদের দিকে সকলেরই দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক। এর মধ্যে দুটি তরুণীও রহিয়াছে কিনা। তাহাদের একজন বিবাহিতা এবং অপরটি অবিবাহিতা—এ ছাড়া একজন আধাবয়সী মহিলাও রহিয়াছে; সে গাড়ীর মধ্যে, ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। এধারে সৈনিকদের মধ্যে মেয়ে দুটিকে কেন্দ্র করিয়া রীতিমত চঞ্চলতা দেখা দিল। তাহাদের উদ্দেশ করিয়া অনেকেই অনেক কথা বলিতেছে।

"আমি ভাই ওই ছোট্ট বউটি নেবো—ওরা যদি নীলাম করে নিয়ে নিই!"

"আচ্ছা, আমার মনে হয় ওইটিই বেশ ছিম্‌ছাম্, মানে ইয়ে—যে-রকমটি মেয়েদের হওয়া উচিত। তোমার সঙ্গে মানাবে ভালো, কি বলো হে?"

একজন পদাতিক আবার হাসিতে হাসিতে মেয়েটির দিকে চাহিয়া স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তোমরা কোথায় যাবে?"

জার্ম্মান পুরুষটি ইশারায় বুঝাইয়া দিল যে তাহাদের কথা একবর্ণও তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। তখন পদাতিকটি পকেট হইতে একটা আপেল বাহির

করিয়া মেয়েটিকে দেখাইয়া বলিল—"খাবে? খাও তো ইচ্ছে করলে নিতে পারো"—বলিয়া সে মেয়েটির হাতে আপেলটা দিয়া দিল।

মেয়েটি আপেল পাইয়া খুশী হইয়া হাসে।

প্রত্যেকের চোখই ওই গাড়ীটার দিকে। নিশ্চয় উহারা বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া অনুমতি আদায় করিয়াছে বা পাইয়াছে, নহিলে ত এভাবে যাইতে পারে না। সে যাই হোক, ভালোই হইয়াছে। গাড়ীটা যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সকলেরই নজর ছিল ওই দিকে, এমনকি নেস্‌ভিট্‌স্কির দৃষ্টিও কখন ওই দিকে চলিয়া গিয়াছিল।

আবার আসিল সেই সেনাসমুদ্রের অফুরন্ত একটানা স্রোত, সেই কথার টুকরা, গাড়ীর ঘর্ ঘর্ শব্দ। নেস্‌ভিট্‌স্কি অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ তাহার কানের পাশ দিয়া কি রকম অপরিচিত একটা তীব্র তীক্ষ্ণ ধ্বনি তীরের মত ত্বরিতগতিতে তড়িতের মত চকিত করিয়া চলিয়া গেল। তারপর সে দেখিল তাহারই সামনে জলের মধ্যে ভারি একটা কি পড়িল, নদীটা যেন চমকাইয়া লাফাইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়,—চারিদিকে একটা প্রবল তরঙ্গ।

একজন সৈনিক গম্ভীরভাবে বলে, "দেখেছো ওটা কোথায় এসে পড়েছে?"

আর একজন বলে, "আরে আমাদের তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার পথে সাহায্য করল ওটা।" মুখে কথাটা সহজে বলিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু দেখ... ব কণ্ঠস্বরে রীতিমত উদ্বেগ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

পড়া... এতক্ষণে নেস্‌ভিট্‌স্কি বুঝিল যে তাহার কানের পাশ দিয়া যে জিনিসটা শব্দ এই... য়া গিয়া জলে পড়িয়াছে সেটা একটা গোলা।

সে তাহার কশাক সহকারীকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে আমার ঘোড়াটা এগিয়ে দাও। এরই মধ্যে একটু পথ ক'রে এগিয়ে এসো হে। এসো, এসো আর দেরি নয়।"

অনেক কষ্টে শেষে তাহার ঘোড়ায় উঠিয়া নেস্‌ভিট্‌স্কি আগাইয়া চলিল।

ভিড়ের মধ্যে কোথায় দেনিসভ্ ছিল, তাহাকে দেখিতে পাইয়া সে হাঁকিতে শুরু করিয়াছে— এই, এই নেস্‌ভিট্‌স্কি—শোনো, তোমাকেই যে খুঁজছি।"

নেস্‌ভিট্‌স্কি দেখিল দেনিসভ্‌ টুপিটা পিছনে হেলাইয়া দিয়া তাহার কালো চক্‌চকে ঘোড়ায় চড়িয়া ছোট্ট তলোয়ারখানা বাগাইয়া ধরিয়া এদিকেই আসিতেছে—পোশাকে পরিচ্ছদে বেশ পরিপাটি করিয়া সাজিয়াছে সে।

দেনিসভ্‌ বলিল—"এদের স'রে যেতে বলো না—আমাদের জন্যে পথ ক'রে দিক ওরা।"

নেস্‌ভিট্‌স্কি বলিল, "আরে 'ভাস্কা', তুমি এখানে করছ কি? এঁ্যা, তোমায় যেন একটু ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে—কি ব্যাপার?"

"আর ব'লো না ভাই, এই সারাদিন ধরে পল্টনদের নিয়ে একবার এদিক একবার ওদিক, এই ক'রে বেড়াচ্ছি—মোদ্দা গরম হবার সময় পেলাম কখন? আরে যদি আমরা যুদ্ধ করতাম ত বুঝতাম তার মানে—তা নয়, এ না হচ্ছে লড়াই, না হচ্ছে কিছু। দাও না বাবা ছেড়ে, লড়াই কাকে বলে দেখিয়ে দিই। যত্তো সব—"

নেস্‌ভিট্‌স্কি বলিল, "তোমায় আজ বেশ চক্‌চকে দেখাচ্ছে যে হে!"

দেনিসভ্‌ চট্‌ করিয়া পকেট হইতে সুগন্ধি রুমালখানা বাহির করিয়া বন্ধুর নাকের কাছে ধরিল।

হাসিয়া নেস্‌ভিট্‌স্কি বলিল, "তা তো বটেই, আমাদের লড়াই কি সোজা লড়াই—আমরা সেজেগুজে গন্ধ-তেল মাথায় দিয়ে ভালো ক'রে গোঁফ কামিয়ে রুমালে গন্ধ দিয়ে ফুরফুরে হয়ে তবে লড়াই করি।"

নেস্‌ভিট্‌স্কি এবং দেনিসভের অভিজাত চেহারা এবং সাজ-পোশাক, তার পিছনে ওই কশাক-ভৃত্য দেখিয়া অনেকেই সসম্ভ্রমে পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ করিয়া দিল। দলটি অতি সহজেই সেতুর এপারে আসিল। দেনিসভ সেতুর প্রান্তে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল তাহার দলের লোকেরা গর্ব্বভরে আগে আগে চলিয়াছে। অশ্বারোহীরা যখন বুক ফুলাইয়া হাসিতে হাসিতে যাইতেছে তখন পদাতিকেরা কোন রকমে কাদার মধ্যে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া ম্লানমুখে তাহাদের দিকে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। প্রত্যেক সৈনিক দলই যখন অপর কোনো দলকে দেখে তখন এই রকমের ব্যঙ্গভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

এক ঘোড়সওয়ারের ঘোড়া একটি পদাতিকের মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে কাদা ছিটকাইয়া কালো করিয়া কাদায় ভরিয়া দিল, পদাতিকের দিকে তাকাইয়া সেই অশ্বারোহীটি খুব একচোট হাসিয়া লইয়া বলিল, "এ পায়দলওয়ালা, ধুলো-কাদা ছুঁড়ছ কেন?"

পদাতিকটি জামার হাতাতে মুখের কাদা মুছিতে মুছিতে বলে, "আমাদের মত কাঁধে বোঝা নিয়ে যদি বাবুদের দু'কদম হাঁটতে হ'ত ত দেখতাম কেমন ক'রে বাছাধনদের চকচকে পোশাক আর সোনালী তথ্মা ঝকঝক করে। অমন আরাম করে লক্কা পায়রার মত ঘোড়ায় চড়ে সবাই লম্বা-চওড়া বুলি আওড়াতে পারে—হুঁঃ।"

"ঠিক বলেছো ভাই, ঘোড়ায় চড়লে ওর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখাতো আমাদের।" এই বলিয়া ওপাশ হইতে একজন পদাতিক সহযাত্রীকে সমর্থন করে—তার ঘাড়টা তুম্ড়াইয়া গিয়াছে পিঠের বোঝার ভারে।

চলিতে চলিতে কোনো একটি ঘোড়সওয়ার রসিকতা করিয়া এ-কথার জবাবে বলিল, "দু-পায়ের মধ্যে একটা লকড়ি চালিয়ে দাও, তা হলেই ঘোড়ায় চড়া হয়ে যাবে।"

একসময়ে এমনি করিতে করিতে সকলেই সেতু পার হইয়া গেল। শুধু শেষ সৈনিক দল সেতুর উপর তখনও রহিল।

দ্বিপ্রহর যে কখন কোথা দিয়া পার হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। পাহাড়ের পাশ দিয়া সূর্য্য হঠাৎ এক সময় পশ্চিমদিকে হেলিয়া যখন দাঁড়াইল, তখন বেলা আর বেশি বাকি নাই। দীর্ঘকাল আবছা মেঘের মৃদু আলোর পরেই একেবারে এই চোখ-ঝলসানো রৌদ্রে সকলেই যেন একটু চমকাইয়া গেল। পরক্ষণে দেখা গেল পিছনের ওই দূরের পাহাড়ের গায়ে নীল পোশাকের মেলা বসিয়াছে—ওই ত ফরাসীদের শিবির।

ওদের শিবিরে কোনো চাঞ্চল্য নাই। মাঝে মাঝে দু'একটি সান্ত্রীকে টহল দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যাইতেছে। সব শান্ত। বাতাস যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে প্রত্যেক সৈনিক এক একবার ওই দিকে চাহিয়া দেখিতেছে,—ওইখানে আছে শত্রু।

দুই দলের মাঝখানে সবুজ তৃণাস্তীর্ণ উঁচুনিচু ফাঁকা মাঠ—প্রান্তরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের এই ব্যবধান সৈনিক সমাজের প্রত্যেকের মনে বিচিত্র রকমের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। কেবলই মনে হয় যেন এই পথটুকুর ব্যবধানের মধ্যে রহিয়াছে জীবন-মরণের সীমানা। ওই যে সবুজ ঢালু জমিটা যেখানে আবার গিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে ওখানে রহিয়াছে অজ্ঞাত রহস্য। কি রহস্য ওখানে আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা উদ্‌ঘাটনের অদম্য কৌতূহল মানবমনের সহজ জিজ্ঞাসু বৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে। কেবলই মনে হয় জীবন আর মৃত্যুর এই অন্তরালে যে অজানা রহস্যলোক আছে তার রূপ কি—যন্ত্রণা, বেদনা না শান্তি! এক একবার ইচ্ছা করে ছুটিয়া আগাইয়া যাইতে ওই সেতুটা পার হইয়া সামনের দিকে, যে-পথকে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে এরা সেই পথে। আবার পরমুহূর্তে জীবনের মায়া, অজ্ঞাতের প্রতি স্বাভাবিক ভীতি আসিয়া বাধা দেয়। · কিন্তু এ আতঙ্ক ছাড়াইয়া সজীব সৈনিকমন ছুটিয়া চলিয়া যাইতে চায় ওই মহা অজানার সম্মুখে।

হঠাৎ শান্ত মেঘমুক্ত আকাশে এক পুঞ্জ ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া পাহাড়ের উপর হইতে এই দিকে ছুটিয়া আসিল, তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ, তীব্র গর্জ্জনে তীরবেগে কামানের শব্দ রুশীয় সেনাদলের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। অমনি দেখা গেল যে, যাহারা এখানে ওখানে জটলা করিয়া আড্ডা দিতেছিল তাহারা ত্বরিতে নিজেদের জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য ব্যস্ত। কাহারও মুখে কোনো শব্দ নাই, সকলেই অধিনায়কের আদেশের অপেক্ষায় চুপ করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া সারিতে দাড়াইয়া আছে, মাঝে মাঝে শত্রুদের দিকে লক্ষ্য করিতেছে সবাই। মাথার উপর দিয়া বাতাসের বুক চিরিয়া সন্ সন্ করিয়া পরপর দু-তিনটি গোলা তড়িদ্বেগে অনেকটা উঁচু দিয়া বাহির হইয়া গেল। সামনের অশ্বারোহী-দলের সকলেই রেকাবে পা ঝুলাইয়া স্বচ্ছন্দে ঘোড়ার উপর বসিয়া আছে। ঠিক স্বচ্ছন্দে বলা চলে না, ছন্দোবদ্ধ ভাবে বলিলেই ঠিক হয়—সহসা দেখিলে মনে হয় সমস্ত অশ্বারোহীদল একটি একক প্রাণী। তবে ওর মধ্যে আড় চোখে চাহিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সহচরের মুখের অবস্থাটা সকলেই লক্ষ্য করিতেছে বৈ কি। সকলেরই চেহারায় একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা পরিব্যক্ত।

ওপাশে কে একজন গোলার আওয়াজ পাইয়া ভয়ে মাথা নিচু করিতেছে দেখিয়া দেনিসভ্ হাঁকিল, "কে কে, মাথা নোয়াচ্ছে, উঁহু, মিরোনভ্ ওরকম করা চল্‌বে না, মাথা উঁচু রাখো।"

দেনিসভ্ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, সে ঘোড়ায় চড়িয়া সারিগুলির সামনে দিয়া এধার ওধার করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার চেহারায় কিন্তু বিশেষ চাঞ্চল্য নাই। অন্যান্য দিন সন্ধ্যার পর দুই বোতল মদ শেষ করিবার পর সে যেমন সহজ এবং প্রফুল্ল থাকে আজও ঠিক তেমনই আছে।

নিকোলাস্ রোস্তভ্ হাসিমুখে মাথা উঁচু করিয়া ঘোড়ার উপর বসিয়া আছে, এ হাসি তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, নিতান্তই লোক দেখানো।

দেনিসভ্ চট্ করিয়া একেবারে বাহিনীর বাম প্রান্তে গিয়া হাজির হইল। সেখানে গিয়া সৈনিকদের জলদ্‌গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "সবাই নিজেদের বন্দুক বেশ বোঝাই ক'রে রাখো।"

ওধার হইতে আর একজন কর্ত্তা-গোছের কর্ম্মচারী আসিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া দেনিসভ্ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, খবর কি ?"

"দেখে নিও, এবারেও আমরা লড়াই না ক'রে পিছু হঠব।"

"যত সব শয়তান নিয়ে আমাদের কাজ—চুলোয় যাক, যা খুশী করুক।"

দেনিসভ্ গজ্ গজ্ করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে জবাব দিল। তারপর নজর পড়িল নিকোলাসের দিকে, তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আরে রোস্তভ্ যে, কেমন, বারুদের গন্ধ ভালো লাগছে ? এবারে সত্যি সত্যি কামানের সামনে দাঁড়াতে হ'ল তোমায়, কি বল—আর কি, এইবার তুমি সত্যিকার যোদ্ধা ব'নে গেলে, একথা মানতে হচ্চে।"

রোস্তভ তাহার কথা শুনিয়া বাস্তবিকই খুশী হইল। কিন্তু দেনিসভ্‌কে কি যে বলিবে সে ভাবিয়া পায় না, শুধু তাহার চোখেমুখে আনন্দের হাসি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

সেতুর উপর একজন জেনারেলকে দেখিয়া দেনিসভ্ তাড়াতাড়ি সেদিকে ধাওয়া করিয়া গিয়া বলিল, "শুনছেন, এবারে আমরা ওদের আক্রমণ করি না

কেন, আমার মনে হয় যে আর দেরী করা ঠিক হবে না—আমি যদি সুযোগ পাই ত ওদের নাস্তানাবুদ ক'রে ছেড়ে দিই।"

"আমাদের আক্রমণ করতে হবে বৈকি!"

কথাটা বলিয়াই জেনারেল সাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। দেনিসভ্ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত যে সেনাপতি মহাশয় যেন তিক্ত কোন ঔষধ অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করিতেছেন, এমনই বিকৃত ভঙ্গীতে কথাগুলি কোনোরকমে বলিয়া ফেলিলেন, তারপব তিনি দেনিসভ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ? সবাই ত চলে গেছে, তোমারও লোকজন নিয়ে চলে যাওয়া উচিত।"

এতক্ষণে অবশ্য সমস্ত পদাতিক বাহিনী এবং অশ্বারোহী বাহিনীরও প্রথম ও দ্বিতীয় দল নিরাপদে শক্রর নাগালের বাহিবে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের একটিও লোকক্ষয় হয় নাই, পোঁটলা-পুঁটলিগুলিও অক্ষত অবস্থায় আছে। শক্রর কামান-গোলার নাগালে যাহারা আছে তাহাদের মধ্যে দেনিসভ্ এবং কার্ল বোগ্‌দানিচ্‌ই সেতুর উপরে দাঁড়াইয়া।

গেরকভ্ আসিয়া বোগ্‌দানিচ্‌কে বলিল, "কাপ্তেন, আপনার উপর সেতুতে আগুন দেবার আদেশ হয়েছে।"

"কে? আমি! আমার ওপর হুকুম হয়েছে? কে বললে?" কাপ্তেন গম্ভীর-ভাবে প্রশ্ন করেন।

"তা আমি জানি না কে! তবে আপনার উপর হুকুম হয়েছে বটে। প্রধান সেনাপতি আমায় এইমাত্র বলেছেন যে, আপনি আপনার ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে গিয়ে সেতুতে আগুন ধরিয়ে দেবেন।"

ঠিক এমনি সময়ে আর একজন দূত আসিয়া ওই একই খবর দিল। এবং তারপরই নেস্‌ভিট্‌স্কি আসিয়া বলিল, "কাপ্তেন! আমি ত আপনাকে আগেই বলেছি যে আপনি সেতুতে আগুন দেবেন, সেইরকম হুকুম হয়েছে।"

সকলের দিকে একবার ভ্রূকুটী করিয়া কাপ্তেন বোগ্‌দানিচ্ বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, আমিই সেতুতে আগুন ধরাবো।"

বোগ্‌দানিচ্‌ তাঁহার ঘোড়ার তলপেটে গোটা দুই গুঁতা মারিলেন। অমনি তাঁহার ঘোড়া দ্রুতগতিতে দৌড় দিল—তাহার সঙ্গে রোস্তভ্‌ও আপনার ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। সে কিছুতেই পিছনে পড়িয়া থাকিবে না, তাহার ভয়, পাছে তাহাকে কেহ কাপুরুষ মনে করে, বিশেষ করিয়া এই কাপ্তেনটি রোস্তভের উপর একটু বিরূপ। কিছুদিন আগে দেনিসভের টাকাচুরির ব্যাপারের পর যে বিচারপর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে বোগ্‌দানিচ্‌ ছিল কর্ত্তা, এবং রোস্তভের উদ্ধত আচরণের জন্য সে যে বিলক্ষণ চটিয়া গিয়াছে তাহা রোস্তভ্‌ ভালো করিয়াই জানে। তাই আজ রোস্তভ্‌ আশা করিতেছে যে, সেই পুরাতন রাগের ঝাল ঝাড়িবার জন্য বোগ্‌দানিচ্‌ রোস্তভ্‌কে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিবে নিশ্চয়। বারবার এই কথা মনে করিয়াই সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে যাহাতে বোগ্‌দানিচ্‌ বুঝিতে পারে যে রোস্তভ্‌ যে-কোন শাস্তির জন্য প্রস্তুত। সে ভয় করে না। তাই একটু বেশিরকম উৎসাহে নিকোলাস্‌ কাপ্তেনের সঙ্গে পাশাপাশি চলিবার চেষ্টা করে। বোগ্‌দানিচ্‌ কিন্তু রোস্তভ্‌কে মোটেই লক্ষ্য করে নাই। তাহার দৃষ্টি সাম্‌নের দিকে,—মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার পার্শ্বচর সৈনিকদের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। সে রোস্তভের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

বোগ্‌দানিচ্‌ আগুন লাগাইবার হুকুম দিল।

রোস্তভ্‌ শুনিল তাহার পাশে যাহারা চলিতেছিল তাহারা সকলেই বলিতেছে, "জল্‌দি, জল্‌দি করো।"

সকলেই খাড়া হইতে নামিয়া পড়িল। এরপর কি হইবে কে জানে? কেহ কেহ ইহারই এক ফাঁকে একটু দাড়াইয়া বুকে হাত দিয়া ঈশ্বরের কাছে শেষ প্রার্থনা জানাইল।

নিকোলাসের এসব বাজে কাজের সময় নাই, সে একভাবে কাপ্তেনের দিকে চাহিয়া আছে। কোনোরকমে সে তাহার ঘোড়ার লাগামটা দিল, ঘোড়া আগ্‌লাইবার জন্য যে দাঁড়াইয়া আছে তাহার হাতে। তারপরই সে তাড়াতাড়ি আগাইয়া চলিল।

কে একজন হাঁকিল পিছন হইতে—"একটা ডুলি।" অর্থাৎ গোলার

আঘাতে একজন জখম হইয়াছে। কথাটা রোস্তভের কানে গেল বটে কিন্তু এ কথার যে কি অর্থ তাহা সে ভাবতে পারিল না, শুধু আগাইয়া যাইবার জন্য সে দৌড়াইতেছে সাম্নের দিকে। কিন্তু সেতুতে উঠিবার মুখেই সে হোঁচট খাইয়া থক্‌থকে কাদার মধ্যে উল্টাইয়া পড়িল। পিছনে যাহারা ছিল তাহারা তাহাকে ছাড়াইয়া গেল।

রোস্তভ্ কোনোরকমে গুঁড়ি মারিয়া উঠিয়া বসিল, তারপর তাহার পোশাকে মুখ হাত মুছিয়া ফেলিয়া বোগ্‌দানিচের দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িল এবং সাম্নের দিকে দৌড় দিল,—তাহাকে আগে যাইতে হইবে।

কাপ্তেন বোগ্‌দানিচ্ দেখিল যে একজন সহকারী সৈনিক বড্ড বেশি আগাইয়া গিয়াছে। সে হাঁকিল—"এই, ওহে, কে অত এগিয়ে যাচ্ছে! সেতুর মাঝখানে কেন গিয়েছ—ফিরে এস।"

বোগ্‌দানিচ্ যাহাকে ডাকিল সে রোস্তভ্। সে রোস্তভ্‌কে মোটেই চিনিতে পারে নাই।

নেস্‌ভিট্‌স্কি, গের্‌কভ্ প্রভৃতি কয়েকজনে মিলিয়া দূরে নিরাপদ জায়গায় দাঁড়াইয়া নিজেদের সেনাদলের দিকে চাহিয়া স-মনোযোগে লক্ষ্য করিতেছিল এবং বিজ্ঞভাবে নিজের খুশীমত মত প্রকাশ করিতেছে।

নেস্‌ভিট্‌স্কি বলিল, "আমাদের ঘোড়সওয়ারেরা এবারে সেতুর ওপর পৌঁছে গেল আর কি!"

"এরা কিন্তু ওদের কামানের নাগালের মধ্যে গিয়ে পড়েছে।"

একজন কর্ম্মচারী বলিল, "অতগুলো লোক সঙ্গে নেবার কি দরকার ছিল?"

নেস্‌ভিট্‌স্কি মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল, "তা ঠিক্। বেছে বেছে দু-জন ওস্তাদ লোক সঙ্গে নিলেই কাজ চল্‌ত।"

গের্‌কভ্ গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়া বলিল, "তোমরা মশাই সহজে সেকথা বল্‌তে পারো—কিন্তু তাই কি হ'তে পারে? মাত্র দু'জন লোক—এ্যাঁ! তাহ'লে ধরো, বাকী সকলের যুদ্ধের পর মেডেল, ক্রশ, রিবন ইত্যাদি বিবিধ রকমের সম্মান-সূচক চিহ্ন এসব পাওয়ার উপায় কি হ'ত? সবাই মিলে গেল ওখানে, তারপর যখন প্রচার হবে যে এত 'সংখ্যক' বাহিনী বীরত্বের চরম

পরিচয় দিয়েছে—রাজ-দরবারে খবর হবে, সকলে বাহবা দেবে, আর তারপর পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে পাইকিরী দরে। সর্দ্দার মশাই ভালো ক'রেই এসব খবর জানেন।"

ওদিকে শত্রুপক্ষের কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আকাশ কালো করিয়া ধূম উদ্গিবণ করিয়া বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল। একজন মাটিতে পড়িয়া গেল।

নেস্ভিট্স্কি লোকটিকে পড়িতে দেখিয়া যেন অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ফুটস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, কোনোরকমে সঙ্গীকে ধরিয়া সাম্লাইয়া লইয়া চোখ বুজিয়া দাঁড়াইল।

"দেখ, একজন পড়ল।"

"আমার মনে হচ্ছে দু'জন।"

নেস্ভিট্স্কি তাহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমি যদি সম্রাট হতাম তবে কোনোদিন যুদ্ধ করতাম না।"

ফরাসী কামানের জবাবে এপক্ষও কামান দাগিতে শুরু করিয়া দিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষই তৎপরভাবে গোলা ছুঁড়িতে থাকে; দেখিতে দেখিতে চারিদিকেব আকাশ ধোঁয়ার মেঘে অন্ধকার হইয়া উঠিল।

খানিকটা পরে দেখা গেল যে রুশপক্ষের গোলন্দাজেরা সেতুর কাঠে সত্য-সত্যই আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, সেতু জ্বলিতেছে দাউ দাউ করিয়া। ওপক্ষ হইতে রুশ-বাহিনীর কার্য্যে বাধা দিবার আর কোন প্রচেষ্টা নাই। ফরাসীদের কামানগুলি বারুদ-ভর্ত্তি অবস্থায় পরিয়া আছে কিন্তু কামান চালাইবার লোক নাই একটিও।

আগুন লাগাইয়া দিয়া রুশদল যখন তাহাদের ঘোড়ার কাছে আসিয়া হাজির হইয়াছে তখন ফবাসীরা আবার তিনবার যে কামান দাগিল, তার দুইটা গেল মাথার উপর দিয়া বাহির হইযা কিন্তু তৃতীয়টি একেবারে একদল সৈন্যের মাঝখানে গিয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে তিনজন পড়িয়া গেল।

রোস্তভের এসব দিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না, সে ভাবিতেছিল কাপ্তেন বোগ্দানিচ্-এর কথা। ভাবিতে ভাবিতে একসময়ে সেতুর মাঝপথে দাঁড়াইয়া

পড়িয়াছে, কি যে করিতে হইবে সেকথা তাহার মনে নাই। কাহাকে সে মারিবে? কেহ ত নাই! রোস্তভের বরাবর ধারণা ছিল যে, সেতুর উপর ভারি রকমের একটা হাতাহাতি লড়াই হইবে, মারামারি কাটাকাটি চলিবে। সেইরকম ভাবেই সে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া আগাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এ কী—সেতুর উপর কেহই নাই। সে যখন দাঁড়াইয়া এইসব কথা ভাবিতেছে তখন তাহারই পাশে একজন সৈনিক গোলার আঘাতে ভূতলশায়ী হইল, রোস্তভ্ তাড়াতাড়ি তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেল। লোক ডাকা হইল, ডুলি আসিল। আহত লোকটিকে ডুলির উপর যখন তোলা হইল, তখন সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে আর্ত্তস্বরে বলিতেছে—"ওঃ, না, না, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও! ছে-ড়ে দা-ও আমায়!'

তারপর তাহার আর্ত্তস্বর মিলাইয়া গেল।

রোস্তভ্ ফিরিল। সে ওই দূরের দিগন্ত পানে চাহিয়া কী যেন অনুসন্ধান করিতেছে। একবার নদীর দিকে তাকাইল। পরক্ষণে আকাশের নীলিমার স্বচ্ছ নির্মেঘরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। কি সুন্দর ঘন নীল ওই আকাশ, এখনও ত অস্তরবির শেষ কিরণের কনক আভা আকাশের বুকে ভাস্বর হইয়া আছে, নিচে ওই ত দানিউব বহিয়া চলিয়াছে নৃত্যচঞ্চলা কলস্বনা, তার সফেন তরঙ্গ ভঙ্গে সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য রহিয়াছে অব্যাহত। আর ওই দূরের পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া আছে আবছা গাছপালার নীল আভাসরহস্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া—ওইত সেই উপাসনা মন্দিরের চূড়াটা, আর তারও ওপারে পাইনের ঘন বন। সমস্ত দৃশ্যটার উপরে যেন হাল্‌কা স্বচ্ছ কোমল একটা আবরণ বিছানো রহিয়াছে।...ওখানে আর এখানে যে ব্যবধান এ বুঝি তারই আস্তরণ।...ওখানে শান্তি।...শান্তি আর আনন্দ রহিয়াছে ওখানে, ওই পিছনে ফেলিয়া আসা দিনগুলিতে। রোস্তভের মনে হয়, 'যদি আমি ওখানে গিয়ে বাস করতে পারতাম...। আমি আর কিছু চাই না,—শান্তি। এখানকার এই কামানের গর্জ্জন, আহতের আর্ত্তনাদ, বিভীষিকা, এ আর ভাল লাগে না, সবাই ঠেলাঠেলি ক'রে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করছে প্রাণ নিয়ে, আমিও আর সবারই মত চলেছি। মৃত্যু আমার সামনে, আমার পাশে—হয়ত আমিও

এক মুহূর্ত্ত পরে একটা কামানের গোলায় জখম হ'তে পারি, মরতে পারি। যদি মরে যাই তবে এই আকাশ, বাতাস, আলো, জল সবই আমার চোখের সাম্‌নে থেকে যাবে মুছে। ..

একটা মেঘ আসিয়া সূর্য্যের আলোকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নিকোলাসের পাশ দিয়া একদল লোক একটা ডুলিতে করিয়া মৃতদেহ বহিয়া লইয়া গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন নিকোলাসের বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া আসে। সে পরমেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিল, "আমায় বাঁচিয়ে রাখো, আমায় মার্জ্জনা করো, দয়া ক'রে আমায় রক্ষা করো।"

অশ্বারোহীরা আবার ঘোড়ায় চড়িল। ডুলি করিয়া যাহারা মৃতদেহ লইয়া যাইতেছিল তাহারা চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকের গোলমাল যেন অনেকটা শান্ত হইয়া আসিল আস্তে আস্তে।

দেনিসভ্‌ নিকোলাস্‌কে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল— "বারুদের ধোঁয়া কেমন লাগ্‌ল হে রোস্তভ্‌? আজ কিন্তু আমাদের খুব হয়রানি হ'ল। ধরো তোমার গিয়ে আক্রমণ করা এক জিনিস, আর অন্যের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হ'য়ে আত্মরক্ষা করা আর এক জিনিস—আত্মরক্ষা পর্ব্বটা আমার মনে হয় আক্রমণ করার চেয়ে অনেক শক্ত।"

নিকোলাস্‌ সবই শুনিল কিন্তু কোন জবাব দেওয়ার কথা তাহার মনেই হইল না। কেবলই বারবার তাহার মনের মধ্যে একটা চিন্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া পীড়া দিতেছে—'যাক্‌ সব শেষ হ'য়ে গেল—আর সেই সঙ্গে এ-ও প্রমাণিত হ'ল যে আমি ভীরু কাপুরুষের হদ্দ!'

দেনিসভ্‌ ওপাশে চলিয়া গেল নেস্‌ভিট্‌স্কিদের সঙ্গে আড্ডা দিবার জন্য।

নিকোলাস ঘোড়ায় উঠিয়া চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল—বোধ হয় তাহার এই দুর্ব্বলতা কেহ লক্ষ্য করে নাই। শুধু তরুণ নবাগত সৈনিক রোস্তভেরই একথা মনে হয় নাই, প্রত্যেকটি লোকেরই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া এই কথা মনে হয়। এ সকলের মনের কথা।

গেরুকভ্‌ ওধারে আসর জমাইয়া তুলিয়াছে।

সে বলিল, "আমি ভগবানের দোহাই দিয়ে বল্‌তে পারি—রাজদরবারে আজকের এই কাহিনী বেশ জম্‌কালো হ'য়ে পৌঁছবে—চাই কি আমায় ওরা শেষে একটা লেফ্‌টেনাণ্ট গোছের পদবীও দিয়ে ফেল্‌তে পারে।"

বোগ্‌দানিচ্‌ সগর্ব্বে বলিল, "তাহ'লে মশাই এ দীনের নিবেদন হচ্ছে এই যে, আমিই আজকে সেতুতে আগুন ধরিয়েছি—এই কথাটা স্মরণ রাখতে আজ্ঞা হয়!"

"আচ্ছা কর্ত্তৃপক্ষ ক্ষতির পরিমাণ জানতে চাইলে?"

"বল্‌বে সামান্য,—উল্লেখযোগ্য নয়। দু-জন ঘোড়সওয়ার জখম, আর একজন ফৌত্‌ হয়েছে।"

বলিয়া বোগ্‌দানিচ্‌ আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিল।

এমনি করিয়া পশ্চাদপসরণ করিয়া কুতুজভ্‌ নাপোলেঅঁর সঙ্গে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। একদিকে নাপোলেঅঁর মত সেনাপতি এবং ১০০,০০০ ফরাসী সৈন্য আর তাদের বিজয়গর্ব্ব-স্ফীত উৎসাহ। আর একদিকে কুতুজভের অধীনে মাত্র ৩৫০০০ সৈন্য—তাহাদের না ভালো করিয়া খাদ্য-দ্রব্য জুটিতেছে, পরিধানের পোশাক জীর্ণ চীরবাসের মতই মলিন এবং দীন, কোথাও তাহাদের উৎসাহিত করিবার কেহই নাই, দেশময় চারিদিকে তাহাদের প্রতি সকলের বিদ্বেষভাব। তাছাড়া মিত্রশক্তি বলিয়া যাহারা এতদিন মুখে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছে তাহাদের উপরেও কার্য্যগতিকে রুশিয়া আস্থা হারাইতে বাধ্য হইয়াছে। এবং সর্ব্বোপরি সামরিক অবস্থার ফলে যেসব নব-নব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে রুশবাহিনী পিছু হঠিতে বাধ্য হইতেছে। তাহাদের পশ্চাদপসরণের গতি খুব ত্বরিত। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে একটু থামিয়া যুদ্ধের ভাণ করিতেছে তাহারা—এই সব ছোটখাট যুদ্ধও তাহারা নিজেদের নিরাপত্তাকে অব্যাহত রাখিবার জন্যই করিতেছে।

দানিউব নদীর তীরে তীরে রুশদল যে যুদ্ধ করিল তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল তল্‌পী-তল্‌পা নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার জন্য যে সময়টুকু প্রয়োজন শুধু সেই সময়টুকু ফরাসীদের ঠেকাইয়া দূরে রাখা।

জেনারেল ম্যাক্ উল্‌ম-এ পরাজিত হইবার পর অষ্ট্রিয়ার সেনাদল কুতুজভের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল কিন্তু তারপরই আবার ম্যাক্ তাহার অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। তার ফলে কুতুজভের সেনাদল ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে। অষ্ট্রিয়ার সমর-পরিষদের পূর্ব্বপরিকল্পনানুযায়ী বৈজ্ঞানিক উপায়ে এখন আর ভিয়েনা রক্ষা করা এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া সম্ভব নয়।

কুতুজভ্ একথা ভালো করিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং তার সংকল্প ছিল যে তিনি কিছুতেই ম্যাকের মত বেকুবী করিয়া বল ক্ষয় করিবেন না।

মাসের শেষে কুতুজভ্ দানিউবের বাম তীর ছাড়াইয়া এই সর্ব্বপ্রথম আস্তানা লইলেন—এর আগে বরাবর একমাস ধরিয়া পলায়ন পর্ব্ব চলিয়াছে দুই দলের।

মাঝখানে এই স্রোতস্বতীর ব্যবধানেই তিনি একটু বিশ্রাম লইবার ভরসা পাইলেন। এখানেও অবশ্য একটা খণ্ডযুদ্ধ হইল—ফরাসী পক্ষের মার্ত্তিয়ারকে এই যুদ্ধে কুতুজভ্ পরাজিত করিলেন!

মার্ত্তিয়ার ফরাসীদের মূল-বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সামান্য কিছু সৈন্য লইয়া নদীর এই পারেই ছিল বলিয়া রুশদল তাহাকে এত সহজে পরাজিত করিতে পারিয়াছে। যুদ্ধ জয় করিয়া রুশ দল ফরাসী পক্ষের দুইজন জেনারেলকে বন্দী করিল, দুইটি কামান অধিকার করিল এবং একটি জাতীয় পতাকা পাইল—এই হইল মোট লাভ তাহাদের। কিন্তু জয়ের আনন্দই জয়ের লাভ—সে বিজয় যত সামান্যই হউক না কেন। দীর্ঘদিন পলায়নের পর আজ যে জীবনীশক্তি রুশদলের অর্দ্ধভুক্ত দীন সৈনিকগণ পাইল তাহা বড় সামান্য নহে।

তিল তিল করিয়া রুশবাহিনী ক্ষয় হইয়াছে—আজ তাহাদের দলের তিনভাগের একভাগ লোক কোথায় হারাইয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা জানা নাই। যুদ্ধে যাহারা মরিয়াছে তাহারা ভালোই গিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু পথের মাঝখানে যেসব হাসপাতাল ছিল সেখান হইতে লোক পলাইয়া গিয়াছে যুদ্ধের আতঙ্কে, ফলে হাসপাতালগুলি সব জনমানবশূন্য, সেখানে সেবা করিবার কেহ নাই, মুখে জল দিয়া উপকার করে এমন একটা লোকের অভাবে পথেঘাটে কত যে আহত সৈনিককে নির্ম্মম ভাবে শত্রুর হাতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া

আসিতে হইয়াছে—সে ক্ষোভ মিটিবার নহে। এই পথশ্রান্ত অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ মুখগুলি আজ যে গৌরবোজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত তাহার মূল্য সামান্য কে বলিবে! মার্ত্তিয়ারের পরাজয় রুশ দলের উৎসাহ ও উদ্যমকে নূতন জীবন দান করিল।

রুশবাহিনীর এতটুকু জয়ের যে বিস্তৃত এবং সমুজ্জ্বল কাহিনী প্রচারিত হইল তার মূলে সত্যের সত্ত্বা সামান্যই ছিল। অবশ্য তাই বলিয়া প্রচারকারীদের সেদিকে কোন দৃষ্টিই ছিল না। এতদিন পরে এমন একটা অভাবনীয় এবং একান্ত অভিপ্রেত সংবাদ পাইয়া দেশময় সাড়া পড়িয়া গেল।

এণ্ড্রু বল্‌কন্‌স্কি এই সময়ে একজন অস্ট্রিয়ার সেনাপতির পাশাপাশি থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। মার্ত্তিয়ারের সঙ্গে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে অস্ট্রিয়ান সেনাপতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে গোলার ঘায়ে মরিলেন এবং এণ্ড্রু ঘোড়া-সমেত ভূতলশায়ী হইল, তার গোলার ছোট একটা টুক্‌রা ছিট্‌কাইয়া আসিয়া তার হাতে লাগিয়া খানিকটা ছড়িয়াও গিয়াছিল।

প্রধান সেনাপতি এণ্ড্রুকে ভালোবাসিতেন তাই তাহাকে সম্মানিত রাজদূত করিয়া পাঠাইলেন রাজদরবারে। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ইতিমধ্যে ভিয়েনা ছাড়িয়া 'ব্রুন'-এ উঠিয়া গিয়াছে।

'ব্রুন্'-এ যাইবার পথে এণ্ড্রুর মন যেন মুক্তি পাইল। সেই অবিশ্রাম জনস্রোত, কামানের গর্জ্জন, ধূমাচ্ছন্ন আকাশ—এসব যেন বহুদূরের স্বপ্নে দেখা ব্যাপার বলিয়া তার মনে হইতেছে এখন। রাত্রির জনহীন স্তব্ধ মৌন পথের সুপ্তি যেন তার গাড়ীর শব্দে মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, এমনই নিবিড় সে নীরবতা।

রাত্রে এণ্ড্রু ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেবল রণক্ষেত্রের ঘটনাগুলি স্বপ্নে দেখিতে লাগিল। তাহার চোখের সাম্‌নে যেন সমস্ত মাটির রঙ্ লাল হইয়া গিয়াছে। নদীর ওপারে ওই পাহাড়ের উপর হইতে যেন মৃত্যু গর্জ্জন করিতেছে। ব্যস্, পরক্ষণে সন্ সন্ শব্দ, বাতাসের সে কী ভীষণ আর্ত্তনাদ—একটা গোলা ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িল—যেখানে পড়িল সেখানকার খানিকটা মাটি

ফাটিয়া হাঁ হইয়া গেল, আর চারিদিকে দলা-দলা মাংসপিণ্ডের মত ছিটকাইয়া পড়িল। এণ্ড্রূর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে মাথা তুলিয়া দেখিল,—শান্ত প্রকৃতির নিরালা পথ, এখানে সে হিংস্র ভয়াল মৃত্যুতাণ্ডব নাই। এখন রাত অনেক হইয়াছে।

৭

রাজসভা হইতে দেখাশুনা করিয়া কাজ সারিয়া বন্ধুর বাড়ীতে ফিরিতে এণ্ড্রূর একটু দেরিই হইয়া গেল! ক্রমে আসিয়া সে উঠিয়াছে তার বন্ধু বিলিবাইনের বাড়ীতে। বিলিবাইন তার বিশেষ বন্ধু তাই এণ্ড্রূ রাজার আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া বন্ধুর কাছেই এ কয়দিন থাকিবে স্থির করিয়াছে। দরবার হইতে বাহির হইবার পথে রাণীর মহল হইতে আহ্বান আসিল, রাণী নিজে একবার রণস্থল হইতে সদ্য সমাগত অতিথির সঙ্গে দেখা করিবেন। তারপর আরও সব গণ্যমান্য অষ্ট্রিয়ান ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ রক্ষা ত আছে। এইসব সারিয়া এণ্ড্রূ ক্লান্ত বিরক্ত এবং বিশ্রামের জন্য উন্মুখ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিল বিলিবাইনের চাকরেরা সব মোট ঘাট বাঁধিতে ব্যস্ত। "কি ব্যাপার?"—এণ্ড্রূ বিস্মিতভাবে এদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া বন্ধুর কাছে গেল—"কি হ'ল হে!"

বিলিবাইন বলিল, "কিছুই না, এখান থেকে যেতে হবে। খবর এসেছে ফরাসীরা ভিয়েনা দখল করেছে কালকে। কেন, তুমি এ খবর পাওনি? সে যাই হোক্, আমাদের আজই যাত্রা করতে হবে। বলা যায় না, হয়ত কালই এখানে ফরাসী পতাকা উড়বে।"

এণ্ড্রূ বিলিবাইনের সমস্ত কথা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া গেল। রাশিয়ার যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে সেই বিপদের সময়ে একমাত্র এণ্ড্রূর হাতেই রহিয়াছে পরিত্রাণের উপায়। তাহার মনে হইতেছে যে, সে যদি নিজের হাতে এই বাহিনী পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারে তবে একটা উপায় হইবেই হইবে। এই কথা মনে করিয়া সে যেন বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। সে ফিরিয়া গিয়া 'সমর পরিষদে' নিজের সুচিন্তিত যুদ্ধ পরিচালনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা

করিয়া সকলকে বুঝাইবে যে, মুক্তির পথ এ নহে, যুদ্ধের রীতি অন্য।...এইসব ছাড়া আরো অনেক নূতন নূতন কথা আজ এণ্ড্রুর মনে হইতেছে। সে বুঝিল যেমন করিয়া হোক তাহাকে বাহিনীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে অবিলম্বে।

সে বলিল, "আমি চল্লাম।"

"কোথায় যাবে?"

"কেন, সেনাদলে।"

"কিন্তু তোমার আরো দু'দিন এখানে থাকবার কথা আছে যে।"

"না, না—অসম্ভব। আমাকে এখনই যাত্রা করতে হবে।"

এণ্ড্রু তাহার জিনিসপত্র বাঁধবার জন্য চাকরকে তাড়া লাগাইল!

তাহার বন্ধু বারবার বুঝাইতে চেষ্টা করিল এখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া কোন লাভ নাই। বিলিবাইন তাহার বন্ধুকে ভালো করিয়াই জানে, সে যে কেন ফিরিয়া যাইতেছে তাহাও ভালো করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে!

"আচ্ছা, তুমি কেন এ সময়ে যাচ্ছ? তোমার মনে হচ্ছে যে যেহেতু রুশবাহিনী বিপন্ন সেহেতু তোমার যাওয়া দরকার। আমি স্বীকার করি যে এটা তোমার কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক বীরেরই একথা মনে হয়। কিন্তু বন্ধু আর একটা কথা—তুমি দার্শনিক কাজেই তোমার যথেষ্ট দূরদৃষ্টি আছে—ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখলে দেখবে যে তোমার এখন দূরে থাকাই উচিত। যারা কোনো কাজের নয় তারা এই জন-সমুদ্রের সঙ্গে মিশে মরুক। কিন্তু তোমার মত একজন কর্ম্মীর এমনভাবে ভিড়ের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে জীবন হারানো ঠিক নয়—বিশেষ ক'রে যখন তোমাকে সেখানে যাবার হুকুম করে নি। যখন ইচ্ছে করলেই বাঁচতে পারো তখন কেন যাবে? গাড়ী তৈরী, আমরা সবাই যেখানে যাবো তুমিও সেখানে যাবে, এই হচ্ছে কথা।"

"না, না ভাই, তা হয় না।"

"আচ্ছা, এটা তুমি ভেবে দেখছো না কেন যে, তুমি সেনাদলে যোগ দেবার আগেই সন্ধি হয়ে যাবে, আর তা যদি না হয় তবে কুতুজেভের বাহিনী যে পরাজয়ের অগৌরব বহন করবে তার ভাগ তোমায় নিতেই হবে। তার চেয়ে যেয়ো না বন্ধু!"

"না, আমি এখন অত কথা ভেবে দেখতে পারব না। আমার বিচার করবার শক্তি নেই—শুধু এই কথা আমার মনে হচ্ছে যে, আমায় যেতেই হবে।"

তাহার অন্তরের প্রতি রন্ধ্রে যেন ধ্বনিত হইতেছে—আমায় যেতেই হবে, সেনাদলকে আমি রক্ষা করব।

বিলিবাইন বিদ্রূপ মিশানো উচ্চকণ্ঠে বলিল, "বন্ধু, তুমি বীর!"

সেই রাত্রেই এণ্ড্রু অষ্ট্রিয়ার সমর-মন্ত্রীর কাছে বিদায় লইয়া যাত্রা করিল। কিন্তু পথে নামিয়া তাহার মনে হইল, কোথায় সে যাইবে? কোথায় গেলে, কোন্ পথ দিয়া গেলে সে রুশ বাহিনীর সঙ্গে মিলিতে পারিবে? পথে ফরাসীদের হাতে বন্দী হইবার সম্ভাবনা যোলআনাই আছে—সেও জানে না ফরাসীরা কোন্ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে আর রুশদেরই বা কোন্ রাস্তা।··· তবু এণ্ড্রু সাহসে ভর করিয়া বিধাতার হাতে ভাগ্যের ভার সমর্পন করিয়া আপনার গতিপথে অগ্রসর হইয়া চলিল।

পথ চলিতে চলিতে আশাতীতরূপে এণ্ড্রু তাহার বাহিনীর দেখা পাইল এক সময়ে। এ যেন ভাগ্যের নির্দ্দেশ। এত সহজে অনায়াসে এণ্ড্রু সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে একথা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

রুশবাহিনী দ্রুতগতিতে পলায়নপর—তাহাদের মধ্যে কোন আইন-কানুনের বালাই নাই। বিশৃঙ্খলভাবে গাড়ীগুলি সমস্ত রাস্তাটা জুড়িয়া চলিতে চলিতে আকাশে বাতাসে যে অনবদ্য আর্ত্তধ্বনি তুলিয়াছে তাহা যেন এই দীর্ঘদিনের পরিশ্রম-শ্রান্ত, পরাভূত, ভীত সৈনিকদেরই মর্ম্ম ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। এণ্ড্রু ইহাদের অতিক্রম করিয়া প্রধান সেনাপতির খোঁজে আগাইয়া চলিল। পথে নানারকম উড়োখবর তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে,—দুর্ঘটনা, বিপর্য্যয়, পরাজয়, পরাধীনতা!···ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল নাপোলেঁর কথা। এই অভিযানের আরম্ভে নাপোলেঁ প্রচার করিয়াছেন যে উল্‌ম্‌-এ সেনাপতি ম্যাকের যে পরাজয় ঘটিয়াছে রুশবাহিনীও শেষকালে সেইরকমভাবে তৃণখণ্ডের মত দলিত হইবে।···ঘোড়ার উপর বসিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া এণ্ড্রু গর্জ্জিয়া উঠিল, "এর প্রত্যুত্তর দেবো। এ কথার প্রতিশোধ

দিতেই হবে—যদি আর কোনো উপায় না থাকে তবে প্রাণ দেবো—লড়াই ক'রে বীরের মৃত্যুকে বরণ করব।"

তারপর তাহার ইচ্ছা হইল তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া পড়িতে হইবে এখনই একেবারে সাম্‌নে, যেখান হইতে ফরাসীদের দেখিতে পাওয়া যায়। একবার চোখ মেলিয়া সে দেখিল তাহার সামনে গাড়ী, ঘোড়া, কামান, সৈন্য সবগুলির একটা বিশৃঙ্খল সমাবেশ—এরা সকলেই আগাইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত, একজন আর একজনকে ঠেলিয়া নিজের পথ করিয়া লইতে চায়। চাকর-বাকর, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, সাধারণ সৈনিক, শকটচালক—সকলে মিলিয়া একসঙ্গে চীৎকারে কোলাহলে গালিগালাজে আকাশ-বাতাসকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে এবং পিছনে এণ্ড্রুর দৃষ্টি যতদূর যায় শুধু এই এক দৃশ্য। পথের দু'পাশে ঘোড়াগুলি মরিয়া পড়িয়া আছে, আর আছে ভাঙা গাড়ীগুলি উল্টাইয়া, মাঝে মাঝে দু'-একজন কর্ম্মচারীকে দেখা যাইতেছে—তাঁহারা কেবল খবরদারী করিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহারা পরিচালনভারপ্রাপ্ত—কিন্তু বৃথাই তাহাদের ছোটাছুটি করিয়া চোখমুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের গম্ভীর অম্বুদকণ্ঠের আদেশ এই বিপুল জনসমুদ্রের উত্তালসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে তুচ্ছ বুদ্বুদের মতই হারাইয়া যাইতেছে।—কোথাও কোনো শৃঙ্খলার বালাই নাই।··এণ্ড্রুর বুক ভেদিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হয়···এই আমাদের আচারনিষ্ঠ সেনাবাহিনী! এই পলায়নপর মৃত্যুভয়ভীত প্রাণীগুলিকে দেখিয়া যেন তাহার কোন্ সযত্নলালিত গভীর আশা মাটিতে মিশাইয়া গেল।···ওদিকে কতকগুলি সৈনিক হাঁটু-ভর কাদার মধ্যে ঠেলাঠেলি করিতেছে আগাইয়া যাইবার জন্য।

এই রকম ভাবে অনেকক্ষণ পথ চলিবার পর এণ্ড্রুর সঙ্গে দেখা হইল নেস্‌ভিট্‌স্কির। তাহাকে প্রথমে এণ্ড্রু দেখিতে পায় নাই। ভিড়ের মধ্য হইতে নেস্‌ভিট্স্কি হাঁকিল, "প্রিন্স, এদিকে এসো তাড়াতাড়ি। আরে গেল যা, তোমায় ডাক্‌ছি, শুন্‌তে পাচ্ছ না—এই প্রিন্স এণ্ড্রু, হাঁ হে প্রিন্স, খবর কি বল্‌তে পারো? শুনছি নাকি কতকগুলো সর্ত্তে সন্ধির প্রস্তাব হচ্ছে? আরও কি কি শোনা যাচ্ছে ওই রকম নাকি?"

এণ্ড্রু বুঝিল এ কাহার কণ্ঠস্বর। সে জবাব দিল, "আরে সেকথা ত তুমিই আমাকে বল্‌বে। আমি যে কি কষ্টে এখানে এসে পৌছলাম!"

"আর ব'ল না ভাই, এখন যা সব সাংঘাতিক কাণ্ড শুরু হ'য়েছে তাতে রীতিমত ভয় পাবারই কথা। তখন ত আমরা ম্যাকের দুরাবস্থা দেখে খুব লাফিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমাদেরই বোধ হয় শেষে ওই দশা হবে, কিম্বা তার চেয়েও শোচনীয়। যাক্ গে, কিছু খেয়ে নাও এইবেলা। তোমার মাল-পত্তর খোঁজবার চেষ্টা ক'র না, তোমার চাকর পিটার ব্যাটাও বেপাত্তা।"

"আচ্ছা, বর্ত্তমানে প্রধান সেনাপতির শিবির হ'ল কোথায়?"

"আমাদের রাত্রির আশ্রয় হ'চ্ছে নাইম্ ব'লে একটা জায়গায়।"

"সে যাক্‌গে, এখন আমাদের কর্ত্তা কোথায় জানো?"

"এই সাম্‌নের বাড়ীতেই রয়েছেন।"

এণ্ড্রু আর কোনো কথা না বলিয়া সরাসরি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সে দেখিল, গাড়ীর ঘোড়াগুলি একপাশে দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। তার চারিপাশে কসাক চাকরবাকরেরা বসিয়া উচ্চকণ্ঠে আলাপ করিতেছে। কুতুজভ্ বসিয়া বাগ্রাসিঅঁর সঙ্গে কি একটা বিষয় লইয়া আলোচনায় ব্যস্ত। সাম্‌নের বড লম্বা দালানে কজ্‌লভ্‌স্কি বসিয়া গম্ভীর ক্লান্ত কণ্ঠে কিসের বিবরণ বলিয়া যাইতেছে, সেটি একজন সেক্রেটারী খুব তাড়াতাড়ি লিখিতেছে—একটা কেরোসিন কাঠের 'ঢোপ' হইয়াছে লিখিবার টেবিল্। কজ্‌লভ্‌স্কি একবার মাথা তুলিয়া দেখিল এই নবাগতটিকে কিন্তু তখন তাহার আদর-আপ্যায়নের অবসর নাই। সে বলিল, "আচ্ছা হয়েছে? পরের লাইন লেখো,—কিউ গ্রেনাডিয়ারের দল, অমুক দল—"

সেক্রেটারীটি একটু বিব্রতভাবে বলিল, "আপনার সঙ্গে তাল রেখে কলম চালানো অসম্ভব মশাই।"

ওদিকে দরজার ফাঁক দিয়া ভাসিয়া আসিতেছে প্রধান সেনাপতির ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর। সমস্তটা জড়াইয়া যে পরিবেশ রচিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া এণ্ড্রুর যেন মনে হইল তাহাদের অধঃপতন হইতে আর বেশি বাকী নাই। ওই আস্তাবলের চাকরবাকরদের বেপরোয়া ভাবে হট্টগোল করা, এদিকে কর্ত্তার

ঘরের আলোচনায় বোধ হইতেছে যেন গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছে, আর তার সামনে এই কেরোসিন কাঠের খোলা বাক্সটার উপরে লিখিবার বন্দোবস্ত—সর্ব্বত্রই যেন একটা বিপর্য্যয়ের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত।

এণ্ড্ হাতের কাছে যে এ-ডি-কং-কে পাইল তাহাকেই প্রশ্নবাণে বিব্রত করিয়া তুলিল। তাহার কথার উত্তরে এ-ডি-কং বলিল, "এবারে প্রিন্স বাগ্রাসিঅঁ সেনাবাহিনী পরিচালনা করবেন।"

"তাহলে যে সন্ধির কথা হচ্ছিল, তার কি?"

"না, না, সে সব হবে না—আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।"

এণ্ড্ প্রধান সেনাপতির ঘরে ঢুকিতে যাইবে এমন সময়ে কুতুজভ উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহার গভীর চিন্তামগ্ন দৃষ্টির সম্মুখে সমস্তটাই যেন কেমন ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে। তিনি এণ্ড্রুকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন বটে কিন্তু কেন কি-জন্য যে এণ্ড্রুকে কোথায় পাঠানো হইয়াছিল সে কথা তাঁহার মনে নাই বলিয়াই বোধ হইল। তিনি এঘরে আসিয়া কজ্‌লভ্‌স্কিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা হয়েছে?"

"আজ্ঞে, এই আর এক মিনিট।"

কুতুজভের পিছনেই বাগ্রাসিঅঁ আসিয়াছিলেন। তার বয়স খুব বেশি নয়, এখনও যৌবন আছে, বেঁটে একহারা গোছের চেহারা, তবে মুখের মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাহা সচরাচর দেখা যায় না—শুধু তাই নয় তাঁহাকে দেখিলেই কোন পদস্থ ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

এণ্ড্ অস্ট্রিয়ার রাজদরবার হইতে যে পুলিন্দা আনিয়াছিল সেটি কুতুজভের হাতে দিয়া বলিল, "এই আপনার—"

"ও এই তোমার ভিয়েনা থেকে? আচ্ছা বেশ, বেশ।"

বলিয়া কুতুজভ্ আগাইয়া গেলেন বাগ্রাসিঅঁর সঙ্গে।

বাহিরে শোনা গেল কুতুজভ্ বলিতেছেন, "আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, আমার আশীর্ব্বাদ রইল তোমার এই মহা অভিযানে—ভগবান যেন তোমায় জয়যুক্ত করেন।" বলিতে বলিতে কুতুজভের কণ্ঠস্বর গাঢ়, অস্ফুট এবং অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তারপর বাগ্রাসিঅঁকে বুকের কাছে টানিয়া

আনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তবে এখন আসি। ভগবান তোমার সহায় হবেন।"

গাড়ীতে উঠিয়া কুতুজভ্ ডাকিলেন এণ্ড্রুকে, "আমার সঙ্গে এসো হে।"

এণ্ড্রু ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি এখানেই থাকি। প্রিন্স বাগ্রাসিওঁর অধীনে থেকে কিছু কাজে লাগতে পারি।"

"ভিতরেই এসো।"

এণ্ড্রুর এই ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া কুতুজভ্ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমারও ভালো কাজের লোক দরকার। আগামী কাল যদি ওর বাহিনীর দশজনের একজনও ভগবানের অসীম দয়ায় ফিরে আসে ত সেই ঢের।"

এণ্ড্রু নিরুপায় হইয়া গাড়ীতে উঠিল। উঠিবার সময় তাহার নজরে পড়িল কুতুজভের কপালে গত তুর্কীযুদ্ধের দুইটি জীবন্ত চিহ্ন এখনও রহিয়াছে—কপালের খানিকটা অংশ গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে বুলেটের ঘায়ে, আর একটা চোখ একেবারে কানা। সহসা তাহার মনে হইল যে, হাঁ এই লোকটিই কেবল স্থির মস্তিষ্কে অবিচলিত চিত্তে এতগুলি লোকের মৃত্যুর কথা এত সহজে ভাবিতে পারে।

তারপর সে কুতুজভের কথার জের টানিয়া বলিল, "সেইজন্যেই ত কর্ত্তা আমি বলছিলাম আপনাকে যে আমি এর সঙ্গে থাকি।"

প্রধান সেনাপতি কথার কোনো জবাব দিলেন না। তিনি এরই মধ্যে গভীর চিন্তায় তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যা তিনি বলিয়াছিলেন ভুলিয়া গিয়াছেন একেবারে।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ এক সময়ে কুতুজভ্ চিন্তারাজ্য ছাড়িয়া সহজ কণ্ঠে কথা বলিতে শুরু করিলেন। তিনি অস্ট্রিয়ার সব খবরাখবর খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া আদায় করিলেন। এমন কি দু-চার জন মহিলার কথাও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। এণ্ড্রু অবাক হইয়া গেল, কেমন করিয়া এই লোকটি সেই কিছুক্ষণ আগেকার দায়িত্বভার সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া এত সহজে এই পৃথিবীর সামান্য তুচ্ছতম কথা লইয়া সময় কাটাইতে পারেন!

নভেম্বর মাসের প্রথম দিনেই কুতুজভ্ গুপ্তচরদের মুখের খবরাখবর হইতে বুঝিতে পারিলেন যে এবারে ফরাসীরা রুশবাহিনীর গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য নূতন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবে। গুপ্তচরেরা জানাইল যে, যে পথ দিয়া রাশিয়া হইতে রসদ, সৈন্য প্রভৃতি আসিতেছে ফরাসীরা দ্রুতগতিতে সেই দিকে চলিয়াছে। সত্যসত্যই যদি এই পথটি নাপোলেঁ আটকাইয়া ফেলে তবে দেড় লক্ষ ফরাসী সৈন্যের সামনে মাত্র চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া কুতুজভ্ যে পরাজিত হইবেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই—এবং সে পরাজয়ে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। ম্যাকের অভিনীত নাটকেরই পুনরাভিনয় হইবে আর কি। আর সত্যই কুতুজভ্ যদি রাশিয়ার সঙ্গে সংযোগ রাখিবার জন্য তাড়াতাড়ি ওলমুৎস-এ যাইবার চেষ্টা করেন তবে হয়ত মাঝপথেই ফরাসীদের সঙ্গে দেখা হইবে। রাস্তার মাঝখানে মোটঘাট লইয়া নিজের চেয়ে প্রায় চারগুণ শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে লড়াই করিবার কল্পনা করাও হাস্যকর। দু-পাশ হইতে ফরাসীরা যখন সাঁড়াশীর মত চাপিয়া ধরিবে তখন উপায় কি হইবে? অনেক ভাবিয়া কুতুজভ্ স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হোক্ না কেন, তাঁহাকে রুশিয়ার সঙ্গে সংযোগ রাখিতে গেলেই অন্ততঃ কিছু ক্ষতি স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই। তিনি বাগ্রাসিঅঁর অধীনে হাজার চারেক সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন ফরাসীরা যেদিকে অগ্রসর হইয়াছে সেই পথে আর বাকী সৈন্য লইয়া তিনি অন্য পথ দিয়া যাত্রা করিলেন ওলমুৎস-এর দিকে বাগ্রাসিঅঁ গিয়া ফরাসীদের পথ রোধ করিয়া যুদ্ধ করিলে হারিবে তাহাতে ভু নাই, কিন্তু এমনিভাবে ফরাসীদের দেরি করাইয়া দিতে পারিলে এদিকে কুতুজভ্ তাঁহার প্রধান বাহিনী লইয়া সহজেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিবে আশা করা যায়। কোনোরকমে একটা দিন হাতে পাইলেই কুতুজভ্ কা গুছাইয়া ফেলিবেন। এ অবস্থায় চারহাজার লোক প্রাণ দিয়া যদি সমা জাতির সম্মান রক্ষা করিতে পারে ত সে বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

কিন্তু চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মীর খেলায় অনেক অসম্ভব যেমন সম্ভব হয় এখানে তাহাই হইল। ফরাসী সেনাদলের প্রধান দল হইতে বিচ্ছিন্ন এক দলের সা বাগ্রাসিঅঁর বাহিনীর যখন দেখা হইল তখন ফরাসীবাহিনীর পরিচালক এ

চাল চালিলেন। তিনি ধরিয়া লইলেন যে তাঁহার সামনে সমগ্র রুশবাহিনী যুদ্ধের জন্য তৈরী। এক্ষেত্রে যুদ্ধ না করিয়া কোনো ছুতা করিয়া প্রধান বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। তিনি তাড়াতাড়ি শ্বেত-পতাকাবাহী এক দূতকে দিয়া যুদ্ধ-বিরতির জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি জানাইলেন, কতকগুলি সর্তে শান্তিস্থাপনের জন্য আলোচনা চলিতেছে অতএব এ অবস্থায় যুদ্ধ না করিলেই ভালো হয়। জেনারেল নস্‌টিৎস সম্মুখভাগের ঘাঁটি আগলাইতে ছিলেন। তিনি দূতকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া বাগ্রাসিঅঁর কাছে খবর পাঠাইলেন—পাছে দূতটি ভিতরে গেলে রুশবাহিনীর আসল রূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। বাগ্রাসিঅঁ জানাইলেন যে, তিনি এই প্রস্তাব মানিয়া লইতে অথবা এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারেন না, তিনি প্রধান সেনাপতির কাছে একজন এ-ডি-কং পাঠাইলেন—প্রধান সেনাপতির নির্দেশ অনুসারেই তিনি ব্যবস্থা করিবেন।

কুতুজভ্ এ সংবাদ পাইবামাত্র ভিন্টিংসিন্‌গেরোডকে পাঠাইয়া দিলেন একেবারে সরাসরিভাবে প্রস্তাবিত সর্তগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য। অার অন্য দিক দিয়া তিনি তাঁহার প্রধান বাহিনীকে দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হইবার জন্য তাড়া দিলেন। এইভাবে কুতুজভ্ অতি সহজেই তাঁর প্রয়োজনীয় সময় পাইয়া অনেক দিক দিয়া সুবিধা করিয়া লইলেন। এদিকে ফরাসী সেনাপতির কাছে ইহার পর নাপোলেঅঁ-র যে চিঠি আসিল তাহার ভাবার্থ এই—"তোমার আহাম্মকীর জন্য কি বলিয়া তোমায় তিরস্কার করিব তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তুমি আমার একটি বিরাট অভিযানের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছ। এখনই তোমার যুদ্ধবিরতির সংকল্প ভাঙিয়া যুদ্ধ শুরু করো। তাহারা বুঝুক যে, যে জেনারেল যুদ্ধবিরতির বিজ্ঞপ্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল সে সামান্য একজন সহকারী মাত্র, এই রকম গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কোনই অধিকার নাই তার। একমাত্র রাশিয়ার সম্রাট পারেন এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দিতে, আর কেহ নহে।...এটা আর কিছুই নয় ওদের চালাকী, তুমি সামান্য একজন রুশ কর্মচারীর কাছে ঠকিয়া গিয়া আমাদের এত বড় ক্ষতি করিয়াছ। যাক্ এখনও সময় আছে—তুমি

ওদের আক্রমণ করিলে চাই কি পোঁটলাপুঁটলি সমেত গ্রেপ্তার করিতে পারিবে।"

নাপোলেঁর পত্রবাহক পাগলের মত উন্মত্তগতিতে চিঠি লইয়া ছুটিল। আর নাপোলেঁ নিজে তাঁর সমগ্র বাহিনী লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে এই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন, পাছে হাতের মুঠার মধ্য হইতে শিকার ফস্কাইয়া যায়।

ওদিকে যখন এই রকম তৎপরতা চলিয়াছে ফরাসী সমর মহলে, তখন রুশবাহিনীর লোকেরা আজ বহুদিন পরে বিশ্রাম পাইয়া হাত-পা আগুনে সেঁকিতে ব্যস্ত—এ ক'দিনে গায়ের জামা শুকাইবার পর্য্যন্ত অবসর পায় নাই তাহারা। আগুনের কুণ্ডলী জ্বালাইয়া তাহারা পরম স্বস্তিতে গল্পগুজব করিতেছে নিশ্চিন্ত ভাবে। তাহাদের মধ্যে না আছে উদ্বেগ না আছে উৎকণ্ঠা।

প্রিন্স এণ্ড্রু অতিকষ্টে প্রধান সেনাপতির কাছ হইতে এখানে আসিবার অনুমতি আদায় করিয়া আসিয়া পৌঁছিতেই বাগ্রাসিঁঅ তাহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া নিজের তাঁবুতে লইয়া গেলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "প্রিন্স আপনার সাহায্য পাবো এটা আমার সৌভাগ্য। আমি আপনাকে কোনো বিশেষ কাজের ভার দিতে চাই না, আপনি নিজের ইচ্ছামত কাজ বেছে নিতে পারেন। ইচ্ছা করলে সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে থেকে সেনাবাহিনীর পরিচালনায় সাহায্য করতে পারেন, আর যদি পিছন থেকে দেখাশুনা তদ্‌বির-তদারক করেন ত তাও পারেন।"

বাগ্রাসিঁঅ মনে মনে ভাবিলেন, যদি এই যুবকটি কেবল নাম কিনিবার জন্যই এখানে আসিয়া থাকে তবে পিছনে অক্ষত দেহে থাকিয়াই নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুক, আর বাস্তবিকই যদি কাজের লোক হয় তবে আরো ভালো কথা,—যাই হোক্, একজন কাজের লোক ত পাওয়া গেল!

এণ্ড্রুও তাঁহার কথায় খুশী হইয়া বলিল, "আমি আজই, এখনই কোনো কাজের ভার নিতে চাই না, আমি একবার তার আগে আমাদের অবস্থাটা ভালো ক'রে ঘুরে ফিরে দেখে আসতে চাই।"

অমনি ব্যবস্থা হইয়া গেল। একজন কর্ম্মচারীকে বাগ্রাসিঁঅ এণ্ড্রুর সঙ্গে দিয়া দিলেন। এণ্ড্রু আগাইয়া গেল একেবারে সামনের দিকে। কিন্তু

যাইবার পথে সে যাহা দেখিল তাহাতে কেবলই তাহার বিস্ময় বাড়িল। আজ সকাল হইতে পথে যে সব আতঙ্কের দৃশ্য দেখিয়াছে, যা ভয়াবহ গুজব শুনিয়াছে তাহার কিছুই যে মিলিতেছে না। সারা পথের মধ্যে যে কত বিভীষিকার ছবি সে দেখিয়াছে তার কোনো চিহ্নই নাই এই সীমান্তদেশে। এরা এত সহজ স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বেগ—কাঠ জোগাড় করিয়া আগুন জ্বালাইতেছে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিতেছে, গালগল্পে মশগুল হইয়া উঠিয়াছে, আর ইহাদের সাম্নে রহিয়াছে শত্রুর ভীষণ শক্তি! এণ্ড্রু এদের প্রশান্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে স্বস্তির আনন্দ পাইল। এই ত চাই!

খানিক দূর যাইয়া সে তাহার পথপ্রদর্শককে বলিল—"আর দরকার নেই, এবারে আপনি যান। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

একলা এণ্ড্রু পথ চলিতেছে। একথা সেকথা আপনিই ভাবিতেছে,—কিন্তু সবই যুদ্ধ-সংক্রান্ত। আজকাল সে সর্ব্বদাই এই রকম একটা চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকে।

পথ চলিতে চলিতে সে দেখিল এক জায়গায় একদল সৈন্য গোল হইয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘোড়ার উপর হইতে একটু গলা বাড়াইয়া সে দেখিল যে একটি লোককে নগ্নদেহে মাটিতে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, দু'জনে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে আর কয়েকজনে তাহার গায়ে সপাসপ্ বেত্রাঘাত করিতেছে। একজন কর্ণেল পায়চারি করিতে করিতে কঠিনকণ্ঠে বলিতেছেন—"সৈনিকের পক্ষে চুরি করা অগৌরব, প্রত্যেক সৈনিক হবে সাধু এবং সাহসী বীর, যে তার বন্ধুর জিনিস চুরি করতে পারে তার আত্মসম্মান নেই, সে নীচ, তাকে ঘৃণা করা উচিত—তাকে সাজা দেওয়া উচিত। লাগাও, লাগাও—জোরে, জোরে মারো।"

আবার বেত চলিতে থাকে। আসামীর করুণ আর্ত্তধ্বনি ওঠে, "আর হবে না এমন, এবার ছেড়ে দিন।"

কোনো তরুণ কর্ম্মচারী এই নৃশংস দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইতেই এণ্ড্রুর দিকে তাহার চোখ পড়িল। সে হঠাৎ এণ্ড্রুর মত একজন

সৌম্যদর্শন লোককে দেখিয়া বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে অপলকে চাহিয়া রহিল।

এণ্ড্ যখন শেষ সীমায় পৌঁছিল তখন দেখিল যে ওপারে ফরাসী সেনাদলের যাত্রীরা ঘোরাফেরা করিতেছে। দুই বাহিনীর মাঝখানে দূরত্ব সবস্থানেই ইহার সমান আছে, শুধু এক জায়গাতে এত কাছাকাছি যে একদলের মানুষ অপর দলের লোকের চেহারা স্পষ্ট দেখিতে পায়, এমন কি একটু চেষ্টা করিলে কথাবার্ত্তাও চলে। মাঝে মাঝে দুই দলের লোকই সুযোগ পাইলে এক আধবার অপর পক্ষকে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়ে না।

এণ্ড্ দেখিল দুই দলে কথা চলিতেছিল, সে দাঁড়াইয়া গেল কি কথা হইতেছে শুনিবার জন্য।

"দেখ, দেখ, ব্যাটাকে কি রকম জব্দ করেছে।" বলিয়া একজন আর একজনকে শুনিবার জন্য ডাকিল।

সে বলিল, "কি বল্‌ছে ভাই সিডেরভ্? আমি বুঝতে পারি না—বি বল্‌ছে হে?"

"আরে থামো শুন্‌তে দাও ছাই।" বলিয়া সিডেবভ্ ব্যক্তিটি ধমক দিল, তাহার বিশ্বাস সে নিজে যেমন ফরাসী বুঝিতে পারে তেমনি বলিতেও পারে।

অনেকেই আসিয়া জমিয়াছে রগড় দেখিবার জন্য। সকলে মিলিয়া যাহার কথা শুনিবার অন্য উৎসুক সে আর কেহ নহে, দলোগভ্। দলোগভ্‌কে সবাই উৎসাহিত করিতেছে—বাঃ, বাঃ ভাই, আরো তাড়াতাড়ি জবাব দাও।...... ও কি বল্‌তে চায় হে? দলোগভ্ কাহারো কথায় কান দেয় না, তাহার মন রহিয়াছে ওদিকে, গভীর আলোচনায় সে ব্যস্ত। ওপক্ষের লোকটি বারবার বলিতে চায়—রাশিয়ানরা গো-হারা হেরেছে উল্‌ম্‌স্-এর অবরোধে।

দলোগভ্ ছাড়িবার পাত্র নহে, সে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে, উল্‌ম্‌স্-এ হারিয়াছে অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া নয়, রাশিয়া হারিবার পাত্র নয়।—"একবার যদি হুকুম আসে ওপর থেকে তবে তোমাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবো।"

ওপক্ষের লোকটা জবাব দিল—"দেখো ভাই, পালিয়ে যাবার সময় যেন ভুল ক'রে তোমাদের সুদ্ধ সঙ্গে করে না নিয়ে যাই—একটু হুঁসিয়ার হয়ে থেকো।"

"আমরা তোমাদের এমন তাড়া করব যে দৌড়ে পালাতে পথ পাবে না— মনে আছে সেই সুভোরভের কথা ?"

ওপক্ষের আর একজন লোক বক্তাকে প্রশ্ন করিল, "কি যা তা বকৃছে হে ওরা ?"

বক্তাটি সজোরে জবাব দিল, "সেই প্রাচীন মান্ধাতার আমলের পুরাণের গল্প।" তারপর এদিকে উত্তর দিল, "হাঁ মশাই, দেখে নিও, আমাদের সম্রাট এমন শিক্ষা দেবেন তখন টের পাবে—আর সবাইকে যেমন করেছেন তেমনি—।"

"কে ? বোনাপার্ত—এঁ্যা—!" ব্যঙ্গ করিয়া দলোগভ্ জবাব দেয়।

কিন্তু ফরাসীটি উত্তেজিতভাবে বলে, "বোনাপার্ত ব'লে কেউ নেই। আমাদের সম্রাট আছেন, ভগবানের আশীর্ব্বাদপূত সম্রাট !"

"চুলোয় যাও তোমার সম্রাট আর তোমরা।" বলিয়া নিজের ভাষায় আরও কতকগুলি গালাগালি দিয়া দলোগভ্ নিজের বন্দুকটা কাঁধে তুলিয়া লইয়া তার কাপ্তেনকে ডাকিল, "চলে এসো হে লুকিচ্ !"

আর যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা মজা দেখিবার জন্য আসিয়াছে, কাজেই অকস্মাৎ দলোগভ্‌কে চলিয়া যাইতে দেখিয়া একটু হতাশ হইল,—কে একজন বলিল, "এই পর্য্যন্ত ওর ফরাসী ভাষায় দৌড়। কই হে সিডেরভ্, এবারে তোমার পালা, এগিয়ে এসো।"

তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় যেন হাওয়াতে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া যে যার ঘরে ফিরিয়া যাইবে, পরস্পর আর কোন শত্রুতা বা বিদ্বেষ পর্য্যন্ত নাই !

সমগ্র সেনাদল দেখিয়া শুনিয়া এণ্ড্রু মনে মনে ছাকিয়া লইল কেমন করিয়া কোন্ পথ দিয়া আক্রমণ চালাইলে সুবিধা হইবে। ভাবিতে ভাবিতে একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল পৃথিবীর আর সব যুদ্ধের ইতিহাস, কে কোথায় সৈন্য সমাবেশ করিয়া কি পদ্ধতিতে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া জয়ী হইয়াছিল, তাছাড়া প্রধান সেনাপতির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিবার ফলে যুদ্ধ পরিচালনার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণাও এণ্ড্রুর হইয়াছে—তাই এক্ষেত্রে কি উপায়ে সৈন্য সাজাইলে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হইবে সে ভাবিতে চেষ্ট করে। আচ্ছা

যদি ডান দিকে অমুক দলকে দিয়ে আক্রমণ চালানো যায়······ইত্যাদি। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহার কানে গেল কে যেন বলিতেছে, "না গো মশাই, আমরা যদি জানতাম মরণের পর কি আছে ভাগ্যে, তা হ'লে বোধ হয় এই মৃত্যুভয় বলে জিনিসটা থাকৃত না।"

আর একজন তার জবাবে বলিল, "ভয় করি আর নাই করি মৃত্যুকে কেউই এড়াতে পারব না।"

"তা ঠিক, কিন্তু তবু ভয় পাই তাও সত্যি।"

আর একজন ভারী গলায় কাহাকে বলিল, "তোমরা ভাই সবজান্তা—গোলন্দাজেরা ভালোরকম রসদ আর মদ পায় তাই তারা সব বিষয়ে একেবারে বেদজ্ঞ। তোমরা সেই গোলন্দাজ—।" এ মন্তব্যটি সম্ভবত কোনো পদাতিকের রসিকতা।

প্রথমে যে কথা বলিতেছিল সে আবার বলিল, "হ্যাঁ, তবু আমরা ভয় পাই—অজানাকে ভয় করি। লোকে বলে মরলে আত্মা স্বর্গ লাভ করে। কিন্তু স্বর্গ ব'লে কিচ্ছু নেই তাও ত আমরা জানি—শুধু অন্তহীন অনন্ত নীহারিকা ছাড়া আর কিছুই জানা নেই—তাই ভয় পাই।"

আর একজন বলিল, "বাদ দাও ওসব বাজে কথা। টন্‌শিন্ আসায় একটু মদ দাও ভাই বোতল থেকে। দাও, দাও—।"

এণ্ড্ টন্‌শিন্‌কে চিনিল, আজ একটু আগেই যাবার পথে যে বেঁটে লোকটিকে এণ্ড্রর সঙ্গী ধমকাইয়াছিল এবং তার পরই এক গোলন্দাজবাহিনী দেখাইয়া বলিয়াছিল যে সেটি ওই বেঁটে টন্‌শিনের, এ লোকটি সেই টন্‌শিন্। তাহা হইলে কাপ্তেনটি এখানেও আছে।

"মদ, আলবৎ দেবো" বলিয়া মদ ঢালিতে ঢালিতে টন্‌শিন্ বলে, "আচ্ছা আত্মার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে······"

আর তাহার কথা শোনা গেল না। বাতাস কাঁপাইয়া একটা হিস্-হিস্ গর্জ্জন উঠিল। তারপর একটা গোলা সশব্দে আসিয়া পড়িল কুঁড়েটার হাত পাঁচেক দূরে। একতাল মাটির ডেলা ছুটিয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া গেল। এ আঘাতে যেন ধরণীর বক্ষ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। টন্‌শিন্ দৌড়াইয়া বাহিরে

আসিল মুখে তামাকের পাইপ লইয়াই। তার মুখ যেন কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণ যে ভারী গলায় কথা বলিতেছিল সেই লোকটিও জামার বোতাম আঁটিতে আঁটিতে বাহির হইয়া দৌড়িল তার দলে যোগ দিবার জন্য।

প্রিন্স এণ্ড্রু আবার ঘোড়ায় চড়িয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল কোথা হইতে এই অগ্নি-উদ্গীরণ হইতেছে। তার মনে হইল যেন দূরে, যেখানে খানিক আগে কোনো মানুষ আছে বলিয়া মনে হয় নাই, শুধু একটা নীল বস্তুর মত দেখাইতেছিল, সেখানে যেন নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যাইতেছে।......প্রথম গর্জ্জনধ্বনির তরঙ্গবিস্তার শেষ হইবার আগেই আবার গ্রঁম্ গ্রঁম্ শব্দ হইল।... ফরাসীদের কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে, আকাশে আবার শ্বেতবর্ণ ধূমপুঞ্জের অগ্রগতি।

এণ্ড্রু তাড়াতাড়ি চলিল বাগ্রাসিওঁর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য। চলিতে চলিতে এণ্ড্রু বুঝিতে পারিল কামানের গর্জ্জনধ্বনি বজ্রনির্ঘোষে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে—ফরাসীদের কামানের সাড়া পাইয়া রুশপক্ষের কামানও প্রত্যুত্তর দিতেছে।

ম্যুরা নাপোলেওঁর তিরস্কারপত্র পাইয়া অমনি চারিদিকে আদেশ দিল, এখনই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দাও!

নাপোলেওঁ এখানে পৌঁছিবার আগে যদি ম্যুরা নিজেই রুশদের এই ছোট দলটিকে হটাইয়া দিতে পারে তবে নিশ্চয়ই নাপোলেওঁ খুশী হইবেন। আর ভয়ের কিছু থাকিবে না—এই মনে করিয়া ম্যুরা আর কালক্ষেপ না করিয়া এই অসময়েই আদেশ দিল যুদ্ধ করিবার। তাহার ভয়, পাছে প্রভু আসিয়া দেখেন ম্যুরার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য রুশরা পথরোধ করিয়া আছে!—রুশীয়দের পরাভূত করিবে সে নাপোলেওঁ এখানে পৌঁছিবার আগেই, আজই সন্ধ্যার আগে একাজ শেষ করিবে—তাহা হইলে সম্রাট নিশ্চয় মার্জ্জনা করিবেন তাহাকে।

এণ্ড্রু ভাবিল, যুদ্ধ ত আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহার নিজের স্থান এই সংগ্রামে কোথায়?

সে ঘোড়ায় করিয়া যখন তাড়াতাড়ি বাগ্রাসিওঁর খোঁজে চলিয়াছে তখন দেখিল একটু আগে যাহারা পরম ঔদাস্যভরে গল্পগুজব করিতেছিল, যাহারা

আগুনের ধারে বসিয়া নিবিড় তৃপ্তিসহকারে তরকারী আর ঝোলের আস্বাদন গ্রহণ করিতেছিল, তাহারা এখন সারিবদ্ধ হইয়া নিজেদের দলে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এণ্ড্রু নিজের মধ্যে যে উত্তেজনা অনুভব করিতেছে তাহারই প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে ওই সব সারিতে দাঁড়ানো সৈনিকদের মুখেচোখে। তাহারা সকলেই যেন বলিতে চায়—'আরম্ভ হয়ে গেল।' তাহাদের মুখে চোখে ভয় আর আনন্দ সংমিশ্রণের ছবি।

বাগ্রাসিঅঁর সঙ্গে অনেকগুলি লোক এইদিকেই আসিতেছে এণ্ড্রু দেখিল। তাহাকে দেখিয়া সেনাপতি হাসিয়া অভিবাদন করিলেন। এণ্ড্রু আগাইয়া গিয়া সে যাহা যাহা দেখিয়া আসিয়াছে তাহারই সবিস্তার বিবরণ দিতে লাগিল—তাহার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা, অস্থিরতা। সে যখন সব কথা শেষ করিল তখন সেনাপতি বেশ সহজ শান্তকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আচ্ছা, ঠিক আছে।"

বাগ্রাসিঅঁকে দেখিয়া এণ্ড্রু বিস্মিত হইয়া যায়।—এই সময়েও এমন অনুদ্বিগ্ন ভাবে কথাবার্তা কহিতে পারে এমন শান্ত সহজ কণ্ঠে! তাহারা কথা কহিতে কহিতে পথ চলিতেছিল। আবার সেই গর্জ্জন, ভীষণ প্রচণ্ড হুঙ্কারে একটা গোলা আসিয়া একটা কশাককে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল। আর তাদেরই ডানদিকে কশাকের আহত অশ্বটা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাত্রাইতে লাগিল। গের্কভ্ এবং আর একজন কর্ম্মচারী ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। বাগ্রাসিঅঁ একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন ব্যাপারটা কি—তারপর আবার নিশ্চিন্তভাবে নিজের পথে অগ্রসর হইলেন।—এত তুচ্ছ বিষয়ে মনোযোগ দিবার সময় নাই তাঁর।

কামানের সারির কাছে পৌঁছাইয়া সেনাপতি একজনকে প্রশ্ন করিলেন, "এটা কার দল?" মুখে শুধু এই কথাটুকু বলিলেন বটে কিন্তু তাঁহার যেন জিজ্ঞাসার আরো কিছু বাকী ছিল, তিনি লোকটির মুখের পানে চাহিয়া দৃষ্টি দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি ভয় পেয়েছো কামানের আওয়াজে?"

লোকটা বোধ করি সেনাপতির এই নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবে বেশ প্রফুল্ল-ভাবে হাত-পা নাড়িয়া উত্তর দিল, "হুজুর, কাপ্তেন টন্শিনের দল এটা।"

"আচ্ছা বেশ, বেশ—।" বলিয়া বাগ্রাসিওঁ কামানবাহী গাড়ীগুলির মধ্য দিয়া আরও আগাইয়া চলিলেন।

এক সঙ্গে দিক্‌-বিদিক হইতে শত বজ্রপাতের তীব্র নিনাদ কর্ণপটাহ ছিন্ন করিয়া দিতেছে। এণ্ড্রুর মনে হইল যেন কিছুই শুনিতে পাইতেছে না, কালো হইয়া গিয়াছে সে। বারুদের গন্ধ আর গাঢ় ধোঁয়াতে চারিদিক আঁধার হইয়া আসিতেছে।

কাপ্তেন টন্‌শিন্‌ মুখে তামাকের পাইপ লইয়া একবার আগাইয়া যাইতেছে আবার পিছাইয়া আসিয়া হাঁকিতেছে—"দু'নম্বর! আব দু-লাইন ওপর দিয়ে চালাও। ...হাঁ...আচ্ছা ব্যাস...ঠিক আছে।"

বাগ্রাসিওঁ কাপ্তেন টন্‌শিন্‌কে ডাকিলেন। সে তাড়াতাড়ি এদিকে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—তাহার দাড়াইবার ভঙ্গী মোটেই সামরিক আদব কায়দার উপযুক্ত নয়। তিন আঙ্গুল তুলিয়া সে যে ভঙ্গীতে সেলাম করিল তাহা দেখিলে সৈনিকের সেলাম না মনে হইয়া সহসা মনে হয় যেন কোনো উচ্চপদস্থ পাদ্রী হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

টন্‌শিন্‌কে কেহই কামান চালাইবার জন্য হুকুম করে নাই, সে নিজের বুদ্ধিতেই কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে। আর একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার এই যে, সে ফরাসী বাহিনীর দিকে লক্ষ্য করিয়া নীচু দিয়া গোলা না ছাড়িয়া অনেকখানি উঁচু দিয়া কামান দাগিতেছে! তাহার উদ্দেশ্য ফরাসী বাহিনীর পিছনে যে গ্রামখানি দেখা যাইতেছে সেটাতে আগুন ধরানো। গ্রামটিতে অগ্নির তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইলে ফরাসীরা আগাইয়া আসিতে বাধ্য হইবে, তখন নীচের দিকে গোলা ফেলিলে কাজ ভালো হইবে।—এ সব বিষয়ে টন্‌শিন্‌ তার উপরওয়ালাদের নিকট হইতে কোনো নির্দ্দেশ পায় নাই। সে তার বন্ধু এক সার্জ্জেণ্ট জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছে মাত্র—কারণ এই সার্জেণ্ট জেনারেলের উপর তার অগাধ বিশ্বাস এবং অসীম শ্রদ্ধা।

টন্‌শিনের সব কথা শুনিয়া সেনাপতি বাগ্রাসিওঁ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিয়া বলিলেন, "ভালো, খুব ভালো করেছো তুমি।"

চারিদিক হইতে নানা দলের লোক আসিয়া সেনাপতির কাছে নিজেদের

কথা বলিতেছে—"আজ্ঞে এই এই ব্যাপার, তা এই করেছি। এবারে আপনি কি করতে বলেন। অমুক আমাদের দলের কাপ্তেন, তিনি বলেছেন যে এবারে যদি আমরা এগিয়ে যাই দু-কদম তবে ভালো হয়।" সকলেই আগে একটা কিছু করিয়াছে এবং এরপর যাহা করিবে তাহারও একটা বিবৃতি দিতেছে—সেনাপতি কেবল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিতেছেন, "বেশ ভালো করেছো। আর এর পর ত তোমার গিয়ে যা বলছ তা-ই করা ভালো। আচ্ছা তাই করোগে।"

এণ্ড্ৰু দেখিল যে, সেনাপতি কাহাকেও কোনো বিশেষ নির্দ্দেশ দিতেছেন না, সকলের কাজই তিনি সমর্থন করিতেছেন, যেন এর আগে তাহারা যা করিয়াছে সবই সেনাপতির পরামর্শ অনুসারে করা হইয়াছে। কিন্তু সেনাপতির এই উপস্থিতি এবং নির্বিরোধ নির্দ্দেশ অনেকখানি কাজ করিতেছে,—যাহারা আসিয়াছিল তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহ লইয়া ফিরিতেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের এ অঞ্চলটা ক্রমশঃই ভীষণতর গর্জ্জনহুঙ্কারে অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছে। কামানের গোলাগুলি যেন বৃষ্টির মত অগণিতভাবে বর্ষিত হইতেছে ঝাঁকে ঝাঁকে। একজন কর্ম্মচারী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "হুজুর, একবার দেখুন, উঃ কী সাংঘাতিক, চলুন এখানে আর দেরি নয়—!"

সত্যই যেন কামানের গোলার শন্ শন্ শব্দ ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীতের মত অবিরাম ভয়ঙ্কর সঙ্গীতের তান তুলিয়াছে। বাগ্রাসিঁঅ এমনভাবে কর্ম্মচারীটির দিকে চাহিলেন যে মনে হইল তিনি বলিতেছেন, আমাদের ওরা খাতির ক'রে চলে, তুমি মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছো। আমাদের ছুঁতে সাহস পাবে না।

তাহাদের পিছনে একদল পদাতিক বাহিনী আগাইয়া আসিতেছে। এণ্ড দেখিল যে-লোকটি টন্‌শিনের কুঁড়ে ঘর হইতে জামার বোতাম আঁটিতে আঁটিতে দৌড়াইয়াছিল সে-ই এই দলের পরিচালক, সে গম্ভীরভাবে একটানা বলিয়া চলিয়াছে, "লেফ্‌ট্‌, রাইট, লেফ্‌ট।"

একটা কামান বাগ্রাসিঁঅর দলের মাথার উপর দিয়া বাহির হইয়া গিয়া পড়িল সেই পদাতিক বাহিনীর মাঝখানে। গোলার শব্দে দলটা ভাঙ্গিয়া সৈন্যরা আশে-পাশে সরিয়া গিয়াছিল,—কাপ্তেন আবার গম্ভীরভাবে হাঁকিল, "সব স'রে স'রে কাছাকছি ঘেঁষাঘেঁষি। লেফ্‌ট, রাইট্, লেফ্‌ট্‌।"

বাগ্রাসিওঁ বলিলেন, "আমি দেখে খুশী হলেম তোমরা যথার্থ মানুষের মত এগিয়ে এসেছো। এই ত চাই, বীরদল এগিয়ে যাবেই।"

পদাতিক বাহিনীর সকলে সমস্বরে বলিল, "এই আমাদের জীবনের সার্থকতা হুজুর।"

বাগ্রাসিওঁ ঘোড়া হইতে নামিয়া আগাইয়া গেলেন। তারপর ফরাসীদের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি বলিলেন, 'তোমরা সবাই এগিয়ে চলো। —ভগবান সহায়।"

প্রিন্স এণ্ড্রুর বুকে যেন একটা আলোড়ন শুরু হইয়াছে। তাহার ইচ্ছা করিতেছে এখনই আগাইয়া চলিয়া যাইতে একেবারে সাম্‌নে, সবার আগে।

ফরাসীরা খুব বেশী দূরে নাই, তাদের কোমরবন্ধ এমন কি মুখের আকৃতি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সাঁই-সাঁই করিয়া পর পর দু-তিনটি গোলা বাহির হইয়া গেল কয়েকটা সাদা ধোঁয়ার আঁচড় কাটিয়া আকাশের বুকে। কয়েকজন রুশ সৈনিক মাটিতে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। প্রথম গোলাটা যখন আছড়াইয়া মাটিতে পড়িল তখন বাগ্রাসিওঁ তাঁর মুক্ত তরবারিখানি একবার নাচাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হুর্‌রে! বাহবা!" সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাহিনীর মধ্যে একটা উল্লাসের ধ্বনিতরঙ্গ উঠিল—সকলেই হৈ-হৈ করিয়া উঠিল আর সৈন্যরা একসঙ্গে সবেগে তাড়া করিয়া আগাইয়া গেল ফরাসীদের দিকে।

ফরাসীরা খানিকটা পিছু হটিয়া গেল এই সব দেখিয়া।

এমনি করিয়া থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে আকাশে কামানের গর্জ্জন চলে, আবার থামিয়া যায়। কখনও রুশবাহিনী ফরাসীদের পিছনে ধাওয়া করিয়া আগাইয়া চলে, আবার হয়ত থাকিয়া থাকিয়া সামান্যক্ষণের জন্য দু-দলই চুপ করিয়া যায়। সহসা এই নৈঃশব্দ্য শুধু প্রবলতর সংঘাতের পূর্ব্বাবস্থা। সকলেই এইরকম কখনও বিশ্রাম কখনও সংগ্রাম চালাইতেছে কিন্তু কাপ্তেন টন্‌শিন্ একভাবে তাহার কামান চালাইয়া চলিয়াছে।

রোস্তভ্ যে দলে ছিল তাহারা একেবারে সামনের দিকে লড়াই করিতেছিল একেবারে শত্রুর সাম্‌নাসাম্‌নি।

তাহাদের উপর হঠাৎ হুকুম হইল—"প্রস্তুত, চলো।"

রোস্তভ্ তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় উঠিয়া পড়িল। চলিতে চলিতে কেবলই তাহার মনে হইতেছে—আরও তাড়াতাড়ি চলিতে হইবে।

দেনিসভ্ গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "ভাই সব—এগোও সাম্‌নে। ভগবান সহায় আছেন।"

কে যেন ঘোড়ার পিঠে সজোরে চাবুক মারিল; তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়াছে। মনে হইতেছে যেন ঘোড়াগুলি শূন্যে উড়িয়া চলিয়াছে, মাটিতে পা পড়িতেছে না। রোস্তভ্ তাহার কোষমুক্ত অসিখানি দৃঢ়হস্তে ধরিয়া আগাইয়া চলিয়াছে, ছাড়িবে না তাহাকে।...রোস্তভের পিছনে কাহারা মিলিতকণ্ঠে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। রোস্তভ্ অমনি তাহার ঘোড়া আরো জোরে দিল ছুটাইয়া।

তারপর যখন সে চোখ মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তখন বিস্ময়ে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল···এ কোথায় সে? আর যারা ছিল তার সঙ্গে তারা কোথায় গেল?

এ কি, আমি যেন স্থির হ'য়ে আছি, চলছি না কেন? তবে কি আমি পড়ে গেছি! আমি কি মরে গেছি!—সে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে।

রোস্তভ্ ভাবিয়া পায় না—তাহার মাথায় কত বিচিত্র জিজ্ঞাসা এক সঙ্গে জাগিয়া উঠিতেছে, আর তার অদ্ভুত জবাব মিলিতেছে তাহার মনের কাছে! কোথাও কিছু নাই, শান্ত শীতল মাটি আর অনবচ্ছিন্ন স্তব্ধ নীরবতা। নিকোলাসের মনে হয় রক্তের মত উষ্ণ একটা তরল কি যেন তার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

একটু পরে তার মনে হইল—"আমি ত মরিনি, আহত হয়েছি। আমার ঘোড়াটা মরে পড়ে আছে আমার গায়ের ওপর। ঘোড়াটার রক্ত আমার গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ছে।"

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর নিকোলাস্ একসময়ে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। তাহার মনে হইল যেন কেমন করিয়া তাহার সঙ্গে ঘোড়াটা আট্‌কাইয়া গিয়াছে। সে পড়িয়া

পড়িয়া ভাবিতে থাকে—আমাদের দলের লোকেরা কোথায় গেল? কোথায় বা সেই ফরাসী দল, নীল পোশাক পরা ফরাসীরা?

সে কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করা যায় এমন একটা লোক পর্য্যন্ত কাছাকাছি কোথাও নাই।

আবার একবার সে জড়াপটি ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। এবারে কোনক্রমে জট ছাড়াইয়া নিকোলাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল, কোথায় কোন্ দিকে তাহার রুশ বাহিনী আছে।

তাহার মনে হইল, "আমার কি যেন কোথায় একটা মস্তবড় গোলমাল হয়ে গিয়েছে। নইলে আমি কেন বুঝতে পারছি না কি করব এখন?"

সে বেশ বুঝিতে পারিল যে তাহার বাঁ হাতটা অস্বাভাবিক রকমের ভারী বোধ হইতেছে। তাহার হাতে যেন জগদ্দল পাথর বাঁধিয়া দিয়াছে কে—হাতটা এখনই ছিঁড়িয়া পড়িবে না ত? বাঁ হাতের কব্জিটা যেন নাই বলিয়া মনে হইতেছে। নিকোলাস্ একবার ভালো করিয়া লক্ষ্য করিল—না, হাতটা ঠিকই আছে রক্তপাতের কোনো চিহ্ন ত নাই কোথাও।

হঠাৎ দূরে কয়েকজন মানুষকে দেখিয়া নিকোলাস্ আশান্বিত এবং আশ্বস্ত হইল—যাক, ওই যে ওরা আস্ছে, ওরা আমায় সাহায্য করবে। নিকোলাস্ আনন্দে অধীর হইয়া সাগ্রহে লোকগুলির দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। একেবারে সাম্নের লোকটা যেন দৌড়াইয়া এই দিক নিকোলাস্কে লক্ষ্য করিয়াই ছুটিয়া আসিতেছে। লোকটার নাক যেন অস্বাভাবিক রকমের লম্বা। লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ যেন একটু কি-রকম গোছের, জামার রঙ্টা আবার নীল। আর যাহারা পিছনে আছে তাহারা নিকোলাসের দলেরই একজন ঘোড়সওয়ারকে ঘিরিয়া গল্প করিতে করিতে আসিতেছে—সকলেরই পোশাক এক, নীল রং-এর, আর ভাষাটাও ঠিক রাশিয়ান ভাষা নহে। তাহার দলের লোকটিকে তবে নিশ্চয় ইহারা বন্দী করিয়াছে—নিকোলাস্ বেশ বুঝিতে পারিল।

কিন্তু ওরা কি তাহাকেও বন্দী করিবে? ওরা কি তবে ফরাসী? সে তার নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করিতে চাহে না—। ওরা আগাইয়া

আসিতেছে। একটু আগে তাহার যে অদম্য উৎসাহ ছিল শত্রুনিপাতের, সে উৎসাহ যেন জমিয়া একেবারে হিম হইয়া গিয়াছে। একটা ভয়ের আতঙ্কে রোস্তভ্ থাকিয়া থাকিয়া চকিতে চম্‌কাইয়া উঠিতেছে।—"ওরা কোথায় যাচ্ছে? আমার কাছে আস্‌ছে বন্দী করবার জন্যে? কেন, আমায় ওরা বন্দী করবে কেন? আমাকে ত সবাই ভালবাসে। একে একে নিকোলাসের মনে পড়িতে লাগিল বাড়ীর সকলের কথা—মা, বাবা, ভাই বোন—নাতাশা, পেট্‌শা, সোনিয়া—

নিকোলাস্ পাথরের মত নিশ্চল নিথর স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যেন এখান হইতে নড়িবার শক্তি নাই। ইহার পর কি যে ঘটিবে সেকথা একবারও তাহার মনে পড়িল না, সে কেবল ভাবিতেছিল তাহার স্নেহময়ী মায়ের কথা—বাড়ীর আর সকলের কথা। ওদিকে যে সেই লম্বা নাকওয়ালা ফরাসীটা তাহার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে সেদিকে তাহার এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। লোকটি কিন্তু সঙ্গীন বাগাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সহসা তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই রোস্তভ্ তাহার বন্দুকটা চাপিয়া ধরিল ভালো করিয়া, দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া। তারপর কি যেন মনে করিয়া সে লোকটাকে গুলি করিল না, বন্দুকের উল্টা দিকটা উঁচুতে তুলিয়া তাহার মাথার উপর সজোরে আঘাত করিল

এরপর সে কোনদিকে না চাহিয়া সোজা সামনের দিকে দৌড় দিল। তাহার এতদিনের কল্পিত বীরত্ব কোথায় গেল উপিয়া। সহসা আত্মরক্ষার জন্য তাহার সমস্ত সত্তা একান্ত হইয়া উঠিল—সে যেন পাখার মত বাতাসে উড়িয়া চলিয়াছে, এত দ্রুত তার বেগ। খানা ডোবা ডিঙাইয়া, ঝোপ ছিঁড়িয়া সে দৌড়াইয়া চলিয়াছে—চলিতে চলিতে বারে বারে পিছন ফিরিয়া দেখিতেছে উহারা এখনও আসিতেছে কিনা। শেষ কালে সে ভাবিল আর পিছনে চাহিয়া কাজ নাই। যখন সে ওদের নাগালের বাহিরে চলিয়া আসিয়া একটা বনের মধ্যে দাঁড়াইল তখন যেন তাহার মনে হইল—আমি শুধু শুধুই এত ছুটাছুটি করিলাম—উহারা আমাকে কখনই মারিয়া ফেলিত না।

নিকোলাসের হাতটার যন্ত্রণা যেন কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে—প্রতি মুহূর্তে

হাতটা ওজনে আগের চেয়ে অনেক ভারী মনে হইতেছে। তাহায় আর চলিবার সামর্থ্য নাই, সে যেন আর নিজের ভার বহন করিতে পারিতেছে না। ··ওদিক হইতে পর পর গোটাকয়েক বুলেট তাহার আশপাশ দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল—উহারা নিকোলস্‌কে লক্ষ্য করিয়া বুলেট চালাইতেছে। না, এখানেও শান্তি নাই, নিকোলাস্‌ ডান হাত দিয়া বাঁ-হাতের কব্জিটা চাপিয়া ধরিয়া আবার ঝোপঝাপ ঠেলিয়া চলিতে শুরু করিল। এ একটা জঙ্গলের মধ্যে নিকোলাস্‌ আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার মনে হইতেছে এই জঙ্গলটা পার হইলেই ত রুশদলের দেখা পাওয়া যাইবে—সেখানে নিরাপত্তা, শান্তি, আশ্রয়, স্বস্তি!

দলোগভ্‌ বুক ফুলাইয়া তাহার কাপ্তেনের কাছে আসিল,—তাহার সঙ্গে একজন বন্দী ফরাসী কর্ম্মচারী, হাতে একটা ছোট তরবারি আর বারুদের থলি।

দলোগভ্‌ কাপ্তেনকে বলিল—"এই যে এই দুটো হ'ল গিয়ে আপনার ছিনিয়ে নেওযা সম্পত্তি—এই তলোয়ার আর এই আপনার থলেটা হুজুর। আর এই দেখুন আমি একজন বডদরের কর্ম্মচারীকে বন্দী কবেছি মশাই। সত্যি বিচার করে দেখ্‌তে গেলে আমিই ওদের হঠিযে দিয়েছি হুজুর। আমার দলের সবাই সাক্ষী আছে হুজুর, আপনি তাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন! হুজুরের অ'মার কথা মনে থাকে যেন। আমি—"

"খুব ভালো করেছো, জিতা রহো, এই ত চাই।"

দলোগভ্‌ তাহার রুমাল দিয়া মাথার রক্ত মুছিতে মুছিতে বলিল, "এই দেখুন সঙ্গীনেব খোঁচায় কতখানি কেটে গেছে। মনে থাকে যেন আমি একেবারে সাম্‌নে ছিলুম। ভুলবেন না হুজুর।"

কাপ্তেন টন্‌শিনের বাহিনীর অস্তিত্বটা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে সেনাপতি যখন আদেশ দিলেন যে, বাম দিকের রক্ষী-বাহিনীকে সরাইয়া দক্ষিণের শক্তি বৃদ্ধি করা হউক, তখন টন্‌শিনের গোলন্দাজদের পিছনে যে অতিরিক্ত সেনাদল ছিল কামানের গাড়ী চালাইবার জন্য, তাহাদিগকেও লইয়া যাওয়া হইল অন্যত্র। একা টন্‌শিন্‌ তাহার মুষ্টিমেয় লোক লইয়া কামানের

কাজ চালাইতে লাগিল—তাহার খেয়ালই হয় নাই যে ইতিমধ্যে কখন 'মজুত' সেনাদলকে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। তাহার যেন কামান চালানোর কাজে নেশা লাগিয়া গিয়াছে। ওদিক হইতে ঘন ঘন গোলা আসিয়া চারিদিক ধূমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, কখনও কামানের উপর আসিয়া পড়িতেছে, ঘোড়ার উপর পড়িতেছে—টন্‌শিনের অত দেখিবার সময় নাই। মাঝে মাঝে যখন এক একজন লোক গোলার ঘায়ে পড়িয়া যাইতেছে কেবল তখনই টন্‌শিনের মুখের চেহারা মেঘাবৃত আকাশের মত ম্লান হইয়া যাইতেছে। পাইপে গোটাদুই টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া—আহত অথবা মৃত লোকটির স্থানে সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোক লাগাইয়া দিতেছে। সে কপালের ঘাম মুছিয়া হাঁকিতেছে—"ওই দেখ আর একটা মেঘ উঠেছে—দাও ওর জবাবে ছেড়ে দাও একটা।"

তাহার অনুচরেরা হয়ত প্রশ্ন করিতেছে, "কোথায়? দেখ্‌তে পাচ্ছি না হুজুর, কোথায়?"

"আঃ, কোথাও নয়, চালাও তুমি সোজা।"

আবার কখনও হয় ত বলিতেছে—"ম্যাটিভ্‌না এবার তোমার পালা। কই খুড়ো, চালাও, থেমে গেলে যে হে!"

'ম্যাটিভ্‌না' 'খুড়ো' সবই এক-একটি কামানের নাম,—টন্‌শিন্ নিজের ইচ্ছামত কামানগুলির এক-একটি নাম দিয়াছে।

এইরকম ভাবে সে যে কতক্ষণ যুদ্ধ চালাইত তাহার ঠিক ছিল না—শেষে চল্লিশ জনের মধ্যে তখন আর মাত্র সতেরো জন গোলন্দাজ তাহার বাঁচিয়া আছে কিন্তু তবু সে দমে নাই। অনবরত গোলা চালাইতেছে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রুশবাহিনীর সব সেনাদলই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়াছে যুদ্ধ থামাইয়া। চারিদিক স্তব্ধ—মাঝে মাঝে টন্‌শিনের গোলন্দাজগণের কামান আওয়াজ করিতেছে। তাহারা ত ফেরে নাই! সেনাপতির তখন মনে পড়িল এই দলটির কথা।

কামানের আওয়াজের ফাঁকে টন্‌শিনের কানে গেল কে যেন উপর হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে—"কাপ্তেন টন্‌শিন্—কাপ্তেন—"

টন্‌শিন্ পিছন্ ফিরিয়া দেখিল একজন অমাত্য গোছের কর্ম্মচারী তাহাকে ফিরিয়া যাইবার জন্য ডাকিতে আসিয়াছে। লোকটি বিরক্ত হইয়া বলিল—"তুমি কি পাগল হলে না কি? আমি এইবার নিয়ে দু'বার ডাকতে এলাম—তোমাকে ফিরে যাবার জন্যে হুকুম হয়েছে!"

"আমি, আমি ঠিক আছি"—টন্‌শিন্ কপালে দু' আঙ্গুল তুলিয়া সেলাম করিয়া বলিল। ওদিক হইতে ফরাসী কামানের হুঙ্কার শোনা যাইতেই কর্ম্মচারীটি আর কোনো বাগ-বিতণ্ডা না করিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটাইয়া উধাও হইল। টন্‌শিনের দলের লোকেরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল তাহার পলায়নের তৎপরতা দেখিয়া—"যাও, বিদেয় হও বাবা।"

এই লোকটি চলিয়া যাইবার পরমুহূর্ত্তেই প্রিন্স্ এণ্ড্রু আসিল সেই একই আদেশ বহন করিয়া। এণ্ড্রু সরাসরি কাপ্তেন টন্‌শিনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—তারপর ঘোড়া হইতে নামিয়া বলিল—"আর দেরি নয়, চলুন আপনি আমার সঙ্গে।"

চারিদিকে কামানের গাড়ীগুলিতে আহতদের তুলিয়া বোঝাই করা হইয়াছে, মাটির উপর মৃতদেহ এখানে সেখানে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে—এইসব দেখিয়া এণ্ড্রুর মনটা কিরকম হইয়া গেল। তাহার মাথার উপর দিয়া কয়েকটি গোলা পরপর সন্-সন্ শব্দে বাহির হইয়া গেল—এণ্ড্রু ইহাতে এক অনস্থভূত উত্তেজনায় অনন্প্রাণিত হইয়া উঠিল। তাহার হাবভাব দেখিয়া টন্‌শিন্ বুঝিল যে এই লোকটিকে এড়াইবার উপায় নাই। তাহার দলের একজন লোক বলিল—"মশাই একটু আগে আর একজন এ-ডি-কং এসেছিলেন, কিন্তু তিনি ত খবর দিয়েই পলকের মধ্যে হাওয়া হলেন, আপনি কিন্তু ঠিক তেমন নন্ যেন।"

টন্‌শিন্ অথবা এণ্ড্রু কেহই আর কোন কথা বলিল না, কিন্তু এণ্ড্রু টন্‌শিনকে কামান সরাইবার সময় যথেষ্ট সাহায্য করিল। কাজ শেষ হইয়া গেলে এণ্ড্রু করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"আচ্ছা তা হ'লে বিদায়।"

টন্‌শিনের চোখ কিসের জন্য অশ্রু-ছলছল হইয়া উঠিল, সে গাঢ়স্বরে কহিল—"আচ্ছা ভাই বিদায়। তুমি সত্যই বীর।"

কামানের গাড়ীগুলি ঘর-ঘর্ শব্দ করিয়া ফিরিয়া চলিল। দুইটি কামান রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল—একটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং আর একটি বহিয়া লইয়া

যাইবার মত যথেষ্ট লোক টন্‌শিনের ছিল না—কারণ এর আগেই রক্ষী বাহিনীকে কোথায় সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, আর বাকী যাহারা ছিল তাহাদের কেহ বা বাঁচিয়া নাই আর যাহারা বাঁচিয়া আছে, যে কয়জন অক্ষত ছিল, তাহারাই আরেকটি গাড়ী টানিয়া আনিল।

তাহারা পথে চলিয়াছে, হঠাৎ একজন সৈনিক আসিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—"দয়া ক'রে আমায় একটু আশ্রয় দিন, দোহাই কাপ্তেন। আমার চল্‌বার ক্ষমতা নেই, ভীষণভাবে জখম হয়েছি আমি—করুণা ক'রে……।"

তাহার কণ্ঠস্বর ক্লান্ত, মনে হয়,—সে যেন এর আগে এরকমভাবে আরো অনেকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বিফল হইয়াছে। টন্‌শিন্ তাহার একজন অনুচরকে বলিল—"ছাখো ভাই, এর একটু ব্যবস্থা ক'রে দাও। একটা জামা পেতে ওর শোবার ব্যবস্থা যদি সম্ভব হয়—। আচ্ছা সেই যে একটু আগে যে কর্ম্মচারীটি জখম হয়েছিল সে কোথায় ?"

"আজ্ঞে তাকে নামিয়ে দিয়েছি, একটু আগেই লোকটা শেষ হয়েছে। শুধু শুধু মড়া ব'য়ে কি হবে ?"

আহত সৈনিকটির বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া টন্‌শিন্ জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ ভাই, তোমার কোথায় গোলা লেগেছে ?"

"না তেমন কেটে ছিঁড়ে যায় নি ত—ছেঁচে গেছে হাতটা।"

"কিন্তু জামায় তোমার রক্ত দেখ্‌ছি যে।"

টন্‌শিনের অনুচরটি বলিল—"আজ্ঞে ওটা সেই কর্ম্মচারীটির রক্ত পড়েছিল কিনা"—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি এই নবাগতটির জামার রক্ত মুছিয়া দিল।

নিকোলাস্ রোস্তভ্ অনেক কষ্টে টন্‌শিনের কাছে আশ্রয় পাইল।

টন্‌শিনের দল অন্ধকারের মধ্য দিয়া কামানের গাড়ী ঠেলিয়া চলিয়াছে। তাহাদের কানে পদাতিক বাহিনীর কোলাহল ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, পদাতিকেরা তাহাদের ঠিক আগে আগে চলিয়াছে। সহসা এই সমগ্র বাহিনীটি দেখিলে মনে হয় একটা কালো স্রোত যেন একভাবে গড়াইয়া গড়াইয়া আগাইয়া চলিয়াছে।

সেদিনের যুদ্ধে ফরাসীদের হঠিয়া যাইতে হইয়াছে একথা সত্য।

জীবনে যাহারা কেবলই সাফল্যলাভ করিয়াছে, যাহারা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রিয়পুত্র, বাসিল্ ছিলেন তাহাদেরই একজন। সফলতা তাঁহার হাতধরা। যখন যেদিকে হাওয়া বহিত তখন তাহার গতি সেইদিকেই ধাবিত হইত— তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি পরিচালিত হইত পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। পিটার যখন বিপুল সম্পত্তির মালিক হইয়া বসিল তখন প্রিন্স বাসিল স্তাবকতা করিয়া সহজেই পিটারের অন্তরঙ্গ আত্মীয় হইয়া উঠিলেন। তিনি চেষ্টা করিয়া রাশিয়ার রাজপরিষদের সভ্য করিয়া লইলেন পিটারকে এবং পিটারস্‌বার্গে গিয়া যাহাতে পিটার আগেকার মত তাঁহারই বাড়ীতে থাকে তাহার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন তাহাকে। যাহারা প্রতিষ্ঠাবান ধনী এবং প্রভাবশালী তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করা বাসিলের অভ্যাস বলিয়াই বাসিল পিটারকে হাতে রাখিলেন—চাই কি ভবিষ্যতে কোনোদিন তাঁহার কোনো না কোনো উপকার হইলেও হইতে পারে।

ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবার সঙ্গে সঙ্গে পিটার দেখিল যে তাহার আশপাশে সকলেই যেন পরমাত্মীয় হইয়া উঠিয়াছে—তাহার নিঃসঙ্গ একাকীত্বের পরিবর্ত্তে অহর্নিশি বিবিধ রকমে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ যেন অজস্র ধারায় বর্ষিত হইতেছে। এখন এমন হইয়াছে যেন তাহার এতটুকু ভাবিবার পর্য্যন্ত অবকাশ নাই। কাগজপত্র দেখাশুনা, দস্তখত করা, আইন আদালতের তদ্‌বির তদারক করা, যদিও তাহার মাথায় যায় না এই আইনের ব্যাপারটা কি—দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা,—এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই পিটারকে এককালে অবজ্ঞা করিয়া চলিত, এখন তাহাদের সঙ্গে দেখা না করিলে তাহারা দুঃখ প্রকাশ করে —তারপর সামাজিক নিমন্ত্রণাদি ত রহিয়াছেই। আজকাল সে অনবরত শোনে যে তাহার মত সহৃদয় এবং অসাধারণ ধীসম্পন্ন বড়মানুষ বড় একটা দেখা যায় না—ফলে তাহার নিজেরও মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় যে, সে বুঝি সত্য সত্যই দয়াবান, বিচক্ষণ এবং অসাধারণ।

শ্রাদ্ধাদির পর পিটারের পিস্‌তুতো বোনেরা তাহার কাছে আসিয়া অশ্রু-ছলছল চোখে দাঁড়াইল, তারপর ক্যাথারিন ধরা গলায় ধীরে ধীরে বলিল—“ভাই, আমাদের তুমি ক্ষমা করো। যা হয়ে গেছে তার জন্যে আমি অনুতপ্ত। আমাদের আর কিছুদিন অন্ততঃ এই বাড়ীতেই থাক্‌তে দাও অনুগ্রহ ক’রে। তিনি ত চ’লেই গেলেন”—বলিয়া সে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

ক্যাথারিনের কথায় বাধা দিয়া পিটার অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিল—“না, না, ওসব কথা থাক্—তুমি, তুমি আমায় মার্জ্জনা করো।”

পিটার ভালো করিয়া বুঝিতেও পারে না ক্যাথারিনের এসব কথার অর্থ কি—তবু তাহার মনে হয় যে ওদের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।···সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই ক্যাথারিন একটা ডোরাকাটা গলাবন্ধ বুনিতে শুরু করিল তাহার পরম আদরের ভাই-এর জন্য।

এদিককার কাজের সব বিলিবন্দোবস্ত করিয়া, এমন কি ক্যাথারিনের জন্য পিটারের নিকট হইতে তিরিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করাইয়া প্রিন্স বাসিল্ একদিন পিটারস্‌বার্গ যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি পিটারকে বলিলেন, “শোন বাবা, আমাদের এদিকের যেগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল তা মোটামুটি একরকম গুছিয়ে আনা গিয়েছে, এবারে আর এখানে থাকা নয়—আমার কিরকম কাজের চাপ জানোই তো। কালকে আমরা রওনা হবো, বুঝলে? তোমায় যেতে হবে আমার সঙ্গে। আমি চ্যান্সেলরকে ধরে তোমায় সভ্য করিয়ে নিয়েছি—তাই তোমারও যাওয়া দরকার।”

বাসিল কথাগুলি এমন ভাবে বলিলেন যেন সব কথা আগেই ঠিক হইয়া গিয়াছে, শুধু ঠিক ছিল না যাওয়ার দিনটা। পিটার বাসিলের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার জন্য কথা খুঁজিতেছিল, তাহার মোটেই পছন্দ হয় না বাসিলের এই কর্তৃত্ব। পিটার কি বলিবে সেই কথাই ভাবিতেছিল, কিন্তু বাসিল হঠাৎ এমন একটা কথা পাড়িয়া বসিলেন যে, পিটারের শেষ পর্য্যন্ত আপত্তি করিতে ভরসা হইল না।

বাসিল বলিলেন—“না, না, তুমি আমাকে এজন্য ধন্যবাদ দিও না, আমি আমার জন্যেই এসব করেছি। আমার ছেলের মত দেখি বলেই তোমার জন্যে

এতটা করা, আর তা ছাড়া তোমার বাবা—আর তুমি ইচ্ছে করলেই তোমার নিজের বাড়ীতে থাকতে পারো পিটারস্‌বার্গে, কেউ মানা করবে না। তবে আমাদের এখন উচিত শোকতাপ ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় স্বচ্ছন্দ হবার চেষ্টা করা,—তাই বলা যে, আমার ওখানে গিয়ে তুমি থাকবে।" বলিয়া তিনি বিষণ্ণভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

আর একবার তিনি বলিলেন, "ভালো কথা, তোমায় বলতে মনে ছিল না, তোমার স্বর্গত পিতার কাছে আমার কিছু টাকা পাওনা ছিল,—তাই রিয়াজান্-এর জমিদারীর আদায় বাবদ যে টাকা উশুল হয়েছিল, সে টাকা আমিই রেখেছি। দেখলাম ওটাকায় আপাতত তোমার কোনো দরকার নেই। একসময় ছ'জনে বসে ওটা মিটমাট ক'রে নেওয়া যাবে পরে।" বস্তুতঃ প্রিন্স বাসিল উক্ত জমিদারীর আদায় হইতে বেশ মোটা রকমের টাকা নিজে লইয়াছেন।

পিটারস্‌বার্গে আসিয়া পিটার দেখিল যে এখানেও তাহার সম্মান বাড়িয়া গিয়াছে, যে সব জায়গায় আগে তাহাকে কেহ আমলই দিত না এখন সেখানে নিমন্ত্রণ হয় হামেশাই এবং যাইতে দেরি হইলে ঘনঘন লোক আসে লইয়া যাইবার জন্য। যদিও আড্ডার অনেকে যুদ্ধে কাজ লইয়া চলিয়া গিয়াছে তবু আনা শেররের বাড়ীর বৈঠক ঠিক নিয়মিতই বসিয়া থাকে। তবে বৈঠকের অতিথি অনেক বদলাইয়াছে—কেহবা বার্লিন হইতে সদ্য প্রত্যাগত সামরিক কর্ম্মচারী, কেহ বা সম্রাটের খাস অনুচর বাহিনীর সহিত সংযুক্ত। তা ছাড়া আর সবই ঠিক এক রকম আছে। পিটারকে আনা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইলেন—তাহার খামের এক কোণে লেখা, "হেলেন এই ভোজসভায় উপস্থিত থাকবে,——সেই পরমাসুন্দরী হেলেন যার সঙ্গ যে-কোন মানুষের কাছে লোভনীয়।"

আনা শেররের ভোজসভায় সেদিন আকারে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়া গেল যে হেলেনের সঙ্গে পিটারের বিবাহ হইবে। বিশেষ করিয়া গৃহকর্ত্রীর কথাবার্ত্তায় সেইরকমই আভাস।

পিটার বড় ঘরটায়, সরাসরি যেখানে আলোচনা চলিতেছিল সেই দিকে আগাইয়া যাইতেছিল, রাজনীতির বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনা করিবার

জন্য কিন্তু আনা মাঝপথে বাধা দিয়া তাহাকে বলিলেন—"দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে কথা আছে—" তারপর হেলেনের দিকে তাকাইয়া হাসিলেন,—বলিলেন—"হেলেন, লক্ষ্মীটি একবার আমার খুড়ীমার সঙ্গে দেখা ক'রে এসো, তিনি তোমায় খুব ভালবাসেন। আমার মনে হয় যে তোমার সঙ্গে কাউণ্ট পিটারের মিনিট-দশেক কাটানো খুব বেশি ক্ষতিকর হবে না।"

তারপর তিনি পিটারকে চাপা গলায় বলিলেন—"হেলেন খুব সুন্দরী না? তোমার কেমন লাগে?" হেলেন ততক্ষণ সেই বৃদ্ধার ঘরের দিকে যাইবার জন্য আগাইয়া গিয়াছে খানিকটা, আনা তখনও বলিতেছে—"কি রকম গম্ভীর আত্মমর্য্যাদাবোধ আছে ওর, আমার এত ভাল লাগে! যার ঘরে যাবে তার কি ভাগ্য, আহা। আমার মনে হয় কি জানো, ওর স্বামী যদি সামান্য একজন সাধারণ লোক হয় তবুও হেলেনকে বিয়ে করবার পর সে একদিন বড়লোক হবেই হবে—এ দেখে নিও।"

পিটার যেন একটু বেশি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আনাকে সমর্থন করিল, কারণ যখনই সে হেলেনের কথা ভাবে তখনই তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে—একদিকে যেমন হেলেনের অসামান্য রূপৈশ্বর্য্য আর একদিকে তেমনি তার অচঞ্চল সংযত শোভন রুচিসঙ্গত ব্যবহার।

আনার কাকীমা এই তরুণ অতিথিদের দেখিয়া যে খুব খুশী হইয়াছেন তা তাঁহার কথাবার্ত্তায় মোটেই বোঝা গেল না। বরং তিনি আনার দিকে অপাঙ্গে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন অর্থাৎ এদের আবার এখানে আনা কেন? আনা কিন্তু সেদিকে মনোযোগ না দিয়া পিটারকে বলিলেন—"এরপর বোধ হয় পিটারের এই ভোজসভায় আসতে আপত্তি হবে না, কি বলো?"

হেলেন হাসিল। সম্ভবত আনার প্রশংসাতেই সে হাসিয়াছে। খুড়ীমা দু-তিনবার কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন—"তোমায় দেখে খুশী হলাম খুব, এ রকম মাঝে মাঝে এসো।" পিটারকেও সেই একই কথা বলিলেন তিনি।

কথাবার্ত্তার ফাঁকে হেলেন পিটারের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিল।

বৃদ্ধা যেন এসব কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পিটারের পিতার যে নানা

১০

রকমের সুন্দর নস্যির-কৌটা ছিল সেগুলির কি হইল সেই খোঁজ লইতে তিনি ব্যস্ত। সেই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার স্বামীর ছবি আঁকা একটি কৌটা দেখাইলেন। পিটার দূর হইতেই সেটা দেখিয়া একজন নামজাদা খোদাইকারীর নাম করিয়া বলিল—"এটা নিশ্চয় চিত্রকর 'ভি'র আঁকা।" বলিয়া সে কৌটাটি দেখিবার জন্য হাত বাড়াইল। বৃদ্ধা হেলেনের মাথার উপর দিয়া কৌটাটি আগাইয়া দিতে হেলেন একটু হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল সামনের দিকে। সেই সময়ের 'ফ্যাশন' মাফিক তাহার পোশাকের কাঁধের অংশ এবং গলাটা একটু বেশি কাটা—কৌটাটি লইবার সময় পিটারের চোখে পড়িল হেলেনের পাথর-কাটা-নারীমূর্ত্তির মত শুভ্র সুগঠিত বক্ষদেশ। হেলেনের উষ্ণনিশ্বাস তাহার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। পিটার এক ঝলকে দেখিয়া লইল যে, হেলেনের সুন্দর গ্রীবা এবং সুচিক্কণ হাল্কা ঠোঁট যেন একটু মুখটা নামাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িলেই ছোঁয়া যায়, এতই কাছাকাছি। পিটার অনুভব করিল হেলেনের কেশে কিসের একটা সুগন্ধ। সহসা পিটারের মনে যেন নেশা লাগিল। হেলেনের নিখুঁত গঠন-সম্পদই পিটারকে চঞ্চল করে নাই—তার মনে মোহের সৃষ্টি করিয়াছে এই পোশাকের অন্তরবর্ত্তিনী রমণীর রমণীয় মাধুরী। পিটারের দেহে মনে সমস্ত সত্তার অণুতে-রেণুতে সে এক অননুভূত পুলকশিহরণ। এ অনুভূতি মানুষের জীবনে বহুবার আসে না,—পিটারের কাছেও এই মুহূর্ত্তটি পরে প্রায় ভুলিয়া যাওয়া মধুর স্বপ্নের মতই কতবার মনে পড়িয়াছে কত ভাবে।

হেলেনকে দেখিয়া পিটারের মনে হইল যেন হেলেন তাহাকে বলিতেছে—"তুমি এর আগে চেয়ে দেখো নি আমার দিকে? তোমার কি কখনও মনে হয়নি যে আমি সেই নারী যে 'রমণীর মন সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন।' আমি শুধু তোমাকেই ধরা দিতে পারি।"—হেলেনের দৃষ্টিতে যেন এই ভাষাই ব্যক্ত হইতেছে।

পিটার বুঝিল যে, হেলেন যে তাহার বধূ হইবে এটা সম্ভাবনা নহে, সুনিশ্চিত। সে কল্পনায় দেখিল তাহারা দু'জনে পুরোহিতের সামনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইবে, কবে—তাহা সে জানে না।

এ বিবাহ সুখের কিনা তাহাও সে বলিতে পারে না—যদি দুঃখেরও হয় তবু যে তাহাদের বিবাহ হইবেই এ পিটারের দৃঢ় বিশ্বাস। পিটার মাটির দিকে চাহিয়া ছিল, মুখ তুলিয়া হেলেনের মুখের পানে তাকাইবার জন্য চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না—এত সঙ্কোচ, এ অনতিক্রম লজ্জা কোথায় ছিল তাহার। ইচ্ছা করিলেই সে তাকাইতে পারে। কেহ বলিবে না কিছু,—তবু এ কিসের বাধা?

আনা চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—"বেশ, খুব ভালো কথা—তোমাদের একলা রেখে যেতে পারি এবারে, কি বলো? তোমরা গল্প করো।"

কথাগুলি পিটারের কানে যাইতেই সে আনার দিকে চাহিল অত্যন্ত বিব্রতভাবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল মারাত্মক রকমের কোনো অশোভন কিছু করিয়া ফেলে নাই ত সে? আর সেখানে থাকিতে পারে না, তাড়াতাড়ি বড় টেবিলের সামনে একটা চেয়ার টানিয়া সকলের সঙ্গে বসিয়া পড়িল।

"শুন্‌লাম তুমি নাকি তোমার পিটারস্‌বার্গের ইমারতটা আরো ভালো ক'রে তৈরি করছ পিটার?"

কথা প্রসঙ্গে আনা জিজ্ঞাসা করেন। কথাটা অবশ্য সত্য—পিটার তার বাড়ীর কতকগুলি প্রয়োজনীয় মেরামতকাজ করাইতেছে। আনা সেই কথারই জের টানিয়া বলিলেন—"তা ভালোই করছ, কিন্তু প্রিন্স বাসিলের বাড়ীতে বাস করা ছেড়ে দিও না তা ব'লে, প্রিন্সের মত উপকারী বন্ধু মেলে না আজকাল। তুমি ছেলেমানুষ তাই আমি বল্‌ছি এসব কথা—রাগ ক'রো না যেন। বুড়ো হ'লেই ওই স্বভাব দাঁড়ায়—আমি সেই বয়সের অধিকারে এ গলা বল্‌তে পারি, কি বলো? অবিশ্যি বিয়ে-থা হ'লে পরে সে আলাদা কথা।"

বলিয়া তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার পিটারের দিকে, একবার হেলেনের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। পিটার হেলেনকে দেখিতে পাইল না তবু অনুভব করিল যে সে তার খুব কাছেই আছে। তাই অস্ফুটভাবে সে আনার কথার কোনোরকমে একটা জবাব সারিয়া চুপ করিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া সে-রাত্রে পিটার ঘুমাইতে পারে নাই, বিছানায় শুইয়া বারবার সে হেলেনের কথাই ভাবিতেছিল—এতদিন যাহাকে সে মনোযোগ

দিয়া দেখে নাই সে আজ এক নবরূপে অভিনব ভাবে তাহার মনের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ হেলেনকে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করিতে তাহার আপত্তি নাই, সত্যিই হেলেনকে তার ভালো লাগে।...তবে? তার মনের কোথায় যেন কি একটা প্রশ্ন রহিয়াছে সে নিজেই ভালো করিয়া সেটা বুঝিতে পারে না। কতকটা অনুভব করে পিটার নিজেকে বলে—"আমি দেখেছি ওর বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম। আর একবার যেন শুনেছিলাম যে, ও কাকে যেন ভালোবাসে—এই অপরাধে সেই লোকটাকে বোধ হয় পিটার্সবার্গ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজ ও আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করল এর মধ্যে কোনো সন্দেহের কিছু নেই ত? আনাতোল্ ইপোলিৎ এরাও ওরই ভাই—ওর বাবা ত বাসিল....।" এই সব কথাও মনে মনে সে ভাবে। কিন্তু আনার বাড়ীতে দেখা হেলেনের সেই বিজয়িনী রাজেন্দ্রাণীর মত দৃপ্ত শিখাময়ী মূর্ত্তি তার মনোলোক আনন্দবেদনার অনুভূতিতে ভরাইয়া তুলিল। তার মনে হইল হেলেনের ওই সৌন্দর্য্যের মধ্যে কোথাও যেন ম্লান কলুষতার স্থান থাকিতে পারে না। একটু আগে হেলেনের সম্বন্ধে যেসব অসঙ্গত এবং অসম্মানজনক কথা সে ভাবিয়াছিল তার জন্য পিটার যেন নিজের কাছেই খুব লজ্জিত হইয়া পড়িল। হেলেনের সেই গভীর চাহনী, একটু হাসি, টুক্‌রা কথা, সব যেন স্বপ্ন-কল্পনার কোন মায়াপুরীর জানালা হইতে তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।

প।

হেলেনের জন্মদিনের উৎসবে স্থির হইয়া গেল হেলেনের সঙ্গে পিটারের "তুমিহ হইবে। সেদিন তাহারা দুজনে সর্ব্বক্ষণ পাশাপাশি কাটাইল।

-- এক সময়ে বাসিল পিটারকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"মঙ্গলময় ভগবানের কি দয়া—হেলেনের মা আমায় সব বলেছেন। শুনে আমি খুব খুশী হলাম—বিশেষ ক'রে তোমার বাবার সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব ছিল সেটা এখন পাকাপাকি হ'ল ভগবানের ইচ্ছায়। তাঁর কৃপায় হেলেন তোমার অনুগত হবে দেখে নিও"।

তারপর তিনি গৃহিণীকে ডাকিলেন—"ওগো শুনছ, একবার এধারে এসো।"

আজিকার এই আনন্দোৎসবে বাসিলের গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল কয়েক ফোঁটা অশ্রু।

তাঁহার আহ্বানে সকলে এঘরে আসিল, হেলেনের মা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে পিটার এবং হেলেনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। হেলেনের হাতে চুম্বন করিল পিটার। আবার সবাই চলিয়া গেলে সে ঘরে রহিল হেলেন আর পিটার দুজনে নিরালায়।

পিটার নিজের মনেই ভাবিল—"এ বিয়ে আমার হ'তই; এখন ভালো হ'ল কি মন্দ হ'ল তা আর ভেবে লাভ নেই। এই দীর্ঘদিন ধ'রে যে উদ্বেগ চলেছে আমার—তার আজ শান্তি।" হেলেনের হাত ধরিয়া সে এই কথাই ভাবিতেছিল। সে যেন ভাগ্যের হাতে খেলার পুতুল। তাহার নিজের মনে এই বিবাহ লইয়া এতদিন ধরিয়া একটা দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল অহর্নিশ,—আজ তাহার অবসান। সে ডাকিল—"হেলেন!" কিন্তু তারপর ভাবিয়া ভাষা খুঁজিয়া পাইল না এখন কি বলিয়া সম্বোধন করিলে ঠিক সময়োপযোগী হইবে।

তাহার মনে নাই সে হেলেনের হাত ধরিয়া টানিয়াছিল কি না, তবে হেলেন তাহার বুকের কাছে সরিয়া আসিল,—লজ্জায় সে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা চাপাগলায় হেলেন চশমার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—"ওটা খুলে ফেল, খোলো ওটা—"

পিটার চশমা খুলিল কিন্তু খালি চোখে চারিদিকে চাহিয়া দৃষ্টি যেন তার ধাঁধাঁইয়া যায়। সে হেলেনের হাতটা তুলিয়া ধরে চুম্বন করিবার জন্য, কিন্তু আচম্বিতে হেলেন তাড়াতাড়ি তার হাতটা টানিয়া লইয়া পিটারের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া আবেগভরে পিটারের মুখে চুম্বন করিল।

হেলেনের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য এরকমভাবে এত সংক্ষে সহসা ভাঙ্গিয়া যাইতে দেখিয়া পিটার যেন কোথায় ব্যথা পাইল। যেন স্বপ্নভঙ্গ!

পিটারের একবার মনে হইল, কিন্তু এখন আর ফিরিবার উপায় নাই। অবশ্য হেলেনের সঙ্গে বিবাহে তাহার আর কোনোই আপত্তি নাই, কারণ পিটার যে হেলেনকে ভালোবাসে এ ত মিথ্যা নয়। তবে হেলেনের বাক্‌সংযম এবং রাজেন্দ্রাণীর মত স্থির আভিজাত্যপূর্ণ গতিভঙ্গীটি তার সবচেয়ে বেশি

ভালো লাগে। আজ এমন ভাবে সেই ভাবচ্যুতি ঘটায় পিটার যেন অজানা ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া মুহূর্তের জন্য শঙ্কিত হইয়াছিল।

মাস দেড়েক পরে শীতকালের মাঝামাঝি সময়ে একদিন কাউণ্ট বেস্থখভের প্রাসাদে হেলেন এবং পিটারের বিবাহ উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইল। লোকে এক বাক্যে বলিতে লাগিল—হাঁ ভাগ্য বটে এই ছোক্‌রার। একদিকে লক্ষ্মীশ্রী আর একদিক তার শ্রীমতী হেলেন—মানুষের জীবনে এরচেয়ে বড় ভাগ্য আর কি হইতে পারে!

প্রিন্স নিকোলাস্‌ বল্‌কন্‌স্কি বাসিলের একখানি চিঠি পাইলেন। বাসিল লিখিয়াছেন—"সরকারী পরিদর্শনের কাজে আমি শীঘ্রই বাহির হইব, সেই সময়ে সত্তর মাইল ঘুরিয়া হাজির হইব আপনার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য। আপনার উপকারের কথা আমি আজও ভুলি নাই। আমার সঙ্গে আমার কনিষ্ঠ পুত্র আনাতোল্‌ও যাইতে চাহে আপনাকে দেখিবার জন্য, আশা করি আপনি তাহার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন এবং অনুগ্রহ করিয়া তাহাকেও আমার সঙ্গে যাইবার অনুমতি দিবেন।"

চিঠিখানা পাইয়া বৃদ্ধ প্রিন্স ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্নভাবে মাথা নাড়িলেন, মুখে কোনো মন্তব্য করিলেন না।

এই চিঠির দিন পনেরো পরে বাসিলের চাকরবাকরেরা মালপত্রসহ আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের মনিব আসিবেন পরদিন।

কুরেগীন্‌দের সম্বন্ধে প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির বরাবরই ধারণা তেমন ভালো নয়। বিশেষ করিয়া গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চট্‌ করিয়া বাসিল এত সহজে প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া তিনি আরও চটিয়া গিয়াছেন বাসিলের উপর। আর আজ যে কি উদ্দেশ্যে বাসিল তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছে তাহাও তিনি ভালো ভাবেই অনুমান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার অসন্তোষ শেষে আজ অবজ্ঞা হইতে ঘৃণায় রূপান্তরিত হইল। ফলে বাড়ীর চাকর-বাকরেরা একদিক হইতে অকারণে ধমক খাইল। বুড়ো টিকোন আইভানো-

ভিস্‌কে সতর্ক করিয়া দিল—"কর্তার মেজাজ ঠিক নেই, আজ আর দেখা ক'রে কাজ নেই আপনার।"

অবশ্য এজন্য নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, অন্যদিনের মত সেদিনও তিনি যথানিয়মে বেলা নয়টার সময় ভ্রমণে বাহির হইলেন। সব্জী বাগান ঘুরিয়া তিনি গোলাবাড়ীর কাছ দিয়া যাইতে যাইতে বাগানের জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ হে, পথ বেশ ভালো আছে ত? শ্লেজ গাড়ী চলাচলের কোনো অসুবিধে আছে নাকি?"

"আজ্ঞে, বড় রাস্তা পর্যন্ত বরফ সরিয়ে সড়ক পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা করেছি হুজুর।"

প্রিন্স মাথা নাড়িয়া তার কাজের সমর্থন করিয়া আগাইয়া চলিলেন।

লোকটি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া মনে মনে বলিল—"যাক্, খুব ফাঁড়াটা কেটে গেছে বাবা।" তারপর সে সাহসে ভর করিয়া মনিবকে বলিল;—"আজ্ঞে, গাড়ী চালানো এমনিতে খুব শক্ত হ'ত যদি না পথের বরফ সরানো হ'ত—আজ্ঞে যেই শুনলাম যে একজন মহামান্য মন্ত্রী আসছেন হুজুরকে দেখতে অমনি আজ্ঞে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা…"

প্রিন্স ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার দিকে আগ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "মন্ত্রী? সম্মানিত মন্ত্রী!—কার কথা বল্‌ছ তুমি? তোমাকে কে পথ পরিষ্কার করবার হুকুম দিয়েছে? বলি' কে তোমায় সরফরাজি করতে ডেকেছে? আমার বাড়ীর মেয়েদের জন্যে রাস্তা পরিষ্কার হয়নি—মন্ত্রী! কেউ মন্ত্রী-টন্ত্রী আসবে না!"

"আজ্ঞে হুজুর, আমি মনে করেছিলাম—"

"তুমি মনে করেছিলে…ওরে শয়তান, পাজী, ভিখিরী—দাঁড়াও তোমাকে ভালো ক'রে মনে করাচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি হাতের বেতটা উঁচাইয়া লোকটিকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলেন। বাস্তবিক যদি আল্‌পাতিশ্ চট্ করিয়া সরিয়া না যাইত তবে তাহার পিঠেই বেতের ঘা পড়িত। আল্‌পাতিশ সরিয়া গিয়াই ভাবিল এমন ভাবে সরিয়া আসাটা তাহার খুবই অন্যায় হইয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ভয়ে ভয়ে মনিবের কাছে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া

মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল। প্রিন্স অবশ্য বেতটা আর তুলিলেন না, তবে তাঁর গালাগালি এখনও থামে নাই, তিনি বলিলেন—"বাঁদর, গাধা—তুমি আবার সমস্ত পথময় বরফ ছড়িয়ে দাও, যেখান থেকে যেমন ক'রে পারো—আজ বিকালের মধ্যে আমি দেখতে চাই, রাস্তা যেমন খারাপ ছিল ঠিক তেমনি হওয়া চাই।"

সেদিন খাইবার সময় লিশা উপস্থিত হইল না, তাহার শরীর খারাপ তাই সে আসিবে না। আসলে শ্বশুরের রুদ্রমূর্ত্তির সাম্‌নে সে ভয়ে আসিতে চায় না।

চেয়ারটা টানিয়া বসিবার সময় মেরিয়ার বিপন্ন বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া প্রিন্স বিড় বিড় করিয়া বলিলেন—"বেহদ্দ বেহেড্‌ বোকা। আর একজন কোথায়? প্রিন্সেস্ লিশা—সে বুঝি খবর পেয়ে সরে পড়েছে?"

"না, তার শরীর ভালো নেই।" মাদ্‌মোয়াজেল বুরিএন্ বলিল। এই মেয়েটি একটু বেপরোয়া গোছের, সে প্রিন্সের রাগকে বড় আমল দেয় না। আবহাওয়াটা হাল্কা করিবার জন্য সে কথার জের টানিয়া বলে—"এমন অবস্থায় ত এ রকম হওয়া স্বাভাবিক।"

প্রিন্স গলা ঝাড়িয়া কি একট কথা বলিলেন, তারপর নিজের থালাটা পছন্দমত সাজানো হয় নাই বলিয়া পিছন দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—বুড়ো টিকোন সাবধানী এবং এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত, সে কৌশলে থালাটা ধরিয়া লইয়া বাবুর্চ্চির হাতে দিয়া দিল।

খাইতে খাইতে এক ফাঁকে বুরিএন্ প্রিন্সকে বলিলেন—"আমাদের এখানে অতিথি আস্‌ছেন শুন্‌লাম,—মহামান্য কুরেগীন আর তাঁর ছেলে। সত্যি নাকি?"

"হুম্! তোমার মহামান্যটি একটি জোচ্চোর। আমিই তার একদিন মন্ত্রীত্বের জন্যে সুপারিশ করেছিলাম। থামোকা ওর ছেলেটা আবার আসছে কেন, আমি বুঝতে পারছি না। হয়ত আমাদের প্রিন্সেস্ লিশা আর মেরিয়া জানেন কেন তিনি আসছেন। আমায় ওসব কথা কেন বলা?" তিনি আড়চোখে কন্যার দিকে চাহিলেন,—মেরিয়া লজ্জিত হইয়া আরক্তমুখে মাথা নীচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া আছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর প্রিন্স পুত্রবধূর খোঁজ লইতে গেলেন। লিশা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে বিব্রত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি বলিল—"না, না, বাবা আপনি আবার কষ্ট ক'রে এলেন কেন—আমার এমন কিছুই হয়নি।"

"কোনো দরকার নেই ত? শরীর খারাপ শুনলাম কিনা।"

"না, আপনার…"

"আচ্ছা, আচ্ছা" বলিয়া প্রিন্স সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

বিকাল বেলায় আল্পাত্তিশ খবর দিল যে রাস্তা বরফ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাসিল আসিলেন। অতিথিদের আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত আগেই করা হইয়াছিল। পোশাক বদ্লাইয়া আনাতোল্ যখন বাহির হইল তখন বাসিল খুশী হইয়া মাথা নাড়িলেন—অর্থাৎ "তোমায় বেশ ভালোই দেখাচ্ছে।"

আনাতোল্ একবার জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়েটা কি খুবই খারাপ দেখতে —হাঁ বাবা?"

এর আগেও পথে বহুবার সে প্রশ্ন করিয়াছে।

বাসিল বলিলেন—"দেখ ওসব বাজে বকুনী এখনে চল্‌বে না তা ব'লে দিচ্ছি। যদি চ্যাংড়ামো করো তবে কিন্তু ভালো হবে না বাপু। বুড়োর কাছে ভালো মানুষটির মত কথা কইবে—ভদ্রভাবে, খুব সাবধান।"

"কিন্তু আমাকে যদি যা তা বলে তবে কিন্তু চলে যাবো—হাঁ। বুড়োটা ভারী পাজি।"

বাসিল ছেলের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ত্মাখো বাবা, সবই তোমার হাতে, একটু সমঝে চল্‌লেই ব্যস্।"

ইতিমধ্যে বাড়ীর মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মেরিয়া নিজের ঘরে সাজ-পোশাক বাছাই করিতে ব্যস্ত। বারবার সে কাপড় জামা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিল কিন্তু কোনোটা ঠিক মানান্‌সই হয় না। এদিকে বুবিএন এবং লিশা যথাসাধ্য সাজিয়া-গুজিয়া আসিল মেরিয়ার খবর লইতে। তাহারা আসিয়া দেখিল সোফার উপরে মেরিয়া চুপচাপ বসিয়া আছে। লিশা তাড়াতাড়ি

ননদকে ব্যস্তভাবে সাজাইতে আরম্ভ করিল—কিন্তু চুলটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বাঁধিলেও ঠিক মনোমত হইল না। শেষে লিশা বলিল—"মেরিয়ার মুখের সঙ্গে এ ধরণের খোঁপা বেমানান্ হচ্ছে। পোশাকও যেন তেমন যুৎসই নয়। এখানকার দর্জ্জিরা ভালো জামা কাপড় তৈরী করতে পারে না বাপু, যাই বলো। কিন্তু আর ত দেরী করা চলে না, ওঁরা ওদিকে বসবার ঘরে এসে গেছেন।"

মেরিয়ার চোখ ছল ছল করিতেছে।—তাহার ডাগর দুটি চোখ অশ্রু টলমল। সে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া অপরাধীর মত ম্লানমুখে চুপ করিয়া ছিল এতক্ষণ, এবারে মরীয়া হইয়া বলিল—"আমায় ছেড়ে দাও তোমরা—যা হয়েছে এই থাক্, আর পারছি না।"

বৈঠকখানা ঘরে যাইবার আগে মেরিয়াব মনে হইতেছিল—সে কুরূপ, কুৎসিত, তার কিইবা আছে। তবু সেই সঙ্গে আবও অনেক কথাই সে ভাবিতেছিল—হয়ত বলিষ্ঠ সুন্দর সুপুরুষ তার স্বামী···তার চোখে মুখে মনেব একটা রহস্যময় সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত। তার স্বামীর সঙ্গে গল্প ক'রে, তার মুখের কথা শুনেই মেরিয়ার দিন কাটিবে আনন্দে উৎসবে উৎসাহে—সে এক নূতন জগৎ, তার সঙ্গে এই পৃথিবীর যেন কোথাও মিল নেই। মেরিয়ার একটি ফুট্‌ফুটে টুক্‌টুকে ছেলে হবে,—সুন্দর ছেলে। পরশু দিন মেরিয়া দাইমার নাতিকে দেখেছে, ঠিক ওম্‌নি সুন্দর একটি সন্তান তাদেব হবে। · কিন্তু তা কি হবে? মেরিয়ার রূপ নেই যে।

ঝি আসিয়া খবর দিল, চা দেওয়া হইয়া গিয়াছে, এখনই প্রিন্স আসিয়া পড়িবেন আব দেরি করা ঠিক নয়।

যাইবার আগে মেরিয়া ভগবানের উদ্দেশে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিল। তারপর চোখ বুজিয়া ধ্যাননম্র মূর্ত্তিতে কতক্ষণ চুপ করিয়া বুকে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার চোখে মুখে সেই অপূর্ব্ব জ্যোতি।

প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি অতিথিদের আগমন বার্ত্তায় নিজের নিয়মের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই, ত'ব কতকটা ইচ্ছা করিয়াই বিলম্ব করিতেছেন। তিনি বৈঠকখানায় আসিলেন সকলের পরে।

প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি কিছুতেই ভাবিয়া পান না, মেরিয়া কেন বিবাহ করিয়া কষ্ট পাইবে অনর্থক। মেরিয়ার রূপের গুণে কেহ তাহাকে পত্নীরূপে বরণ করিবে না, যদি করে ত বংশমর্য্যাদা এবং সর্ব্বোপরি তাহার ধনসম্পদে আকৃষ্ট হইয়া,—এ রকমভাবে বিবাহ করার চেয়ে আমরণ কুমারী থাকা ঢের ভালো। আসলে বুড়োবয়সে মেয়েকে কাছছাড়া করিতে তিনি আদৌ রাজি নহেন।

বৈঠকখানায় ঢুকিয়াই তিনি চারিদিকে একবাব চোখ বুলাইয়া দেখিলেন—পুত্রবধূর সান্ধ্য-পোশাক, বুরিএন-এর নূতন কায়দার সাজ এবং মেরিয়ার অদ্ভুত বেশ ও কেশ-সজ্জা।

কুরেগীন্‌কে সম্বোধন করিয়া প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি বলিলেন—"কেমন আছো! তোমরা এসেছ দেখে আনন্দ পেলাম।" বলা বাহুল্য যে আনন্দটা মৌখিক।

বাসিল কতকটা গায়ে পড়িয়াই বলিলেন—"বন্ধুত্ব মানে না দূরত্ব। তাই এসে পড়লাম পথের সকল কষ্ট তুচ্ছ ক'রে, এটি আমাব ছোট ছেলে, আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আমার সঙ্গ ধরেছে।"

"বেশ, বেশ—দেখতে ছেলেটি বেশ সুন্দর ত।—চমৎকার।"

আনাতোল্ আশা করিয়াছিল প্রিন্স কড়া জবরদস্ত একখানা বক্তৃতা দিয়া ফেলিবেন এবং সেজন্য সে তৈরী ছিল, কিন্তু কই তেমন কিছুই বলিলেন না ত। প্রিন্স নিজের সোফায় বসিয়া বাসিলকে পাশের একটি আরাম কেদারায় বসিতে বলিয়া বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলাপ শুরু করিলেন। কিন্তু কথাবার্ত্তার মধ্যেও সব সময় তাঁব দৃষ্টি ছিল মেরিয়ার দিকে। কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ একসময় উঠিয়া তিনি মেরিয়ার কাছে গেলেন, তারপর কণ্ঠে শ্লেষের মধু ঢালিয়া বলিলেন—"সম্মানিত অতিথিদের জন্যে কি তুমি নিজেই এই রকমভাবে সেজেছো? বাঃ সুন্দর! ভারি চমৎকার মানিয়েছে ত! শোনো, এবার থেকে আমার অনুমতি ছাড়া এদের সাম্‌নে ওরকম সং সেজে আস্‌বে না। উঃ! কী বুঝলে?"

লিশা মেরিয়াকে বাঁচাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলল—"বাবা, সব দোষ আমার, আমিই ওকে—"

"তোমার যেমন খুশী তুমি নিজে সাজতে পারো, কারুর কিছু বলবার নেই তাতে। কিন্তু মেরিয়াকে না সাজালেই ভালো হয়, এমনিতেই ত যথেষ্ট কুৎসিত, বিশ্রী দেখবার জন্যে আলাদা ক'রে সাজাবার কোন দরকার নেই।" বলিয়া তিনি ফিরিয়া গিয়া নিজের জায়গা দখল করিলেন। ততক্ষণে মেরিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া উঠিয়াছে।

বাসিল বলিলেন—"আমার মনে হয় প্রিন্সেস্ মেরিয়ার চুল বাঁধাটা এমন কিছু খারাপ হয়নি।"

বল্‌কন্‌স্কি সে কথার জবাব না দিয়ে আনাতোলকে নিজের কাছে ডাকিলেন, "শোনো হে ছোক্‌রা, এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাক্, এসো এদিকে।"

আনাতোল বুঝিল এইবারে তামাসা শুরু হইবে।

বল্‌কন্‌স্কি প্রথমেই আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির নিন্দা শুরু করিলেন। তুমি নিশ্চয় লেখাপড়া শেখবার জন্য বাইরে গিয়েছিলে—আজকাল তোমার বাপ-ঠাকুরদার কালের মত, মানে আমাদের মত গাঁয়ের গুরুমশায়ের কাছে লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ নেই। এখন কি করছ—রাজকীয় বাহিনীতে ঢুকছো বোধ হচ্ছে—উঁ?"

"না, আমি এক পদাতিক বাহিনীতে চাক্‌রী নিয়েছি।" অতিকষ্টে হাসি দমন করিয়া আনাতোল জবাব দেয়।

"বেশ, খুব ভালো কথা। তা হ'লে তুমি যথার্থ কাজ চাও দেখছি—এই ত চাই, তোমাদের মত উৎসাহী যুবক—সমরক্ষেত্রের কাজ তোমাদের হাতে থাকা ভালো, দেশের ত এই অবস্থা।"

"না, আমি ঠিক যোদ্ধা নই—আমাদের দল অনেক আগেই চলে গেছে—আমি দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—হাঁ বাবা, আমার কাজটা যেন কি, বলো না—"

"বাঃ, চমৎকার! খুব কাজ কর তো—তুমি কাজ করবে আর তোমার বাবা জানবে তুমি কি কাজ করো—" বলিয়া প্রিন্স হাসিয়া উঠিলেন হো-হো করিয়া। আনাতোল বৃদ্ধের সঙ্গে সমানে হাসিতেছিল—হঠাৎ প্রিন্স ভ্রূকুটি করিয়া থামিয়া গেলেন এবং বলিলেন—"যাও—এবারে তুমি যেতে পারো।"

আনাতোল উঠিয়া মেয়েদের মজলিশে গিয়া বসিল।

তাহাকে মেরিয়ার খুব ভালো লাগিয়াছে। সেইজন্যই বোধ করি সে আনাতোলের মুখের দিকে লজ্জায় চাহিতে পারে নাই।

পুরুষ সংসর্গবিহীন এই পল্লীর মেয়েদের আসরে আনাতোল আজ নূতন জীবনের সাড়া আনিয়া দিয়াছে। লিশা সুযোগ পাইলেই নিজের বাহাদুরী জাহির করিতেছে। আর বুরিএন্ ত আনাতোলের মুখের উপর হইতে দৃষ্টি সরাইতে পারিতেছে না। আজ তাহার বহুদিনের স্বপ্নে দেখা সেই কল্পনার রাজপুত্র যেন আসিয়াছে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য। বুরিএন্ বরাবরই নিজের মনে কল্পনার রঙে দেখিয়াছে যে কোনো এক রাজপুত্র আসিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া যাইবে।

আনাতোল ভাবিতেছে যে মেরিয়ার এই সহচারিণী সখীটি মন্দ নয়, যদি মেরিয়ার সঙ্গে তার বিবাহ হয় তবে বেশ হয়। আনাতোল এবং বুরিএন্ দু'জনেই দু'জনকে বুঝিতে পারিয়াছে এবং সেদিন খাওয়া-দাওয়া, মেরিয়ার গান গাওয়া সব সময়েই তাহাদের চোখে চোখে কত কথাই হইয়া গেল।

রাত্রির মত বিদায়ের পালা আসিল, আনাতোল চুম্বন করিল মেরিয়ার হাতে। তারপর অনেক চেষ্টায় সাহস সঞ্চয় করিয়া সজ্জলভাবে মেরিয়া আনাতোলের পানে মুখ তুলিয়া চাহিল। আনাতোল বুরিএন্ (এমিলি)-কেও চুম্বন করিল—এমিলি লজ্জারক্ত মুখে শঙ্কিত দৃষ্টিতে মেরিয়ার দিকে চাহিল। তাহার সঙ্কুচিত ভাব দেখিয়া মেরিয়া ভাবিল, "এমিলি আমাকে কত ভালোবাসে, পাছে আমি কিছু মনে করি তাই বুঝি আমার দিকে চেয়ে অনুমতি চাচ্ছে— বাস্তবিক এমিলির মত মেয়ে আর হয় না। আমি কি বুঝি না ওর কথা—।" মেরিয়া আগাইয়া গেল এমিলির কাছে এবং তাহাকে চুম্বন করিল সাদরে। লিশা কিন্তু আনাতোলের চুম্বন প্রত্যাখ্যান করিরা হাসিয়া বলিল—"না না, সে আজ না, যেদিন তোমার বাবা লিখবেন যে তুমি ভালোছেলের মত শান্তভাবে চলছ, সেদিন আমার হাতে তুমি চুমো খেতে পাবে—তার আগে নয়।"

তারপর সকলেই বিদায় লইয়া নিজের ঘরে গেল, কিন্তু একমাত্র আনাতোল ছাড়া আর কেহই সে রাত্রে ঘুমাইতে পারে নাই।

এমিলি অনেক রাত অবধি পায়চারী করিল বারান্দায় কাহার আশাপথ

চাহিয়া, লিশা তার দাসীকে বারকয়েক বকিল, বিছানা অসমান উঁচুনীচু, এমন বিছানায় নাকি কোন মানুষ ঘুমাইতে পারে! মেরিয়া আশা-নিরাশার দোলায় আনন্দবেদনায় আচ্ছন্নভাবে অনেকক্ষণ কাটাইল—তারপর তার মনে হইল যেন একটা অসম্ভব রকমের ঢ্যাঙা লোক ওই অন্ধকারের মধ্যে ওৎ পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছে—সুযোগ পাইলেই তাহাব ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে, কে ও? নিশ্চয় শয়তান। ভায় পাইয়া মেরিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, তারপর ঝিকে ডাকিয়া বলিল—"রাতটুকু আমার কাছে থাক তুমি।"

প্রিন্স নিজের ঘরে উত্তেজিতভাবে পায়চাবি করিলেন অনেকক্ষণ, একবার টিকোনকে ডাকিয়া বলিলেন "ওরা কি শুয়ে পড়েছে? নিশ্চয়! যাক্ গে, জাহান্নমে যাক্। বড্ড দেরী হয়ে গেল। ওঃ শযতান, শয়তান।"

আবার তিনি পায়চারী করিতে লাগিলেন। টিকোন বহুবার দেখিয়াছে, তাহার মনিব জোরে জোবে কথা বলিয়া চিন্তা করেন—যখন তিনি ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে বকেন তখন মেজাজ খুব খারাপ থাকে। সেদিন গভীর রাত্রেও টিকোন নিজের তন্দ্রার মধ্যে শুনিতে পাইয়াছে প্রিন্সেব পায়ের শব্দ, তিনি ঘুমান নাই।

প্রিন্স কন্যার উপর রাগিয়াছেন,—মেয়েটা এতদিনের সব কথা সহজে কেমন করিয়া ভুলিয়া গেল! প্রথমে যাহার দেখা পাইল তাহাকেই বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত! মেরিয়া কি সব-কিছু ভুলিতে পারিল—তার পিতাকে পর্য্যন্ত! পিতাকে ছাড়িয়া যাইতে এত উৎসুক সে!—কথাটা বল্‌কন্‌স্কির মর্ম্মে বাজিয়াছে। এতদিন ধরিয়া যাহাকে নিজের সমস্ত অন্তর দিয়া, পরিশ্রম দিয়া মানুষ করিয়া আসিয়াছেন সে কন্যা আজ এমন করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত—একথা ভাবিতে গেলে যেন কোথাও আর কোনো আশ্রয় থাকে না বৃদ্ধের। সে যাক্, এ সব সহ্য করা যায়—কিন্তু আনাতোলের মত 'বওয়াটে' একটা 'ছোকরা'কে কেন সে বিবাহ করিবে? প্রিন্স লক্ষ্য করিয়াছেন, আনাতোল যেন ফরাসী মেয়েটির দিকেই বেশি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

পরদিন সকালে উঠিয়া মেরিয়া তাহার বাবার কাছে যাইতেছিল, তাহার চেহারা মড়ার মত নিস্তেজ এবং রক্তলেশহীন—আজ যেন তা র

ভাগ্যের চরম নির্দ্দেশ স্থির হইবে।—কিন্তু কি যে হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না।

মেরিয়া ঘরে ঢুকিতেই তাহার বাবা হাসিয়া বলিলেন—"এসো এসো, ব'স।" মেরিয়া পিতার হাসি দেখিয়াও এতটুকু ভরসা পায় না, কারণ একটু পরেই জ্যামিতির যে-কোন একটা প্রশ্ন করিয়াই তিরস্কার এবং বক্তৃতা শুরু করিবেন।

প্রিন্স কোনো ভূমিকা না করিয়া সোজাসুজি বলিলেন—"তুমি বোধ হয় জানো যে, কেন বাসিল তার ছেলেটিকে সঙ্গে ক'রে এনেছে। ব্যাপারটা তোমাকে নিয়েই—আর খোলাখুলি কথা বলাই আমার নিয়ম—তাই তোমাকে বল্‌ছিলাম।"

"কিন্তু বাবা, আমি এর কিছুই জানি না, আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন। আমি জানি না কিছু।"

"আমার এর মধ্যে কিছু হাত নেই। বাসিল তার বেটার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চায়—আমাকে ত আর সে পুত্রবধূ করবে না—কাজেই ওসব বাজে কথা রাখো। তোমার কি হচ্চে জান্‌তে পারলে খুশী হবো।"

মেরিয়া স্পষ্টই বুঝিল এ বিবাহে তাহার পিতার মত নাই। কিন্তু এমন সুযোগ তাহার জীবনে আর আসিবে না হয়ত। কিন্তু বাবার সামনে দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে মত প্রকাশের সাহস তাহার নাই, মুখ নীচু করিয়া হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে সে বলিল, "আমি একটি জিনিস চাই—আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই আমি করব। কিন্তু আমাকে যদি শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করতে অনুমতি করেন তবে…"

"হাঁ ঠিক তাই—" প্রিন্স মেরিয়াকে বাধা দিয়া জোর গলায় বলিলেন, "সে তোমাকেই শুধু নেবে না, তোমার টাকাকড়ি-ধনদৌলত সবই নেবে—আর মাদ্‌মোয়াজেল্‌ বুরিএন্‌ হবে তার প্রিয়া—প্রকৃত স্ত্রী, তুমি শুধু—" বলিতে বলিতে প্রিন্স মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন। অশ্রুমুখী মেরিয়ার মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

তাড়াতাড়ি মুখে হাসি টানিয়া প্রিন্স বলিলেন—"না, না, আমি ঠাট্টা

করছিলাম। আমার বরাবর ইচ্ছা যে মেয়েরা তাদের স্বামী বেছে নেবে, এরকম প্রথাই ভালো, বুঝলে? কিন্তু দেখ, অবশ্য বাসিলের ঐ হতভাগা ছেলেটা শুধু তার বাবার ইচ্ছেতেই তোমায় বিয়ে করতে চায় একথা সত্যি। তুমি স্বাধীন—তুমি বেছে নাও যা ইচ্ছে।"

"কিন্তু বাবা আমি ত জানি না।"

"আমি এ সম্বন্ধে কিছুই বল্‌ব না। তুমি ঘরে যাও, ভেবে-চিন্তে মন স্থির করো—এক ঘণ্টা সময় দিলাম। স্থির করো—'হাঁ' অথবা 'না'—'হাঁ' কিম্বা 'না'। যাও, ঘরে যাও। হাঁ, ভালো কথা, তুমি গিয়েই যে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন হবে তা বুঝতে পারছি—গলদশ্রুলোচনে 'প্রভু পথ দেখাও' ব'লে প্রার্থনা শুরু করবে! তা করো, কারুর ধর্ম্মবিশ্বাসে আমি হাত দিতে চাই না, তবে এখানে আমার মনে হয় ভাবপ্রবণতার চেয়ে যুক্তির মূল্য বেশি। ঘরে যাও,—'হাঁ' অথবা 'না'। একঘণ্টা। বাসিলের সামনে তোমায় বলতে হবে কিন্তু। যাও, যাও, 'হাঁ' কিম্বা 'না'।" বলিতে বলিতে তিনি মেয়েকে দরজার দিকে ঠেলিয়া দিলেন।

ঘরে যাইবার সময় এমিলির কথাটাই মেরিয়াকে পাইয়া বসিল। বাবার কথাটা যদি সত্য না-ই হয়—তবু মেরিয়ার যেন ভাবিতে ভাবিতে মাথাটা কি-রকম এলোমেলো হইয়া যায়। চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে যাইতে মেরিয়া চমকিয়া উঠিল। সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল সাম্‌নেই হাত কয়েক দূরে দাঁড়াইয়া আনাতোল এমিলিকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতেছে এবং কানে কানে কি যেন বলিতেছে। আনাতোলের মুখে চোখে চেহারায় উত্তেজনার অভিব্যক্তি সুপরিস্ফুট। পায়ের শব্দ পাইয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল, তখনও তাহার একটা হাত এমিলির কটিদেশ বেষ্টন করিয়া আছে। মেরিয়া সহসা ভাবিয়া পাইল না এ অবস্থায় তার কি করা উচিত—সে কি চলিয়া যাইবে? কিন্তু তাহার যেন আর চলিবার শক্তি নাই।—সে শূন্য বিহ্বল দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল ওদের দিকে চাহিয়া। আনাতোল সপ্রতিভভাবে একবার তাহা'র দিকে চাহিয়া সরিয়া পড়িল সোজা নিজের ঘরের দিকে। এমিলি শিহরিয়া ভয়ে একটা আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল।

ঘণ্টাখানেক পরে টিকোন যখন প্রিন্সের হুকুমমত মেরিয়াকে ঘরে ডাকিতে গেল তখন মেরিয়ার কোলে মাথা রাখিয়া এমিলি ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

টিকোন্‌কে দেখিয়া মেরিয়া এমিলির মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"ভাই লক্ষ্মীটি, তুমি এবারে একটু শান্ত হও, আমায় বাবার কাছে যেতে হবে।"

প্রিন্সের ঘরে বাসিল বসিয়াছিলেন উৎকণ্ঠিতভাবে, মেরিয়াকে দেখিয়া মুখে হাসি টানিয়া বলিলেন, "এস মা, ব'স ব'স—এবারে কিন্তু তোমার হাতেই আমার ছেলের সব ভার ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত।"

প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির কথা বলিতে গিয়া যেন বাধিয়া যায়—"হাঁ হাঁ হয়েছে। এ এ এই এরা, মানে ইনি জানতে চা'চ্ছেন যে তুমি এঁর ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি আছো কিনা। 'হাঁ' অথবা 'না'—বলো বলো। আমি অবশ্য তোমার কথা শেষ হ'লে একটা অভিমত প্রকাশের দাবী করছি। হাঁ, তবে সেটা নিছক মন্তব্য, মন্তব্য ছাড়া আর কিছু নয়। বলো—"

মেরিয়া বলিল, "আমাকে যে সম্মান আপনারা দিতে চান সে ভার বহন করবার শক্তি আমার নেই। বাবা বেঁচে থাকতে তাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। না, বিয়েও করব না।"

"বাজে কথা, ছেলেমানুষি, পাকামো ছাড়া কিছু নয়—বাঁদর, বোকা, গাধা মেয়ে।" বলিতে বলিতে প্রিন্স কন্যাকে নিজের কাছে টানিয়া আনন্দাতিশয্যে তার হাতটা এমনই জোরে চাপিয়া ধরিলেন যে শেষকালে মেরিয়া যন্ত্রণায় মৃদু আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

বাসিল ধরা গলায় বলিলেন—"মা মেরিয়া জীবনে একথা আমি ভুলতে পারবো না। কিন্তু আমরা কি একেবারেই আশা রাখতে পারি না মা লক্ষ্মী? কোনদিনই কি—"

"আজ্ঞে না, কোনদিনই আমি আপনার পুত্রবধূ হতে পারব না। মাপ করবেন।"

"তা হ'লে এর এখানেই শেষ, প্রিন্স বাসিল, তোমাদের কাছে পেয়ে বড়ই

আনন্দিত হয়েছি, বাস্তবিকই খুব খুশী হয়েছি। যাও মেরিয়া, তুমি যেতে পারো।……হাঁ, আমি বড় খুশী হয়েছি তোমাদের কাছে পেয়ে বাসিল।"

মেরিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতেছিল এমিলি আর আনাতোলের বিবাহ দিতে পারিলে সে সবচেয়ে বেশি খুশী হইবে। বেচারী এমিলি আত্মবিস্মৃত ভাবে আনাতোলকে ভালোবাসিয়াছে। মেরিয়া ভাবে—"হয়ত আমিও এইরকমভাবেই আনাতোলকে ভালোবাসতাম,—কে জানে।"

রোস্তভ্‌রা বহুদিন হইল নিকোলাসের কোনো সংবাদ পায় নাই, আজ অনেকদিন পরে হঠাৎ তাহার চিঠি আসিল,—কাউণ্ট শিরোনামা দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন নিকোলাসের হাতের লেখা। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকিয়া চুপিচুপি চিঠিখানি পড়িতেছেন এমন সময় কোথা হইতে দেখিতে পাইয়া মিখাইলভ্‌না আসিয়া হাজির হইলেন। অবস্থা ভালো হইবার পরও মিখাইলভ্‌না এখানকার বাস তুলিয়া দেন নাই। তিনি যে কেমন করিয়া টের পাইয়াছেন চিঠির কথা, কাউণ্ট রোস্তভ্‌ ভাবিয়া পান না। মিখাইলভ্‌না আসিয়া একেবারে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "আপনি কি নিকোলাসের চিঠি পড়ছিলেন?" বৃদ্ধার মুখের ভাব দেখিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, চিঠিতে যে সংবাদই থাক ন কেন—আনন্দের, অথবা দুঃখের,—তাহাতেই তাঁহার সহানুভূতি রহিয়াছে।

কাউণ্ট বলিলেন, "নিকোলাসের চিঠি এসেছে, সে লিখেছে যে, সে আহত হয়েছিল যুদ্ধে। এখন ভালো হয়ে উঠেছে অবিশ্যি, আর সে বর্ত্তমানে অফিসার হয়েছে। সবই ভগবানের কৃপায় বল্‌তে হবে……কিন্তু ওকে এ খবর দেবো কি ক'রে?" বলিতে বলিতে কাউণ্টের গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা নামিল।

মিখাইলভ্‌না তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া চোখের জল মুছাইয়া দিয়া নিজে চিঠিখানা একবার পড়িয়া চোখ মুছিলেন, তারপর ধরা গলায় বলিলেন, "আমি সব ঠিক ক'রে দেবো, আপনার কোনো চিন্তা নেই। খাওয়ার সময় আমি বল্‌ব তাকে।"

ভোজনের সময় কথাপ্রসঙ্গে মিখাইলভ্‌না বরাবর যুদ্ধের কথা, নিকোলাসের কথা আলোচনা করিয়া আবহাওয়া তৈরি করিলেন। এর আগে করে

নিকোলাসের শেষ চিঠি আসিয়াছে, এবারে হয়ত দু'একদিনের মধ্যেই তাহার চিঠি আসিতে পারে, হয়ত আজই আসিবে, কে জানে তা ?...এইরকম ভাবে সারাক্ষণ তিনি নিকোলাসের কথাই গল্প করিলেন। নাতাশা খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতেই মিখাইলভ্‌নার পিছু নিল, সে বুঝিয়াছে কিছু একটা হইয়াছে।

"হাঁ জ্যাঠাইমা, কি হয়েছে বলো না। কি হ'য়েছে গো ?"

"না মা, কিছু ত হয়নি।"

"জ্যাঠাইমার মত লক্ষীটি আর হয় না,—আমায় চুপি চুপি তুমি বলো, যদি না বলো ত হুঁ, এই চল্লাম মাকে ব'লে দেবো সব কথা। দাদার চিঠি, আমি জানি।"

"এই চুপ। এই মেয়েটা এত দুষ্টু! খবরদার তোমার মাকে ব'ল না, জানো তো তোমার মা কি রকম ভয়তরাসে মানুষ।"

"বেশ, আমি বল্‌ব না—বলো এখন দাদা কি লিখেছে। আমি এই তিন সত্যি করলাম—কাউকে বল্‌ব না, বল্‌ব না, বল্‌ব না।" এই বলিয়া নাতাশা সব কথা শুনিয়া লইয়া পরক্ষণে লাফাইতে লাফাইতে গিয়া সোনিয়াকে বলিল, "নিকোলাস্ জখম হয়েছে জানিস্ ভাই—সে নিজে লিখেছে।"

সোনিয়ার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, তাহার মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে বাহির হইল—"নিকোলাস্ ?"

সোনিয়ার ভাবভঙ্গি দেখিয়া নাতাশার মুখ শুকাইয়া গেল, তখন তাহার খেয়াল হইল যে সংবাদটা বাস্তবিকই সুখের নয়। অমনি সে সোনিয়ার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "না ভাই সোনিয়া, দাদার তেমন কিছু লাগেনি—হাতটা একটু ছড়ে গিয়েছিল। আর দাদা আরও উঁচু চাকরী পেয়েছে। আমার মনে হয় সে যখন নিজে হাতেই চিঠি লিখেছে তখন নিশ্চয় ভালো আছে।"

পিটিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের ওই অবস্থায় দেখিয়া রীতিমত গম্ভীরভাবে ভারিক্কি চালে বলিল, "আরে এ কি, তোমরা ছিঁচ্-কাঁদুনের মত এখানে মেয়েলীপনা করছ কেন ? আমি ত দাদাকে বাহাদুর বলি, এই রকম করেই ত মানুষ বড় হয়। যত সব পান্‌সে জুটেছ তোমরা, কিছু যদি বোঝো।"

সোনিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি চিঠি দেখেছো ?"

"না, আমি অবিশ্যি নিজে পড়িনি। জ্যাঠাইমা আমাকে বল্লেন, তবে ভয়ের সময় পেরিয়ে গেছে। এখন দাদা উঁচু দরের পদ পেয়েছে।" বলিতে বলিতে পিটিয়া ঘরময় সামরিক কেতায় পা ঠুকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, "আমি যদি নিকোলাসের মত সেখানে থাক্‌তাম তবে দেখ্‌তে অনেক-অনেক ফরাসী সৈন্য খতম্ ক'রে দিতাম, হুঁ। এই এ-ত্ত বড় পাহাড় তৈরী ক'রে ফেলতাম ওদের মেরে।" বলিয়া সে হাত দিয়া দেখাইবার চেষ্টা করে পাহাড়টা কত বড় হইত।

নাতাশা ধম্‌কাইয়া বলে, "তুই থাম্ পিটিয়া, জ্যাঠাছেলে—ইঁদুর, ছুঁচো।"

"আজ্ঞে মোটেই আমি ছুঁচো নই, এই তোমরা প্যান্-পেনে কাঁদুনে—বেহেড্ বোকা, মাথায় তোমাদের কিস্যু নেই—নইলে খামোকা সামান্য ইয়েতে কাঁদে কেউ ? ফুলটুসি সব—"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নাতাশা বলে—"আচ্ছা সোনিয়া, দাদাকে তোমার মনে পড়ে ?"

"আমি ?—আমার নিকোলাস্‌কে মনে নেই ?" বলিয়া সোনিয়া হাসে।

"না, না, আমি তা বল্‌ছি না। আমার বোরিস্‌কে ঠিক মনে পড়ে না। মানে মনে পড়ে, তবে ঠিক একেবারে মনে করতে পারি না, ওর চেহারাটা কি রকম যেন আব্‌ছা অস্পষ্ট···সে আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। আচ্ছা তোমার মনে আছে দাদার সব কথা ? আমার অবিশ্যি দাদার কথা সব মনে পড়ে, কিন্তু বোরিসের চেহারাটা পর্য্যন্ত ঠিক যে কেমন তা ভুলে গেছি। তাই বল্‌ছিলাম দাদার কথা তোমার মনে আছে ?"

সোনিয়া নাতাশার কথা যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারে না, নিকোলাসের কথা তাহার মনে নাই ! সে অবাক হইয়া যায়,—মেয়েটা বলে কি ?

"সত্যি তোর মনে পড়ে না বোরিস্‌কে ?"

"না, আমি তা বল্‌ছি না। অবিশ্যি আমি তাকে একেবারে যে ভুলে গেছি তা নয়। আমি চোখ বুঁজে কত চেষ্টা করি বোরিস্‌কে দেখবার, কিন্তু—না, মনে পড়ে না ঠিক।" বলিয়া নাতাশা চোখ বুঁজিয়া বলে, "না, না—একদম কিচ্ছু না।"

সোনিয়া ভাবিয়া পায় না এ কেমন করিয়া সম্ভব, তাহার ত নিকোলাসের সমস্ত কথাই আজ মনে পড়িতেছে বেশি করিয়া, অন্য অনেক দিনও এমন অনেকবার হইয়াছে, যে সময় সে চুপ করিয়া নিকোলাসের কথাই ভাবিয়াছে। নিকোলাসের চলার ধরণটা, কথা বলিবার সময় তাহার ঠোঁট নড়ার ভঙ্গিটা সবই আজ সোনিয়ার চোখের সাম্নে দিবালোকের মত স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। যদিও তাহার কাছে, কাহাকেও ভালোবাসিয়া সে কথা মুখ ফুটিয়া স্বীকার করাই কেমন অশোভন বলিয়া মনে হয়, তবু, আজ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত নাতাশার দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি, আমি তোমার দাদাকে ভালোবাসি নাতাশা—সে ভালোবাসা...কোনদিন কোনো কারণেই আমি তা'কে ভালো না বেসে পারব না ভাই।"

নাতাশা সবিস্ময়ে সোনিয়ার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে—তাহার মনে হয় বোধ হয় সোনিয়া এতটুকু মিথ্যা বলে নাই। এমনি ভাবের ভালোবাসাই নিশ্চয় সত্য। কিন্তু তার নিজের ত এমন মনে হয় না বোরিসের জন্য। নাতাশা ঠিক বুঝিতে পারে না কেন এ রকম হয়।

"আচ্ছা, তুমি দাদাকে চিঠি দেবে?"

সোনিয়া চট করিয়া এ কথার জবাব দিতে পারে না, কারণ এ লইয়া নিজের মনেই সে অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়াছে, কিন্তু ঠিক কিছু স্থির করিতে পারে নাই।' লেখা উচিত কি না! সলজ্জভাবে সে বলিল—"তা জানি না, সে যদি আমায় লেখে ত লিখব।"

"লজ্জা করবে না?"

"না।" বলিয়া সোনিয়া সলজ্জ ভাবে চাহিল নাতাশার মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে শুধু লজ্জাই ছিল না, স্বপ্ন ছিল অনেক বেশি।

"কিন্তু আমার বোরিসকে লিখ্‌তে কি রকম লজ্জা করে।"

"কেন এতে আবার লজ্জা কিসের?"

"তা জানি না, তবে আমার কেমন যেন বাধবাধ ঠেকে।"

পিটিয়া রাগিয়াই ছিল নাতাশার উপর, তাই সে বলিল, "আমি জানি কেন। জানো মশাই, ওই সেই চশমাপরা লম্বা চওড়া লোকটাকে ও ভালোবেসেছে

কিনা তাই। আমি শুধু ভাবি কোন্‌দিন না ওই গানের মাষ্টারের প্রেমে পড়ে যায়—ও যে রকম···। এবারে বুঝ্‌লে কেন বাধবাধ ঠেকে ?”

পিটিয়ার বর্ণিত চশমাপরা লোকটি হইতেছে—পিটার বেস্থখভ্‌।

“পিটিয়া, তুমি বড্ড ফাজিল হয়েছো।”

“তোমার চেয়ে বেশি নয় বেগমসাহেবা!” বলিয়া সে সামরিক কায়দায় তাড়াতাড়ি পলায়ন করে।

ওদিকে মিখাইলভ্‌না যথাসময়ে নিকোলাসের খবর দিলেন, কাউণ্টেস্‌ খুব খানিক কাঁদিয়া তারপর কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। বাড়ীর সকলেই নিকোলাসের খবর শুনিবার জন্য কাউণ্টেসের ঘরে গেল এবং তিনি প্রত্যেককে ছেলের চিঠি পড়িয়া শুনাইলেন—এমনি করিয়া সেদিন চিঠিখানা পড়া হইল অন্ততঃ একশবার। কিন্তু কোনক্রমেই চিঠিখানি তিনি আর কাহারও হাতে ছাড়িয়া দিলেন না, নিজে পড়িলেন, এবং তার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিলেন।

সেইদিনই স্থির হইয়া গেল নিকোলাসের নতুন পোশাকের জন্য ছ' হাজার টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। আর তার যা যা প্রয়োজন হওয়া সম্ভব তাহারও একটা লম্বা ফর্দ্দ তৈরী হইল, সেগুলি না পাঠাইলে চলিবে না, বেচারী বিদেশে থাকিয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে। বাড়ীর ছেলেমেয়ে বুড়ো সকলে চিঠির খস্‌ড়া করিতে বসিয়া গেল।

নিকোলাসের চিঠি এবং জিনিসপত্র পাঠানো হইল লোক মারফৎ বোরিসের ঠিকানায়, সেখান হইতে বোরিস ঠিকমত ব্যবস্থা করিয়া নিকোলাসের কাছে পৌঁছাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিবে।

খবর পাইয়া অমনি নিকোলাস্‌ বোরিসের কাছে চলিয়া গেল। বোরিস একজনকে দিয়া খবর দিয়াছে যে বাড়ী হইতে তাহার চিঠি এবং টাকা আসিয়াছে। নিকোলাসের টাকার খুব দরকার। তাহার পদোন্নতির জন্য দলের সকলকে একদিন খাওয়াইতে হইয়াছে, তাছাড়া প্রায়ই এটা ওটা সেটা বাবদ খরচ লাগিয়াই আছে। সেজন্য সে দেনায় ডুবিয়া আছে—দেনিসভের কাছে ধার হইয়াছে অনেক। এই ত সেদিন ‘বেদুইন’ ঘোড়াটা কিনিল সে। মদের বাবদেও দোকানীর কাছে মোটা টাকা বাকী পড়িয়া

গিয়াছে। কাজেই টাকাটা তাহার খুব সময়ে আসিয়া পড়িয়াছে। কতকটা কাজে ফাঁকি দিয়াই সে সরিয়া পড়িল। বোরিস্‌দের তাঁবু এখান হইতে অনেকটা দূর, প্রায় মাইল-দশেক হইবে। নিকোলাস্ তাহার পুরাতন সাধারণ কর্ম্মচারীর পোশাকটা পরিয়াই বাহির হইয়া পড়িল—পথে কাদা লাগিয়া নূতন পোশাকটা নষ্ট হইবে বলিয়া নহে, এই কাদা মাখা জামাকাপড় পরিয়াই যেন তাহার মনে হয় এই বেশ ভালো।

ওলম্যুৎস্-এর কাছাকাছি অঞ্চলে কুতুজভের বাহিনী এখানে সেখানে তাঁবু ফেলিয়াছে। আর দু'দিন পরেই সম্রাট আসিবেন সেনাবাহিনী পরিদর্শন করিতে। এখন আপাততঃ একটু বিশ্রাম।

বোরিস্ এবং বার্জ দুজনে বসিয়া অভিনিবেশ সহকারে দাবা খেলিতেছিল, হাতে কোনো কাজ নাই।

একটা ব'ড়ে ঠেলিয়া দিয়া বার্জ বলিল,—"এই কিস্তি, এবারে সাম্‌লাও দেখি..."

বোরিস্ তাহার ফরসা আঙ্গুলে একটা গুটি ধরিয়া ভাবিতেছিল কি করিয়া প্রতিপক্ষকে জব্দ করা যায়, এমন সময় দরজা ঠেলিয়া নিকোলাস্ ভিতরে ঢুকিল, "ওঃ এতক্ষণে পেয়েছি বাবা, আবে বার্জও এখানে এ্যা! তা বেশ, বেশ।" বলিয়া নিকোলাস্ গুন্ গুন্ করিয়া গানের একটা সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে একটা চেয়ারে আসিয়া বসিল।

সে অবাক হইয়া গিয়াছে, বোরিসের অনেক পরিবর্ত্তন দেখিয়া। আগেকার মত সে ত তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল না আনন্দে। অবশ্য বোরিস্ তাহাকে অভিবাদন করিবার জন্য উঠিয়া আসিয়াছে, কিন্তু অতি সাবধানে—দাবার সাজানো গুটিগুলো নষ্ট না হয়। সে রোস্তভকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু নিকোলাস্ 'একপেশে' হইয়া দাঁড়াইল। তাহার আর সেই গতানুগতিক ধরাবাঁধা সামাজিক পদ্ধতিতে বন্ধুকে মাপিয়া আলিঙ্গন করিতে ভালো লাগে না—নতুন কিছু দরকার। বোরিস কিন্তু এসব ভাবে না, সে সামরিক রীতিতে নিকোলাসকে তিনবার চুম্বন করিল।

আজ ছ'মাস হইল তাহাদের ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। আবার দেখা হইল

ঠিক সেই সময়ে, যখন তাহারা জীবনের প্রশস্ততর পরিণতির পথে সবে পা বাড়াইয়াছে। তাহারা পরস্পরের পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক হইল। নিকোলাস চায় পরিশ্রম করতে, শুধু পরিশ্রমেই তাহার আনন্দ। আর বোরিস ইতিমধ্যে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ঘনিষ্ঠতা করিয়া সুপারিশ আদায় করিয়া সহজে যাহাতে একটা এ-ডি-কং হইয়া যাইতে পারে সেই চেষ্টায় আছে। এই জন্য সে প্রিন্স এণ্ড্রুর সঙ্গে বেশ ভাব করিয়াছে, এণ্ড্রুও তাহাকে সুনজরে দেখিয়াছে, এমন কি এ পর্যান্ত ভরসা দিয়াছে যে সে নিজেই বোরিস্‌কে এ-ডি-কং কিম্বা ওই ধরণের একটা ভালো রকমের পদে বাহাল করিবে। এণ্ড্রু ইচ্ছা করিলেই তা পারে সেটা বোরিস্ ভালো করিয়াই জানে। এণ্ড্রু যে কুতুজভের প্রিয়পাত্র একথা কে না জানে।

বোরিস এবং বার্জের ঝক্‌ঝকে জম্‌কালো পোশাকের দিকে কটাক্ষ করিয়া নিকোলাস্ বলে—"তোমরা দেখ্‌ছি পুতুলের মত সেজেগুজে বসে আছো। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে ফুর্‌ফুরে হাওয়া খাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই বুঝি তোমাদের? কিন্তু আমাদের বাপু রীতিমত খাটতে হয়—দেখছো কি রকম কাদামাখা জামাকাপড়?"

এমন সময়ে বাড়ীর তরুণী কর্ত্রী এই দিক দিয়া আসিতেছিল কি কাজে, দরজার ফাঁক দিয়া তাহাকে দেখিয়া প্রায় চীৎকার করিয়াই নিকোলাস্ বলিল—"মাইরি! এ যে দেখ্‌ছি খাসা একটা মেয়ে! এ্যাঁ, রূপসী—"

বোরিস ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "দোহাই তোমার, অত চেঁচামেচি ক'রো না। সবাই ভয় পাবে। আর আমি ত ভাবতেই পারিনি যে আজই তুমি আসবে। যাক্, এখন কেমন আছো বলো। বারুদের গন্ধ কেমন লাগ্‌ল?"

রোস্তভ্ কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছে, সে কোনো কথা বলিল না। বোরিস্ আবার বলিল, "আমরা এক জায়গায় জিত্‌লাম, আর সে কি খাওয়া-দাওয়ার ধুম পড়ে গেল। নাচ, গান, স্ফূর্ত্তির আর শেষ নেই পোলাণ্ডে।"

খানিক পরে নিকোলাস্ বলিল—"ভাই, একটু গলা ভিজোবার ব্যবস্থা কর। মদ আনাও।"

চাকরকে মদ আনিতে পাঠাইয়া বোরিস্ নিকোলাসের টাকা এবং চিঠি বাহির করিয়া বলিল—"এই নাও।"

নিকোলাস্ এবারে বার্জকে বলিল—"ভাই, কিছু মনে ক'র না—আমি যদি দেখতাম, আমার বন্ধুর বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে আর সে পড়ছে, তাহলে আমি সেখান থেকে নিজেই চলে যেতাম। তাই বল্‌ছি তুমি একটু পরে এসো আবার। আশা করি তুমি রাগ করবে না, আমি তোমায় পুরনো বন্ধু ব'লে ভাবি, তাই বল্‌লাম একথা, বুঝ্‌লে ?"

বার্জ তাহার টুপিটা মাথায় দিয়া এবং হাতে কোটটা ঝুলাইয়া লইয়া বলিল —'না, না, সে কি কথা। আমি একশোবার মানি একথা।"

বোরিস্ বলিল—"এবারে একবার বাড়ী যাও, অনেক দিন ত হ'ল।"

নিকোলাস্ চিঠি পড়িতে পড়িতে আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "উঃ, আমি একটা নিরেট পাষণ্ড।"

"কেন হ'ল কি ?"

"নইলে ওরা ওদিকে ভেবেই সারা। আমার এর মধ্যে আর একখান চিঠি দেওয়া উচিত ছিল।" বলিয়া সে নিজের কাহিনী বলিতে শুরু করিল। কেমন করিয়া তাহার হাতে লাগিয়াছিল বলিতে বলিতে সেদিনকার যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা শুরু করিল। অবশ্য ঘটনাগুলি যাহা নিছক সত্য ঘটিয়াছিল হুবহু সেইগুলিই সে বলিল না, যেমনটি হইলে নিকোলাস্ নিজেও খুশী হইত তেমনটিভাবে বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া, ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া সে বলিতে থাকে। ইহারই মধ্যে এণ্ড আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া নিকোলাস্ যেন কেমন একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে, কিন্তু বাহিরে মোটেই সেভাব প্রকাশ পাইতে না দিয়া আপনার মনে বলিয়া চলিল কেমন করিয়া সে ফরাসী সৈনিককে ঠেঙ্গাইয়াছিল। শেষকালে সে যে প্রাণপণে দৌড় দিয়া পলায়ন করিয়াছিল কিছুতেই সেকথা নিকোলাস্ বলিতে পারিল না, এখানে সে কল্পনার বল্‌গা আল্‌গা করিয়া দিয়া যাহা ইচ্ছা হইল তাহাই বলিল।

তারপর বলিল—"তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না তখন কিরকম অবস্থা হয়—মানুষের তখন কী অসীম সাহস আর শক্তি এসে পড়ে।"

তাহার এসব বড় বড় কথা শুনিয়া এণ্ড্রু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল— "এ রকম অনেক গল্পগুজব শোনা যাচ্ছে আজকাল যুদ্ধের সংবাদে।"

নিকোলাস্ চটিয়া গেল,—"হাঁ, তা বটে, অনেক গল্প বানানো হয়েছে সে কথা মিথ্যে নয়। তবে সাধারণের গালগল্পের সঙ্গে আমরা যারা একেবারে শত্রুর সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়িয়ে কামানের মুখে বুক দিয়ে যুদ্ধ করেছি, তাদের কথার কিছু তফাৎ আছে বইকি। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌তে হয়, আর অমাত্যবর্গ কিছু না করেই কৃতিত্বের সম্মানস্বরূপ পদক আর পুরস্কার পান, তাঁরা কিছু না করেই বিজ্ঞ।"

"আর তোমার মতে আমিও তাদের মধ্যে একজন—এই ত?" হাসিয়া এণ্ড্রু বলিল।

এণ্ড্রুর এই স্থির গাম্ভীর্য্যের কাছে যেন রোস্তভকে মাথা নত করিতেই হইবে—কথাটা মনে হইতে নিকোলাস্ যেন নিজের উপরেও একটু চটে, সে বলে,—"না, আমি কোনো বিশেষ কাউকে ইঙ্গিত করতে চাই না একথা নিয়ে। আর আপনার সম্বন্ধে ত আমি এমন কিছু জানি না, শুধু শুধু একথাই বা বল্‌তে যাবো কেন? অবশ্য আমি জান্‌তে উৎসুক নই।"

"ও।" এণ্ড্রু বলে, তাহার কণ্ঠস্বর সংযত, কথাগুলি সে বেশ চিন্তা করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেছে, "তুমি আমাকে অপমান করবার জন্যেই এসব বল্‌ছ বোধ হচ্ছে। অবশ্য তোমার আত্মসম্মানজ্ঞান যদি না থাকে তবে অতি সহজেই তা পারবে। তবে আমার মনে হয় তোমার স্থান এবং সময় নির্ব্বাচনটা ঠিক উপযোগী হয়নি। আমরা এখন একটা ভীষণতর ঝড়ের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। শেষে তোমায় আমায় একটা 'ডুয়েল' হতে পারে। কিন্তু তাই ব'লে এর জন্যে তোমার বাল্য বন্ধু বোরিস্ বেচারীকে এর ভেতরে জড়ানো ঠিক নয়। আজ থাক্। তোমার যদি ইচ্ছে থাকে তবে, তুমি আমার নাম জানো, এবং কোথায় আমাকে পাবে তা'ও জানা আছে তোমার, আমায় ডেকো, আমি লড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসব।—আর হাঁ, ভালো কথা, তোমায় ব'লে

রাখা ভালো যে আমি তোমার ওপর মোটেই রাগ করিনি, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাই একটা উপদেশ দিচ্ছি—তোমার ওই খিটখিটে বদমেজাজটা একটু ভদ্র করবার চেষ্টা করো।......আচ্ছা বোরিস্ তাহ'লে ওই কথাই রইল, শুক্রবার সকালে তুমি আমার ওখানে যাবে পরিদর্শনের কাজ চুকে গেলে; আচ্ছা, আসি!"

বলিয়া সে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

নিজেকে সংযত করিয়া মনকে সুস্থ অবস্থায় আনিতে রোস্তভের অনেক দেরি হইল। সহসা এণ্ড্রুর কথাগুলির জুতসই জবাব দিতে না পারিয়া নিকোলাস্ নিজের উপরেও বেশ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফিরিবার পথে বারবার তাহার এই কথাই মনে হইল যে, এই গর্ব্বিত এ-ডি-কং-টির কাছেই মর্য্যাদা আদায়ের জন্য এত ঝগড়া করিল সে, এতখানি উৎসুক তার মন এর জন্য, অথচ এই লোকটাকে সে যে মোটেই সহ্য করিতে পারে না এও সত্য,—কেমন করিয়া তাহা সম্ভব।

সেদিন সম্রাট আসিবেন সমগ্র সেনাবাহিনী পরিদর্শনের জন্য। সকাল হইতে সর্ব্বত্র সাজসজ্জা চলিয়াছে সমারোহ সহকারে। ঘোড়াগুলিকে মাজিয়া ঘষিয়া এমন চকচকে করা হইয়াছে যে তাহাদের গায়ে রৌদ্রকিরণ পড়িয়া ঝলমল্ করিতেছে। পদস্থ অমাত্যেরা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া চলাফেরা করিতেছে, প্রত্যেকের চেহারায় গাম্ভীর্য্য প্রতিভাত। আজ একসঙ্গে অষ্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার মিলিত আশী হাজার সৈন্যকে সম্রাট দেখিতে আসিতেছেন বিপুল জনসমারোহে। এক বিশাল প্রান্তরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন দল সমাবিষ্ট। এই জনসমুদ্রের মধ্যে প্রত্যেকে এতবড় গোষ্ঠীর একজন এই মনে করিয়া নিজে গৌরব অনুভব করিতেছে। এই জনারণ্যের এক একটি অণুপরমাণুরও মর্য্যাদা বড় কম নয়!

এক সময় আকাশে বাতাসে বৃক্ষশাখার পাতায় লতায় যেন মৃদু গুঞ্জন উঠিল, "ওই আসছে ওরা। এইবার এসে পড়বে।"

দূরে একদল অশ্বারোহীকে দেখা গিয়াছে।

"সব চুপ করো।" কাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তারপর ভোরের

কাকড়াবার মত চারিদিকে কলরব উঠিল—"চুপ। চুপ!" মুহূর্ত্ত পরেই আবার নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা।

সম্রাট আসিলেন, তূর্য্য নিনাদে তাহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হইল। তারপর তিনি বলিলেন—"আমার শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে, হে আমার সৈনিকবৃন্দ।"

কণ্ঠস্বরে কোথাও জড়তা নাই, কি মধুর কথা বলিবার ভঙ্গি। সকলে যেন কৃতার্থ হইয়া গেল সম্রাটের এই কথা শুনিয়া। সারির সামনের দিকে যাহারা ছিল তাহারা উল্লসিত হইয়া প্রাণপণ শক্তিতে গলায় জোর দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"জয় সম্রাটের জয়, সম্রাটের জয় হোক।"

নিকোলাস্ অশ্বারোহী বাহিনীর প্রথম দিকেই ছিল, সম্রাটকে দেখিয়া সে যে কি করিবে ভাবিয়া পায় না। তাহার মনে হয় যে, সম্রাট যদি একবার আদেশ দেন তাহা হইলে সে সানন্দে যত বড় দুঃসাধ্য কাজই হোক না কেন করিয়া ফেলিবে, আগুনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে, জলে লাফাইয়া পড়িতে প্রস্তুত আছে—শুধু সম্রাটের মুখের কথা। চারিদিকে যখন জয়ধ্বনি উঠিল তখন সে নিজের রুদ্ধ সঞ্চিত আবেগ দিয়া চীৎকার শুরু করিল—যেন গলা ফাটাইয়া প্রাণপাত করিলেই জীবন সার্থক হইবে। সম্রাটের সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তি তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

এইবারে সম্রাট এইদিকে আসিতেছেন—ওই ত। মাত্র তাহার কাছ হইতে কুড়িবাইশ গজ দূরে আসিয়া তিনি দাড়াইলেন, তারপর অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফরাসী ভাষায় কি যেন বলিলেন—রোস্তভও অকারণে হাসিল, তাহার দেহমন যেন একটা রাজভক্তির নিদর্শন দিবার জন্য আকুল আগ্রহে উন্মুখ। ঠিক এই সময়ে সম্রাট্ একজন জেনারেলকে ডাকিলেন। অমনি রোস্তভের মনে হইল, "আচ্ছা এমনি ক'রে যদি উনি আমায় ডাকতেন। তাহ'লে? তাহ'লে আমি বোধ হয় আনন্দে মরে যেতাম।

সম্রাট এবারে অমাত্যবর্গকে উদ্দেশ করিয়া উৎসাহ দিয়া কয়েকটি কথা বলিলেন। কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রোস্তভের মনে হয় সে যেন দৈববাণী

শুনিতেছে। সে ভাবে আপনমনে—"শুধু আত্মোৎসর্গ, ওঁর জন্যে মৃত্যু বরণ করেই আনন্দ।"

রোস্তভ্ লক্ষ্য করিল রাজকীয় অমাত্যবর্গের মধ্যে প্রিন্স এণ্ড্রও রহিয়াছে। এই সময় বাবেকের তবে তার মনে হইল দু'দিন আগেকার সে কথা—"আচ্ছা আজকে ওকে ডাকব নাকি লড়াই করতে?" তারপর সে নিজেকে ধিক্কার দিয়া মনে মনে বলিল, "দিন দিন আমি যেন কি হয়ে যাচ্ছি। আজকে, এই সময়ে—আমার ওসব তুচ্ছ কথা মনে হয় কেন? আজকে আমি সবাইকে ক্ষমা করলাম—আমি সবাইকে ভালোবাসি।"

তারপর সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া পাউলোভ্গ্রাদ দল ঘোড়া ছুটাইয়া আগাইয়া যায়। এক সঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া তাহারা যাইতেছিল যখন তখন এমন একটা শোভা হইয়াছিল যে সম্রাট সোৎসাহে বলিলেন—"বাঃ, চমৎকার পাউলোভ্গ্রাদ দল।"

কথাটা কানে যাইতেই আবার নিকোলাসের এমন উত্তেজনা ও আনন্দ হইল যে তার ইচ্ছা করে এখনই যেন আগুনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।—"আজকের মত এমন আনন্দ আমার জীবনে আর আসেনি।"

পরিদর্শন-পর্ব্ব শেষ হইল। এক একটা কথা আলোচনা করিতে করিতে সকলেই ফিরিতে লাগিল নিজেদের তাবুতে—কথাগুলি সমস্তই কিন্তু সম্রাটকে কেন্দ্র করিয়া। সকলেই একবাক্যে বলিল যে সম্রাট যদি নিজে হাতে পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন তবে রাশিয়ার জয় সুনিশ্চিত। সেদিন যে-কোন সৈনিককে দেখিলে মনে হইত যে পৃথিবীতে তাহার চেয়ে সুখী আর বুঝি কেহ নাই।

বোরিস্ প্রথমদিন গিয়া প্রিন্স এণ্ড্রুর দেখা পাইল না, সে কোথায় যেন বাহির হইয়া গিয়াছে। দেখা না পাইয়াও সে মোটেই দমে নাই। ওলম্যুৎস্ এর চারিদিকে একটা সুন্দর শ্রী, সাজগোছ পরিচ্ছন্নতা, শহরটার সর্ব্বত্র ব্যস্ততা, লোকজন চলাচল, সাজপোশাকের জাঁকজমক, এ বেশ ভালো লাগে! সে শহরটা একবার ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইয়া তারপর ফিরিল। ফিরিবার সময় পথ চলিতে চলিতে কেবলই ভাবিতেছিল সে, "নিকোলাস যেন কি রকম হয়ে

গেছে ! ও কিনা অনায়াসে ব'লে দিল সেদিন 'এ-ডি-কং আর আরদালিতে কোনো তফাৎ নেই, কেবল পিছন পিছন ঘোরা আর হুকুম তামিল করা। ও আমার ভালো লাগে না। তার চেয়ে মাইনে কম হোক, সম্মান নাই থাক, আমি একজন সাধারণ সৈনিক হয়ে বাঁচতে চাই, কর্ম্মী হয়ে, দেশের কাজে লাগাই আমার আদর্শ, কর্ত্তব্য, আমার কাম্য।' অবিশ্যি যার বাবা তিনমাস অন্তর ছ'হাজার টাকা পাঠায় সে একথা অনায়াসেই বল্‌তে পারে। কিন্তু আমার কি আছে ? সামান্য বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই সম্বল নেই আমার, এই নিয়ে আমাকে বড় হবার চেষ্টা করতে হবে—সুযোগ-সুবিধাই আমার একমাত্র ভরসা সম্বল !"

পরদিন সকালে উঠিয়া আবার সে ওলমুৎস-এর পথে যাত্রা করিল।

এণ্ড্রু যে বাড়ীতে থাকে তাহার মধ্যে ঢুকিয়া বোরিস্ প্রথমেই যে ঘরে আসিল সেটা মস্তবড় একখানা হলঘর। পাঁচটি বিছানা পাতা, ইহারই মধ্যে কোনো একটি এণ্ড্রুর, কিন্তু তাহাকে ঘরে পাওয়া গেল না। ঘরের আর বাকী চারজন অধিবাসী কেহ বা পিয়ানো বাজাইতেছে, আর তার কাছে বসিয়া অন্য একজন মাঝে মাঝে সেই সুরে গান ভাঁজিতেছে। একজন অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পারস্যদেশীয় পোশাক পরিয়া সন্দিগ্ধভাবে বোরিসের দিকে চাহিয়া ছিল। বোরিস্ এই লোকটিকে এণ্ড্রুর কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে কতকটা অনিচ্ছা ভরেই যেন জানাইল যে এণ্ড এখন কাজে ব্যস্ত, ওই পাশের ডানদিকের ঘরে তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে।

প্রিন্স এণ্ড্রু একজন রুশ জেনারেলের সঙ্গে কথা বলিতেছিল, বোরিস্‌কে দেখিবামাত্র জেনারেল সাহেবকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বোরিসের সঙ্গে নিজের ঘরে চলিয়া আসিল। বোরিসের উপর জেনারেলটি অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল যতক্ষণ তাহাকে দেখা যায়, এ ভয়ানক অন্যায়, এরকমভাবে কাজের অসুবিধা করিতে আমদানী হয় এই সব বাজেলোকের। দু-টো কথা সারিয়া একটু পরে গেলে কীই বা ক্ষতি হইত প্রিন্স এণ্ড্রুর।

"কালকে সারাদিন ভাই ছুটোছুটি ক'রে কেটেছে। আর ব'ল না, এক জার্ম্মান জেনারেলের পাল্লায় পড়েছিলাম। কোথায় সৈন্যদের রাখা যাবে আর

কার কি অবস্থা এই দেখবার জন্যেই ঘুরতে হ'ল কত, জানো তো জার্মানদের গোঁ—কিছু মনে ক'রো না ভাই কাল দেখা হয় নি ব'লে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তা চলো আজ তোমার একটা কিছু করা যাক।" বলিয়া এণ্ড্রু বোরিসের মুখের দিকে চাহিল।

বোরিস্ অবশ্য জানে না জার্মানদের গোঁ কি রকম, অথবা সৈন্যদের রাখাটা কি ব্যাপার,—তবু স্বচ্ছন্দে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে কি আর আমি বুঝি না।"

"তা তুমি এ-ডি-কং হ'তে চাও এই তো কথা? অবিশ্যি তুমি যদি বলো ত কুতুজভের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারি। তিনি তোমায় নেমন্তন্ন ক'বে একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়াবেন, আদব আপ্যায়নে কিছু ক্রটী পাবে না,—কিন্তু ব্যস্ ওই পর্য্যন্ত, আসল কাজ হবে না। তার চেয়ে আমার মনে হয় আমার বন্ধু জেনারেল প্রিন্স দল্গোরুকভ্-এর কাছে তোমায় নিয়ে গেলে ভালো হবে। সে হয়ত তোমায় সহজেই তার সঙ্গে রাখতে পারবে। আচ্ছা, আমি কাজটা সেরে আস্‌ছি—একটু ব'স।"

প্রিন্স এণ্ড্রু এবং বোরিস্ যখন সম্রাটের প্রাসাদে উপস্থিত হইল তখন বেলা হইয়াছে বেশ, ওদিকে সমরপরিষদের বৈঠকে আজ একটা জরুরী আলোচনা সভা বসিয়া গিয়াছে। এতদিন ধরিয়া যে আত্মরক্ষামূলক নীতিতে যুদ্ধ চলিতেছে তার পরিবর্তন করিয়া আক্রমণমূলক পদ্ধতিতে যুদ্ধ করা হইবে কিনা এই লইয়া মতানৈক্য যুক্তিতর্ক। বৃদ্ধদের দলে কুতুজভ্ প্রিন্স শোয়ার্জেবর্ন্'র্গ প্রভৃতি আর তরুণদের দল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহাদের বক্তব্য এই যে, আর চুপচাপ মার খাইয়া লাভ নাই। তাহাদের বিশ্বাস যে এখন যদি জোর দিয়া আক্রমণ করা যায় তবে নাপোলেওঁ আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। অনর্থক দেরি করিয়া শত্রুকে শক্তিশালী হইবার সুযোগ দেওয়ার মত অবিবেচনা আর কিছুই থাকিতে পারে না। বিতর্ক সভায় শেষে তরুণেরাই জয়ী হইল,—তবু স্থির হইল রাত্রে আর একবার এ বিষয় লইয়া আলোচনা হইবে।

দল্গোরুকভ্-এর সঙ্গে দেখা হইতেই তিনি বোরিস্‌কে কতকটা কথাই দিয়া ফেলিলেন, তবে এখন এই সব পাঁচরকম গোলমালে তিনি বড্ডই ব্যস্ত নহিলে হয়ত আজই একটা ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা

হইল না, পরে হইবে। তবে বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথাই হইল। দুইজন সম্রাটের উপস্থিতিতে সমগ্র বাহিনী যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, তাহাদের উৎসাহ উদ্যম সত্যই আশাপ্রদ। এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক নয়। আর জেনারেল ভাইরোটার যে পরিকল্পনার কথা বলিতেছেন তাহা নাকি নিখুঁত, তাঁর চিন্তাধারা বাস্তবিকই অভিনব এবং বিচক্ষণ। আজ হইতে একবৎসর আগে ঠিক এই জায়গাতেই অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটে। শেষকালে দল্‌গোরূকভ্ বলিলেন, "বন্ধু, আমাদের জয় হ'ল আজ বৃদ্ধদের কাছে, কালও যেন আমাদের বাহিনী জয়গৌরবে অনুপ্রেরণা পায় মহত্তর জয়ের···আমি আজ সরল ভাবে স্বীকার করেছি যে এতদিন ধরে আমি অষ্ট্রিয়ান্‌দের উপর অবিচার ক'রে এসেছি, বিশেষ ক'রে ভাইরোটারের উপর। আশ্চর্য্য লোকটার দৃষ্টির প্রসারতা, আর এত খুঁটিয়েও ভাবে, যতরকমের সম্ভাবনা আছে সবই ধরে ফেলেছে। মাটির প্রত্যেকটির কণার সম্বন্ধে ওর স্পষ্ট ধারণা আছে—এমনই ভৌগলিক জ্ঞান। এই যুদ্ধে আমাদের জয় হবেই।—একদিকে অষ্ট্রিয়ার সুতীক্ষ্ণ মনীষা আর একদিকে রাশিয়ার বীরের শক্তি।"

এণ্ড্রু বলিল,—"তা'হলে একটা সংঘর্ষ সুনিশ্চিত।"

দল্‌গোরূকভ্ হাসিলেন, অর্থপূর্ণ হাসি—"হাঁ, তাতে ভুল নেই। আমার মনে হয় নাপোলেঅঁর মাথার ঠিক নেই। আজকে নাপোলেঅঁর একজন দূত এসেছিল সম্রাটের কাছে।"

"তাই নাকি? কি লিখেছিল নাপোলেঅঁ সম্রাটকে?"

"কি আবার—হেন তেন যত সব আজেবাজে কথা···আসলে এমনি ক'রে দেরি করানোর মতলব। এই আমি ব'লে দিলাম, ও আমাদের হাতে বন্দী হবেই হবে দেখে নিও। কিন্তু আজ সবচেয়ে মজা হ'ল কি, এই চিঠির জবাব দেবার সময় বোনাপার্তকে কি ব'লে সম্বোধন করা হবে সেটাই খুঁজে পাওয়া গেল না। 'কন্‌সাল' বলা চ'লে না, কিন্তু তাই ব'লে ত সম্রাটও বলা চলে না —মহা সমস্যা। বিলিবাইন একমাত্র ভরসা, সে বল্‌লে কি, লিখে দেওয়া হোক মানবতার শত্রু এবং বিশ্বমানবতার শত্রু এই ব'লে সম্বোধন ক'রে।"

"শুধু তাই?" এণ্ড্রু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলে।

"যাক্ শেষ কালে বিলিবাইনেরই জয় হ'ল,—বল্লে লেখো, ফরাসী শাসনতন্ত্রের কর্তা। কেমন, ঠিক হয়নি ?"

"খুব ভালো হ'য়েছে। কিন্তু এতে বোনপার্ত রেগে আগুন হবে।"

"নিশ্চয়, একবার হয়েছিল কি···"

এমন সময় সংবাদ আসিল সম্রাটের দরবারে দল্‌গোরুকভ্-এর ডাক পড়িয়াছে।

আর একদিন দেখা হইবে বলিয়া বিদায় লইয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার বন্ধুর সম্বন্ধে আর একদিন কথা হবে। একটু দাঁড়াবার উপায় নেই। ডাক লেগেই আছে—যাই।"

বোরিস্ এতবড় একজন লোকের সঙ্গে কথা বলিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। ফিরিবার সময় তাহার মনে হইল যে তাহার নিজের দলের মানুষগুলি নিতান্তই করুণার পাত্র।—এমন কি সে নিজেও।

পরদিনই বিভিন্ন সৈন্যদল ছড়াইয়া পড়িল নানাদিকে। কাজেই বোরিসের সঙ্গে আর এণ্ডু অথবা দল্‌গোরুকভ-এর দেখা হয় নাই এবং তাহাকে সেই পুরাতন দলেই থাকিতে হইল বাধ্য হইয়া।

১০

সেদিন সকালে বাগ্রাসিঅব বাহিনী রণক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করিল এখানকার আশ্রয় ছাড়িয়া। অজ্ঞাত ভবিষ্যতের অনিশ্চিত নির্দেশকে দিনের পর দিন এমনি করিয়াই একটু একটু করিয়া জানা যায়। এর মধ্যে অনেককেই হয়ত আজই এই জীবনের জানা অজানার হিসাব চুকাইয়া শত্রুর কামানের গোলায় লোকান্তরের যাত্রী হইতে হইবে। তার চেয়ে আরও ভয়াবহ—আহত হইয়া সারা জীবন পরের অনুগ্রহ করুণার মুখ চাহিয়া দিন কাটানো, প্রত্যেকেই ভাবে কে জানে যে তার নিজের ভাগ্যে কি লেখা আছে।

রাস্তার মাঝখানে কি জানি কেন দেনিসভের দলের উপর হুকুম হইল—এখনকার মত এখানেই থামিতে হইবে। চপচাপ দাঁড়াইয়া নিকোলাস্ দেখিতে

লাগিল একে একে কশাক, পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজেরা আগাইয়া যাইতেছে। বাগ্রাসিঅঁ, দলগোরুকভ্, এ-ডি-কং-এর দল সবাই চলিয়া গেল। ধীরে ধীরে তাহার মনের মধ্যে প্রথম দিনের যুদ্ধের ছবিটা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া ভাসিয়া উঠে। বিশেষ কবিয়া সেদিন যেরকম আতঙ্ক ও ভয় মনের ভিতবে যে একটা ভীষণ আলোড়ন তাহাকে কেমন অবশ করিয়া দিয়াছিল আজ আবার অকস্মাৎ সেইরকম যন্ত্রণায় সে অভিভূত হইয়া পড়িল। তার অদূব ভবিষ্যতে নিজের কৃতিত্ববলে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জনেব অত্যুগ্র আগ্রহ, আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের কল্পনারঙীন মধুর স্বপ্নবিচিত্র ছবি—সব যেন নিমেষে অতল সমুদ্রের রহস্যের গভীরে মিলাইয়া গেল, সমস্ত বিশ্বে শুধু অন্ধকার, গাঢ, কালো, অজ্ঞাত, ভয়াল অন্ধকার। ওই দূরে কামানেব গর্জ্জনধ্বনি। নিকোলাস্ আর কিছু বুঝিতে পারে না।

এমনি ভাবে যে কতক্ষণ কাটিয়াছে তাহা সে জানে না। হঠাৎ একসময়ে তার মনে হইল খুব কাছাকাছি কোথাও যেন কাহাবা জয়ধ্বনি করিতেছে, একটা উল্লাসতরঙ্গেব ইঙ্গিত। ঠিক তাই। জানা গেল যে আজ ফরাসীদের হারাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আজিকাব যুদ্ধে নাকি তাহারা খুব বড রকমের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে—ফরাসীদের একটা বিচ্ছিন্ন দলকে বন্দী করিয়া।

অবশ্য আসলে এমন কিছুই হয় নাই। কেমন করিয়া একদল ফরাসী সৈন্য মূলবাহিনী হইতে ছিটকাইয়া পথ ভুল করিয়া এদিকে আসিয়া পডিয়াছিল, আর কোনোরকমে তাহাদের আটক করিয়া সগৌরবে রুশবাহিনী প্রচার করিতেছে নিজেদের সাফল্যের কাহিনী।

এইভাবে অলসতাব মধ্যে আজ সারা দিনমান কাটাইতে হইবে একথা মনে করিতেও যেন নিকোলাসের কিরকম বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু করিবার কি-ই বা আছে? এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে যখন তাহার প্রায় ধৈর্য্যচুতি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে তখন দেনিসভ্ আসিয়া ডাকিল। সে এতক্ষণ পথের ধারে বসিয়াছিল কিছু খাবার এবং এক বোতল মদ লইয়া।

দেনিসভ্ বলিল—"এসো হে রোস্তভ্, মেজাজটা কিরকম খিঁচড়ে গেছে, আজ ওর নাম কি, সবকিছু ডুবিয়ে দেবো সুধারস পান ক'রে, এসো—এসো।"

কে একজন বলিয়া উঠিল—"এই যে আর একটা বন্দীকে আন্‌ছে।"

একজন তরুণ ফরাসী অশ্বারোহীকে এই দিকেই হাঁটাইয়া আনিতেছে কতকগুলি কশাক, বন্দীর ঘোড়াটি কশাকের হাতে—সুন্দর ঘোড়া।

তাহারা কাছে আসিতেই দেনিসভ্ বলিল—"এই, আমাদের ঘোড়াটা বেচ্‌বে ?"

"হাঁ হাঁ বেচ্‌ব, হুজুর।"

সকলে গিয়া ভিড় করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল কশাকদের চারিপাশে। দেখা গেল যে কথাবার্ত্তায় বন্দীটি বেশ বিনীত ভদ্র। আর পাঁচজনকে তাহারই মত ফরাসী ভাষায় কথা বলিতে দেখিয়া বন্দী কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল যে তাহার নিজের দোষে সে বন্দী হয় নাই, তার কর্পোরাল তাকে এইদিকে পাঠাইয়াছিল ঘোড়ার গায়ের জামার কাপড় জোগাড় করিবার জন্য। এবং সে বলিয়াই দিয়াছিল সে এদিকে রাশিয়ানরা আছে। একথা জানিয়া শুনিয়া যে উপরওয়ালা কাজের ভার দিয়া বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেয় তাহার মনের বাসনা কি ?......তরুণ ফরাসীটির কথাবার্ত্তায় মনে হইতেছে যেন সে তারই নিজের বাহিনীর সেনাপতির কাছে কৈফিয়ৎ দিতেছে। যুবক কিন্তু এর মধ্যে বহুবার বলিয়াছে—"কিন্তু আপনারা যেন আমার এই ঘোড়াটাকে কষ্ট দেবেন না দোহাই।" বোধ করি সে যে কি কথা বলিতেছে তা বুঝিবার মত অবস্থা তার নিজের নাই।

কশাকরা মাত্র দুইটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে খুশী-মনে ঘোড়াটি রোস্তভ্‌কে বিক্রয় করিল। বন্দী যাইবার সময় আবার রোস্তভ্‌কে অনুরোধ করিল—"আপনি ঘোড়াটিকে ভালোভাবে রাখবেন, যেন ও কষ্ট না পায়, আচ্ছা নমস্কার।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি যথাসাধ্য যত্নে রাখব।" বলিয়া নিকোলাস্ বন্দীর হাতে কয়েকটি টাকা গুঁজিয়া দিল।

নদীতে জোয়ার আসিলে জলে যেরকম একটা প্রচণ্ড উদ্বেল উত্তাল আলোড়ন ওঠে তেমনি সহসা একটি কথার যাদুমন্ত্রে সমগ্র বাহিনীর মধ্যে

চাঞ্চল্য উঠিল—"সম্রাট! সম্রাট!" সৈনিকদের সে কি উত্তেজনা। কে কোথায় ছিল নিমেষে নিজের জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল—সম্রাট আসিতেছেন। ওই দূরে সাদা পোশাকপরা রাজ-অমাত্যদের দেখা যাইতেছে। রোস্তভ্ তার নতুন কেনা ঘোড়ায় টপ্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া চলিল নিজের সারিতে। এখন আর তার ক্লান্তি, বিরক্তি কিছুই নাই। সহসা যেন তার মনের মহলে কনক প্রদীপ জ্বলিয়া উৎসবের আয়োজন শুরু হইয়াছে। অননুভূত আনন্দের আগমনীতে নিকোলাসের দেহ রোমাঞ্চিত হইতেছে—যেন দীর্ঘদিনের আশাপথ চাহিয়া যে প্রেমিক তার প্রিয়তমব্যক্তির মিলনপ্রতীক্ষায় ছিল আজ এইক্ষণে সেই আকাঙ্খিত মিলনমুহূর্ত্ত আগত।·····সম্রাট আসিতেছেন। নিকোলাস অনুভব করে সম্রাট আসিতেছেন—তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া নহে, তাঁর অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া নহে,—সে বুঝিতে পারে তার মনের ভিতর চাহিয়া, তার মনোমুকুরের প্রতিবিম্ব ত মিথ্যা হইতে পারে না। সম্রাট যদি না-ই আসিবেন তবে এ কিসের জ্যোতিতে দিক-দিগন্ত উদ্ভাসিত? নিকোলাসের মুখ তুলিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার শক্তি নাই, সে শুধু অনুভব করে।

তার খুব কাছাকাছি অতিপরিচিত মধুর স্বরে কে কথা বলিল। নিকোলাস জানে এ কণ্ঠস্বর আর কাহারও নহে। এই উন্মুক্ত প্রান্তরের কোথাও যেন জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই—এতটুকু শব্দ শোনা যায় না। এই নিবিড় স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে যেন বীণাতন্ত্রীতে সুরধ্বনি উঠিল, যেন দেবলোকের বাণী ভাসিয়া আসিল—"এখানে এটা পাউলোভগ্রাদ অশ্বারোহী দল?"

অতি সাধারণ কেহ উত্তর দিল—"হ্যাঁ জাঁহাপনা।" তার কথার মধ্যে এতটুকু সৌন্দর্য্য নাই যেন।

সম্রাট নিকোলাসের সামনে একটু দাঁড়াইলেন। নিকোলাসের সুন্দর মুখ আজিকার অভিনব অনুভূতিতে, অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে যেন যৌবনময়, সুন্দরতর। তার চোখের চাহনীতে বালকোচিত সারল্য একদিকে আর একদিকে তরুণ যুবকের উচ্ছল প্রাণময়তা। সম্রাট চোখ বুলাইয়া সকলকে দেখিয়া লইলেন। নিকোলাসের কাছে আসিয়া তাঁহার দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য থামিয়াছিল। তিনি কি তার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছেন? নিকোলাস

ভাবে, নিশ্চয় তিনি তার মনের খবর পাইয়াছেন—তাঁর নীল চোখের গভীর চাহনীর প্রভাব যে এখনও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

সম্রাট আগাইয়া চলিলেন। তরুণ সম্রাট তাঁর নিজের সেনাদলকে দেখিবার বাসনা সংবরণ করিতে পারেন নাই, তাই যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া আসিয়াছেন তাঁহার শুভানুধ্যায়ীদের কথা ঠেলিয়াও। তিনি যখন এক একটি বাহিনী অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন তখন এক একজন এ-ডি-কং আজিকার বিজয় অভিযানের সম্বন্ধে নব নব তথ্য, তাহা সত্য হউক আর নাই হউক, পৌঁছাইয়া দিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেছিল। তাহাদের কথায় এমন খবরও পাওয়া গেল যাহার ফলে সম্রাটের তো বটেই এমন কি সমগ্র বাহিনীরও এই ধারণা হইল যে ইতিমধ্যে নাকি ফরাসীরা পরাজিত হইয়া পিছু হটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পথ চলিতে চলিতে সম্রাট এক জায়গায় দেখিলেন, একজন আহত সৈনিক মাটিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল, কয়েকজন এ-ডি-কং ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাকে পালকিতে ধরাধরি করিয়া তুলিতেছে, অসহ্য যন্ত্রণায় লোকটি গোঙাইয়া উঠিল। সম্রাট উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন, "আস্তে, আস্তে—যাতে ওর কম কষ্ট হয় এমন ভাবে কি তোলা যায় না?" তাঁহার কণ্ঠস্বরে যেন মৃত্যুপথ-যাত্রী ওই আহত লোকটির চেয়ে তার গভীরতর বেদনার পরিচয় পাওয়া যায়। কথাগুলি বলিয়াই তিনি একটু সরিয়া গেলেন, তাঁহার দুই চোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"ওঃ কি ভয়ঙ্কর জিনিস এই যুদ্ধ।"

সেদিন সমস্ত দিনমান চলিল আনন্দ উৎসবের উদ্দাম স্রোত। এদিকে সম্রাট পুরস্কার ঘোষণা করিলেন যোদ্ধাদের কৃতিত্বের জন্য, আর সেনাদলের সকলকেই দেওয়া হইল প্রচুর পরিমাণে মদ।

সন্ধ্যার পর দেনিসভ্ বোস্তভ্ তাহাদের দলে প্রস্তাব করিয়া বসিল, সম্রাটের স্বাস্থ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া একদফা মদ পান করা উচিত। অমনি রোস্তভ্ মদের পাত্র হাতে তুলিয়া সোৎসাহে গলা ঝাড়িয়া বক্তৃতা দিতে শুরু করিল। সে আজ খুব উত্তেজনার মধ্য দিয়া সারাদিনটা কাটাইয়াছে।

এই পর্ব্ব চুকিয়া গেলে ফিরিবার পথে দেনিসভ্ নিকোলাসের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"দেখ হে ছোক্‌রা, এটা প্রণয়-লীলার জায়গা নয়। সম্রাটকে ওরকম ভাবে…"

নিকোলাস্ খুব চটিয়া গেল, সে কথার মাঝেই দেনিসভ্‌কে বাধা দিয়া মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করে, "না, না, এ নিয়ে তামাসা নয়। এ আমি বরদাস্ত করব না ব'লে দিচ্ছি। এমন কতকগুলো উঁচু দরের অনুভূতি আছে যা সকলে বোঝে না, সেই সব অসাধারণ ব্যাপার নিয়ে ছেলেমানুষী সওয়া যায় না দেনিসভ্।"

"তা ঠিক, এ আমিও মেনে নিয়েছি—মোদ্দা আমারও ওই কথা। সত্যি ভাই আমিও যেন তোমার মত সম্রাটকে…"

"না, অত সোজা নয়। এ তুমি বুঝবে না।" বলিয়াই নিকোলাস্ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া নিরালায় চলিয়া গেল। সে একাকী চারিদিকে ছড়ানো তাঁবুগুলির প্রায় নিভিয়া আসা কাঠের আগুনের পাশ দিয়া এলোমেলো ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইল অনেক রাত অবধি।

সেদিন হয়ত শতকরা নব্বইজন সৈনিকই নিকোলাসের মত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাহাদের সকলেরই মনে এই তরুণ সম্রাটের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি অল্প বিস্তর সঞ্চারিত হইয়াছিল বই কি।

কয়েকদিন পরের কথা। এর আগে গত যুদ্ধের পরদিনই বারকয়েক রাজ-বৈদ্যকে সম্রাটের শিবিরে আনাগোনা করিতে দেখিয়া অনেকে অনুমান করিল যে সম্রাট অসুস্থ। যাহারা আরও একটু বেশি খবর রাখে তাহারা বলিল যে, গতরাত্রে সম্রাট একেবারে দু-চোখের পাতা এক করিতে পারেন নাই, ঘুমানো ত দূরের কথা; শুইয়া বসিয়া কিছুতেই স্বস্তি নাই তাঁর। সেদিন যুদ্ধস্থলে মৃত এবং আহতদের অবস্থা দেখিয়াই তাঁর এই শারীরিক এবং মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য।

ঠিক তার পরদিন সকালে ফরাসীদের শিবির হইতে শান্তি-সূচক শ্বেত পতাকা বহন করিয়া একজন দূত আসিল সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিতে। সম্রাট তখন ঘুমাইতেছিলেন এবং সেইজন্য দূতকে অপেক্ষা করিতে হইল দুপুর পর্য্যন্ত। তারপর তাহাকে ভিতরে যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়—সে প্রায় ঘণ্টাখানেক

পরে আবার ফিরিয়া গেল। শোনা গেল যে নাপোলেঅঁ সম্রাট আলেক-জাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করিবার প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাট তা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। খবরটা পাইয়া সেনাদলের সকলেই খুব খুশী হইল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় সম্রাট বন্ধ ঘরে দল্‌গোরুকভের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিলেন।

তারপর দু'দিন ধরিয়া রুশ বাহিনী কতকটা বিনা বাধায় অগ্রসর হইল। ফরাসীরা মাত্র কয়েকটা গোলাগুলির আওয়াজ করিয়া পিছু হটিয়া গেল।

১৯শে ডিসেম্বর ১৮০৬। সেদিন আমলা কর্মচারী এবং উচ্চপদস্থ রাজ-অমাত্যদের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক রকমের ব্যস্ততা দেখা গেল, কিন্তু কেন যে তাহারা এমন ভাবে ঘোরাফেরা করিতেছে তার যথাযথ কারণটা ঠিক কেহই জানিত না। এই চাঞ্চল্য শেষ হইল তার পরদিন,—সেই অস্টারলিজের যুদ্ধের পর।

যুদ্ধের আগের দিন সমর-পরিষদের আলোচনা, তর্কবিতর্কের আর বিশ্রাম ছিল না। তর্কের মূলে ছিল কুতুজভের সেই পুরাতন নীতিকে এখনও মানিয়া চলা উচিত কিনা, এই কথাটি। একদল যাহারা তরুণ, তাহারা কেবলই আক্রমণমূলক নীতিকে সমর্থন করিয়া বড় বড় কথা বলে। তাহাদের বক্তব্য এই যে, এখন নাপোলেঅঁ অনেকটা জব্দ হইয়াছে, নহিলে এমন সহজে পশ্চাদপসরণ করা ত ফরাসীদের আদর্শ বা নীতি নহে, ইতিপূর্ব্বে কোথাও নাপোলেঅঁ এমন ভাবে পিছু হটিয়া যুদ্ধ করে নাই, তা ছাড়া কয়দিন আগে রুশ শিবিরে দূত পাঠাইবার আর কোনো হেতু থাকিতে পারে না—সব দিক দিয়া ফরাসী শক্তির অক্ষমতাই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এই সুযোগে ফরাসীদের তাড়াইয়া দেওয়া ভালো, নতুবা পরে আবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া নাপোলেঅঁ যদি আক্রমণ করে তখন তাহাকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব। আর একদলের যাহারা বৃদ্ধ তাহাদের কথা এই যে, অনর্থক তাড়িয়া গিয়া আক্রমণ করিয়া শক্তির অপচয় করা বুদ্ধির কথা নয়, তার চেয়ে যখন উহারা আক্রমণ করিবে তখন দেখা যাইবে।

তরুণ দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহাদেরই জয় হইল শেষ পর্য্যন্ত।

পরদিন সকালে দুইটি প্রধান শিবির হইতে যে সামরিক শক্তিপুঞ্জ ধাবিত হইল পরস্পর পরস্পরের দিকে তাহাকে অনায়াসে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে। যেন একটা বিরাট ঘড়ির দুইটি 'স্প্রিং' ইহারা। দম দিয়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে ঘড়িকে, যতগুলি কলকব্জা আছে তাহারা পূর্ণশক্তিতে ছুটিতেছে—এই গতিবেগের পরিণতি সম্বন্ধে তাহাদের কোনোই ধারণা নাই, তাহারা যেন নিয়তির নির্দ্দেশে অনির্দ্দিষ্ট পথের ক্রীড়নক। এই বিভিন্ন ছোটখাট জিনিসগুলির গতির ছন্দে ইতিহাসের চাকা ঘুরিতেছে—বৃহত্তর কালের ইঙ্গিত এই ইতিহাস।

১৬০,০০০ ফরাসী এবং রুশ সৈন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভয়ভীতি, যন্ত্রণা, দুর্ভোগ, হীনতা, নীচতা, গর্ব্ব, মনুষ্যত্ব বর্ব্বরতা, সুখদুঃখ, আশা-নিরাশা, উদ্যম উৎসাহ সবকিছু মিলিয়া—মানুষের যত রকমের অনুভূতি আছে সব জড়াইয়া গতিবেগ যেখানে আসিয়া ঠেকিয়াছিল, সেদিন মানবজাতির ইতিহাসের কাঁটায় তাহারই নাম অসটার্লিজের যুদ্ধ—'তিন সম্রাটের যুদ্ধ।'

সেদিন প্রিন্স এণ্ড্রু সারাদিনের মধ্যে একবারও তার উপরওয়ালার কাছ ছাড়া হইবার সময় পায় নাই। সমস্ত দিনমান পরিশ্রম শেষে যখন সন্ধ্যার সময় কুতুজভ্ সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিয়া কাউণ্ট টলষ্টয়ের কাছে গেলেন, তাঁর মেজাজ ভালো ছিল না তা এণ্ড্রু তার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিল। সেই ফাঁকে সে একবার দল্‌গোরুকভ্-এর কাছে চলিয়া গেল।

চায়ের আড্ডায় এণ্ড্রুকে পাইয়া তার বন্ধু খুশীই হইল—"আরে এস, কি খবর? তা হ'লে কালকের তামাসাটা ঠিক হয়ে গেল। আচ্ছা ভালো কথা, তোমার বুড়োর কি হয়েছে হে, অমন বিষণ্ণ মুখের চেহারা, মেজাজ গরম, ব্যাপার কি?"

"না, মেজাজ গরম বললে ভুল হবে। আমার মনে হয় তাঁর কথায় কেউ কানই দিচ্ছে না।"

"কিন্তু তাঁর কথা সবাই শুনেছে এতদিন এবং তিনি যখনই যুক্তিযুক্ত কথা বলবেন তখন সকলেই মাথা পেতে মেনে নেবে ভবিষ্যতে এও ঠিক। কিন্তু অযথা দেরি ক'রে যুদ্ধ করলে ক্ষতি হবে—এখন ত দেখছি নাপোলেঅঁ যুদ্ধ করতে ভয় পাচ্ছে—এ সুযোগ ছাড়া অসম্ভব।"

ফিরিবার পথে এণ্ড্‌ বর্ত্তমান প্রসঙ্গে দু-একটা কথা তুলিতেই কুতুজভ ক্ষুন্নভাবে বলিলেন, "আমার মনে হয় কি জানো, কালকে আমাদের পরাজয় অবধারিত। আমি টলষ্টয়কে বল্‌লাম, মশাই আমার ত এই বিশ্বাস, এখন আপনি অনুগ্রহ ক'রে সম্রাটকে আমার অভিমত জানালে বড ভালো হয়।—তার উত্তরে সে কি বল্‌লে জানো? সে বল্‌লে, মশাই আমি তোষাখানার দারোগা, আমার কাজ চাল ডাল তেল তরকারী নিয়ে,—যুদ্ধ-বিগ্রহের কাজ দায়িত্ব সবই আপনার—কাজেই আমায় মাপ করবেন। জানো বাবা ওদের সবারই এই এক বুলি।"

এরপরও সেদিন রাত দশটায় সমর পরিষদের যে বৈঠক বসিল তাহার সভাপতিত্ব করিতে হইল কুতুজভকেই। আগামী কাল যে যুদ্ধ হইবে তাহার গতিপদ্ধতি সম্বন্ধে পরিকল্পনা করিয়াছেন জনৈক অস্ট্রিয়ান জেনারেল। আজিকার সভায় সেই জেনারেলটি সকলের কাছে নিজের পরিকল্পনা বিশদ আলোচনা করিয়া প্রকাশ করিবেন। অবশ্য এর আগে মোটামুটি ভাবে তার পরিকল্পনা তরুণদল না জানিয়াও সমর্থন করিয়াছে।

সকলেই আসিয়াছেন, আসেন নাই শুধু বাগ্রাসিওঁ। তাঁহার জন্য সকলে অপেক্ষা করিতেছেন, কুতুজভ্‌ হেলান-চেয়ারে হাত-পা ছড়াইয়া দিয়া চোখ বুজিয়া সম্ভবত তন্দ্রা উপভোগ করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে অস্ট্রিয়ান সেনাপতিটি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আর দেরি করা ঠিক নয়, এবারে আমরা সভার কাজ আরম্ভ করতে পারি।"

সভাপতি চোখ মেলিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "তা হ'লে আরম্ভ করুন।" এবং তিনি আবার চোখ বুজিয়া বুকের উপর হাত রাখিয়া গা ঢালিয়া দিলেন। এবারে কিন্তু কুতুজভ্‌ সত্যসত্যই ঘুমাইয়া পড়িলেন। অনেকে ভাবিতেছিল যে তিনি চোখ বুজিয়া সব কথাই শুনিতেছেন কিন্তু তাহা সত্য নহে। মানুষ প্রকৃতির প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না যে কারণে ঠিক সেই কারণেই অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফলে অবসন্ন দেহে কুতুজভ্‌ নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহাতে সভার কোনোই অসুবিধা হইল না, এই বিজ্ঞ অস্ট্রিয়ানটি নিজের ভাবাতিশয্যে, যাহা বলিবার কথা তা

চেয়ে অনেক বেশিই বলিল এবং আসল দরকারী কথাগুলি বাদ দিয়াই বলিল। তাহার অবস্থাটা একটু অসাধারণ রকমের অদ্ভুত, সে নিজেই জানে না যে, সে কি বলিতেছে। একটা ঘোড়াকে জুতিয়া পাহাড়ের উপর হইতে ছাড়িয়া দিলে খানিকটা পথ নামিবার পর যেমন তার থামিবার শক্তি থাকে না, নিজের গতিবেগ সংযত করিবারও ক্ষমতা থাকে না, এমন কি অনেক সময় সে বুঝিতেই পারে না যে সে নিজের শক্তিতে চলিতেছে কিংবা পিছন হইতে কেহ তাহাকে ঠেলিয়া দিতেছে—এ ঠিক তেমনি। অস্ট্রিয়ান সেনাপতিটি এখন যেন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছেন। একবার তাঁর পরিকল্পনার ছক লইয়া যখন তিনি বলিতে শুরু করিয়াছিলেন প্রথমে তখন মাথাটা ঠিকই ছিল, কিন্তু তারপর নানা জটিলতায় খেই হারাইয়া গিয়াছে। সারাদিনের মধ্যে সম্রাট তাঁহাকে বারকয়েক ডাকিয়া পাঠাইয়া আগামী কাল যে যুদ্ধ হইবে সে সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন, এ ছাড়া আরও কয়েকজন বড় বড় লোকের কাছে তাঁহাকে নিজের পরিকল্পনা বিষয়ে বক্তৃতা দিতে হইয়াছে ; আজ সন্ধ্যায়ও তিনি বার-দুয়েক শত্রু শিবিরের কাছাকাছি গিয়া পরিস্থিতি পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এবং এই দেড় ঘণ্টাকাল ধরিয়া তিনি যাহা বলিলেন তাহাকে কেহ বলিল, ভৌগোলিক জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, কেহ বা ইতিহাসের কচ্‌কচি বলিল। সেনাপতি লাঁগের ত প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিলেন, "এরকম ভাবে অনুমান পদ্ধতিতে যুদ্ধ চলে না, কারণ আমরা যা অনুমান করছি তার কোনোটাই হয়ত কার্যক্ষেত্রে খাটবে না।" এক কথায় তিনি সেনাপতিটিকে বুঝাইয়া দিলেন যে উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে অস্ট্রিয়ান সেনাপতিটি যতখানি বোকা ভাবিয়া বিজ্ঞভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাঁহারা ঠিক ততখানি মূর্খ নহে, চেষ্টা করিলে তাঁহারা অনায়াসে এই অস্ট্রিয়ানটিকে যুদ্ধবিদ্যার জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারেন।

এইভাবে তর্কবিতর্কে যখন একটা গোলযোগ পাকাইয়া উঠিয়াছে তখন হঠাৎ কুতুজভ্ নড়িয়া উঠিয়া বসিলেন, তারপর খানিকটা কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে, কালকের যুদ্ধের জন্যে যে 'প্ল্যান' করা হয়েছে আজকে রাতারাতি তাকে বদলে ফেলা সম্ভব নয়—যুদ্ধ কাল নয় আজ, কারণ রাতটুকু পোহাতে যা দেরি,—সকালেই

যুদ্ধ, কাজেই যার যা কর্ত্তব্য আমরা তা জেনে নিয়েছি এবং সেই মত চল্‌ব। যুদ্ধের আগের রাতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে," বলিয়া একটু থামিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "রাত্রের পূর্ণ বিশ্রাম,—এর চেয়ে বড় কিছু নেই।"

সভা ভঙ্গ হইল।

আজিকার এই সভাতে প্রিন্স এণ্ড্‌ মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে সারারাত ধরিয়া অনেক কথা ভাবিল। সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, এদের মধ্যে কার কথায় সবচেয়ে মূল্য বেশি,—অস্ট্রিয়ান সেনাপতি ভাইরোটার, দল্‌গোরুকভ, লাঁগের অথবা কুতুজভ্‌? এর মধ্যে কার চিন্তাধারা যথার্থ কল্যাণকর। কুতুজভ্‌ নিজে কেন সম্রাটের কাছে খোলাখুলি ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করিলেন না? এমনি করিয়াই কি সহস্র সহস্র মানুষের ভাগ্য, জীবন কেবলমাত্র কয়েকটি লোকের মতদ্বৈধের হাতে খেল্‌না হইয়া থাকিবে, রাজদরবারের দলাদলিতে এতগুলি মানুষের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে? আগামীকাল যে যুদ্ধ হইবে তাহাতে আমি যে মরিব না তা কে বলিতে পারে?…এণ্ড্রুর মনে পড়ে পশ্চাতের সেই দিনগুলির কথা, তার পিতার সুগম্ভীর চেহারা, লিশা, মেরিয়া সকলের কথা। তার বিবাহিত জীবনের প্রেমমধুর প্রথম মধুযামিনী, লিশার সুগভীর ভালোবাসা…। তার মনে পড়িয়া যায় লিশার সন্তান হইবে। এণ্ড্রু আর ভাবিতে পারে না, এখনই বিষাদছায়ায় তার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে বুঝি। সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়ে বন্ধুদের তাঁবুর দিকে। বাহিরে রাত্রির আলো-আঁধারে কুহেলিকাময় মেঘের উপরে চাঁদকে ঘিরিয়া যে কুয়াসা জমিয়া আছে চাঁদ যেন বারবার সেটা কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

এণ্ড্রুর কেন যেন মনে হয়—"আগামীকাল আমার চরম পরীক্ষার দিন, কালকে আমার বেঁচে থাকার সার্থকতা বুঝব। আজ যারা নিজেদের জ্ঞান এবং চিন্তা দূরদৃষ্টি সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাসী—প্রকাশ্যে নিজেদের বিদ্যা জাহির ক'রে বেড়াচ্ছে, আগামীকাল তাদের সব মিথ্যা হয়ে যাবে—প্রমাণ হবে তারা ভুল করেছে। ভুল করেছে ভাইরোটার, লাঁগের, প্রমাণ হবে যে, কুতুজভের একজন এ-ডি-কং রাশিয়ার মান রক্ষা করেছে। এর পর যদি আমি সুনাম,

সম্মান দাবী করি তবে কিছুমাত্র অন্যায় হবে না নিশ্চয়। আঘাত আসুক, আসুক দুর্ভাগ্য ঝঞ্ঝা, বিপদ আসুক নব নব রূপে, আমার পরিবারের সকলে যদি মরে তাও সহ্য করব, আমার ভাগ্যের উপর দিয়ে দুর্ভাগ্যের শকুনি তার ভয়াল ডানা বিস্তার ক'রে আকাশ অন্ধকার করুক, তার যত 'রকম অস্ত্র আছে প্রয়োগ করুক না কেন, দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে—কিছুতেই আমি ভয় পাবো না। আমি দেখতে পাচ্ছি এরা সব মিথ্যা, তুচ্ছ। আমার যশ চাই, সুনাম চাই, সম্মান চাই, আমি আমার বাবাকে, আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে, স্নেহের বোনকে ভালোবাসি একথা মিথ্যা নয়—এরা সবচেয়ে প্রিয় তাই আমি এদের ছেড়ে সবচেয়ে বড স্বার্থকে ত্যাগ ক'রে আজ যে কামনা করছি, সে মিথ্যা হবে না। আমি এক মুহূর্ত্তের সম্মানের জন্য, এই বিজয় গৌরবের বেদীমূলে সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারি! কার জন্যে, কেন, কি লাভ এতে তা আমি জানি না, হয়ত কোনো দিন জানতে পারব না। শুধু এই জানি যে যদি জয়পতাকা উড়িয়ে মরতে পারি তবেই সার্থক আমি। আজ যারা ভিড করেছে নাম কিনবার জন্যে তাদের যেন বামনের মত দেখাচ্ছে। ওরা কেবলই নাম চায়, কিন্তু কিসের বিনিময়ে? বৃহত্তর স্বার্থ-ত্যাগ কই? মহত্তর ব্রতের সাধনায় জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ্য কি ওদের? আমি আমার যা কিছু আছে সব দেবো—ওই ভিড়ের সবাইকে ছাড়িয়ে আমাকে উর্দ্ধে উঠতে হবে।" রাত্রির তামসগায়ায় স্বপ্নকল্পনার বিচিত্র ভাবধারায় এণ্ড্র অন্তর অপূর্ব্ব রসাবেশে আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

১১

"হে আমার সৈন্যদল, আজ সকালে রাশিয়ার বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান করবে। গত বছরে অস্ট্রিয়ানদের উলম্-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে স্থির করেছে। এরা সেই বাহিনী এবং সেই সব লোক, যাদের তোমরা হোলাব্রুন্-এ পরাস্ত ক'রে এতদূর এগিয়ে এসেছো—কাজেই ভয় পাবার কিছু নেই।

"আমাদের দুর্ভেদ্য অবস্থানের তারা কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না, সে আমার জানা আছে। ওরা যখন আমাদের ডান দিকে চেপে আক্রমণ করবে তখন আমরা অতি সহজে পিছন থেকে ঘিরে ফেল্‌তে পারব। তোমরা যদি তোমাদের স্বাভাবিক বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করো তবে আমি কামানের কাছাকাছি থাকবো না। কিন্তু জেনে রেখো যে, যদি আমাদের জয়ের সম্ভাবনায় কোনো সংশয় উপস্থিত হয়, তবে আমি একেবারে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করব।—তোমাদের সম্রাট শত্রুর কামানের সম্মুখে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। কারণ যেদিন ফ্রান্সের আত্মসম্মান রক্ষার জন্য যুদ্ধ হবে সেদিন কিছুতেই বিজয়লক্ষ্মী আশানিরাশার দোলায় সন্দেহ সংশয়ের দ্বিধায় থাকলে চল্‌বে না। জয় হওয়া চাই সুনিশ্চিত ধ্রুব। এ শুধু সেনাবাহিনীর জয় পরাজয় নয়—আজ সমগ্র ফরাসী জাতির সম্মান, মর্যাদা রক্ষার যুদ্ধ। তোমরা একথা মনে রেখো।

"কোনো সময়ের জন্য কোনো দল যেন ভেঙে না যায়—এমন কি আহতদের নিরাপদ স্থানে সরাবার নাম করেও যেন কেউ দল ভেঙে না যায়। আমাদের দেশকে যারা ঘৃণা করে, যারা ওই বণিক ইংরাজদের অর্থসাহায্যে পুষ্ট, তাদের যেন দলিত করতে পারি আমরা—এই হবে সবাকার পণ।

"আজকের এই জয়লাভেই এবারের অভিযান শেষ হবে। এরপর আমরা শীতের আশ্রয়ে চলে যাবো, বিশ্রাম নেবো, তারপর আবার ফ্রান্সে যে নূতন সেনাদল তৈরী হচ্ছে তাদের নিয়ে নূতন অভিযান আরম্ভ হবে। তারপর শান্তি, আমার শেষ কাজ হবে শান্তি স্থাপন করা—যে শান্তি হবে আমার দেশবাসীর উপযুক্ত, যা হবে আমারও পরিচায়ক।—নাপোলেওঁ।"

নাপোলেওঁর এই অভিভাষণ যখন সমগ্র ফরাসী বাহিনীর সমক্ষে পঠিত হইল, তখনও পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয়ের প্রথম আভাস সূচিত হয় নাই। চারিদিকে কাঠের আগুন জ্বালাইয়া এই অভিভাষণ পাঠ করা হইল, সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে সশ্রদ্ধ অন্তরে সম্রাটের প্রেরিত ভাষণ শুনিল। এই সময়ে নাপোলেওঁ ঘোড়ায় চড়িয়া নিজের তাঁবুর চারপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—"জয় সম্রাটের জয়, সম্রাটের

জয় হোক।" সম্রাটের সম্মানার্থে তোপ দাগিয়া দিগ্‌বিদিক প্রকম্পিত করিয়া যেন সমগ্র ফরাসী জাতি নিজেদের রাজভক্তি ঘোষণা করিল।

কামানের আওয়াজে রুশ দলের অনেকে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তবে কি ফরাসীরা খুব কাছেই আছে? কেহ কেহ বা বলিলেন যে, আসলে মূল বাহিনীকে রাতারাতি সরাইয়া ফেলিয়া মাত্র কয়েকজনকে ওরা এখানে রাখিয়া গিয়াছে। যে কয়জন আছে তারা কেবল হৈ-চৈ হট্টগোল আর মাঝে মাঝে কামানের আওয়াজ করিয়া রুশদের ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। এ সেই লোক ঠকানো আওয়াজ। নিকোলাস্ রোস্তভ্‌কে পাঠানো হইল ব্যাপারটা কি ভালো করিয়া জানিবার জন্য। সে ফিরিয়া গিয়া সংবাদ দিল যে কাল সন্ধ্যায় যেরকম সান্ত্রী পাহারার ব্যবস্থা ছিল ফরাসীদের এখনও ঠিক সেই রকমই আছে, তারা রোস্তভ্‌কে দেখিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছে, শেষে কামানও দাগিয়াছে। বাগ্রাসিওঁ সব কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ফরাসীদের মূলবাহিনী সরানো হয় নাই। তবু দলগোরুকভ্ বলিল—"না, না, দু-একটা পল্টন আর গোলন্দাজ রেখে সব পালিয়েছে, কাল সকালেই টের পাবে। হুঁঃ যুদ্ধ করবার যা মুরোদ ওদের তা জানা আছে!"

ভোর পাঁচটা, দিনের আলো ভালো করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই, চারিদিকে কুয়াসা—সৈন্যদের মধ্যে সাজসাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। বাগ্রাসিওঁর দল এবং ডানদিকে আর যাহারা ছিল তাদের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য নাই, বামদিকের অশ্ববাহিনী, পদাতিক, গোলন্দাজ—এরা সকলেই উঠিয়া পড়িয়াছে। এদের উপরে হুকুম আছে পাহাড় এবং উপত্যকা ছাড়াইয়া যাইয়া প্রথমে আক্রমণ করিবার—অনেকদূর যাইতে হইবে, বোহেমিয়ার উচ্চভূমির কাছাকাছি না যাইলে ত আর ফরাসীদের দেখা পাওয়া যাইবে না! বাহিরে যেমনি ঘোলাটে অন্ধকার তেমনি কন্‌কনে শীতের বাতাস। তবু যাইতে হইবে। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা প্রাতরাশ এবং চা পানে ব্যস্ত, আর সাধারণ সৈন্যরা বিস্কুট চিবাইতেছে অগ্নিকুণ্ডের পাশে জমায়েৎ হইয়া, গল্প চলিতেছে কত রকমের। মাঝে মাঝে এক-একজন আগুনটা জোরালো করিবার জন্য ভাঙা চেয়ার, টেবিল, টুল, প্রভৃতি বিবিধ রকমের জ্বালানী যোগান দিতেছে;—এগুলি ত আর বহিয়া

লইয়া যাইতে পারিবে না, অতএব— এমনি করিয়া বেশীক্ষণ কাটিল না, এক সময়ে সঙ্কেতধ্বনি হইতেই সকলকে সারিতে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। দেখিতে দেখিতে যেন যাদুমন্ত্রে কোথা হইতে একটা বিরাট সুসজ্জিত বাহিনী এখানে হাজির হইল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

আবার যাত্রা। সকলেরই নূতন উৎসাহ। ঘন কুয়াসার ধূম্রজালের মধ্য দিয়া সকলেই চলিয়াছে তালে তালে পা ফেলিয়া, কিন্তু কেহই জানে না—এ কোন্ দিক, কোথায় তাহাদের যাইতে হইবে। পথ বুঝিবার সাধ্য নাই এমনই কুয়াসা কুহেলিকাচ্ছন্ন চারিদিক।

সেদিনের ভোরের আলোতেও পথ অস্পষ্ট। ভোর হইয়াছে কিন্তু দিনের আলো এই দুর্ভেদ্য কুয়াসা কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, বিশ হাত দূরের কিছু দেখা যায় না, মনে হয় হঠাৎ যেন এতবড় পৃথিবীর সীমানা ওইখানে গিয়া শেষ হইয়াছে। ছোট ছোট ঝোপঝাড়গুলো বিরাট মহীরুহ বলিয়া ভুল হয়, ঢালু জমিকে মনে হয় মস্তবড় এক নদী।—রুশ বাহিনীর আশঙ্কা কখন এমনি করিয়া হঠাৎ তাহারা শত্রুর সামনে পড়িয়া যাইবে। এই অতর্কিত বিপদের সম্ভাবনা সৈনিকদের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে।

কিন্তু তাহারা এইভাবে উঁচু-নীচু, আঁকা-বাঁকা পথ দিয়া, অজানা অচেনা মাঠ বাগানের এতটুকু মধ্য দিয়া অনেকক্ষণ পথ চলিল,—শত্রুর চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও নাই! সামনে পিছনে শুধু তাদের নিজেদের বাহিনীর একটানা পথচলার শব্দ। এক-এক সময় মনে হয় যেন এক বড একটি বাহিনী কোথায় কোন্ অজ্ঞাত পরিণামের পথে ভাসিয়া পড়িয়াছে সেকথা এদের কেউ জানে না!

সৈন্যেরা সকলেই চলিয়াছে বেশ খোশমেজাজে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোনো সেনাপতি বা ওই দরের পরিচালক গোছের কাহারও দেখা নাই। তার প্রধান কারণ এই যে, গত কাল যে পরিকল্পনা অনুমোদিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল তাহার উপর কাহারও এতটুকু আস্থা ছিল না, সকলেই রীতিমত চটিয়া গিয়াছে, এবং মনে মনে সেনাপতিরা স্থির করিয়াছে যে, যে রকম আদেশ পাইবে তার একটুও বেশি কাজ করিবে না কেহ। বুদ্ধি খরচের কাজে কেহ নাই, কোথাকার কে একজন মুরুব্বিয়ানা করিবে আর সেনাপতিরা মাথা

ঘামাইয়া খাটিয়া মরিবে অকারণে—তার চেয়ে হুকুম তামিল করিয়া যাওয়াই ভালো। যেহেতু এখনও পর্য্যন্ত কাহারও উপর কোনো কাজের ভার দেওয়া হয় নাই, সেইজন্য সেনাপতিরা আগুবাড়িয়া সৈন্যদের উৎসাহিত করিতে আসেন নাই—কারণ সেরকম কোনো নির্দ্দেশ নাই।

পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ সামনের লোকেরা থম্‌কাইয়া থামিয়া গেল। ফলে পিছনের সকলকেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল, আগাইবার পথ নাই। রাশিয়ান্‌রা জার্মানদের গালি পাড়িতেছে—"আরে আমরা এখানে এমনভাবে দাঁড়াইলাম কেন? পথে কি ফরাসীরা সামনে পড়েছে—নাঃ, তা হ'লে এতক্ষণ ত বাবা পটকার আওয়াজ আর কামানের গোলা এসে সেলাম করত! ভালো বিপদ, এখন এক তিল সময় নষ্ট করা চলে না, আর কিনা ঘটকর্পূরের মত ঠায় খাড়া—ওই শালা হতভাগা জার্মান্‌রা চারিদিকে তালগোল পাকাতে ওস্তাদ। পথ ভুলে মরেছে, মাথা মোটার জাত—নিজের দেশ-গাঁয়ের রাস্তা চেনে না! ও-ইয়ের জাতের একটার যদি মাথা ঠিক থাকে ত বিধাতা মরেছে বুঝতে হবে। সব পাগল, বদ্ধ পাগল। কি মুস্কিল, গিলতে পারে কাঁড়ি কাঁড়ি শালারা। আরে পথ ছাড়ো বাবা। এদিকে বেলা ন'টার মধ্যে সেখানে পৌঁছলে তবে যুদ্ধ আরম্ভ হবে না পথের মধ্যে সাত কাহন! এই হটো, আগে চলো।"

সকলে মিলিয়া জার্মানদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া যা খুশী প্রাণ খুলিয়া বলিতে লাগিল। আসলে জার্মানদের কোনো দোষই নাই। প্রধান সেনাপতি ভাবিয়াছিলেন যে রুশ বাহিনীর এখানে পৌঁছিতে আরও অনেক দেরি আছে—এই অনুমান করিয়া তিনি অস্ট্রিয়ান অশ্ববাহিনীকে পথ চলিবার হুকুম দিয়াছেন। এখন কয়েক সহস্র ঘোড়সওয়ার পার না হওয়া পর্য্যন্ত পদাতিক বাহিনীকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

দুই দলে তুমুল ঝগড়া লাগিয়া গেল। পদাতিক বাহিনীর পরিচালক চীৎকার করিয়া গলা চিরিয়া বার বার বলিতে লাগিল যে, অশ্ববাহিনীর যাওয়া এখন আপাতত বন্ধ রাখা হোক, পদাতিকদের আগে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে, পথের মধ্যে এরকমভাবে অকারণে দেরি তারা সহিবে না। ওদিকে অস্ট্রিয়ান দলের নায়ক শান্তকণ্ঠে বলিল যে, দোষ তার নিজের নয়, সে যেরকম হুকুম

পাইয়াছে সেই মত কাজ করিতেছে, কাজেই যদি কিছু বলিবার থাকে ত পদাতিক বাহিনী স্বচ্ছন্দে প্রধান সেনাপতির কাছে গিয়া বলিয়া আসিতে পারে।

এমনি করিয়া মধ্যপথে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুশসৈন্য প্রথম উদ্যম এবং উৎসাহ নষ্ট করিল। প্রায় একঘণ্টা ঠায় দাড়াইবার পর আবার তারা চলিতে শুরু করিল। এবারে নীচের দিকে নামিতে হইবে, কুয়াসা আরও ঘন সেখানে। ওদের উৎসাহ যেন কেমন ম্লান হইয়া আসিয়াছে। প্রভাতের সে প্রথম সজীবতা কেমন নিস্তেজ। বেলা ন'টা পর্য্যন্ত এইভাবে কাটিল, উপরওয়ালাদের তরফ হইতে কোনো আদেশ আসিল না।

হঠাৎ এক সময় তাদের সামনে গাঢ় কুয়াসার মধ্যে কামানের গর্জ্জন শোনা গেল, তার জবাবে রুশবাহিনীর কামানও হুঙ্কার দিল, কিন্তু কেমন যেন নিরুৎসাহ এবং অনিয়মিত ভাবে এদের কামান দাগা হইতেছিল। এমন অলক্ষিতে শত্রুর মুখোমুখি হইয়া এখন কি করা যায়? সেনাপতিদের দেখা নাই, ওদিকে যে যে এ-ডি-কং-গুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তারাও কোনো কথা বলে না—তারা নাকি নিজের দল খুঁজিয়া পাইতেছে না। চারিদিকে শৃঙ্খলার অভাব।

রুশ বাহিনীর গতিবিধি ষোলআনাই নাপোলেঁ লক্ষ্য করিতেছিলেন। স্লুপানিৎস্-এর উঁচু চূড়ায় দাঁড়াইয়া তিনি,—মাথার উপর গাঢ় নীল আকাশ, আর খানিকটা নীচে কুয়াসার মহাসমুদ্রে সূর্য্য যেন একটা আগুনের জাহাজের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নাপোলেঁ স্বচ্ছন্দে চোখে দূরবীন না দিয়াই অশ্ব, পদাতিক, কামান সবই দেখিতে পাইতেছিলেন স্পষ্ট। তার লক্ষ্য ছিল, দূরে কুয়াসা সমাচ্ছন্ন রহস্যলোকের পানে, যেখানে পাহাড়ের চূড়াগুলি রেখাঙ্কিত তরঙ্গের মত ধীরে ধীরে মিলাইয়া গিয়াছে দিগন্তলোকে। মুখে তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁর অনুমানই সত্য। রাশিয়ান বাহিনী আগাইয়া চলিয়াছে, তাহাদের ধারণা ফরাসীদের ঘাটি অনেকদূরে, এবারে পিছন হইতে আক্রমণ করিলে ওরা হারিবেই। প্রাৎসেন হইতে অনেক

সৈন্য চলিয়া গিয়াছে, মূল বাহিনী এখন খুবই দুর্ব্বল, অতি সহজে পরাস্ত করা যায়। কিন্তু নাপোলেওঁ তবু এখনও আক্রমণের ইঙ্গিত করিলেন না।

আজিকার জয় অবধারিত। নাপোলেওঁর জীবনে এতবড় সুদিন আর আসে নাই—নাপোলেওঁর রাজ্যাভিষেকের স্মৃতিদিবস আজ। ভোরের দিকে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, তারপর যেন নবযৌবন লাভ করিয়াছেন তিনি। বাহিরে আসিয়া চারিদিকে সৌন্দর্য্যের যে প্রাণ-প্রাচুর্য্য তাঁর চোখে পড়িল সবই যেন তাঁকে অভিবাদনের আয়োজন বলিয়া নাপোলেওঁর মনে হইল। তাঁর চোখে মুখে চেহারায় দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য, সজীবতা যেন কোন নবীন প্রেমিকের সাফল্যের জয়টীকার মতই ভাস্বর।

সূর্য্য তখন নিজের তেজস্বিতায় কুয়াশাকে ছাড়াইয়া পৃথিবীর বুকে আলো ছড়াইয়াছে, বেলা অনেক হইয়াছে। ওই যে নীচে চলিয়াছে রুশদের বাহিনী আঁকিয়া বাঁকিয়া ছোটবড় পাহাড়ের প্রান্তদেশ ডিঙ্গাইয়া দূরের পথে, তাহাদের দীর্ঘ সারির কিছু আছে পশ্চাতে পড়িয়া। সূর্য্যের কিরণমালা বিচ্ছুরিত হইয়া বন্দুকের সঙ্গীনের সহস্র সহস্র ফলা ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।... নাপোলেওঁ হাতের দস্তানাটা খুলিয়া ফেলিয়া তাঁর এক সহকারীকে আদেশ করিলেন ইঙ্গিতে—'এবারে আক্রমণ করো।'

মার্শালরা ছুটিল, তাদের পিছনে এ-ডি-কং-এর দল। দেখিতে দেখিতে কিছুক্ষণের মধ্যে ফরাসীদের মূলবাহিনী প্রাৎসেনের মধ্যে আসিয়া পড়িল যখন, তখন রুশবাহিনী সে জায়গা ছাড়িয়া বামদিকের উপত্যকার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

সকাল আটটার সময় কুতুজভ্ নিজে প্রাৎসেনের কাছাকাছি এক জায়গায় মিলোরাডোভিচের বাহিনীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িলেন। তারপর তিনি নিজেই এই বাহিনীর লোকেদের অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। প্রধান সেনাপতি যে এরকমভাবে একদল সৈন্যকে পরিচালনা করিতে পারেন এটা অনেকের কাছে আশাতীত এবং কতকটা কল্পনাতীতও বটে। এণ্ড্রু কুতুজভের এরকম উৎসাহ দেখিয়া বেশ খুশী হইল। তাহার মনে হইল যে আজিকার

সবচেয়ে বড় সংঘর্ষটা এই গ্রামেই হইবে। সে নিজে মনে মনে কল্পনা করিল, "ওই ওখানে ভীষণ লড়াই হবে। ওখানে আমাকে পাঠানো হবে একদল সৈন্য দিয়ে। আমি এগিয়ে যাবো, হাতে থাকবে আমার কর্তৃত্ব আর পতাকা—আমি সব কিছু তুচ্ছ ক'রে বাধা বিপদকে জয় ক'রে দুর্ব্বার বেগে, অপ্রতিহত গতিতে যাবো বিজয় বৈজয়ন্তীর মহত্তর উদ্দেশে।"

দূরে কাহার হাতে একটা পতাকা দেখিয়া এণ্ড্রুর মনে হয়—হয়ত ওই নিশানখানাই আমার হাতে থাকবে।

প্রধান সেনাপতি একধারে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছেন গ্রামের পথ দিয়া সৈন্যদল এদিকে আসিতেছে কেমন ভাবে। তাঁর চোখে মুখে ক্লান্তি এবং বিরক্তি সুস্পষ্ট। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ অশ্বারোহীদের থামিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি হ'ল?"

সামনে কোথাও বাধা পাইয়া এরা দাঁড়াইয়া গিয়াছে নিশ্চয়। তিনি এই দলের অধিনায়ককে বলিলেন—"ছোট ছোট দলে ভেঙে এগোবার বন্দোবস্ত কর বাপু।"

"হুজুর আমার মনে হয়, সেটা গ্রাম সীমানা ছাড়াবার পর করলে ঠিক হবে।"

প্রধান সেনাপতি হাসিলেন, সে হাসি কোনমতেই সরল নয়, বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে কুতুজভের চোখে,—তিনি বলিলেন "তা বটে, শত্রুর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই সবই করতে হয়, বাঃ বেশ।"

"শত্রু এখানে কোথায় হুজুর? তারা অনেক দূরে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী..."

"পরিকল্পনা? কি পরিকল্পনা? কে বলেছে তোমায়?" বলিয়া কুতুজভ্ ধম্‌কাইয়া উঠিলেন, "আমি যা বল্‌ছি এখন তাই কর।"

"যো হুকুম, আমায় বলুন কি করতে হবে?"

অদূরে ছিল নেস্‌ভিট্‌স্কি। সে এণ্ড্রুকে বলিল—"বুড়ো কর্ত্তার মেজাজ যে দেখছি একেবারে খাপ্পা হে!"

কুতুজভের যে মেজাজ ঠিক নাই একথা মিথ্যা নয়, তবু তিনি যখন এণ্ড্রুকে

দেখিবার কল্পনাও কেহ করে নাই। কয়েকজন সমস্বরে বলিল, "শত্রু! না, না।—হাঁ শত্রুই ত বটে! কিন্তু কেমন ক'রে সম্ভব, কোথা থেকে এলো?"

প্রিন্স এণ্ড্ দেখিল ফরাসীদের একটি দল একতাবদ্ধ হইয়া ডানদিকের পথ দিয়া নামিতেছে—ওরা বোধ হয় পাঁচ'শ গজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সে অমনি চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই ত সময় এসেছে..."

প্রধান সেনাপতিকে সে বলিল, "এখন ওদিকের সৈন্যদের গতি বন্ধ করে দেওয়া দরকার, আর ওদিকে এগোতে দেওয়া নয়।" ঠিক এই সময়ে ঘন ধোঁয়ায় চারিদিক ভরিয়া গেল—পর পর কয়েকটি গোলা তাদের মাথার উপর দিয়া তীক্ষ্ণ তীব্র নিনাদে বাহির হইয়া গেল। কাহার রুদ্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে বাতাসে ভাসিয়া আসিল—"আমাদের সঙ্গে সব শেষ হয়ে যাবে। বাবা আমার সব শেষ, সব শেষ।" শব্দের মধ্যে কোথায় যেন দৈবের ইঙ্গিত ছিল—দেখিতে দেখিতে ঝাঁকে ঝাঁকে উত্তাল তরঙ্গের মত, বাত্যা-বিক্ষুব্ধ ধূলিরাশির মত এলোমেলো ভাবে বিশৃঙ্খল সৈন্যদল পিছু হটিয়া এদিকেই যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পলায়ন করিতেছে দেখা গেল।

ঠিক পাঁচ মিনিট আগে যেখানে দাঁড়াইয়া সকলে দুই সম্রাটের সামনে সমস্বরে নিজেরা সংঘবদ্ধ হইয়া ব্রতের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে এখন আবার সেখানেই ফিরিতে ব্যস্ত ওরা। এতবড় জনস্রোতকে বাধা দিবার মত শক্তি কার আছে! এণ্ড্রু এর মাঝে দাঁড়াইয়া থাকিতে রীতিমত কষ্ট হইতেছিল। কেবলই মনে হইতেছে এইবারে বুঝি স্রোতের টানে পড়িয়া কোথায় ছিট্‌কাইয়া যাইতে হইবে। নেস্‌ভিট্‌স্কি কিছুক্ষণ থাকিয়া এক সময়ে স্রোতে গা ভাসাইয়া সরিয়া পড়িল। কুতুজভ্ পকেট হইতে অতিকষ্টে রুমাল বাহির করিয়া নিজের কপালে চাপিয়া ধরিলেন—তাঁর কপাল হইতে রক্তের ফিন্‌কি ছুটিয়াছে। দূর হইতে কুতুজভের অবস্থা দেখিয়া এণ্ড্ তাঁর কাছে পৌঁছিল অতিকষ্টে ঠেলাঠেলি করিয়া।

কাছে আসিয়া সে বলিল, "আপনার কি আঘাত লেগেছে?" কণ্ঠে তার গভীর উদ্বেগ।

"আসল আঘাত এখানে নয়—ওই যে ওখানে।" বলিয়া একহাতে রুমালটা কপালে ধরিয়া রাখিয়া তিনি পলায়নপর সৈনিকদের দিকে বামহাতটা নাড়িয়া দেখাইলেন। পরক্ষণে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "থামাও ওদের।" কিন্তু কথাটা বলিয়াই বুঝিলেন যে, তাঁর এ আদেশ পালন করিবার মত কোনো মানবিক শক্তি পৃথিবীতে নাই, তাঁর এ আবেদন ওই কোলাহল বিশৃঙ্খলার মধ্যে তৃণ-খণ্ডের মত অপরিজ্ঞাত ভাবে দলিত পিষ্ট ব্যর্থ হইবে।

প্রধান সেনাপতি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া এই পলায়নের দৃশ্য আর কতক্ষণ দেখিতে পারেন, তিনি এক সময়ে ওই বিরাট জনসমুদ্রের মাঝে নিজেও মিশিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এণ্ড্রু প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল কুতুজভের সঙ্গে থাকিবার জন্য কিন্তু জনস্রোতের টানে পড়িয়া বার বার সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। ওদিকে একটা রাশিয়ান গোলন্দাজ বাহিনী এখনও যুঝিতেছে, ওই ওদের কামানের উদ্গার-ধ্বনি। কিন্তু আর বেশিক্ষণ বোধ হয় ওরা লড়িতে পারিবে না—ওদের অনেক লোক মরিয়াছে, আবার ওপাশ হইতে ফরাসীরা ধাওয়া করিয়াছে। একটু পরেই ওরা আসিয়া এদের বন্দী করিয়া ফেলিবে! এদিকে একজন জেনারেল কুতুজভের দিকে আগাইয়া আসিতেছে কথা বলিবার জন্য—তার অনুচরবর্গ প্রায় শেস হইয়া গিয়াছে, মাত্র চারজন আর বাকী, তাদের রক্তলেশহীন ফ্যাকাশে ভয়ত্রস্ত চেহারা দেখিলে যে-কোন মানুষের মনোবিকার ঘটে, প্রশ্ন ওঠে এরাও মানুষ!

কুতুজভ্ এই জেনারেলের দিকে চাহিয়া ভগ্নস্বরে হুঙ্কার দিলেন—"ওই কাপুরুষদের থামাও।" সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক গোলা সারিবদ্ধ পাখীর মত মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। ফরাসীরা এবারে কুতুজভ্‌কে দেখিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গোলা ছাড়িতেছে।

এই নূতন আক্রমণে দলের পরিচালক পায়ে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, কয়েকজন সাধারণ সৈনিক ধরাশায়ী হইল—যে লোকটি পতাকা বহন করিতে-ছিল সেও পড়িল, আর যারা বাকী ছিল তারা কোন আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া এই অগ্নিবর্ষণের জবাব দিল, গোলা ছাড়িল নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী।

হতাশায় প্রধান সেনাপতির বুক ফাটিয়া যেন বেদনার আর্ত্ত আকুতি বাহির

হইয়া আসে, তিনি মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের মত ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলেন—"বল্‌কন্‌স্কি", তারপর একটু থামিয়া বলিলেন আবার, "এ সবের মানে কি জানো?—এর পর!"

কুতুজভের কথা তখনও শেষ হয় নাই, এণ্ড্রু আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। রাগে, ঘৃণায়, লজ্জায় তার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে। সমগ্র বাহিনীর কাপুরুষতা এ যেন তারই অপরাধ, এ যেন তারই অক্ষমতার পরিচয়। এণ্ড্রু ঘোড়া হইতে নামিয়া ছুটিয়া গিয়া মাঠের উপর হইতে পতাকাটি উঁচুতে তুলিয়া ধরিয়া উদারকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিল—"তোমরা সবাই এসো! এগিয়ে এসো! এখানে এসো!" ওদিকের কামানের গর্জ্জনধ্বনি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, যতই গোলা আসিতেছে এণ্ড্রু ততই যেন উৎসাহিত হইয়া সকলকে আহ্বান করিতেছে—তার আশেপাশে কয়েকজন লোক গোলার ঘায়ে পড়িয়া গেল। সেদিকে চাহিবার অবসর নাই। সে অতিকষ্টে ভারি পতাকাটি উঁচু করিয়া ধরিয়া হাঁকিতেছে—"বাহবা, বাহবা—এগিয়ে এসো বীরের দল, এগিয়ে এসো দেশের ছেলে—স্বাধীন মানুষ, জাতির গৌরব তোমরা এসো।" বলিতে বলিতে এণ্ড্রু সামনের দিকে ছুটিয়া আগাইয়া গেল। এণ্ড্রু কয়েক পা আগাইতে না আগাইতেই একজন সৈনিক তার পিছনে ছুটিল—তারপর দুজন, তিনজন, দশজন—বারো, তারপর ছোটখাটো একটি দলের নেতা হইল এণ্ড্রু। কোথা হইতে একজন সহকারী সাম্‌নে আসিয়া এণ্ড্রুর হাত হইতে পতাকার দণ্ড চাহিয়া লইয়া তাহাকে এই কঠিন পরিশ্রমের হাত হইতে মুক্তি দিল। কিন্তু সহকারীটি পতাকা ধরিয়া একটু চলিয়াছে কি না অমনি একটি গোলা আসিয়া তাহাকে মাটিতে শুয়াইয়া দিল। আবার পতাকার দণ্ড হাতে তুলিয়া লইল এণ্ড্রু নিজে। ফরাসীদের গোলন্দাজবাহিনী কুড়ি গজের মধ্যে তারা আসিয়া পড়িয়াছে—আর মাত্র চল্লিশ হাত! এণ্ড্রুর দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ ওই ফরাসীদের কামানের দিকে। এণ্ড্রুর সামনের সৈন্যদের যেন মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতেছে ওই ফরাসীদের গোলাগুলো। ওই ওপাশে একটা ফরাসী আর রাশিয়ান মুখোমুখি দাঁড়াইয়া একটা ডাণ্ডা লইয়া টানাটানি করিতেছে। এণ্ড্রুর মনে হইল, ওভাবে বোকার মত টানা-হেঁচড়া করিতেছে কেন?

ফরাসীটা ত ইচ্ছা করিলেই বন্দুকের সাহায্যে তার শত্রুর ভাগ্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে—আর ওই মোটা রাশিয়ানটাও আচ্ছা গোঁয়ার, হাতে হাতিয়ার নাই কিছু, পলায়ন করিলেই ত পারে! ওদিক হইতে আর একজন ফরাসী আসিয়া এদের মীমাংসা করিল, সে রুশ সৈনিকটির মাথায় এক ঘা কষাইয়া দিল। ব্যস্!

তারপর এণ্ড্ আর কিছু দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইল কে যেন প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারিয়াছে তাহার চাঁদিতে। খুব কাছাকাছি দাঁড়াইয়াই যেন কে তাহার মাথায় মারিয়াছে। তীব্র যন্ত্রণা কিছু নাই, তবে ক্রমশ যেন সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। তাহার আর ভাবিবার মত যথেষ্ট চেতনাশক্তি নাই, ক্রমশঃ যেন সব ঘোলাটে হইয়া আসিতেছে, দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার খুব কষ্ট হইতেছে···। সে ভাবে—"আমার কি হ'ল। আমি কেন দাঁড়াতে পারছি না। পা যেন কাঁপছে, এ কী!"

সে যখন চোখ মেলিয়া চাহিল তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে উদার উন্মুক্ত অনন্ত আকাশ মাথার উপরে নির্ম্মেঘ নিঃসীম নীলিমা। এণ্ড্ শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। "আঃ কি অপরিসীম শান্তি!" নিবিড় স্বস্তি! তাহার এত আনন্দ কোথায় ছিল! এ যে অনাবিল গভীর আনন্দ! এর আগে এমন অনুভূতি ত আর হয় নাই। আনন্দ, স্বস্তি, শান্তি।"

সেনাপতি বাগ্রাসিওঁ যুদ্ধ আরম্ভ করিবার আগে প্রধান সেনাপতির মতামত এবং নির্দ্দেশ জানিবার জন্য যখন লোক পাঠাইতে মনস্থ করিলেন তখন বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি কোনমতে নিজের উপর হইতে দায়িত্বের বোঝা নামাইবার জন্যই বোধ হয় এই উপায় অবলম্বন করিলেন। দলগোরুকভ্ অনেকবার বাগ্রাসিওঁকে নিজের দায়িত্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে বলা সত্ত্বেও তিনি কুতুজভের শিবিরে নিকোলাস্ রোস্তভ্‌কে পাঠাইলেন। এটা ঠিক যে যদি বা নিকোলাস্ মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া কুতুজভ্‌কে খুঁজিয়া বাহির করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একটা কিছু আদেশ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিতে পারে, তবু সন্ধ্যার আগে কিছুতেই পৌঁছিতে পারিবে না। প্রথম কথা এই

বিপদসঙ্কুল পথে মরণ প্রতি পদে গ্রাস করিবার অপেক্ষায় আছে। যদি সে বিপদ কাটে তবে এই জনসমুদ্র এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে কুতুজভ্‌কে আবিষ্কার করা আর এক সমস্যা। এখান হইতে প্রধান শিবির কম করিয়া মাইল-আষ্টেক দূরে, কাজেই এতকাণ্ড করিয়া ফিরিতে তাহার বেলা হইবে—ততক্ষণে এদিকে যুদ্ধের একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে।

নিকোলাস্ কিন্তু এতবড় একটা দায়িত্ব হাতে পাইয়া খুব উৎসাহ লইয়া বাহির হইল। তাহার উপর দলগোরুকভ্ বলিয়া দিয়াছেন যে, প্রধান সেনাপতির পরিবর্ত্তে যদি হঠাৎ সম্রাটের দেখা পাওয়া যায় তবে তাঁহার মতামত জানিয়া আসিলেও চলিবে। সম্রাটের সঙ্গে কথা কহিবার সম্ভাবনার কল্পনায় নিকোলাসের সর্ব্বাঙ্গ পুলকরোমাঞ্চে অভিভূত হইয়া পড়ে। একথা ভাবিতেও যেন কেমন লাগে তার!

পথ চলিতে চলিতে কতবার রোস্তভ্ নিজের মনে সম্রাটের সঙ্গে কথা কহিবার ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যেন কি রকম অপূর্ব্ব অনুভূতিতে ভাবনার পথ এলোমেলো হইয়া যায়। মাঝে মাঝে কামানের সুগম্ভীর গর্জ্জনধ্বনি দিকবিদিক প্রকম্পনে তার চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে। সে উদাসভাবে ওদিকের ধোঁয়ার দিকে তাকাইয়া মনে মনে ভাবে, "আমারও সময় আসবে, তখন দেখা যাবে। না, এখন তাড়াতাড়ি প্রধান সেনাপতির দেখা পাওয়াটা আগে দরকার—আমার কথার উপরে একদল সৈন্যের গতিবিধি, কাজেই দায়িত্ব আগে। সম্রাটকে একবার পেলে খোঁজ নেওয়া যায়।"

কে একজন তার নাম ধরিয়া ডাকিল—"আরে রোস্তভ্ শোনো শোনো।"

বরিস্ তার সারিতে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে। নিকোলাস্ তার কাছে গেল, "ব্যাপার কি?"

"কি রকম দেখ্‌ছ, আমাদের সঙ্গে খুব একহাত হ'য়ে গেল লড়াই।"

"তারপর, কি ফল তার?"

"হঠিয়ে দিয়েছি। তা তুমি কোথায় যাচ্ছ হে?"

"এই একবার প্রধান সেনাপতির কাছে।"

"ওই যে, ওখানেই আছেন তিনি।" এই বলিয়া বরিস্ বিজ্ঞের মত জাঁদরেল গোছের একজন লোককে দেখাইয়া দিল।

নিকোলাস্ মাথা নাড়িয়া বলিল—"উহু, ও দেখ্‌ছি গ্র্যাণ্ড ডিউক, আমার দরকার প্রধান সেনাপতিকে—সম্রাট হলেও হবে অবিশ্যি।"

ওপাশ হইতে বার্জ তাহার ভাঙ্গা গলায় হাঁকিল—"ও হে কাউণ্ট রোস্তভ্—দেখ্‌ছ আমার ডান হাতে গোলার টুক্‌রো লেগেছে তবু আমি অস্ত্র ছাড়িনি—বাঁ হাতে লড়াই চালাচ্ছি। আমাদের ফন্‌বার্জ বংশের সকলেই এরকম করে গেছেন।" বলিয়া সে বংশগোষ্ঠীর ইতিবৃত্ত আওড়াইতে শুরু করিল।

নিকোলাস্ এই দলটি ছাড়াইয়া খানিকটা ফাঁকা পথ পার হইয়া যেখানে আসিয়া পড়িল তার খুব কাছাকাছি ফরাসীদের আস্তানা। সে স্পষ্টই দেখিল যে ফরাসীরা রাশিয়ার বাহিনীকে পিছন দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। "আরে এ কী কাণ্ড, এরকম ভাবে শত্রুরা আমাদের ঘিরেছে? অসম্ভব।... যাক্ গে, যা খুশী হোক না কেন আমার কিছু এসে যাবে না।" পথের মধ্যে কত যে মৃতদেহ পড়িয়া আছে তাহার হিসাব নাই। বিকৃতদেহ মরা মানুষের স্তূপের ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া নিকোলাস্ নিজের বীভৎসতম মৃত্যুর কথা ভাবিতেছে।

এক সময়ে তার মনে হয়, "মরি তাতে কি ভয়—কত লোক ত মরে যুদ্ধে। কাজ করতে গিয়ে মরব এতে ভাবনার কি আছে?"

অকস্মাৎ সে দেখিল যে অষ্ট্রিয়ান রাশিয়ান সব দলের সৈনিকেরা ছুটিয়া পলায়ন করিতেছে। একী! সে নিজের মনেই বলিয়া উঠিল—"ব্যাপার কি, সবাই পালায় যে, কে কাকে তাড়া করেছে? যুদ্ধই বা করছে কারা?"

পলায়নপর সৈনিকদের মধ্য হইতে কে একজন যাইতে যাইতে জবাব দিয়া গেল, "তা জানি না, কি ব্যাপার কেউ কি জানে—উঃ কী তাড়া রে বাবা! সবাইকে হারিয়ে দিয়েছে। সব গিয়েছে উড়ে পুড়ে—কিচ্ছু নেই।'

একজন জার্মান ভিড়ের মধ্যেই রাগে আগুন হইয়া বলিল, "রাশিয়ানদের সর্বনাশ হোক, মড়ক লাগুক শালাদের দেশে। সয়তান, পাজী—"

কয়েকটি আহত সৈনিক ছেঁচ্‌ড়াইয়া অতিকষ্টে কোনমতে নিজেদের দেহ টানিয়া চলিতেছে, মুখে তাহারা অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিতেছে। মাঝে মাঝে দুঃসহ যাতনায় গোঙাইতেছে ওরই মধ্যে কেহ কেহ। ওদিকে অগ্নিবর্ষণ থামিয়াছে, কিন্তু এদিকে পলায়ন-তৎপর রুশ আর জার্মানদের মধ্যে লাগিল গোলমাল, তাহাদের মধ্যে দু-একজন গুলি পর্য্যন্ত চালাইতে ছাড়িল না। এদের কাণ্ড দেখিয়া নিকোলাস্ স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহার কেবলই ভয় হইতেছে—"এই সময় যদি সম্রাট এসে পড়েন, ছি-ছি, এই জঘন্য হীনতার ম্লানস্পর্শে তিনি কী মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাবেন, তাঁহার সেই কোমল কমনীয়কান্তি, সৌম্যমূর্ত্তি বুঝি এ আঘাত সইতে পারবে না। এরা শুধু কাপুরুষ, ভীরু নীচ—মানুষ নয়। না, না আমি এখান থেকে চলে যাই।"

সম্পূর্ণ পরাজয় যে সম্ভব একথাটা নিকোলাস্ কিছুতেই ভাবিতে পারে না। সামনে ওই ফরাসীদের ফৌজ দেখিয়া, এদের কুকুরের মত পিছু হঠিতে দেখিয়াও সে ভাবিতে পারিতেছে না এমনভাবে এতবড় একটা বাহিনী এত সহজে হারিতে পারে। সে কেবলই খুঁজিতেছে—কোথায় কর্ত্তা গোছের কাহাকেও সে পাইল না—দলে দলে সৈন্যরা উন্মুক্ত তরঙ্গের মত এক একটা বিক্ষুব্ধ প্রবাহ তুলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে। তাদের পিছনে আছে কতকগুলি আহত অর্দ্ধমৃত লোক, আর মাটিতে পড়িয়া আছে মৃত অথবা মরণোন্মুখ সৈনিকেরা, তাদের মাড়াইয়া যাইতেছে কত লোক। যাদের দেহে প্রাণ তখনও ধুক্‌ধুক্ করিতেছে তারা গোঁঙাইয়া গোঁঙাইয়া হয়ত যন্ত্রণায় গালাগালি পাড়িতেছে কিম্বা আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে—কিন্তু কে আছে তাদের কথায় কান দিয়া মরিবার জন্য! সবাই স্রোতের বেগে প্রবল গতিতে প্রাণ লইয়া বিব্রত, বিড়ম্বিত। তাহাদের মাথার উপর দিয়া অগ্ন্যুদগারী মৃত্যু ভীষণ গোলা শাসাইয়া যাইতেছে, কোথাও বা তাহার বিষস্পর্শ কয়েকটি প্রাণীর ভাগ্য নির্দ্দেশ করিতেছে।

নিকোলাস্ একে-ওকে-তাকে কত লোককে জিজ্ঞাসা করিল—"সম্রাট কোথায় জানো ভাই?" "প্রধান সেনাপতি কোথায় জান কি?" কিন্তু কেহই তার প্রশ্ন কানে তুলিল না, জবাব দেওয়া ত পরের কথা। অবশেষে সে একজন সৈনিকের গলায় হাত দিয়া তার কলার মুঠোর মধ্যে ভালো করিয়া চাপিয়া

ধরিয়া জোর করিয়া দাঁড় করাইল। লোকটা বোধ হয় মাতাল, হাসিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল—"মাইরি বাবা, আমায় কি দেখে পছন্দ করলে সোনার চাঁদ। বলি ভালোমানুষের পো, আর সবাইকে বেওজর খালাস দিয়ে আমার উপর—বেশ বাবা।" নিকোলাস্ বিরক্ত হইয়া লোকটাকে ছাড়িয়া দিল।

শেষকালে একটা সহিসকে ধরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল। লোকটা বলিল যে, সে দেখিয়াছে ঘণ্টাখানেক আগে সম্রাট এই পথ দিয়াই গিয়াছেন, তাঁহার গাড়ি খুব জোরেই গিয়াছে, সম্ভবত তিনি আহত হইয়াছেন।

"না, না, সে অসম্ভব—এ কখনই হতে পারে না।"

লোকটি উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল—"কিন্তু আমি যে নিজে চোখে দেখেছি মশাই, চোখকে অবিশ্বাস করি কি ক'রে। আর এমন নয় যে আমি তাকে চিনি না। বয়সটা আমার ত কম হ'ল না, পিটারস্‌বার্গে থাকতে ত হামেশাই দেখেছি। তাকে দেখে খুব অসুস্থ বলেই মনে হচ্ছিল আজ, আর চারটি ঘোড়াকে জুড়ে আমাদের সম্রাটের চালকটি কি জোরেই গাড়ি হাঁকাচ্ছে! আপনি কি বল্‌তে চান যে ওই চার-চারটে ঘোড়া, কালো ঘোড়া তাও আমি ভুল দেখেছি?"

একজন আহত পদস্থ কর্ম্মচারী নিকোলাস্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাকে খুঁজছেন বলুন ত? প্রধান সেনাপতি? ও, তিনি ত গোলার ঘায়ে মারা গেছেন, আমাদেরই পরিচালনা করছিলেন সামনে দাঁড়িয়ে—হ'ল কি, একেবারে বুকের মাঝখানটায় লাগল কিনা—"

আর একজন বলিল—"না মরেন নি,—জখম হ'য়েছেন।"

"আরে না, না—কুতুজভ্ ত? যাক্ গে কজনই বা বেঁচে আছে? আপনি এক কাজ করুন, সোজা এই পথ ধ'রে খানিক দূর গেলেই দেখতে পাবেন যে ক'জন সেনাপতি জ্যান্ত আছে। ওই অমুক গাঁয়ে, বুঝলেন? আপনার লোক যদি বেঁচে থাকে তবে আছে সেখানে নইলে—"

এই সব শুনিবার পর রোস্তভের আর মোটেই যেন চলিতে ইচ্ছা করে না। এরা বলে কি?—কুতুজভ্ মরিয়াছেন, সম্রাট আহত হইয়াছেন! যুদ্ধে আজ

পরাজয়, শোচনীয় পরাজয়! কোথায় সে যাইবে? কার কাছে? গিয়া কি লাভ?

তবু যাইতে হইবে—সে ধীরে ধীরে ঘোড়াটাকে কতকটা যেন হাঁটাইয়া লইয়া চলিল।

চলিতে চলিতে এক সময় সে একটা মোড়ের মাথায় আসিয়া পড়িল—কোন্ দিকে যাইতে হইবে? ডান দিকে না বাঁ দিকে?

একজন পথিক তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মশাই, বাঁ দিকের পথ ধ'রে যান—ডান দিকের পথ দিয়ে গেলে আর রক্ষে নেই।"

নিকোলাস্ কি ভাবিয়া ডান দিকের পথটাই ধরিল—"আর বেঁচে থেকেই বা কি হবে? আর মরতে ভয় নেই। সম্রাট যদি আহত হ'তে পারেন ত আমি মরব তাতে ক্ষতি কি?"

একটু আগাইয়াই নিকোলাস আসিয়া পড়িল এক প্রান্তরের সম্মুখে। এই মাঠটাতে অজস্র মৃতদেহ জমিয়া পড়িয়া আছে। আজিকার সমরক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গোলা চলিয়াছে এই দিকটাতে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোথাও এতটুকু ফাঁক আছে কি না সন্দেহ, কেবল ঘোড়া আর মানুষ এখানে সেখানে, কোথাও বা উপরি উপরি কয়েকজন পড়িয়া আছে। এক স্থানে দশ পনেরো-জন একসঙ্গে গাদার মত তালগোল পাকাইয়া বিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে—সে এক বীভৎস দৃশ্য। ফরাসীরা এখনও এখানে আসিয়া পৌছায় নাই। যাক এই এর মধ্যে যারা একেবারে অজ্ঞান হয় নাই এখনও, যাদের এতটুকু নড়িবার শক্তি আছে, তারা কেহ বা হাতের উপর ভর করিয়া, কেহ বা বুকে হাঁটিয়া সরীসৃপের মত একটু একটু করিয়া চলিতেছে। তাদের চলিবার ক্ষমতা নাই, তবু পরস্পর কাছাকাছি থাকিয়া এ ওর সহানুভূতি লইয়া মরিতে পারিলেও যেন শান্তি। ওরা সব একত্র হইবার জন্য কি রকম ব্যগ্র, একাগ্র। একদিকে ক্ষতস্থান বহিয়া রক্ত ঝরিতেছে, অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে—চোখে মুখে দেহের প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে সে ব্যথা বেদনার ভয়ঙ্কর যাতনার অভিব্যক্তি প্রকট—আর একদিকে মানুষের সান্নিধ্য পাইবার অপরিসীম আগ্রহ। সে দৃশ্য শুধু করুণ নয়, শুধু যন্ত্রণাদায়ক নয়—সে দৃশ্য

দেখিতে পারা যায় না। বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে,—নিকোলাসের মনে হইল সে পাগল হইয়া যাইবে। ফরাসীদের কামানকে সে ভয় করে না, মৃত্যুও এর চেয়ে কামনার বস্তু—কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া এদের দুরবস্থা দেখা যায় না।

ফরাসীদের অগ্নিবর্ষণ থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ এই এ-ডি-কংটিকে দেখিয়া তারা কতকগুলি গোলা ছাড়িল। রোস্তভের মাথার উপর দিয়া, এপাশ ওপাশ দিয়া যখন গোলাগুলো বাহির হইয়া গেল তখন তার মনে হইল—"আচ্ছা আমি যে ফরাসীদের গোলার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, মা যদি দেখতেন আমায় এই অবস্থায় ?"

যে গ্রামের কথা লোকটি বলিয়া দিয়াছিল সেখানে রুশ এবং অস্ট্রিয়ান পলাতক সৈন্যগণ এখন শান্তভাবে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে, অবশ্য দলগত শৃঙ্খলার কথা এ সময়ে এরা ভাবিতে পারে না। এ স্থানটি নিরাপদ, শত্রু কামানের নাগালের বাহিরে। এখানকার লোকেরা যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সব আলাপ আলোচনা করিতেছে তাহাতে সহজেই বোঝা যায় যে, আজ যে যুদ্ধে একেবারে পরাজয় হইয়াছে রুশদলের তাহাতে কাহারও কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। এরা কেহই সম্রাট বা প্রধান সেনাপতির কোনো খবর রাখে না।

গ্রাম ছাড়াইয়া মাইল দুই যাইবার পর নিকোলাস্ সামনের রাস্তায় একটু দূরে যে দুজন অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল তাদের একজনকে তার খুবই পরিচিত বলিয়া মনে হইল। আর খানিকটা যাইবার পর সে দেখিল যে অগ্রবর্ত্তী ঘোড়সওয়ার দুজন থামিয়া গিয়াছে—সামনে একটা খাল পড়িয়াছে, সেটা পার হইতে হইবে। একজন অতি সহজে পার হইয়া গেল, কিন্তু নিকোলাস্ যাহাকে চেনে বলিয়া মনে করিয়াছিল সে আর পারিল না। তার সঙ্গীটি আবার ঘোড়াসুদ্ধ লাফাইয়া এপারে আসিয়া ফের ওপারে গেল, আবার আসিল, বার কয়েক এইরকম যাতায়াত করিয়া সহচরটিকে ঘোড়াসুদ্ধ ওপারে লাফাইয়া যাইবার কৌশলটা শিখাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। এদিকে রোস্তভ্ অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এবারে সে সহজেই

বুঝিতে পারিল যে যিনি ঘোড়াসুদ্ধ লাফাইয়া ও-পারে যাইতে পারিতেছেন না, তিনি সম্রাট আলেকজান্দার। এই জনহীন বনপথে সম্রাট এই রকম অরক্ষিত অবস্থায় চলিয়াছেন দেখিয়া নিকোলাসের চোখে জল আসিয়া পড়িল। সম্রাট মুখ ফিরাইতেই সে দেখিতে পাইল তাঁর গাল যেন ঝরিয়া গিয়াছে, চেহারা কি রকম ধারা মনে হইতেছে, কিন্তু উজ্জ্বল চোখের দীপ্তজ্যোতি যেন জ্বলিতেছে, এতটুকু ম্লান হয় নাই।

সম্রাটকে দেখিয়া নিকোলাস্ যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল, আরও স্বস্তি বোধ করিল এই দেখিয়া যে সম্রাট আহত হইয়াছেন এ সংবাদ ভিত্তিহীন। সে ভাবিল, এবারে সম্রাটের কাছে গিয়া নিজের জ্ঞাতব্যটুকু জানিয়া লইলে কেমন হয়? আর এতটুকু দেরি করা ঠিক হইবে না, কিন্তু তরুণ প্রেমিক যেমন তার প্রণয়িনীর কাছে নিজের স্বপ্নকল্পনার কাহিনী শুনাইবার আগে বার বার দ্বিধাসংশয়ের দোলায় দুলিতে থাকে, বলি বলি করিয়া বলিতে বিলম্ব করে—এ যেন তেমনই এক ব্যাপার। নিকোলাস্ ঠিক করিতে পারে না, তাঁর কাছে যাইবে কি না। পথের ধারে এমন ভাবে পরাজিত সম্রাটকে ত সে কল্পনায় দেখে নাই। সে দেখিয়াছে বিজয়ী উন্নতশির সম্রাটকে, তাঁকে অর্ঘ্য দিবার মত বাণী রচনায় তার সারাটা পথ কাটিয়াছে। কখনও বা নিকোলাস্ দেখিয়াছে যে, সে নিজে আহত হইয়া পড়িয়া আছে,· · চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিল যে তার মুখের উপর স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সম্রাট! ......তিনি তার বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তাই আসিয়াছেন তাহার রোগশয্যায়! এছাড়া আর কিছুই ত নিকোলাস্ ভাবিতে পারে নাই। এত অল্প সময়ের মধ্যে ত আর যা তা বলিয়া অপ্রস্তুত হইবার জন্য সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়ানো উচিত হইবে না। তা ছাড়া যুদ্ধের জয় পরাজয় স্থির হইয়া গিয়া যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে,—এখন দলগোরুকভ্ আর বাগ্রাসিঅঁর কথা বলা না-বলা সমান।

আবার কখনও মনে হয় "বনের মাঝে একলা পেয়ে আমি তার সুযোগ নিচ্ছি এ কথা মনে হতে পারে তাঁর। হঠাৎ একজন অপরিচিত লোককে এই সময়ে দেখে তিনি যদি অপ্রসন্ন হন? কিই বা আমি বল্‌তে পারি তাঁর

সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর সামান্য চাহনীতে সব কিছু সম্মোহিত, স্তব্ধ হয়ে যায়, —তাঁকে কি বল্‌ব আমি!"

নিকোলাস্ আর আগাইতে পারিল না,—"তাঁর রোষ কটাক্ষের চেয়ে আমার শতবার মৃত্যু হয় যেন, সেও আমি সইতে পারব। আমার কি অধিকার আছে তাঁর কাছে যাবার, কথা বলবার?"

নিজের দুর্জ্জয় ইচ্ছাকে যে কী করিয়া সংযত করিয়া নিকোলাস্ দাঁড়াইয়া রহিল তা সে নিজেও ভাবিতে পারে না। না—ফিরিয়াই যাইতে হইবে। এমন পূজার সুযোগ আর ত জীবনে আসিবে না। এমন নিভৃতে এত সহজে নিকোলাস্ আর কোনদিন তাঁকে পাইবে না। তবু—যে মিলন-মাধবী-কুঞ্জের আশাপথ চাহিয়া অভাগিনীর অনিদ্রায় কাটিয়াছে জীবনের কত দিনরাত্রি সেই শ্যামকুঞ্জে আজ তার সেই বহু কামনার ধন জীবন-বল্লভ আসিলেন—কিন্তু হতভাগিনী বিরহিণী যে চিরবিরহিণী, তাই বুঝি সাহসে বুক বাঁধিয়া, ভরসার তরীতে নিজের ভীরু গোপন প্রেমকে ভাসাইয়া দিতে পারিল না, মিলন মুহূর্ত্তকে, তৃষিত চাতকের মত পিপাসার্ত্ত হইয়াও, সে আঁকড়িয়া ধরিতে পারিল না। তার বুক ভাঙিয়া গেল।

নিকোলাস্ ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ দিয়া আবার চলিতে থাকিল। বার বার পিছনে ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে চলিল সে। সঙ্গীটির হাতে ভর করিয়া সম্রাট পার হইলেন।......নিকোলাসের মনে হয়,—"আমি হয়ত ওই লোকটার বদলে গিয়ে সম্রাটকে পার ক'রে দিতে পারতাম।......কেন ফিরে এলাম!" তার বুক ভাঙিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তারপর সে কাঁদিয়া ফেলিল।..."এর চেয়ে যে সম্রাটের অগ্নিকটাক্ষ অনেক ভালো ছিল, কেন গেলাম না!" নিকোলাস্ ঘোড়ার মুখ ঘুরাইল, ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল সেইখানে যেখানে সম্রাটকে সে দেখিয়া গিয়াছিল। এখানে দাঁড়াইয়া তার কেবলই মনে হইতেছে—"আমার বুকের ওপর তাঁর পথ রচনা করতে পারতাম যদি, হায়, হায়! তীরবেগে তাঁর ঘোড়া চলে যেতো আমাকে মাড়িয়ে, পিষে, থেঁতলে দিয়ে—তাহলে বুঝি জীবন সার্থক হ'ত।" নিকোলাসের এ অনুভূতি, এ ভক্তি অসাধারণ, অদ্ভুত আবেগময়, তরুণ মনের আত্মোৎসর্গের এই দুর্দম বাসনা।

পিছন হইতে ঠেলাগাড়ির একটানা ঘর্ ঘর্ শব্দ আসিতেছে, রাস্তার উপর অসংখ্য চাকার দাগ। এই পথ দিয়া সৈন্য আর মালপত্র চলিয়াছে,—কাছেই কোন্ একটা গ্রামে আশ্রয়-শিবির স্থাপন করা হইয়াছে। নিকোলাস্ গাড়োয়ানদের মুখে শুনিল যে, তারা যেখানে যাইতেছে সেখানেই কুতুজভ্ এবং আর সকলে আছেন। তাদের সঙ্গে সেও চলিল।

বেলা পাঁচটা। রুশ সৈন্য আশ্রয় লইয়াছিল অজেস্ট গ্রামে। এ গ্রামের ধূলিকণার সঙ্গে কামান বন্দুকের পরিচয় ছিল না কোনো কালে। শহর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত এই নিভৃত পল্লীতে নিবিড় শান্তির ছোট ছোট নীড় রচনা করিয়া কৃষকেরা এতকাল সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইয়াছে। মাঠে মাঠে গম আর নানা রকমের ফসল ছিল সম্বল, সম্পদ। পুকুরে চিক্‌চিকে ছোট ছোট মাছ ধরিবার জন্য বালকেরা ছুটাছুটি করিয়া চঞ্চল পদবিক্ষেপে বাতাসকে মুখর করিয়া তুলিত, মেঠো পথ দিয়া গম বোঝাই দিয়া চাষীরা দূরের কোনো কলে আটা ভাঙাইবার জন্য যাইত, আবার ফিরিত যখন গাড়ীতে সাদা আটা লইয়া, তখন তাদের মুখে চোখে সরল গভীর তৃপ্তির অভিব্যক্তি। কিন্তু আজ তাদের আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, তারা কোথায় ছিল তার কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নাই। গ্রামখানি সাঁজোয়া গাড়ী, ঘোড়া, মানুষে ভরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ফরাসীরা এই আশ্রয়টুকুও কাড়িয়া লইল। তারা এই গ্রামখানি লক্ষ্য করিয়া আবার সন্ধ্যার মুখে গোলা ছাড়িতে শুরু করিয়াছে। ক্রমশঃ গোলা-বৃষ্টির উৎপাত বাড়িতে লাগিল। অনেক লস্কর মরিল।—আবার পলায়নের যাত্রা শুরু হইল—কিন্তু পিছন হইতে এক-একটা গোলা আসিয়া এক-একবারে কত ফসল ও প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতেছে।

দলোগভ্ একটু জখম হইয়াছে, কিন্তু সে দলের সকলেরই আগে আগে চলিয়াছে তার ভাঙা হাত লইয়া। হঠাৎ সামনে একটা ছোট খাল পড়িয়াছে, জল জমিয়া পাত্‌লা বরফের সর পড়িয়াছে জলের উপর, কি উপায়! অথচ তখন কোনোরকমে আর একশ গজ দূরে পৌঁছিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া

যায়, পিছন হইতে শত্রুর কামান অনবরত মৃত্যুর লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। দলোগভ্ আর বিশেষ চিন্তা না করিয়া হাল্কা পা ফেলিয়া ছুটিয়া এপারে চলিয়া আসিল। পার হইয়া সে বার বার তার সঙ্গীদের বলিতে লাগিল, "পার হয়ে এসো, বরফের ওপর দিয়ে চলে এসো।"

সামান্য পাতলা বরফের উপর দিয়া চলিবার মত নির্ব্বুদ্ধিতা আর নাই—সকলেই সেখানে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাই ত কি করা যায়? ওদিকে পিছনের লোকেরা অধীরভাবে ঠেলাঠেলি করিয়া আগাইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে, সাম্নের লোকদের গালাগালি করিতেছে—সবাই বলিতেছে, "বরফের ওপর দিয়ে চলে যাও, বরফের উপর দিয়ে এগোও।"

শত্রুর কামানের অগ্নুদ্গার ভীষণতর হইয়া উঠিল। কাতারে কাতারে লোক দাড়াইয়া ছটফট করিতেছে। দলের অধিনায়ক সামনে দাঁড়াইয়া কি যেন একটা বলিবার জন্য হাত তুলিয়া গোলমাল থামাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় একটা গোলা আসিয়া কোথায় তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গেল, কেহ একবার খোঁজও করিল না তাহাদের কাপ্তেনের কি হইল, ওসব কথা এসময়ে মনে হয় না।······সকলে আরও ব্যস্ত হইয়া পড়িল বরফের উপর দিয়া খাল পার হইবার জন্য। পিছন হইতে ঠেলাঠেলি করিয়া প্রায় জন-চল্লিশ লোক ওই বরফের উপর কতকটা যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল। বরফের চাপটা ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল,—পিছন হইতে হুড়মুড় করিয়া আরও এক পাল মানুষ লাফাইয়া পড়িল অগ্রবর্ত্তীদের ঘাড়ের উপর। আবার কয়েকটি গোলা—যে চল্লিশজন এক বুক জলে হাবুডুবু খাইতেছিল তাদের সলিল সমাধি হইল।

১২

প্রাংসেরা পাহাড়ের উপর সারাদিন একভাবেই এণ্ড পড়িয়াছিল, কেহ তাহার খবর রাখে নাই। সে অজ্ঞান অবস্থাতেও মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিতেছিল,—ক্ষতস্থান দিয়া অবিরাম রক্ত ঝরিয়া সে আরও দুর্ব্বল

হইয়া পড়িয়াছে। তখনও কিন্তু তাহার হাতের মুঠিতে পতাকার ছিন্ন অংশটুকু শক্তভাবে ধরা রহিয়াছে, যাহারা পতাকাটা তাহার কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে তাহারা বোধ হয় এটুকু কাড়িতে পারে নাই। বিকালের দিকে আর সামান্য জ্ঞানটুকুও রহিল না, সে অচেতন হইয়া পড়িল।

সহসা যখন এণ্ড্রু চোখ মেলিল তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। চারিদিকে চাহিয়া সে কিছুই মনে করিতে পারিল না,—এ কোথায় সে আছে। মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতেছে এমনি তীব্র যন্ত্রণায় তাহার মনে হইল যে সে বাঁচিয়া আছে। তার একটু পরে আস্তে আস্তে সব কথাই মনে পড়িতে লাগিল—"আজ সকালে যে সুন্দর নীলাকাশ দেখেছি, সেই অনন্ত মেঘমুক্ত আকাশ কোথায়? এর আগে এমন আকাশ দেখিনি—কিন্তু আর কি দেখতে পাবো না!...আচ্ছা, আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে কেন? আমি, আমার কিছুই মনে পড়ছে না কেন?... আমি কোথায়?"

কতকগুলি ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল।—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বর। এণ্ড্রুর মনে হয় এরা যেন ফরাসী ভাষায় কথা বলিতেছে। কিন্তু সে ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিল না, সাহায্য চাহিল না এদের কাছে। তার দৃষ্টি সম্মুখে, ওই বহুদূর উঁচুতে আকাশের পানে—মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড মেঘাবৃত রহস্যগভীর আকাশ।

আগন্তুকদের মধ্যে আছেন স্বয়ং নাপোলেঁও এবং তাঁর দুজন পার্শ্বচর। নাপোলেঁও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া অজেন্ট গ্রামের উপর গোলা ফেলিবার নির্দ্দেশ দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

সারাদিনের যুদ্ধে যাহারা মরিয়াছে এবং আহত অবস্থায় পড়িয়া আছে তাদের দেখিয়া শুনিয়া একটা ব্যবস্থা করা তাহার কর্ত্তব্য। ঘুরিতে ঘুরিতে এক সময় তিনি এণ্ড্রুর সামনে আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইলেন পার্শ্বচরকে বলিলেন,—"দেখেছ, আহা, সার্থক মৃত্যু,—হাতে জাতীয়-পতাকা নিয়ে—"

কথাগুলি এণ্ড্রুর কানে যায়,—সে বেশ বুঝিতে পারে যে নাপোলেঁও কথা বলিতেছেন এবং এণ্ড্রুর সম্বন্ধেই বলিতেছেন। একটা গুঞ্জনের রেশ যেন তার কানে লাগিয়া আছে—ওরা কথা বলিতেছে এণ্ড্রু বুঝিতে পারে, তবে কি

বলিতে চায় সে কথা ভাবিবার মত অবস্থা তার নয়। মাথাটা জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে—অসহ্য যন্ত্রণা। তার সমস্ত শক্তি রক্তস্রোতের সঙ্গে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে—তার চোখের সামনে ওই দূরের নীল আকাশ ছাড়া আর কিছু নাই।

এণ্ড্রু তার জীবনের আদর্শ বীর নাপোলেঅঁকে চিনিতে পারিয়াছে, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ওই দিগন্তপ্রসারী অনন্ত নীহারিকা তার চিত্তে যে গভীর ভাবানুভূতি আনিয়া দিয়াছে তার কাছে নাপোলেঅঁকে নিতান্ত তুচ্ছ সামান্য মানুষ বলিয়া মনে হইল। তবে যারা তার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এই দুরবস্থায় তাদের প্রতি এণ্ড্রুর মন প্রসন্ন না হইয়া পারিল না—তারা যে-ই হোক না কেন, তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। আজ জীবনের মহত্তর সার্থকতার সন্ধান পাইয়াছে এণ্ড্রু, এর পর তার বাঁচিয়া থাকার মূল্য আছে—এরা হয়ত তাহাকে সেই প্রাণ ফিরাইয়া দিতে পারে। এই কথা মনে হইতেই এণ্ড্রু তার দুর্ব্বল দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

"আরে, বেঁচে আছে দেখ্‌ছি।" নাপোলেঅঁ ঝুঁকিয়া পড়িয়া এণ্ড্রুকে ভালো করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "ধরে তোলো হে, এখনি একে সেবাকেন্দ্রে নিয়ে যাও।" তিনি চলিয়া গেলেন।

এরপর এণ্ড্রুর আর অনেকক্ষণ জ্ঞান ছিল না, নাড়াচাড়ার ফলে, ক্ষতস্থান হইতে আরও রক্তপাত হয় এবং সেই সময়ে সে অচেতন হইয়া পড়ে। জ্ঞান হইয়া সে দেখিল তার আশে পাশে আরও সব বন্দী অথবা আহত রুশ সৈন্য রহিয়াছে।

কে একজন যেন বলিতেছে—"আমরা আজকের মত এখানেই থাকব, সম্রাট একবার দেখবেন এই সব বড়লোকদের—"

"আরে তুমিও যেমন, এবারে এত বেশী বন্দী হয়েছে যে—গোটা রুশ বাহিনীই প্রায় এইখানে। সম্রাটের ওতে অরুচি ধরেছে এতক্ষণ দেখতে দেখতে।"

"কিন্তু ঐ যে সেই লোকটা—নাকি সম্রাট আলেকজাণ্ডারের রক্ষী-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি—ওকে দেখ্‌লেও কি—"

প্রিন্স এণ্ড্রু চোখ মেলিয়া দেখিল এরা প্রিন্স রেপ্‌নাইন্‌কে দেখাইয়া এসব কথা বলিতেছে।

নাপোলেআঁ তাহাদের সামনে আসিয়া ঘোড়ার রাশ টানিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"এদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুদরের কর্ম্মচারী কে?" কে একজন কর্ণেল রেপ্‌নাইন্‌কে দেখাইয়া দিল।

দু-চার কথা নেপোলেআঁ প্রিন্স রেপ্‌নাইনের সঙ্গে কহিলেন, তাঁহার সেনাদলের প্রশংসা করিলেন।

তিনি এণ্ড্রুর কাছে আসিয়া বলিলেন—"তারপর, তুমি বীরযুবক—এখন কেমন আছো?"

এণ্ড্রু তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কথা কহিতে পারিল না। তাহার কথা বলিতে ভালো লাগে না, বিজয়গর্ব্বোদ্ধত নাপোলেআঁ আর যেন তাহার কাছে বিস্ময়ের কিছু নয়—তাঁহার এই দম্ভের কোনো যুক্তিসঙ্গত অর্থ এণ্ড্রু খুঁজিয়া পাইল না। স্থিরনিবদ্ধদৃষ্টিতে বিজয়ী ফরাসী সম্রাটের পানে চাহিয়া তার বার বার সেই বিরাট বিস্ময়, অন্তহীন অনন্তের নিবিড় নীলিমার কথা মনে হইতেছে—তার কাছে নাপোলেআঁর বীরত্ব কত তুচ্ছ, তার কাছে মানুষের জীবন যেন এতটুকু একটা বিন্দুর চেয়েও ক্ষুদ্রতর, মৃত্যুর রহস্য যেন আরও আরও নগণ্য।

নাপোলআঁ বেশিক্ষণ এণ্ড্রুর জবাবের জন্য অপেক্ষা করিলেন না।—তিনি বলিলেন—"এদের বিশেষ যত্ন করা হয় যেন। আর ডাক্তার লারি যেন এঁদের দেখাশুনো করেন। আচ্ছা প্রিন্স রেপ্‌নাইন্ এখন বিদায়—আবার দেখা হবে।" তাঁর চোখ-মুখ আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ। যাহারা এণ্ড্রুর তত্ত্বাবধান করিতেছিল তাহারা সম্রাটের এই রকম হৃদ্যতা দেখিয়া যেন কেমন শঙ্কিতভাবে এণ্ড্রুকে খাতির করিতে আরম্ভ করিল। কোনো এক সময়ে এণ্ড্রু দেখিল, তাহার বোনের দেওয়া সেই রক্ষা-কবচটা আবার তার জামার বাইরে বুকের উপর পড়িয়া আছে—এটা ত এরকম ভাবে ছিল না, সম্ভবতঃ উহারা চুরি করিয়াছিল আবার ফিরাইয়া দিয়াছে ভয়ে।

মেরিয়ার কথা মনে হয় এণ্ড্রুর। "আচ্ছা পৃথিবীর সকলেই যদি মেরিয়ার মত সরল হ'ত, তাহলে,—। মেরিয়া পৃথিবীর সব কিছুকে যেরকম সহজ স্বচ্ছ দেখে, বিশ্বাস করে—সব কিছু যদি সেইরকম সোজা হ'ত তবে ভাবনার কিছু

থাকত না।…আমি যদি গভীর বিশ্বাসে বলতে পারতাম, "হে ঈশ্বর আমায় রক্ষা কর।"…কিন্তু কা'কে বল্‌ব? ওই নিঃসীম কল্পনাতীত শক্তিকে—যার কাছে আমার বলবার মত ভাষা নেই, বোঝাবার মত শক্তি নেই। আমি যাকে বিরাট অসীম ব'লে কল্পনা করছি তা সত্যিই কি ত্রিভুবন জোড়া, নীহারিকা-ব্যাপী মহানুভব কিছু—কিম্বা কিছুই নয়, অনন্ত শূন্য? হয়ত বা ঈশ্বর আছেন, মেরিয়ার দেওয়া এই প্রতিকৃতির মধ্যে!…জানি না আমি, বুঝতে পারছি না এসবের অর্থ। এখন যেন মনে হচ্ছে আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে যা কিছু বুঝতে পারি তার সবই হয়ত হেয়, অবজ্ঞেয়, অসার। আর ঐ দূরের নীল নভোমণ্ডলের সীমাহীন বিস্তৃতিই বুঝি সত্য, শাশ্বত, নিত্য—একমাত্র পরম শক্তি।

আবার পাল্‌কি তুলিয়া ওরা কোথায় যেন যাত্রা করে। উচুনীচু পাহাড় পথে পাল্‌কির ঝাঁকানিতে এণ্ড্রু পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। যন্ত্রণা বাড়িতেছে, যন্ত্রণার প্রকোপে জ্বর আরো বাড়িল—জ্বরে বিকারের ঘোরে সে ভুল বকিতে শুরু করিল।…ওই ত লিশার ছেলে হইয়াছে, সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি। মেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—শান্ত আয়ত গভীর দৃষ্টি তার, লিশার মুখে হাসি ভরিয়া আছে, লিশা যেন কত কি বলিয়া যাইতেছে—এণ্ড্রুর বাবা যেন একটা হাতিয়ার হাতে করিয়া কি বুঝাইতেছেন, তাঁর উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ্ত দৃষ্টি।…এদের কাছে বিজয়ী নাপোলেঅঁর গর্ব্বোদ্ধত ভঙ্গি যেন কত ছোট তুচ্ছ। পরের দুর্দ্দশায় যাহার আত্মপ্রসাদ, গর্ব্ব—তার মত করুণার পাত্র আর বুঝি কেহ নাই।…এণ্ড্রুর মনে হয় সে তার লিশিগোরীর বাড়িতে সপরিবারে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে।

ডাঃ লারি, যিনি নাপোলেঅঁর দেখাশুনা করেন, সেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এণ্ড্রুকে দেখিয়া শুনিয়া জবাব দিলেন। বলিলেন যে, এ রোগীর বাঁচিবার আশা নাই।

আরও কয়েকজন মৃত্যুপথযাত্রীদের সঙ্গে এণ্ড্রুকেও স্থানীয় গ্রাম্যলোকদের তত্ত্বাবধানে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

নিকোলাস্ রোস্তভ্ কিছুদিনের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিল, তার সঙ্গে দেনিসভ্ও আসিয়াছে। সে যখন বাড়ী আসিয়া পৌছিয়াছে তখন অনেক রাত, তবু সেই গভীর রাতেই বাড়ীতে হৈ-চৈ হট্টগোল শুরু হইয়া গেল, তার বাবা ভাইবোনেরা সবাই, সোনিয়া, সকলে মিলিয়া সোরগোল তুলিয়া বাড়ীটাকে জাগাইয়া তুলিল। সব শেষে আসিলেন তাঁর মা। তিনি আসিতেই সবাই সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ করিয়া দেয়।...

রাত্রিটা কোনোরকমে কাটিতে যা দেরি। সকাল হইতে না হইতেই ছেলে-মেয়েরা নিকোলাসের ঘরের আশেপাশে 'ঘুর-ঘুর' করিতেছে, কখন নিকোলাস্ উঠিবে—।

কয়েকদিনের পথশ্রমের পর এবং বহুদিনের উদ্বেগের পর শান্তিতে ঘুমাইতে পাইয়া নিকোলাস্ অনেক বেলা অবধি অকাতরে ঘুমাইল। বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার উঠিবার কোনো লক্ষণ নাই।

দেনিসভ্ চাকরকে ডাকিয়া বলিল—"আমার সিগারেটের পাইপটা দাও।" তারপর ভারি গলায় হাঁকিল—"ওঠো হে রোস্তভ্।"

নিকোলাস্ চোখ রগড়াইয়া বালিশে ঠেসান্ দিয়া বলিল—"এরই মধ্যে বেলা হয়ে গেছে দেখ্ছি।"

"দশটা বেজে গেছে।" ঘরের বাইরে দাঁড়াইয়া নাতাশা জবাব দেয়।—"নিকোলুচকা উঠে পড়।"

পিটিয়া হাতের কাছে একখানা তলোয়ার পাইয়া কসরৎ করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া দরজা ঠেলিয়া সটান ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল—"আচ্ছা দাদা, এটা তোমার না!" হঠাৎ দেনিসভের ভারি গোঁফ জোড়াটার দিকে চাহিয়া তাহার কথা আটকাইয়া যায়।

ওদিকে নাতাশা ঘনঘন তাগিদ দিতেছে—"জামাকাপড় প'রে বেরোও দাদা, ওঠো না!"

নিকোলাস্ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে। পাশের ঘরে আসিয়া দেখিল যে নাতাশা তারই একটা কাদামাখা ভারি বুট জুতা এক পায়ে গলাইয়াছে,

সোনিয়া তার ঢোলা ফ্রকটিকে বেলুনের মত ফুলাইবার জন্য লাট্টুর মত পাক খাইতেছে। নিকোলাস্‌কে দেখিয়া সোনিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নাতাশা দাদাকে কতকটা টানিতে টানিতেই তাদের ছেলেবেলার পড়ার ঘরে হাজির হয়। তারপর সে একটার পর একটা প্রশ্ন শুরু করিয়া দিল। ছোট ছোট জিজ্ঞাসা আর তার জবাব, এমন কিছুই নয়—কিন্তু এতেই নাতাশা হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে। তার হাসি স্বতঃস্ফূর্ত্ত, অকারণ আনন্দের হাসি। কথায় কথায় সে বলে, "কিরকম মজা না! ভারি সুন্দর ত!"

নিকোলাস্‌ও অনেকদিন পরে ছেলেমানুষের মত প্রাণ খুলিয়া হাসিল—বাড়ী ছাড়িবার পর আর এরকমভাবে সে হাসিতে পায় নাই।

"জানো দাদা—তুমি এখন বড হয়ে গেছ, একেবারে যাকে বলে গিয়ে মানুষ তুমি তাই হয়েছো। আর তোমার মত একটা বড় মানুষের বোন আমি এ'কথা ভাবো দেখি।···আচ্ছা দাদা, পুরুষ-মানুষ হ'লে ঠিক কি হয়—মানে পুরুষ-মানুষ বল্‌তে কি বোঝায়? আমার মনে হয় পুরুষেরা ঠিক বোধ হয় আমাদের মত নয়। না?" বলিয়া নাতাশা তার দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকায়।

"আচ্ছা সোনিয়া পালিয়ে গেল কেন?"

"সে বল্‌তে গেলে অনেক কথা। বল না, সোনিয়াকে তুমি কি ব'লে ডাকবে?"

"সত্যি বল্‌ছি আমি জানি না। সে যা-হয় দেখা যাবে।"

"আচ্ছা ধরো, সোনিয়াকে তুমি আগেকার মত ইয়ে ব'লবে না? আমি যে এসব বল্‌ছি কেন তা তুমি পরে বুঝতে পারবে মশাই, হুঁ।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কি নাতাশা?"

"বলব? দেখো, আমার দোষ দিতে পারবে না শেষে, তা বলে দিচ্ছি। শোন তবে, সোনিয়া আমার বন্ধু, বিশেষ বন্ধু—এমনই বন্ধু যে ওর জন্যে আমি হাত পুড়িয়েছি ইচ্ছে ক'রে।" বলিয়া নাতাশা তার জামার হাতা গুটাইয়া দেখাইল সত্যিই বাহুর উর্দ্ধদেশে খানিকটা কালো দাগ তার ধব্‌ধবে ফর্সা গায়ে। এ কিছু নূতন ব্যাপার নহে। ছেলেবেলায় নিকোলাসের মনে আছে তাহারা ভালোবাসার গভীরতা প্রমাণের জন্য এরকম আত্মনির্য্যাতন অনেক করিয়াছে।

শৈশব-কৈশোরের সেইসব দিনের স্মৃতি আজ যেন সুরভিত হইয়া ভাসিয়া উঠিল নাতাশার শুভ্র বাহুর উপর ওই কালো পোড়া দাগটা দেখিয়া।

সে কিছুমাত্র বিস্মিত হয় নাই, বলিল,—"বেশ,—তারপর? আসল ব্যাপারটা কি?"

"আমরা এমনই বন্ধু যে, সে বন্ধুত্বের তুলনায় এই হাত পোড়ানোটা কিছু নয়—আরো, আরো অনেক কিছু আমরা করতে পারি। আচ্ছা, তোমার নিশ্চয় মনে আছে, তুমি যখন চলে যাও তখন ওকে তুমি কি বলেছিলে? ও অবিশ্যি আমায় বলেছে যে, সে সব কথা তুমি ভুলে গেছো।...আর বলেছে,—'আমি ওকে চিরকাল ভালোবাসব, কিন্তু ও থাকবে মুক্ত।' সত্যি, কি চমৎকার ওর মনটা—উদার কিনা তুমিই বলো।"

নাতাশা সত্যই এমন গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলিল যে, নিকোলাস বুঝিতে পারিল সোনিয়ার কথা লইয়া নাতাশা খুব গভীরভাবে চিন্তা করে। সে নাতাশাকে কিছু বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবে নিকোলাস্। তারপর আস্তে আস্তে বলে—"আমি, আমার কথা ফিরিয়ে নিতে চাই না, যা বলেছি তাই সত্যি থাকবে। সোনিয়া আমাকে মুগ্ধ করেছে, আজকাল ও যেন আরো মিষ্টি হয়ে উঠেছে।"

নাতাশা বাধা দিয়া বলে—"না, না, সে কথা নয়। আমরা এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। আমরা মানে আমি আর সে—আমরা জানি যে তুমি একথা বলবেই। কিন্তু তুমি আমাদের কথা বুঝতে পারছ না। তুমি কথা দিয়েছো আগে, সেইজন্য তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্যেই একথা বল্ছ—আর তোমাকে সেই আগেকার প্রতিশ্রুতির কথাটা সোনিয়া মনে করিয়ে দিচ্ছে একথা যদি মনে কর তবে বলব ভুল হয়েছে তোমার। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। তুমি যদি এমনি এখন ভালবাসো এবং এই ভালোবাসার মর্য্যাদা দিয়ে তাকে বিয়ে কর তবে অবিশ্যি আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আগেকার কথা দেওয়ার জের টেনে কেবল কথা রাখবার জন্যেই কেবল সে বিয়ে করবে তা চল্‌বে না। দু'টো একেবারে আলাদা জিনিস।"

নিকোলাস্ এসব কথার জবাব খুঁজিয়া পায় না। কাল রাত্রে সে সোনিয়াকে

যেন আগেকার চেয়ে ঢের সুন্দর দেখিয়াছে, কিন্তু আজ সকালে যেন আরও সুন্দরতর মনে হইয়াছে তার। সে ভালো করিয়াই জানে যে সোনিয়া তাকে ভালোবাসে—সে ভালোবাসা তুচ্ছ করিবার নয়, কারণ তা গভীর, আন্তরিক এবং সোনিয়া সবে ষোলতে পড়িয়াছে। নিকোলাস্ সোনিয়াকে ভালো না বাসিয়া পারে না। তবু তার মনে হয়, "জীবনে ত আমার এখনও অনেক কিছুই চেনা-জানার বাকী আছে। এখনই কেন কথা দিয়ে নিজেকে বাঁধি? তার চেয়ে, এখন এত তাড়াতাড়ি কথা না-ই দিলাম।"

"আচ্ছা।" নিকোলাস বলে, "আমরা এ সম্বন্ধে কথা বল্‌ব'খন। তোমাকে দেখে এমনই হয়েছে যে একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি—আচ্ছা বরিসের সম্বন্ধে তোমার এখনও সেইরকম—মানে তুমি তাকে আগের মতই ভালোবাসো তো?

"তুমি কি যে বলো দাদা তার ঠিক নেই। আমি তার কথা একদম ভাবিই না,—অবিশ্যি আর কাউকেও তা ব'লে ই'যে করি নি। তার সম্বন্ধে আমার একটুকু খোঁজ-খবর জান্‌তেও ইচ্ছে করে না, সত্যি বল্‌ছি।"

"বাঃ, বেশ ভালো কথা, কিন্তু—"

নাতাশা উৎসাহভরে বলিল, "আচ্ছা তুমি আমাদের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী-কে দেখেছো? দেখনি? তবে ঠিক বুঝতে পারবে না, তবু দেখো।" বলিয়া নাতাশা তার জামাটা ধরিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে নাচিতে শুরু করিল। নাচের কঠিন কঠিন কলাকৌশলগুলি সে সহজেই সুন্দরভাবে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করিয়া দেখাইতে লাগিল,—একসময়ে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর করিয়া খানিকটা আগাইয়া আসিয়া বলিল—"দেখেছ আমি কিরকম নাচ শিখেছি! আমার বিয়ে করবার আদৌ ইচ্ছে নেই—আমি সারাটা জীবন নেচে নেচে কাটিয়ে দেবো—খুব হুঁশিয়ার, কাউকে বলে দিলে ভালো হবে না ব'লে দিচ্ছি।"

নিকোলাস্ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার উচ্চকণ্ঠের প্রাণখোলা হাসিতে দেনিসভ্ ঘরে বসিয়া ছট্‌ফট্ করে—এমন পারিবারিক জীবনের আনন্দ হইতে সে বঞ্চিত।

নিকোলাস্ হাসি থামাইয়া বলিল—"তার মানে তুই বরিস্‌কে বিয়ে করবি না, এই ত কথা?"

নাতাসা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, মাথা নীচু করিয়া দাদার দিকে চাহিয়া দৃঢ়ভাবে জবাব দেয়—"আমি কাউকেই বিয়ে করব না, তুমি দেখে নিও—ও এলে ওকে আমি নিজেই স্পষ্ট বলে দেবো।"

"সত্যি? পারবে? না, নাতাশা, আমার মনে হয় তুমি পারবে না তা।"

নাতাশা কথাটা এড়াইয়া যায়, বলে—"থাম, আচ্ছা তোমার বন্ধু দেনিসভ্ কেমন লোক—ভালো?"

"খুব সুন্দর।"

"আচ্ছা ভালো হ'ল, এখন আসি। তাহ'লে ওকে ভয় করবার কিছু নেই, কি বলো?"

"আরে না—ভাস্কা আমাদের খুব চমৎকার লোক। ভয় কিসের?"

"অতবড় মানুষটাকে তুমি ভাস্কা বল? কি অদ্ভুত—তাহ'লে সত্যি ও খুব ভালো লোক, না?"

সেদিন বৈঠকখানায় যখন সকলে বসিয়াছিল তখন আবার নিকোলাস্ সোনিয়াকে দেখিল, কিন্তু কোথা হইতে যেন রাজ্যের সঙ্কোচ আসিয়া তাহাদের দু'জনেরই কথাবার্তা স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ পথে চলিবার বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে! কোনো কারণ নাই অথচ একটা বাধবাধ ভাব। এক-আধটা কথার টুক্‌রা, একটু হাসি, আবেশমাখা চাহনী—এছাড়া বিশেষ কোনা ভাব-বিনিময় হয় নাই। সোনিয়ার মুখে কথা নাই, সে শুধু মাঝে মাঝে নিকোলাসের দিকে চাহিতেছে, তার দৃষ্টির ভাষা যেন বলিতে চাহে,—"আজ নাতাসাকে দিয়ে তোমায় আগেকার দিনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছি তার জন্যে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি।" আর নিকোলাসের চোখের ভাষা—"তোমায় দেখলেই ভালোবাসতে হবে—একথা সত্যি, খুব সত্যি।"

হঠাৎ এক সময়ে ভেরা বলিয়া বসল—"এ কি রকম অদ্ভুত কাণ্ড, নিকোলাস্ আর সোনিয়া এমন ভাবে কথা বল্‌ছে যেন ওরা একেবারে অপরিচিত। কেন, তোমাদের কি হয়েছে বাপু?"

ভেরা কথাটা হয়ত ঠিকই ধরিয়াছে কিন্তু তার স্বভাবধর্ম্ম অনুযায়ী বলিবার

সময় ভুল করিয়া বসিয়াছে। তার একথায় উপস্থিত সকলেই যেন একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিল, বিশেষ করিয়া নিকোলাসের মা। তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে সোনিয়ার বিবাহ দিতে মোটেই প্রস্তুত নহেন। নিকোলাসের বিবাহ হইবে বড় ঘরে, যৌতুকাদিও তাঁর সেই অনুযায়ী হইবে এ তাঁর বড় ইচ্ছা, মাঝপথে এই ভালোবাসার ব্যাপারে তাঁহার আশা বুঝি ব্যর্থ হয় এই ভয়। তিনি ভেরার দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিলেন। ঠিক এই সময়ে দেনিসভ্ ঘরে ঢুকিল, যুদ্ধে যাইবার সময় সে যেরকম সাজগোজ করিয়া বাহির হয় আজও তার ব্যতিক্রম হয় নাই! তার এই অপ্রত্যাশিত বীরোচিত সাজ-পোশাক দেখিয়া বাড়ীর মেয়েরা এমন কি নিকোলাসেরও একটু চমক লাগিল।

এর পর কয়েকদিনের মধ্যেই নিকোলাস্ মস্কাউ-এর অভিজাত এবং সভ্য সমাজে ধারালো যুবক হিসাবে নাম কিনিল। দেখা গেল যে সে নৃত্যকুশল এবং তাহার আরও অনেক গুণই আছে, যা থাকিলে সহজে সবাই বিশিষ্ট বলিয়া মানিয়া থাকে।

কাউণ্ট তাঁর আর একটি জমিদারী সম্প্রতি বন্ধক দিয়াছেন; কাজেই এখন তাঁর হাতে প্রচুর অর্থ! নিকোলাস্ নিত্য নূতন ঘোড়া কিনিতেছে, নূতন ফ্যাশানের পোশাক তৈয়ার করাইয়া সকলের প্রশংসা আদায় করিতেছে। আজকাল আর বাড়ীতে সে বেশিক্ষণ থাকে না, কারণ ভালো লাগে না। এখন মনে হয় তার জীবনে মেয়েদের ভালোবাসাই একমাত্র কামনার নয়, বৃহত্তর জগতের বিবিধ বিচিত্র রসধারা বহমান, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া পুরুষেরই সাজে,—নিকোলাস্ আজকাল ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাতায়াত করে এবং এরই মধ্যে বিজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, সে অনেক দিন সন্ধ্যা কাটায় কোথাকার এক অসাধারণ মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়া, ইংলিশ ক্লাবে বড় বড় সামরিক কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আড্ডা দেয়, খাওয়া দাওয়া করে। আর যে অল্প সময়টুকু সে বাড়ীতে থাকে সেটুকুর মধ্যেও যেন সোনিয়ার বিশেষ প্রবেশাধিকার নাই—দিন দিন সে যেন সোনিয়ার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। সোনিয়াকে দেখিলে সে মনে করিবার চেষ্টা করে যে, জীবনে এর

চেয়ে ঢের সুন্দরীর দেখা পাওয়া যাইবে—নিজের কথার বাঁধনে যেন সে কিছুতেই ভাগ্যকে বাঁধিয়া না ফেলে। স্বাধীনতা চাই। বাড়ীতে মেয়েদের মধ্যে সময় কাটানো যেন তার সাজে না, নিকোলাস্ তাই বুকে নিজের 'ব্যাজ' ঝুলাইয়া, সামরিক পোশাকে সাজিয়া বাহিরে বাহিরে কাটাইত। অধিকাংশ সময়ে সে থাকিত ক্লাবে।

এইরকমভাবে কিছুদিন কাটিতেছিল, হঠাৎ একদিন কাউণ্ট রোস্তভ্ স্থির করিলেন যে বাগ্রাসিঁকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া অভিনন্দিত করিতে হইবে। বাগ্রাসিঁ সম্প্রতি মস্কাউতে আসিয়াছেন,অতএব এই সুযোগ ছাড়া ঠিক নয়। বিশেষ করিয়া তাঁর মত যথার্থ বীর বর্ত্তমানে রাশিয়ায় একটিও নাই, তা ছাড়া এই ভদ্রলোকের আত্মীয়স্বজন বলিতে কেহ নাই মস্কাউতে। আর কিছুদিন যাবৎ ইংলিশ ক্লাবের সভ্যেরা যারা রাশিয়ায় সাম্প্রতিক এবং প্রগতিবাদীদের মধ্যে অগ্রগামী, অভিজাত বলিয়া নিজেদের প্রচার করেন, কুতুজভের আচরণে হতাশ বিরক্ত এবং অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন কথাবার্ত্তায়—তাঁরা বৃদ্ধ কুতুজভের দৌড় জানেন, ওরকম লোক দিয়া কোনোমতেই যুদ্ধ চালানো যায় না। আর সেই সঙ্গে সকলের আস্থা এবং শ্রদ্ধা বাগ্রাসিঁর উপর। আশ্চর্য পরিচালন দক্ষতা, অস্টারলিজের যুদ্ধে একমাত্র বাগ্রাসিঁর সেনাদলই সবচেয়ে কম লোকক্ষয় করিয়া সর্ব্বাধিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে এতে কোনো সন্দেহ নাই। অতএব বীরের সম্মান তিনি পাইবার যোগ্য।

তার সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া অনেক বীরত্বের তথ্য প্রচার হইল নিত্য নূতন। আর সেই সঙ্গে অনেক গল্প কাহিনী চলিল কোন্ সৈনিক একাই পাঁচজন ফরাসীকে ঠাণ্ডা করিয়াছে, কে শুধু হাতে লড়াই করিয়া দশজনকে আশ্চর্য কৌশলে হটাইয়া দিয়াছে, বার্জ ডান হাত ভাঙিবার পরও বাঁ হাতে তলোয়ার চালাইয়া আগাইয়া গিয়াছিল।

অনেকের কথাই শোনা যায়, কিন্তু প্রিন্স এণ্ড্রু সম্বন্ধে কোনো খবরই কেউ জানে না। তার আর আত্মীয়স্বজনেরা এণ্ড্রুর আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন এবং তার বৃদ্ধ পিতার জন্য দুঃখ পাইলেন।

কাউণ্ট রোস্তভের উদ্যোগে ভোজের যে আয়োজন হইল তাহা ইংলিশ ক্লাবেই অনুষ্ঠিত হইবে। কাউণ্ট এখানকার বহুদিনের সভ্য এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে এর আগেও অনেকবার বড় বড় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সকলেই তাঁর এই বিশেষ গুণটির পরিচয় পাইয়াছে ভালো ভাবে।

এই সব ভোজের তদ্বির-তদারক করিতে গিয়া অধিকাংশক্ষেত্রে কাউণ্টের নিজেরই অনেক টাকা খরচ হইয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া অনুষ্ঠানের এতটুকু খুঁত কেহ ধরিবে এটা তিনি কোনমতেই কল্পনা করিতে পারেন না। অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যত টাকাই লাগুক্ না কেন—খরচ করিতেই হইবে।

সেদিন হালুইকরের সঙ্গে এই রান্নাবান্না লইয়া গভীর আলোচনায় তিনি ব্যস্ত আছেন এমন সময় নিকোলাস্ সেখানে আসিয়া হাজির হইল। কি একটা দুর্লভ ফলের কথা হইতেছিল, অসময়ের জিনিস এখন কোনমতেই কোথাও পাওয়া যাইতে পারে না, পাচক বলে। অথচ ওটা না হইলে ভোজের অঙ্গহানি হয়—কি উপায়? মালীকে ডাকা হইল, সে আসিয়া আজেবাজে অনেক কথা বলিয়া চলিয়া গেল যখন, তখন দেখা গেল যে ফলটা কোথায় পাওয়া যায় সে কথাটাই মালী বলে নাই। যাই হোক, অনেক ভাবিয়া কাউণ্ট শেষে বলিলেন, "বেসুখভের বাড়ীতে পাওয়া যাবে বোধ হয়—ওদের সেই গাঁয়ের বাগানে যদি থাকে ত—" তারপর হাতের কাছে নিকোলাস্‌কে পাইয়া তিনি বলিলেন—"বাবাজী তোমায় যে একটু সাহায্য করতে হবে—একবার পিটারের কাছে যেতে হ'চ্ছে। গাড়িটা নিয়ে ওদের নেমন্তন্ন করে এসো, আর সেই সঙ্গে ফলের খোঁজটাও নিয়ে আসা চাই। যদি থাকে ওদের—তবে আমার নাম করলেই পাওয়া যাবে। আর দেখ, ওই সঙ্গে আর একটা কথা, কয়েকটা নাচিয়ে গাইয়ে—মানে এই 'জিপ্‌সী'দেরও ব্যবস্থা করা চাই। আমার আর বাপু সাধ্যি নেই—ওঃ! তোমাদের সামরিক লোকেরা নাচগান ভালবাসে ত?"

"বাবা, আজ আপনাকে যে রকম বিব্রত দেখাচ্ছে বোধ হয় বাগ্রাসিওঁ স্নগ্রাবেন্-এর যুদ্ধেও এতখানি ঘাব্‌ড়ে যান্ নি।"

কৃত্রিম কোপে একটু কঠিন কণ্ঠে কাউণ্ট বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যা বল্‌ছি—তাই করো, জ্যাঠামো থাক! এই হয় আর কি, বুড়োদের দেখে

ছোকরারা এই রকমই মনে করে বটে বাবা—বয়স হ'লে বুঝবে তখন। মোদ্দা আনারস আর ষ্ট্রবেরীর ব্যবস্থা করে এসো। ভুলো না।"

ঠিক এই সময়ে মিথাইলভ্না নিঃশব্দে কাউণ্টের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাউণ্টের কথা শেষ হইবামাত্র তিনি বলিলেন—"আমি যাচ্ছি বেস্থখভের বাড়ী, আপনাকে ভাবতে হবে না কাউণ্ট। আমি ওখানে একবার যাচ্ছি, এইমাত্র বেস্থখভ্ এসে পৌচেছেন মস্কাউতে। তার সঙ্গে বোরিস্ চিঠি পাঠিয়েছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে বোরিস্ এখন উচু পদে বহাল হয়েছে।"

কাউণ্ট খুশী হইয়া গাড়ি তৈরী করিতে বলিলেন।

"আর দেখুন বেস্থখভ্ যেন নিশ্চয় আসে—ওর আসা চাই; ওর বৌ এখানেই ত?"

মিথাইলভ্না প্রকাশ্যভাবে কি একটা কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "কথা কি জানেন—ও ছোকরার কপালে সুখ নেই। আমি অনেকদিন আগেই বুঝেছি যে বাসিলের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েই ওর কেমন সব উল্টে গেল। না, সে কথা আর ব'লে কাজ নেই।—আমার ত বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, কিন্তু কি জানেন পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে। যা বলে তাই শুনি, ভালো-মন্দ জানিনে। রটে গেছে যে পিটারের সেই শয়তান বন্ধুটার সঙ্গে নাকি ওর বৌ-এর ভালোবাসা হয়েছে। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন। ওই ছোঁড়াটাকে পিটার্স্বার্গের বাড়ীতে ডেকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েই ত যত গোল বাধ্ল। সেই যে ওই মিচ্কি শয়তান ছুঁড়ির সঙ্গ নিলে, আর এক পা নড়ে না! আহা পিটার ছেলেটি সোনার ছোল, ওরই কি না—। যাই, গিয়ে দেখে আসি। আমার সাধ্যির মধ্যে যা আছে তা করব। আহা বড় ভালো ছেলে পিটার।"

বলিয়া তিনি একটা অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেলেন।

যথা-নির্দ্দিষ্ট দিনে, বিপুল সমারোহ সহকারে বাগ্রাসিঁঅঁর সম্মানার্থে ভোজ সভায় নিমন্ত্রিত ও সভ্য লইয়া শ' তিনেক অতিথি-অভ্যাগত উপস্থিত হইলেন।

বাগ্রাসিঁঅঁ আসিতেই ঐক্যতানবাদন শুরু হইল, তারপর কবিতায় অভিনন্দন পাঠ এবং বাগ্রাসিঁঅঁর উদ্দেশ্যে লিখিত এক গাথা গীত হইল—

বক্তৃতা, উচ্ছ্বাস, প্রশংসা, অতিশয়োক্তির মধ্য দিয়া এক সময়ে খাওয়ার ডাক পড়িল। এতক্ষণে অদ্যকার প্রধান অতিথি যেন কতকটা সুস্থ হইলেন—কারণ এই জাতীয় অভিবাদন, অভিনন্দন সভার সঙ্গে তাঁহার এর আগে পরিচয় ঘটিবার সুযোগ ঘটে নাই। তিনি উঁচু নীচু জমিতে ভারি জুতা পায়ে সামরিক অবস্থায় যে রকম স্বচ্ছন্দে থাকেন এখানে আসিয়া তাহার বিপরীত রকম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। চক্‌চকে মসৃণ মেঝের উপর চলিতে গিয়া তাঁহার একবার পা পিছলাইয়া গিয়াছে, পড়িতে পড়িতে অতিকষ্টে সাম্‌লাইয়াছেন। —খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে নিশ্চয় এই সব অভিজাত আদবকায়দার বালাই নাই। বাগ্রাসিঅঁ দলের অগ্রগামী হইয়া খাবার ঘরে ঢুকিলেন।

পিটার সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। কিন্তু সে কোনো আলাপ আলোচনায় মনোযোগ না দিয়া তাহার স্বভাবানুযায়ী আপনার ইচ্ছামত প্রচুর খাওয়া লইয়া ব্যস্ত ছিল। যাহারা তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিয়াছে তাহারা পিটারকে দেখিয়াই অনুমান করিল যে সে আজ কোনো জটিল একটা সমস্যা লইয়া ভাবিতেছে। সে নীরব, গম্ভীর এবং একটু যেন বিষণ্ণ।

আজ সকালে পরিচয় গোপন করিয়া একজন একখানি চিঠি লিখিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে যে হেলেনের সঙ্গে দলোগভের সম্পর্কটা মোটেই ভদ্র-সমাজের দৃষ্টিতে সুসঙ্গত নয়, এ বিষয়ে পিটার যেন সচেতন হয়। চিঠির ভাষায় বিদ্রূপ এবং উপদেশ দুইই আছে।······এর আগেও ত পিটারের বোন ক্যাথারিন এই রকম ইঙ্গিত করিয়াছে।

এক-একবার পিটারের মনে হয়, যদি হেলেন অবিবাহিতা হইত তবে এসব কথা হয়ত সত্য হইতেও পারিত। দলোগভ-এর সঙ্গে হেলেনের মাখামাখিটা অবশ্য ইদানীং একটু বাড়িয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া কি—? পিটারের আর ভাবিতে ভালো লাগে না। সে যেন এ প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া বেড়ায় শূন্যের মধ্যে। সে মুখ তুলিয়া সভার সকলের দিকে তাকায়, কিন্তু ওখানে ত জবাব লেখা নাই;

তাহার মনে পড়িয়া গেল হেলেনের সেদিনের সেই ছবি—যে রূপ রাজেন্দ্রাণীর মত অনিন্দ্যসুন্দর, পিটারের মত ছেলেদেরও সহজেই শ্রদ্ধা

আকর্ষণ করিতে পারে তাহাব মধ্যে কিছুতেই কোনমতেই এই নীচতা হীনতা থাকা সম্ভব নয়। একথা ঠিক যে দলোগভ্ প্রিয়দর্শন, সহজেই অন্তরঙ্গ হইবার জন্য যা গুণ থাকা দরকার তার সবগুলিই দলোগভের আছে—এবং এও ঠিক যে, সুযোগ পাইলে দলোগভ্ পিটারের সর্ব্বনাশ করিতে এতটুকু দ্বিধা করিবে না, কারণ অসময়ে পিটার তাহার অনেক উপকার করিয়াছে এবং এখনও প্রায় প্রয়োজন হইলেই সে দলোগভ্কে টাকা দিয়া থাকে (যদিও ধার বলিয়া দেয়, তবে ফিরিয়া পাইবার আশা না রাখিয়াই দেয়)! ববং বোধ হয় সেইজন্যই পিটারের ক্ষতি করিতে পারিলে দলোগভ্ খুশীই হইবে। তবু, হেলেন ভুল করিয়া তাহাকে ভালোবাসিতে পারে না, কিছুতেই না। পিটার বিশ্বাস করে না এই ভিত্তিহীন জনরবটা।

এইসব কথায় যখন পিটার একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে সেই সময়ে মদ আসিল। প্রথমে সম্রাটের স্বাস্থ্যের কল্যাণ প্রার্থনা কবিয়া মদের পাত্র হাতে লইয়া সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। পিটার একদম খেয়াল করে নাই, সে বসিয়াই ছিল। সহসা নিকোলাস্ তাহাকে বলিল, "এই, এই—কালা হয়ে গেছেন নাকি মশাই—সম্রাটের স্বাস্থ্য…" কথাটা কানে যাইতেই পিটার উঠিয়া দাঁডাইল।

ইহার পরেই বাগ্রাসিঅঁর স্বাস্থ্য ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে পানপর্ব্ব শেষ হইল।

সবশেষে দলোগভ্ ছদ্মগাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "এবাবে আমরা পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরী, রূপসী রমণীদের স্বাস্থ্য কামনা কবে পানপাত্র মুখে তুলব।" তারপর পিটারের দিকে চাহিয়া বলিল, "পেট্‌শা—মেয়েদের আব সেই সঙ্গে তাদের প্রিয়তমদের কল্যাণ কামনায়—কি বলো?"

পিটার তার দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইল না পর্য্যন্ত, সে নিঃশব্দে মাথা নীচু করিয়া পান করিতেছিল। এই সময়ে একজন লোক কতকগুলি ছাপানো গানেব প্রতিলিপি (যে গানটি মিলিতকণ্ঠে একটু আগে গাওয়া হইয়াছে) বিলি করিতে কবিতে পিটারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পিটার হাত বাড়াইয়া লোকটির হাত হইতে কাগজখানা লইতে যাইতেছিল মাঝখান হইতে দলোগভ্ কতকটা ছোঁ মারিয়া কাগজখানা কাড়িয়া লইল।

অকস্মাৎ পিটারের চোখ যেন জলিয়া উঠিল। রাগে তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"না, নিতে পাবে না—আমি বারণ করছি।"

নেস্‌ভিট্‌স্কি এবং আরও যাহারা কাছাকাছি ছিল তাহারা বিস্মিত হইয়া গেল, পিটার কাহার বিরুদ্ধে এমনভাবে রুখিয়া উঠিল! সর্ব্বনাশ—এ যে দলোগভ্‌! সকলেই ভয় পাইয়া গেল—শেষ পর্য্যন্ত হয়ত দলোগভ্‌ যা তা করিয়া বসিবে,—ও সব পারে। তাড়াতাড়ি সবাই পিটারকে থামাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ওদিকে দলোগভ্‌ অপলক দৃষ্টিতে পিটারের চোখে চোখ রাখিয়া দৃঢ়স্বরে জবাব দেয়—"নিশ্চয় আমি এটা নেব।"

পিটারের মুখ কি রকম ফ্যাকাশে হইয়া গেল, সে থাম্‌চাইয়া দলোগভের হাত হইতে কাগজখানা ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "শয়তান, বদ্‌মায়েস্‌—তোমার অভদ্রতার জন্যে আমি কৈফিয়ৎ চাই।" পিটারের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া যায়।

বিরক্তভাবে সে সশব্দে চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইতেছে যে সত্যই দলোগভ্‌ আর হেলেন সম্বন্ধে যে দুর্নাম প্রচারিত হইয়াছে তাহা মিথ্যা নয়। এতক্ষণ যে জিজ্ঞাসা তাহাকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছিল তাহার জবাব সম্বন্ধে আর এতটুকু রহস্য-অন্ধকার নাই! তাহার সমস্ত অন্তর ঘৃণায় ভরিয়া গিয়াছে—হেলেনকে সে ঘৃণা করে। নিশ্চয়, করে বই কি!

এক মুহূর্ত্তে যে দূরত্ব রচিত হইল তা বুঝি আর কোনদিন লঙ্ঘন করিয়া তাহারা স্বামী-স্ত্রীর স্বচ্ছন্দ দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে পারিবে না। তাহার পত্নী হেলেন ছলনাময়ী, তাহাকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছুই সম্ভব নয়।

অনেক অনুরোধ করিয়াও পিটার এবং দলোগভ্‌কে কেহ ঠেকাইতে পারিল না—অবশেষে নেস্‌ভিট্‌স্কি এবং দেনিসভের মধ্যস্থতায় স্থির হইল যে আগামী-কাল সকালে মাঠে দু'জনের শক্তি পরীক্ষা হইবে। কালকের 'ডুয়েল-যুদ্ধে' এই মান-অপমানের মীমাংসা হইবে।

পরদিন সকাল বেলায় যথাসময়ে সবাই মাঠে হাজির হইল। শেষবার দেনিসভ্‌ এবং নেস্‌ভিট্‌স্কি ওদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল।

নেস্‌ভিট্‌স্কি পিটারকে সমর্থন করিয়া তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। তাই আজ আবার নেস্‌ভিট্‌স্কি তাহার বন্ধু পিটারকে বুঝাইয়া বলিল, "দেখ, সামান্য ব্যাপার থেকে আজকের এই গুরুতর অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ছোট্ট এতটুকু ত্রুটীবিচ্যুতির এত বেদনাদায়ক পরিণতি হওয়া ঠিক নয়। আর সত্যি বল্‌তে কি, রাগের মাথায় তুমি ওকে যথেষ্ট বলেছ। বাস্তবিক এমন কিছুই হয়নি যার জন্য ডুয়েল লড়তে হবে। এখন যদি অনুমতি দাও তবে আমি গিয়ে মিট্‌মাট করবার কথা বলি। আমার মনে হয় ওরা রাজি হয়ে যাবে। অমন ত অনেক ঠোকাঠুকি লাগে তাই ব'লে জীবন নিয়ে ছেলেখেলা—"

কাল সারারাত পিটার দু'চোখের পাতা এক করিতে পারে নাই, অনিদ্রার আর দুশ্চিন্তার ক্লান্তি এবং অবসাদের ছাপ তার চোখমুখের ক্লিষ্টতায় সুস্পষ্ট। মাঝে মাঝে দুটি প্রশ্ন তার মনে চলাফেরা করিতেছে—একটা তার স্ত্রীর অপরাধের কথা। আর একটা কথা, হয়ত দলোগভের বাস্তবিক কোনো দোষ নাই, এরকম ক্ষেত্রে পড়িলে পিটার নিজেও দলোগভের মত একটা কিছু করিতে বাধ্য হইত।...তবে হেলেনের ষোল আনা দোষ। তার মনে হয়, "আচ্ছা, তবে কি আমি এই যুদ্ধে দলোগভ্‌কে অকারণে খুন করব? হয় আমি তাকে মারব, নয়ত তার বন্দুকের গুলি আমার কপালের মধ্যে দিয়ে মাথাটা ভেঙে দিয়ে যাবে, অথবা বুকে কিম্বা পেটের নীচে? আচ্ছা, আমি কোথাও যদি পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকি?"

এইসব চিন্তার মধ্যে সহসা নেস্‌ভিট্‌স্কির কথাগুলি তাহার মনে যেন আবার আগুন জ্বালাইয়া দিল। সে বলিল—"হাঁ, বড্ড বোকামি হয়েছিল।" তারপর কঠিন হাসি হাসিয়া বলে, "ওসব কথা বাড়িয়ে লাভ নেই—আমায় কোথায় দাঁড়াতে হবে বলে দাও। আর কখনই বা গুলি ছুঁড়ব?"

এর আগে পিটার কোনোদিন বন্দুক হাতে করে নাই। জানে না কি রকমভাবে বন্দুক ধরিতে হয়। কিন্তু সে কথা স্বীকার না করিয়া গম্ভীরভাবে নেস্‌ভিট্‌স্কিকে ডাকিয়া বলিল, "এইরকম ভাবেই ত ধরে—না? আমি ভুলে গিয়েছিলাম।"

ওদিকে দলোগভ্ও তার বন্ধু এবং সমর্থক দেনিসভ্ মিটমাটের জন্য পীড়াপীড়ি করায় বলিয়াছে—"না, কোনো ক্ষমা-ভিক্ষের দরকার নেই।"

পাইন্ বনের মাঝখানে খানিকটা পরিষ্কার জায়গায় বরফ পড়িয়া ঘাস ঢাকিয়া গিয়াছে—এখনও তেমন রোদ ওঠে নাই, বরফ কঠিন।

দলোগভ্ হাঁকিল—"এবারে আরম্ভ করি ?"

"হাঁ নিশ্চয়।" পিটার হাসিয়া জবাব দেয়।

সে দৃশ্য সত্যই ভয়াবহ : সামান্য দুটো কথা কাটাকাটি হইতে শেষে সে বিবাদ এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল যা কিনা কিছুতেই কাহারও মিটাইবার শক্তি নাই।

পিটার ঘোড়া টিপিয়া একটা ধাক্কা খাইয়া খানিকটা পিছু হটিতে বাধ্য হয়। বন্দুকের ধাক্কা যে এত প্রবল সে ভাবিতে পারে নাই। সে যখন খাড়া হইয়া সাম্‌নের দিকে চাহিল তখন তার সামনে খানিকটা ধোঁয়া ছড়ানো। চুপ করিয়া পিটার অপেক্ষা করিতে লাগিল, এবারে দলোগভের গুলি আসিয়া তাহাকে শেষ করিবে।

ধোঁয়ার মধ্য দিয়া দেখা গেল দলোগভ এক হাতে কোমর চাপিয়া ধরিয়া টলিতেছে, আর এক হাতে বন্দুকটা তার শিথিল ভাবে ধরা আছে। নিকোলাস্ ছুটিয়া দলোগভের কাছে যাইতেই সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কিন্তু পিটারের মনে হয় সে যেন হাঁপাইতেছে, "না না,…না, এখনও শেষ হয়নি।" দলোগভ্ ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না কিছুতেই। তবু যেন সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে চায়, চোখে মুখে তার হিংস্রতা সুস্পষ্ট সুপ্রকট।

তারপর খানিকটা আগাইয়া আসিয়া দলোগভ্ মুখ গুঁজিয়া আছড়াইয়া পড়িল বরফের উপর। বাঁ হাতটা তাহার রক্তে ভিজিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে।

পিটারের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে। তার বুক হইতে গলা পর্য্যন্ত কি একটা কঠিন পদার্থ যেন ঠেলিয়া উঠিতেছে! সে তাড়াতাড়ি আগাইয়া যাইতেছিল। হঠাৎ দলোগভ্ ক্ষীণ তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যাও—দূরে স'রে দাঁড়াও।"

পিটার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। দলোগভের মাথা আবার বরফের উপর ঢলিয়া পড়িল। তার নাকে মুখে বরফের কুচি আর শিশির ঢুকিয়া গিয়াছে। অতিকষ্টে তার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া দলোগভ্ শেষবার মাথা তুলিয়া বন্দুকের ঘোড়াটা টিপিল, এই সময়ে সকলেই পিটারকে সরাইবার চেষ্টা করিল, এমন কি দলোগভের সমর্থক দেনিসভ্ পর্য্যন্ত পিটারকে বলিল—"আপনি স'রে দাঁড়ান।" কিন্তু পিটার পাথরের মত অচপলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

"আঃ—ফস্কে গেল!" বলিয়া দলোগভ্ আবার মাথা মুখ গুঁজিয়া বরফের উপর আছড়াইয়া পড়িল। বন্দুকটা ছিট্‌কাইয়া খানিকটা দূরে গিয়া পড়িল বরফের উপর।

ইদানীং পিটারের সঙ্গে তার স্ত্রীর নিভৃতে দেখাশুনা খুবই কমিয়া গিয়াছে। দিনমানে অতিথি-অভ্যাগতের আনাগোনা, তাহাদের আদর-আপ্যায়ন এই লইয়াই কাটে, এর মধ্যে দেখা হইলেও কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু হয় না। তাহাদের মধ্যে এই দূরত্ব রচনার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না বোধ হয়,—তবে পিটারের যেন কেমন অস্বস্তি হয় একাকী হেলেনের সঙ্গে বসিয়া থাকিতে, এই মনোভাবটা নূতন করিয়া দেখা যাইতেছে গত সপ্তাহখানেক ধরিয়া।

আজ সে রাত্রিতে একেবারেই হেলেনের সঙ্গে দেখা করিল না, পাছে দেখা হইয়া যায় এই আশঙ্কায় পিটার তার পিতার পড়িবার ঘরে গেল, এদিকটায় বড় কেহ আসে না। পিটার প্রায়ই তার পিতার ঘরে আসিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে—এই ঘরেই তার বাবার শেষ কয়েকদিন কাটিয়াছে। সোফার উপর ক্লান্ত অবসন্ন দেহ এলাইয়া দিয়া সে ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। আজিকার সমস্ত কিছু ভুলিবার জন্য তাকে ঘুমাইতেই হইবে। পিটার চোখ বুজিল। কিন্তু তাহার বুকের মধ্যে একটা ঝড় উঠিয়াছে বুঝি—ওই ত দলোগভ্, তার ঘৃণা-মিশ্রিত অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি এখনই কি একটা প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া তুলিবে···একসঙ্গে সব ঘটনা আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল পিটারের চোখের সামনে। সে আর বসিয়া থাকিতে পারে না। অসহ্য বেদনায় ঘরময় পায়চারি করিয়া ঘুরিতে লাগিল সে।

তাহার বিবাহের প্রথম দিনের কথা মনে পড়িল। হেলেনের শুভ্রগৌর নিঁখুত খাঁজকাটা শঙ্খের মত কণ্ঠদেশ, তার সেই মোহবিহ্বল আবেগগভীব চাহনী···। পিটারের সেইদিনের কথা মনে পড়িল···সেই ভোজসভায় যেদিন হেলেন তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল,—কল্পনায় সে দেখিল হেলেনের পাশে দলোগভ্ দাঁড়াইয়া আছে। দলোগভের ওষ্ঠে যেন তাচ্ছিল্যের হাসি, চোখের দৃষ্টিতে সর্ব্বনাশের অভিব্যক্তি।···আবার সে দলোগভ্‌কে দেখিল, এবারে দলোগভ্ কাঁপিতেছে, টলিতে টলিতে কোনোরকমে একবার তার রক্তলেশহীন বিবর্ণ মুখ তুলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সে চাহিল পিটারের পানে, তারপর মুখ থুবড়াইয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িল বরফের উপর।

"কিন্তু আমি, তাকে খুন করেছি! আমার স্ত্রী যাকে ভালোবাসত তাকেই খুন করেছি আমি।" তার মনে হয়—"আচ্ছা এটা সম্ভব হ'ল কি ক'রে?" পিটার নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল।

পরক্ষণে কে যেন একজন তাহার মনের ভিতর থেকে জবাব দিল, "তুমি তাকে বিয়ে করেছ ব'লে।"

"কিন্তু তাতে আমার অপরাধ কি? আমার···"

"তুমি তাকে বিয়ে করেছ কিন্তু ভালোবাসতে পারনি। শুধু তাই নয়, তুমি ইচ্ছা ক'রে নিজে অন্ধ সেজেছো, তুমি মিথ্যা কথা দিয়ে ওকে ভোলাবার চেষ্টা করেছ! তুমি মিথ্যাবাদী।"

পিটার স্তব্ধ হইয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবার শুনিতে পায়, "তুমি ভালো না বেসে বলেছো ওকে, 'ওগো আমি তোমায় ভালোবাসি'। এ অপরাধ তোমারই।"

তার মনে হয়, "সত্যি, আমি ত হেলেনকে ভালোবাসিনি। যখন আমি মুখে ব'লছিলাম, 'আমি তোমায় ভালোবাসি।' সেই সময়ে সেই মুহূর্ত্তেই আমার মনে হয়েছিল, 'একথা আমার বলবার অধিকার নেই,'—এ আমার ভুল। শুধু ভুল নয় অন্যায়।"

তারপর—"তারপর কত মধুযামিনীতে আমি হেলেনকে আমার পাশে পেয়ে গর্ব্ব অনুভব করেছি। সে যখন তার মধুর হাসি দিয়ে অভিবাদন করেছে

আমার বাড়ীর অতিথিদের তখন তার প্রশংসায় আমার মন মুখর হয়েছে। আমি তার রাজেন্দ্রাণীর মত সৌন্দর্য্যকে শ্রদ্ধা করেছি, রুচিস্মিতা হেলেন আমার গৃহিণী একথা কল্পনায় আনন্দ বড় কম হয়নি। তবু, তবু আমি তাকে ভালোবাসতে পারিনি। আর হেলেন, হেলেনও তাকে কোনদিন ঠিক স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পারেনি। কতদিন আমি সংসারের প্রতি তার এই ঔদাসীন্য, নির্লিপ্ততার কারণ খুঁজেছি কিন্তু ভেবে পাইনি যখন, তখন নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি এই ব'লে যে, আমি ওর মত অসাধারণ মেয়েকে বুঝতে পারব না, ওর সবটাই অসাধারণ তাই বুঝি ও অসামান্য।···কিন্তু আজ দেখ্‌ছি তা নয়,—ও বয়ে গিয়েছে, তাই ফাঁকা, অসংলগ্ন, নির্লিপ্ত ওর মনের গতি। ছলনাময়ী নারী।"

পিটারের মনে হয় অনেক কথা,—নিত্যদিনের ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়া সে তাহার স্ত্রীর চরিত্রের স্পষ্ট চেহারা খুঁজিয়া পায়। হেলেন তার বাপ ভাই কাহারও কোনো কথাই গায়ে মাখিত না—কারণ তাদের উপর তাহার এতটুকু মমতা ছিল না, স্বামীকে ভালোবাসিত বলিয়া নহে! কতবার আনাতোল বোনের কাছে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে, কতবার বাসিল হেলেনকে কোনো চক্রান্তে জড়াইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন—পিটারের এসব কথা জানিতে বাকী নাই। কিন্তু এতদিন তার ধারণা ছিল যে হেলেনের এসবের মূলে আছে একটা উদার মনোবৃত্তির সৌকুমার্য্য। আজ তাহার ঘোর কাটিল। এখন পিটার বুঝিতে পারিয়াছে যে, কেন হেলেন পিটারের সন্তানের মাতৃত্বে নিজের নারীত্বকে অভিষিক্ত করিতে চাহে নাই। যে নারী মাতৃত্বের গৌরবকে গ্রহণ করিতে চায় না তার মন সুস্থ বা সহজ নয়। তার চরিত্রে লালসা প্রবৃত্তিই প্রবল—এতদিনের সব কিছুর মধ্যে যেন পিটার দেখিতে পায় হেলেনের নীচ মনের হীন কার্য্যে বিকৃত লালসার লালাসিক্ত রুচির অনুপ্রেরণা—হেলেনের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আভিজাত্য সবটাই মিথ্যা। এর পিছনে মাথা উঁচু করিয়া প্রকটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে ছলনাময়ী নারী।···

পিটারের অন্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া বেড়ায়—"না, না, আমি ওকে

ভালোবাসি না, কখনো কোনোদিন ওকে ভালোবাসিনি আমি।"…কিন্তু দলোগভের রক্তাক্ত দেহ, তাহার বিবর্ণ মুখের রক্তলেশহীন চেহারা, শূন্য যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টি সব কিছু বারবার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। সে দেখিল বরফের উপর মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িয়া দলোগভ্ যেন পিটারের এই অনুশোচনা দেখিয়া উপহাস করিতেছে, কি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ দলোগভের দৃষ্টিতে।

পিটার সেই ধরণের মানুষ যাহারা দুর্ব্বল হইয়াও নিজের দুর্ব্বলতা বাহিরে কাহারও কাছে প্রকাশ পাইতে দেয় না। কাহারও সঙ্গে যুক্তিপরামর্শ বা সাহায্য চাহে না। বিপদকে সে ভয় করে কিন্তু কাহারও দ্বারস্থ হয় না সহায়তার জন্য।…আজও সে নিজেই চুপচাপ ঘরে বসিয়া রহিল। আপনার মনে যে ঝড় উঠিয়াছে তাহার সম্মুখে নিজেই দাঁড়াইয়া যুঝিল।

"আমি অপরাধী—কিন্তু তাই বলে এখন আমায় কি করতে হবে? আমার দুর্নাম, কলঙ্ক চারিদিকে ছড়াবে? তাই কি! আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। সুনাম, সম্মান ওসব ফাঁকা কথা বই কিছু নয়—আমার সত্তা, আমার আত্মা স্বাধীন,—ওই সব সস্তার মোহের দিকে এতটুকু লোভ আমার নেই। ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইকে যারা অপরাধী ব'লে হত্যা করেছিল, অত্যাচারী ব'লে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিল তারা ঠিকই করেছিল, তাদের যুক্তি এবং বিচারে কোথাও ভুল ছিল না, আবার যারা ষোড়শ লুইএর পক্ষ সমর্থন করেছিল, যারা বলেছিল তিনি ছিলেন সাধু, তিনি ভগবানের প্রেরিত স্বর্গের দূত অবতার, যারা তাঁর জন্য প্রাণ দিয়েছিল তারাও ঠিক করেছিল, তাদের যুক্তি, তাদের অনুভূতি, তাদের উদার দৃষ্টিতে কোথাও ভুল দেখি না। যে রোব্‌স্পিয়ের একদিন ফরাসী বিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে অগ্রগামী যাত্রীদেরও অগ্রণী হয়েছিল তাকেই একদিন মরতে হ'ল, কারণ সে নাকি সম্রাট হবার চেষ্টা করেছিল। আজ যা সত্য, কাল তা নয়। কে ন্যায্য কাজ করে আর কে অন্যায় করে? যতক্ষণ বেঁচে আছ থাক, হয়ত কালই মরতে হবে।"

পিটার ভাবে, "কে জানে, এই কয়েক ঘণ্টা আগে আমি মরতে পারতাম। এই সব তুচ্ছতায় মনের গভীর শান্তিকে বিক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ করব না। অসীম অনন্ত কালের বিরাট সত্যের তুলনায় জীবন ত সামান্য! আমি, আমি সত্যি কোনো

অপরাধ করিনি, তবে কেন আমার মনের মধ্যে অকারণে অশান্তির জাল বুনে চলেছি ?”

কিন্তু ইহার পরও পিটার শান্ত হইতে পারে না। যতই সে অবজ্ঞা করিতে চায় হেলেনকে, তাহার রূপ, যৌবন, নীচতাকে, আজিকার এই সব-কিছুকে—ততই যেন আগুন জ্বলিয়া উঠে, উজ্জ্বলতর হয় তাহার লেলিহান শিখা, উত্তাপ বাড়িয়া যেন দগ্ধ করিতে চেষ্টা করে পিটারকে। দুর্দ্দমনীয় উত্তেজনায় সে ছট্‌ফট্ করিয়া ঘরময় জোরে জোরে পা ফেলিয়া ঘুরিয়া ফেরে। সে হাতের কাছে যা পাইল ঘুঁষি মারিয়া ফেলিয়া দিল, হাতে তুলিয়া দেওয়ালে ছুঁড়িয়া ভাঙ্গিতে লাগিল।—

কঠিন হাসিহাসিয়া সে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করে, “আমি তোমায় ভালোবাসি ?” সে প্রশ্ন আর কাহাকেও নয়, নিজেকেই সে এ প্রশ্ন করে। কতবার যে সে এ কথাটা বলিল তা সে জানে না। থাকিয়া থাকিয়া মলেয়ারের বাণী ফরাসী ভাষায় উচ্চারণ করে সে বহুবার।

প্রভাতের অনেক আগেই পিটার তাহার খানসামাকে ডাকিয়া জিনিসপত্র বাঁধিতে হুকুম করিল। স্ত্রীকে কোনো কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। সে পিটারস্‌বার্গে ফিরিয়া যাইবে। অবশ্য হেলেনের নামে একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যাইবে, তাতে লিখিবে যে, এরপর বরাবর সে একলা থাকিতে চায়, হেলেনের সঙ্গে থাকিবার এতটুকু বাসনা তাহার নাই।

সকালে কফি দিতে আসিয়া চাকর দেখিল যে তাহার মনিব সোফার উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তাহার পায়ের শব্দে পিটার চম্‌কাইয়া উঠিয়া বসিল। তারপর সে অনেক ভাবিয়াও প্রথমটা বুঝিতে পারিল না, এত সকালে এই ঘরে সে কেমন করিয়া আসিল—ব্যাপার কি ?

চাকরটা বলিল, “বৌ-রাণী জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনি বাড়ী আছেন কি না ?”

পিটার সে কথার জবা'ব দিবার সময় পর্য্যন্ত পায় না, বৌ-রাণী নিজেই ঘরে ঢুকেছিলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ তাঁহার আধুনিক রুচিফ্যাশন-দুরস্ত, চোখের চাহনীতে রোষের আভাস সুস্পষ্ট।

চাকরটি চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত হেলেন সংযতভাবে চুপ করিয়াই ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"কি, এসব কি হচ্ছে শুনি ?"

ওষ্ঠে তাহার তাচ্ছিল্যের হাসি।

পিটার তাহার চশমার মধ্য দিয়া একবার স্ত্রীর মুখের পানে চাহিযা মাথা নীচু করিয়া আড়ষ্টভাবে উত্তর দিবার চেষ্টা করে, "কেন ?···আমি ?"

"তোমাদের কাণ্ডখানা কি ? এ বাহাদুরী নেবার শখ কেন ? কালকের লড়াই-এর কারণ কি ? এর জবাব চাই।"

পিটার কি বলিবে ভাবিয়া পায় না।

হেলেন এবারে বলে, "তবে আমিই তোমার হয়ে জবাব দিই।—তুমি যা শোনো তার সবই বিশ্বাস কর। লোকে বলেছে যে দলোগভের সঙ্গে আমার প্রণয় ঘটেছে আর তুমি তাই বিশ্বাস করেছ, এই ত! লড়াই ক'রে তুমি কত বড় বোকা তা প্রমাণ করেছো। সে যাক্, ও কথাটা প্রচারের জন্য এসবের দরকার ছিল না কারণ সবাই জানে যে তুমি বোকা। কিন্তু এর ফল কি জানো ? লোকে আমায় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবে। এ আমি সহ্য করব না। লোকে বল্‌বে তুমি মাতাল, নেশার ঝোঁকে যা-তা ক'রে বসেছ। অকারণে যার উপর তোমার বিদ্বেষ হয়েছিল, যে তোমার চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ···।" উত্তেজনার ঝোঁকে হেলেন চীৎকার করিয়া কথা বলিতেছিল।

পিটার মাথা না তুলিয়া কি কয়েকটা কথা গজ্‌রাইয়া বলিল—ঠিক বোঝা গেল না।

হেলেন তাহাতে কান দেয় না, সে বলে, "তুমি একথা কি ক'রে বিশ্বাস করলে ? আমি তাকে পছন্দ করি এই যদি একমাত্র কারণ হয় তবে তার জন্য তুমিই দায়ী। তুমি যদি ওরকম আহাম্মক না হয়ে একটু ভদ্র এবং বুদ্ধিমান হতে তবে তোমার সঙ্গই আমার কাছে প্রিয়তম হতে পারত।"

পিটার ততক্ষণে রাগে আগুন হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, "চুপ কর, আমাকে কোনো কথা বল্‌বে না।"

"কেন বলব না ? আমার অধিকার আছে—একশবার বলব। তোমার মত

স্বামীকে নিয়ে যে মেয়েকে ঘর করতে হয় তার প্রণয়ী না থাকাটাই আশ্চর্য্য—অথচ আমার কোনো প্রণয়ী নেই।"

পিটার ভ্রূকুটী করিল। তার সেই কালো চোখের রহস্যময় দৃষ্টির কোন অর্থ হেলেন খুঁজিয়া পায় না।

পিটারের সমস্ত দেহে কি একটা অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে—বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতেছে, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়…এই যন্ত্রণা নিবারণের সহজ উপায়টা পিটার ভালো করিয়াই জানে। কিন্তু সে বীভৎসতা—অস্বাভাবিক অমানুষিক।

শুষ্ক কণ্ঠে সে কোনো রকমে বলে, "আমরা আলাদা হয়ে যাবো—"

"বেশ! কোনো সম্পর্ক থাকবে না—এই সর্ত্তে আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে রাজি আছি, আমাকে যথেষ্ট টাকা দিতে হবে।"

পিটার বসিয়াছিল, হেলেনের এই কথাটা কানে যাইতেই সে সহসা সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তারপর এক লাফে হেলেনের মুখের কাছে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"তোমায় খুন করব।" বলিয়া টেবিলের উপর হইতে পাথরটা তুলিয়া মুঠার মধ্যে জোরে চাপিয়া ধরিল। হেলেনের মুখের চেহারা সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে। হিংস্র বন্য পশুর মত গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে হেলেন একটু একটু পিছু হটিতেছে। পিটার রাগে ফুলিতেছিল, সে সজোরে পাথরটা মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বজ্রনির্ঘোষে হাঁকিল,—"যাও!" সেই ধ্বনির তীব্র উচ্চ-নাদে বেসুখভের প্রাচীন বনিয়াদী প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ যেন কাঁপিয়া উঠিল।

সে সময়ে যদি হেলেন চলিয়া না যাইত তবে রাগের মাথায় পিটার যে কি করিত তা বলা যায় না।

পিটার পিটারস্‌বার্গে যাইবার সময় তার স্ত্রীর নামে মোটা আয়ের জমিদারী লিখিয়া দিয়া গেল। এই জমিদারীর আয় কম করিয়া সমস্ত সম্পত্তির মোট আয়ের অর্দ্ধেক হইবে।

অস্টারলিজের যুদ্ধের খবর প্রায় মাস দুই হইল লিশিগোরিতে পৌছিয়াছে। কিন্তু প্রিন্স এণ্ড্রুর আব কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। বৃদ্ধ জমিদার বল্‌কন্‌স্কি অনেক চেষ্টা কবিয়াও কোনো সংবাদ পান নাই—সরাসবি সমরনায়কদের চিঠিপত্রও লেখা হইয়াছে কিন্তু তাঁরা কোনো সন্ধান দিতে পারেন নাই। যারা ফরাসী শিবিরে আটক আছে তাদের মধ্যে এণ্ড্রুর নাম পাওয়া গেল না, আহতদের দলেও সে নাই—তবে কোথায় গেল? কোনো হদিস্‌ নাই। মরিলেও ত একটা খবর জানা যাইত। অবশেষে কুতুজভ্‌ তাঁহার চিঠির জবাবে যাহা লিখিলেন তা এই—"তোমার ছেলে সম্ভবত বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করতে করতে রুশ পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। তার জন্য আমরা সকলেই দুঃখিত। অবশ্য সে যে সত্যিই মরেছে কিনা সেটা ঠিক বলা যাচ্ছে না, বেঁচে সে আছে কিনা তাও বল্‌তে পারি না। যাই হোক্‌, একেবারে নিরাশ হবার কারণ নেই। যুদ্ধে যেসব পদস্থ কর্ম্মচারী মরেছে তাদের নামের তালিকা শান্তি-পতাকাধারী ফরাসী দূত আমার হাতে দিয়ে গেছে এবং আমি সত্যি বল্‌ছি তাদের মধ্যে প্রিন্স এণ্ড্রুর নাম নেই। এখন এইটুকু যা ভবসা।"

যেদিন রাত্রে এই চিঠি আসিল তাহাব পরদিনও প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি সকালে যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইলেন। আজ কিন্তু তাঁহাকে একটু গম্ভীর এবং বিমর্ষ মনে হইতেছে। তিনি কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলিলেন না অন্য দিনের মত।

যথাসময়ে মেরিয়া তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল তিনি হাতিয়ার-পাতি লইয়া কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাঁহার দিকে ফিরিযা চাহিলেন না,—এটা ব্যতিক্রম বটে।

যন্ত্রটা ঠেলিয়া দিয়া তিনি সহসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মেরিয়া!" ধাক্কা খাইয়া কলটা ঘুরিতে লাগিল, যন্ত্রটার ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দ সেদিনের স্মৃতির সঙ্গে

মেরিয়ার মনে গাঁথা আছে। পরে যখনই সেই দিনটির কথা তাহার মনে পড়িয়াছে সব আগে তাহার কানের কাছে যন্ত্রের শব্দটা বাজিয়া উঠিয়াছে।

মেরিয়া পিতার এই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িল। তাঁহার চোখের দৃষ্টি যেন ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। মেরিয়ার মনে হইল তাহার বাবা যেন কার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিতেছেন, চোখে মুখে তাঁহার সেই রকমের অভিব্যক্তি। মেরিয়ার মনে ভয় হয় বৃদ্ধ বুঝি কোনো একটা দুঃসংবাদের ভূমিকা করিতেছেন। তাহার ভাগ্যে যেন দুঃখের অসি উদ্যত হইয়া আছে, কিসের মধ্য দিয়া এ দুঃখ আসিবে সে জানে না। হয়ত তাহার খুব অন্তরঙ্গ কোন প্রিয়জনের সর্ব্বনাশের খবরই শুনিতে হইবে। আবার পরক্ষণেই মনে হয় তাহার—এণ্ড্র কোন খবর নয় ত? শঙ্কায় সে শিহরিয়া উঠিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "বাবা—এণ্ড্র?"

কথা কয়টি বলিবার সময় মেরিয়ার ভাবলেশহীন, দীপ্তিহীন চেহারায় অপূর্ব্ব জ্যোতি যেন সহসা কোথা হইতে আনিয়া উদ্দীপিত, সুন্দর, মনোহর করিয়া তুলিল, এই রূপহীনা মেয়েটিকেও রূপের গৌরব দিল। সে চেহারায় ছিল বোধ হয় আত্মবিস্মৃতভাবে সেবা এবং ত্যাগের অভিব্যক্তি। প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি মেয়ের এই অপূর্ব্ব দৃষ্টির প্রভাবে হয়ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

তিনি করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ মা, আমি তার খবর পেয়েছি। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না—বন্দীদের মধ্যেও নয়, যারা মরেছে তাদের মধ্যেও নয়। কুতুজভ্ লিখেছে···সে—সে হয়ত মারা গেছে।" শেষের কথা ক'টি সহসা তীক্ষ্ণকণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেন।

তিনি ভাবিয়াছিলেন যে এর পর মেরিয়া এঘরে আর থাকিতে পারিবে না। হয়ত আছড়াইয়া কাঁদিতে থাকিবে কিম্বা মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িবে।

কিন্তু মেরিয়া চলিয়া গেল না, সে সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়াও পড়িল না। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেও নিমেষের জন্য। আবার কোথা হইতে এক অলৌকিক জ্যোতির অঞ্জন মেরিয়ার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। এ দৃষ্টি যেন সুখ-দুঃখ, ভয়-আনন্দ এই সব পার্থিব অনুভূতি হইতে প্রভাবমুক্ত।

মেরিয়া তার বাবাকে ভয় করিত একথাটা যেন এই মুহূর্ত্তে তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, সে বাবাকে হাত ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল,—"বাবা! আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেও না বাবা,—আমরা দুজনে একসঙ্গে থাক এই শোকের সময়—বাবা!"

"যত সব শয়তান, বদ্‌মায়েস্! এমনি করে সৈন্য নষ্ট করা? ওই সজীব তেজী মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছে এরা—উঃ। রাশিয়ার সব সম্মান গেল, মানুষের মত মানুষ যারা ছিল তারাও গেল—রইল কি? কি রইল? যাও মেরিয়া লিশাকে খবর দাও গিয়ে। লিশাকে বল—যাও।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ প্রিন্স যেন ভাঙ্গিয়া ফাটিয়া পড়িলেন।

মেরিয়া নিজে ত সে সংবাদ লিশাকে অনেক চেষ্টা করিয়াও দিতে পারিল না, এমনকি তার বাবাকেও বারণ করিয়া দিল, বলিল, যে এই অবস্থায় হঠাৎ আঘাত পাইয়া যদি একটা কিছু বিপদ হয়, তার চেয়ে যতদিন না লিশার সন্তান হয় ততদিন ধৈর্য্য ধরিয়া চুপ করিয়া থাকাই ভালো।

সুখের দিন কাটে, দুঃখের দিনও পার হয়। এণ্ড্রুর শোকও ক্রমশ মেরিয়া সাম্‌লাইয়া উঠিল তবু যখনই সে তাহার বৌদিদিকে দেখিত তখনই দাদার কথা মনে পড়িয়া যাইত। মেরিয়ার অন্তরের সঞ্চিত বেদনা উদ্বেল হইয়া উঠিত, এক এক সময় সে কাঁদিয়া ফেলিত, লিশা জিজ্ঞাসা করিলে আবার সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিত—"না, না, কিছু নয় ত, এমনি।"

একদিন দুপুরের দিকে লিশা বলিল, "আজকে সকালে যা খেয়েছি কিছু হজম হয়নি, কি রকম পেটের মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে যেন।"

মেরিয়া বৌদিদির এতটুকু অসুখ করিলে উদ্বিগ্ন হইয়া ওঠে। কথাটা শুনিয়া ব্যস্তভাবে সে বলিল—"দেখ বৌদি অন্য কিছু নয় ত?"

লিশা মাথা নাড়িয়া হাসিয়া জবাব দেয়, "না গো না, রাঁধুনীটা বল্‌ছিল যে হয়ত খাবারের মধ্যে কোনো গোলমাল ছিল।"

মেরিয়া তবু যেন আশ্বস্ত হইতে পারে না। গতকাল মস্কাউতে ডাক্তার

আনিবার জন্য লোক গিয়াছে, আজই আসিয়া পড়িবে, তবু গ্রামের ধাত্রীকে সে খবর দিবার ব্যবস্থা করিল।

ধাত্রী আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিল, "ভয়ের কিছু নেই, ব্যথা উঠেছে গো।"

তবু মেরিয়া ভয় পাইয়া যায়, বলে, "কিন্তু মস্কাউ থেকে ডাক্তার ত এলো না এখনও। দাদা বলে গিয়েছিলেন—"

ধাত্রী হাসিয়া জবাব দেয়, "কিছু ভাবতে হবে না মা, আমরা এই করে বুড়ো হলুম। সব ঠিক হয়ে যাবে। বলি ডাক্তারে কি জানে বাছা, যাই বলো আমাদের চেয়ে ত আর বেশি জানে না।"

মেরিয়া আশ্বস্ত হইল কিন্তু ভরসা পাইল না। আবার লোক গেল গাড়ী লইয়া ডাক্তারের খোঁজখবর করিতে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বাড়ীর আব্‌হাওয়া বদ্‌লাইয়া গেল। কোলাহল হাসিঠাট্টা, এমন কি কথাবার্ত্তার শব্দও শোনা যায় না। সবাই যেন কি একটা আশা ও আশঙ্কার সংশয়ের মধ্যে আছে। মেরিয়া নিজের ঘরে আসিয়া বই খুলিল উপাসনার জন্য, কিন্তু স্থির হইয়া প্রার্থনায় মন দিতে পারিল না। খানিক পরে সে উঠিয়া বৌদিদির কাছে গেল, সেখানে ধাত্রী এবং গ্রামের দু-একজন প্রবীণা আছেন বসিয়া। তাঁরা মেরিয়াকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি এখন যাও মা, আমরাই আছি—তোমার থাকতে নেই, ছেলেমানুষ।"

প্রিন্স তাঁর চাকর টিকোনকে খবর লইতে পাঠাইতেছেন ঘন ঘন, প্রত্যেকবারই এক কথা বলিতেছেন তাহাকে,—"যাও, গিয়ে বল যে আমি জিজ্ঞাসা করছি প্রিন্সেস এখন কেমন আছেন। তাড়াতাড়ি এসে বল্‌বে।"

এমনিভাবে সন্ধ্যা পার হইয়া রাত্রি আসিল। মেরিয়া উপাসনার বই হাতে অন্যমনস্কভাবে কত কথাই ভাবিতেছিল,—নিজের কথা····· দাদার কথা, লিশার সরল সুন্দর মুখ মনে পড়িয়া মাঝে মাঝে তাহার চোখে জল ভরিয়া উঠিতেছে।····এক-একবার সে উঠিয়া জানলায় গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে ডাক্তার অথবা ডাক্তারের খবর লইয়া কেহ আসিতেছে কিনা।—কেউ না।

রাত্রি এখন অনেক। টিকোন ঘরের বাহিরে বসিয়া ঝিমাইতেছে, এক একবার অভ্যাসবসে সোজা হইয়া বসিয়া সে শুনিবার চেষ্টা করে মনিব কিছু বলিতে চান কিনা, তখনই তার কানে যায় তাঁর অস্থির পদবিক্ষেপের অসংলগ্ন শব্দ। টিকোন উঠিয়া বাতিদানের মোমবাতি বদলাইবার ছল করিয়া মনিবের ঘরে ঢুকিয়া পড়ে, দেখে তিনি খুব উদ্বিগ্নভাবে ঘরময় পায়চারি করিতেছেন।

মেরিয়ার ঘরে তাহার দাইমা আসিয়া নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। অন্ধকারে মেরিয়া প্রথমে চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিল, "কে-ও—"

দাইমা বলিল, "আমি মা, আলো দিতে এসেছি ভগবানের চরণে।"

এই দাইমাটির সঙ্গে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল মেরিয়ার কিন্তু ইদানীং অনেকদিন আর দাইমা তাহার ঘরে বড একটা আসে না,—মেরিয়ার বাবা বারণ করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। হঠাৎ আজ তাহাকে এই বিপদের সময়ে কাছে পাইয়া মেরিয়া খুশী হইল, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

এমন একটা ভুল হইয়া গিয়াছে,—ভগবান যীশুর মূর্তির সামনে প্রদীপ দেওয়ার কথাটা এই শুভ মুহূর্তে সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে—কথাটা মনে করিয়া মেরিয়া লজ্জায় ধিক্কারে নিজেকে ছি ছি করিল।

দাইমা তাহার সঙ্গে গল্প জুড়িল সেকালের, মেরিয়ার ছেলেবেলার কথা, তার মায়ের কাহিনী, আরও কত কি সেই পুরাতন ইতিহাস। মেরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে, মনে মনে তার অন্য চিন্তা, বৌদিদির জন্য উদ্বেগ—এ সব কথা শুনিয়াছে কতবার, এ ছাড়া তার দাইমার আর কোনো সঞ্চয় নাই।

দম্‌কা হাওয়ায় একটা জানালা খুলিয়া একঝলক সজল বাতাস ঝড়ের মত সবেগে আসিয়া বাতিটা নিভাইয়া দিল। বাতাসের সঙ্গে শিশিরকণার মত পাতলা বরফের রেণুতে ঘর ভরিয়া গেল। দাইমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া জানালা বন্ধ করিয়া বলিল, "ওই ওরা আসছে। আলো দেখা যাচ্ছে রাস্তায়।"

"ডাক্তার বুঝি?"—

মেরিয়া অমনি উঠিয়া পড়িল, "যাই দেখি—ডাক্তারবাবু আবার জার্মান, এদের কথা এক বর্ণও বুঝতে পারবেন না। বাবা কোথায় গেলেন। বাবা!" বলিয়া কোনো রকমে শালটা গায়ে জড়াইয়া ব্যস্তভাবে মেরিয়া নীচে গেল।

মেরিয়া নামিয়া আসিয়া দেখিল গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে দুয়ারে, চাকরটা স্থির নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে হাতে বাতি লইয়া কিন্তু তাহাকে যেন কি রকম ভীত সন্ত্রস্ত বলিয়া মনে হইল মেরিয়ার। মেরিয়া দালান হইতে বাহির হইয়া উঠানের সিঁড়ির কাছাকাছি আসিতেই যেন অতি পরিচিত কাহারও কণ্ঠস্বর তার কানে গেল। মেরিয়া বলিয়া উঠিল, "হে পরমেশ্বর।...বাবা কি করছেন ?"

বাড়ীর বড় চাকর দিমিয়েন বলিল, "তিনি ত শুয়ে পড়েছেন।"

মেরিয়া স্বগতভাবে বলে, "আরে এ যে এণ্ড্। কি আশ্চর্য্য !"

ততক্ষণে পদশব্দ আরও কাছে আসিয়াছে। কিন্তু এ যে অসম্ভব! কি অদ্ভুত ব্যাপার! না না, নিশ্চয়—এণ্ড্!" একবার তার মনে হয় দাদা বলিয়া ডাকিয়া দেখিবে নাকি ?

মেরিয়া এই সব কথা ভাবিতেছে ততক্ষণে তাহার দাদা একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে- হাঁ, সে-ই। মেরিয়া চিনিতে এতটুকু ভুল করে নাই। এণ্ড্ যেন আগের চেয়ে অনেকটা রোগা হইয়া গিয়াছে, কি রকম বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহার চোখ-মুখের চেহারা, এ যেন অন্য আর কেউ, কিন্তু তবু মেরিয়া ঠিকই চিনিয়াছে। সত্যই এণ্ড্ বদলাইয়া গিয়াছে, তার চোখে মুখে যদিও উদ্বেগের চিহ্ন আছে তবু এমন একটা প্রশান্ত সৌম্য কমনীয়তা সুপ্রত্যক্ষ, যা এর আগে কোনোদিন ছিল না।

এণ্ড্ হাত বাড়াইয়া মেরিয়ার হাতটা মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল। অনুভূত আবেগে মেরিয়ার মুখে কিছুক্ষণ কথা ফোটে না, তার হাত কাঁপিয়া যায়। সে চোখ তুলিয়া দাদাকে ভালো করিয়া দেখিল, এণ্ডুর জামায় শাদা বরফ জমিয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।...আবার মেরিয়া এণ্ডুর মুখের পানে চাহে, নীরবে—মুখে তার কথা সরে না।

এণ্ডুই প্রথম কথা বলিল, "তা হ'লে তোমরা আমার চিঠি পাওনি।"

এই সময়ে ডাক্তার উপরে উঠিয়া গেল। এণ্ড্ এবং ডাক্তার শেষের পথটুকু একসঙ্গে একই গাড়ীতে আসিয়াছিল।

"মেরিয়া, কি রকম আশ্চর্য্য সব ঘটনা—এঁ্যা! আমি কি ঠিক সময়েই এসেছি ?" এণ্ড্ লিশার ঘরের দিকে চলিতে থাকে।

রাজহাঁসের পালখের মত ধব্‌ধবে ফর্সা বিছানায় লিশা শুইয়া আছে, তার কপালে, মুখের আশপাশে, গোলাপী গালের উপর তাহার কাজলের মত কালো চূর্ণ-কুন্তল আসিয়া পড়িয়াছে। ঠোটের হাসি এখনও অম্লান, উজ্জ্বল। তার স্বামী আসিয়া দাঁড়াইল কৌচের পায়ের দিকে সোজাসুজি, যাহাতে লিশার মুখ ভালো করিয়া দেখা যায়।

লিশার চোখের চাহনী যেন নিশ্চল স্থির হইয়া গেল। স্বামীর মুখের উপর হইতে আর সে চোখ সরাইল না। অপলক তাহার চাহনী। হঠাৎ আনন্দে ছোট ছেলেদের চোখ মুখ যেমন উচ্ছল হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে লিশার দৃষ্টি কতকটা সেই রকম উজ্জ্বল।

লিশাকে দেখিয়া এণ্ড্রুর মনে হইল সে যেন বলিতে চাহে—"আমি এই পৃথিবীর সবাইকে ভালোবাসি, আমি ত কারুর কোনো অমঙ্গল কামনা করিনি, তবে—তবে কেন আমি শাস্তি পাব? আমার ওপর তোমরা অবিচার ক'র না।" কোন্ এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় মাঝে মাঝে লিশা কি রকম ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিতেছে!

এণ্ড্রু কাছে আসিয়া লিশাকে চুম্বন করিল। সে সময়ে তার সমস্ত অন্তরের সমবেদনা মুখের ভাষায় প্রকাশ পাইল। এণ্ড্রু গভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—"ওগো, তুমি ভয় পেয়েছো? ভগবান মঙ্গলময়, করুণাময়—ভয় কি!"

এণ্ড্রু আর বেশিক্ষণ সেখানে থাকিল না, ডাক্তার আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

পাশের ঘরে বসিয়া এণ্ড্রু মেরিয়ার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল—চাপা গলায়। মাঝে মাঝে থম্‌কাইয়া কিছু একটা শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহারা।

এক সময়ে এণ্ড্রু উঠিয়া গেল লিশার ঘরে যাইবার জন্য। কিন্তু সেখানে ঢুকিবার উপাই নাই, ভিতর হইতে কে যেন সজোরে দরজাটা ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে।

"না, না—কেউ যেন না এ ঘরে আসে!" বলিয়া কে ভীতভাবে ক্ষীণকণ্ঠে মিনতি করে।

এণ্ড্রু পায়চারি করিবার চেষ্টা করে। সামনে চাহিয়া তার মনে হয় চারিদিকে একটা থমথমে অন্ধকারের মত রহস্যময় স্তব্ধতা।

হঠাৎ এক সময়ে একটা তীক্ষ্ণ তীব্র আর্ত্তস্বর এণ্ড্রুর কানে গেল। একবার মনে হইল এ বোধ হয় লিশার কণ্ঠস্বর, আবার মনে হয়, না, তা হইতে পারে না। এত জোরে চীৎকার করিতে পারে না লিশা। তবু এণ্ড্রু ছুটিয়া লিশার ঘরের দিকে গেল, কিন্তু সেখানে কোনো গোলমাল নাই—শান্ত নীরবতা।

একটু পরেই একটি শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এণ্ড্রু অধীরভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এখানে একটা বাচ্চাকে এনে কাঁদাচ্ছে কে? কেন, কি দরকার?" পরক্ষণেই অস্ফুটস্বরে বলিল, "নবজাত শিশু নয়ত?"

আনন্দের আতিশয্যে এণ্ড্রুর চোখ তুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। এণ্ড্রু ঘরের কপাট ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল আবেগভরে।

ঘরের তুয়ার খুলিয়া ডাক্তার বাহিরে আসিলেন, কিন্তু এণ্ড্রুকে ওখানে ওইভাবে দেখিয়াও একবার মুখের দিকে চাহিয়া কোনো কথা না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। আর একটি মেয়েও বাহিরে আসিতেছিল সবেগে, সহসা এণ্ড্রুকে সামনে দেখিয়া কেমন যেন ভয় পাইয়া গতি সংযত করিয়া সরিয়া গেল।

এণ্ড্রু এদের যেন চিনিতে পারে না, এরা কারা? সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গেল। লিশা ঠিক আগের মতই শুইয়া আছে, তার তরুণ মাধুরীমাখানো মুখখানি একটু আগে দেখা সেইরকম হাসিতে উজ্জ্বল—কিন্তু চোখের দৃষ্টি স্থির।—লিশা বাঁচিয়া নাই!

দূরে এক কোণে নার্সের হাতের মধ্যে লাল একটা মাংসের ডেলা নড়িতেছে, কাঁদিতেছে।…

ঘণ্টা-তুয়েক পরে এণ্ড্রু তার বাবার ঘরে গেল। ঘরের দরজা ঠেলিয়া ঢুকিতেই সে দেখিল সামনেই তাহার বাবা দাঁড়াইয়া! বৃদ্ধ প্রিন্স মুখে কোনো কথা

বলিলেন না। তিনি ছুটিয়া আসিয়া দু'হাতে ছেলের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। লোহাব সাঁড়াশীব মত কঠিন সে বন্ধন, বুঝি কোনোদিন তাহা ছাড়ানো সম্ভব নয়।

তারপর কতবার এণ্ড্রুর মনে লিশার মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার কেবলই মনে হইয়াছে লিশা বলিতেছে, "আমি ত কোনো দোষ করি নি। তবু আমায় একি করলে! তুমি আমায় কেন শাস্তি দিলে?" এণ্ড্রু আব যেন শুনিতে পারে না। এতবড অবিচার যেন কেউ কোনো দিন না করে!

পৃথিবীতে অবসর নাই। 'কারো পানে ফিরে চাহিবার নাই যে সময়, নাই, নাই!' এণ্ড্রুর যে পুত্র-সন্তান হইয়াছে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া আনুষ্ঠানিক পর্ব্ব একদিকে চলে যেমন, আব একদিকে চলে লিশাকে সমাহিত কবার আয়োজন।

মেরিয়া হইল নবজাত শিশুর ধর্ম্মমাতা।

১৫

পিটার এবং দলোগভের লড়াই-এর কথাটা সৌভাগ্যক্রমে সম্রাটের কানে ওঠে নাই, তাই নিকোলাস্ রোস্তভ্ মস্কাউ-এর গভর্ণবের পরিষদে উঁচুদরের চাকরীতে বহাল হইয়া মস্কাউতে রহিয়া গেল। অবশ্য তাহাতে বাড়ীতে থাকাব লাভ বিশেষ কিছুই হইল না, বাড়ীর সকলেই গরমকালে গ্রামের জমিদারীতে চলিয়া যাওয়াতে তাহাকে একাই এখন কাটাইতে হইবে।

পিটারের সঙ্গে লড়াই হওয়ার পর হইতে নিকোলাসের সঙ্গে দলোগভের আলাপ ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বাড়িতেছে। দলোগভের মা তাহাকে ছেলের মতই স্নেহ করেন। তাহার কারণ অবশ্য আর কিছু নয়, নিকোলাস্ তাঁহাব ছেলেকে ভালোবাসে বলিয়াই। তাঁর বিশ্বাস দলোগভেব মত ভালোমানুষ এবং উদারচেতা এ পৃথিবীতে আর নাই, তার মূল্য সাধারণ লোকে বুঝিবে কেমন করিয়া! দলোগভের মা প্রায়ই বলেন,—"জানো বাবা! আমার

ছেলে এত ভালো তাই লোকে ওকে দেখতে পারে না। নইলে অকারণে একটা দোষ দিয়ে সোজাসুজি বাছাকে আমার গুলি করে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে! সবে বেচারীর মাইনে বেড়েছে আর হিংসেয় ফেটে পড়ল বেয়্খভ্! আর একবার ওই পিটার এমন দুর্নাম রটালে ভালুক আর মেয়েমানুষ নিয়ে যে, বাছার আমার মুখ দেখানো দায়। ওরা বড়লোকের ছেলে ওদের সব সাজে—। আমি সব জানি বাবা—। হাঁ, সার্থক বলতে হয় তোমার মাকে, তোমার মত সোনার চাঁদ ছেলে পেয়েছেন, আহা আমার ফিডিযাকে তুমিই চিন্‌তে পেরেছো। পিটার ভেবেছিল ও ফিডিয়াকে টাকা ধার দিয়েছে বলে ফিডিযা ওর অত্যাচার হজম করবে মুখ বুজে—। ছি-ছি-ছি কিরকম ছোটো মন। তোমায় আর কি বলব বাবা, তুমি ত সবই জানো।”

দলোগভেরও নিজের সম্বন্ধে ওই একই কথা। সে বলে, “লোকে আমাকে মন্দ বলে বলুক গে, পরোয়া করি না কিছু। আমার কথা হচ্ছে যে, আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ যারা, আমার সম্বন্ধে তাদেব ধারণা কি তাই নিযে আমি চল্‌ব, আমি তাদের জন্যে মরতে পারি। আর পৃথিবীর বাকী যারা রইল তারা যদি আমার পথরোধ করে দাঁড়ায় তাদের মাড়িযে যাবো। আমি আমার মাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, ভালোবাসি। আর মাত্র দু’তিনজন বন্ধু আমাব প্রিয়—সবার চেয়ে তুমি প্রিয় নিকোলাস। আর কাবো কথা ভাবি না, তারা আমার কাছে আসে ভালো কথা, না আসে, এমন কি শত্রুতা করে আরো ভাল। —বিশেষ করে মেয়েরা ত শত্রুতা করতেই আছে। আমি উদাব হৃদয দেখেছি পুরুষের, মনের প্রসারতা দেখেছি অনেকের—কিন্তু মেযেদের মধ্যে একজনও এমন দেখলাম না যাকে ভালোবাসতে পারি, যাকে প্রশংসা কবতে পারি। সব মেয়েই সমান, রাজরাণী-ই বল আর ঝি-চাকরাণীই বল, আমি ত কোনো তফাৎ খুঁজে পাই নে। বন্ধু আমি তারই জন্যে ব’সে আছি,—আমার মানসী প্রিয়ার জন্যে। তার দেখা পেলে আর কিছু চাই না। আমি যার স্বপ্ন দেখি তাকে চোখে দেখি নি, কিন্তু এ বিশ্বাস রয়েছে যে, তাকে আমি দেখলেই চিন্‌তে পারব—তার জন্যে আমি সব কিছু করতেই প্রস্তুত আছি। সে আমাকে মানুষ করে তুল্‌বে, তার মনের ছোঁয়ায় আমি খাঁটি সোনা হয়ে উঠব,

আমার নবজন্ম হবে সেদিন—।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে নিকোলাসের মুখের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া যায়,—একটু পরে আবার বলে—"বন্ধু, তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না আমার কথা—।"

"না, না, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি—আমার—" নিকোলাস তাড়াতাড়ি জবাব দেয়। তার এই নূতন বন্ধুটির এই রকম কথাবার্ত্তার হয়ত সবটুকু বোঝে না নিকোলাস্, কিন্তু শুনিতে তার ভালো লাগে।

রোস্তভ্ পরিবার মস্কাউতে ফিরিল শরৎকালের গোড়াতেই, এই খবর পাইয়া দেনিসভ্ও ওদিকে কয়েকদিনের ছুটির ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া আসিল। শীতের প্রথম মাসটাও বেশ আনন্দ উৎসবের মধ্যেই কাটিতেছে, বাড়ী সরগরম, ছেলেমেয়েরা সবাই আছে, তাছাড়া নিকোলাসের অনেক তরুণ বন্ধু নূতন আসা যাওয়া করে। তাদের প্রথম আকর্ষণ 'ভেরা'—ভেরা এই কুড়িতে পড়িয়াছে, আর সোনিয়া পূর্ণ ষোড়শী,—আধফোটা ফুলের মতই তার রূপ যৌবনের আলোছায়ায় মায়াময়। নাতাশাকে ভালো লাগে, ভালো লাগে তার শিশুর মত হাস্যকলোচ্ছল চঞ্চলতা, ভালো লাগে তার মত সুন্দর ফুটফুটে কিশোরীর মাধুর্য্য, তার মধ্যে সম্ভাবনার কল্পনা আশার স্বপ্ন পূর্ণ অবকাশ পায়, তাই সে সব চেয়ে মধুর। এমনিভাবে একটানা আনন্দের স্রোতের টানে দিনগুলি বহিয়া যাইতেছে স্বচ্ছল সচ্ছন্দ সাবলীলতার মধ্য দিয়া। এ বাড়ীর ছেলেমেয়ে সকলেরই মনে হয় যেন এই পরিবারটিকে ঘিরিয়া গভীর ভালোবাসার হাল্কা জাল বুনিতেছে কোন্ এক শিল্পী।

এর মধ্যে নিকোলাসের নূতন বন্ধু দলোগভ্ও আজকাল প্রায় নিত্য নিয়মিত ভাবে আসা যাওয়া করিতেছে। এ-বাড়ীর সবাই তাকে পছন্দ করে, বলে—বেশ ছেলে। কিন্তু নাতাশার মোটেই ভালো লাগে না দলোগভ্কে। এই লইয়া ভাইবোনে হামেশাই বচসা হয়। নাতাশা প্রকাশ্য ভাবেই বলিয়া থাকে যে, যে যাই বলুক, দলোগভ্ মানুষ হিসাবে মোটেই ভালো নয়,—ভালো ত নয়ই, খারাপ বলিলেই ঠিক বলা হয়। তাহার বিশ্বাস পিটার দলোগভ্কে সন্দেহ করিয়া দুর্নাম রটাইয়া কিছুমাত্র অন্যায় করে নাই।

একদিন কথায় কথায় নাতাশা তার দাদাকে বলিয়া বসিল—"জানো আমি ওকে একদম বরদাস্ত করতে পারি না। বড্ড বদমেজাজী, আর দয়ামায়া কিছু নেই ওর, দেখে নিও আমি যা বল্লাম। তবে হাঁ, বল্‌ব যা সত্যি, দেনিসভ্‌ বেশ মানুষ, ওরকম লোককে আমার ভালো লাগে। মাতালই হোক্‌ আর যাই হোক, মানুষটার মন খুব উঁচু। আর এই তোমার নতুন বন্ধুটি মতলব ছাড়া এক পা-ও চলে না।"

নিকোলাস্‌ তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠে, "না না, তুমি দেনিসভের নাম করছ কেন ওর সঙ্গে, সে আলাদা জাতের—। দলোগভ্‌ সত্যিই ভালো। ওর মাকে দেখ্‌লে বুঝতে পারবে—মা আর ছেলেকে যদি একসঙ্গে দেখাতে পারি নাতাশা তাহলে বুঝবে, যে ও কিরকম বিনয়ী আর সত্যিকারের ভালোছেলে কাকে বলে।"

"হতে পারে। তবে আমার বাপু ভালো লাগে না একদম—ওর সাম্‌নে আমি কিরকম হয়ে যাই।" তারপর সংযত কণ্ঠে নাতাশা বলে, "সোনিয়ার প্রেমে পড়েছে ও, তা জান?"

"যাঃ, কি যে যা-তা বল—"

"আমি মোটেই বাজে কথা বল্‌ছি না মশাই, তুমি দেখে নিও।"

অবশেষে একদিন দেখা গেল যে নাতাশার কথাই ঠিক।

দলোগভ্‌ কোনোকালেই মেয়েদের সঙ্গে বেশি মেলামেশায় অভ্যস্ত নয়, সেটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু আজকাল সুযোগ পাইলেই এখানে সে আসে যে-কোন একটা অছিলায়। কিছু দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হইয়া গেল। আজকাল সে যে সোনিয়ার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয় এটা আর গোপন নাই।

নাপোলেওঁর সঙ্গে যে যুদ্ধ চলিতেছে সে কথা মাঝে কিছুদিন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধ চালাইবার জন্য যারা নিযুক্ত তারা ছাড়া আর কাহারও এদিকে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আছে কি না তা-ও বড় কেহ ভাবিত না। কিন্তু ইদানীং হঠাৎ আবার একটা সাড়া পড়িয়াছে। অনেকে বলিতেছে যে শীঘ্রই নাকি অনেক সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে। মস্কাউ শহর যুদ্ধের খবরাখবর

এবং গুজবে আবার ভরিয়া গেল।—শোনা যাইতেছে যে প্রতি হাজার পিছু দশজন লোক লইয়া একটি নূতন বাহিনী গড়া হইবে—এরা শীঘ্রই যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য থাকিবে। এবই সঙ্গে আর একটা কথা কাহারও জানিতে বাকী নাই—হাজার করা নয়জন লোক বাছিয়া লইয়া আর একটি বাহিনী গড়া হইবে, এই দলকে যখন প্রয়োজন হইবে তখনই যুদ্ধের যে কোন কাজে জুড়িয়া দেওয়া হইবে।

যুদ্ধের হাওয়া আবার আসিয়া লাগিয়াছে। নিকোলাস্‌কে আবার তার পুরাতন দলে যোগ দিতে হইবে, সে শুধু অপেক্ষা করিয়া আছে দেনিসভের ছুটি ফুরাইলে দু'জনে একসঙ্গে যাইবে বলিয়া। কিন্তু এখনও আসন্ন বিদায়ের কথাটা লইয়া কেউ তত মাথা ঘামায় না, আমোদ-উৎসব চলিয়াছে পূর্ণোদ্যমে।

কয়েকদিন পরে। সেদিন সন্ধ্যায় দেনিসভের বিদায় উপলক্ষ্যে রোস্তভ্‌দের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার একটা মাঝারি রকমের আয়োজন হয়েছে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে দলোগভ্‌ও আসিয়াছে। নিকোলাস কাজে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু অর্দ্ধেক কাজ ফেলিয়া রাখিয়া যথাসময়ে বাড়ী ফিরিল।

তাহাকে দেখিয়া নাতাশা প্রায় ছুটিয়া কাছে আসিয়া বলিল, "এই যে দাদা, তুমি বড্ড দেরি করে ফেল্‌লে। যাক এখন কথা হচ্ছে, বালকে নাচের নেমন্তন্নে যাবে ত? তোমায় বার বার করে বলেছেন মাস্টার মশাই যাবার জন্যে। আমি দেনিসভ্‌কে রাজি করবার ভার নিচ্ছি।" বলিয়া সে দেনিসভের পানে ফিরিয়া চাহিল।

দেনিসভ্‌ হাসিয়া বলে, "নাতাশার হুকুমে আমি সব করতে পারি।"

"তা যাবো যদি সময় করতে পারি। কিন্তু আজকে আমার এক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে।—আর তুমি যাবে না?" শেষের কথাটা নিকোলাস্‌ দলোগভ্‌কে উদ্দেশ করিয়া বলে।

দলোগভ্‌ সংক্ষেপে জবাব দেয়, "হাঁ।"

দলোগভের এই সংক্ষিপ্ত জবাবে আর একটা কথাও নিকোলাস্‌ বুঝিল,—সোনিয়ার সঙ্গে দলোগভের কিছু একটা ঘটিয়াছে। নহিলে দলোগভ ওরকমভাবে ভ্রূকুটি করিয়া চাহিয়া আছে কেন।

নাতাশা নিকোলাসের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে একটু নির্জ্জনে গিয়া বলিল—"জানো দাদা—আমি সেই কবে বলেছিলাম, তখন ত তুমি উড়িয়ে দিয়েছিলে।" বলিয়া সগর্ব্বে দাদার দিকে চাহিয়া বলিল—"ও বলেছিল, সোনিয়াকে ও বলেছিল যে—"

নাতাশা এক কথায় বুঝাইয়া দিল যে দলোগভ্ সোনিয়ার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। কথাটা শুনিয়া নিকোলাস্ মনে মনে কি একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করে। যদিও সে সোনিয়ার কথা আজকাল মোটেই ভাবে না, হয়ত সোনিয়াকে বিবাহও করিবে না সে,—তাকে নিকোলাস্ ভালোবাসে কি না তা লইয়া এতটুকু চিন্তা করে না কোনোদিন—তবুও সোনিয়ার সঙ্গে আর কারও প্রণয় আছে এটা হঠাৎ শুনিয়া সে যেন ক্ষুণ্ণ হয়। তার ক্ষুণ্ণ হওয়ার একটা কারণ এই যে, সোনিয়ার ঠিক আপনার বলিতে সংসারে কেউ নাই—সব দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে দলোগভ্ পাত্র হিসাবে সোনিয়ার উপযুক্ত ত বটেই বরং সুপাত্র বলিলেই ঠিক বলা হয়। অতএব এই অযাচিত প্রস্তাবে সোনিয়ার রাজি হওয়াটাই স্বাভাবিক, শোভনও বটে।—সোনিয়া দলোগভকে হয়ত কথা দিয়াছে। এই ভাবিয়া নিকোলাস্ বিরক্ত হইল, মুখে তাহার শ্লেষের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সে ভাবে, মেয়েরা এইরকমই হয়—সেদিন যে-সোনিয়া তাহার কাছে প্রতিজ্ঞা করিল, আজ আর একজনের কাছে সে এত সহজেই ধরা দিল কেমন করিয়া। হয় ত মেয়েরা মনে রাখে না নিজেদের কথা—ওদের কাছে গুরুত্ব আছে কি কিছুর?

একটা তীব্র বেদনামিশ্রিত ঘৃণায় নিকোলাসের মন ভরিয়া উঠিল—শেষকালে সোনিয়া কিনা।—ছিঃ।

হঠাৎ একটা কথায় নাতাশা তার ভাবনার স্রোতে বাধা দিল।

নাতাশা বলিল, "কিন্তু সোনিয়া পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিয়েছে—ও বলেছে কি জানো, আমি আর একজনকে ভালোবাসি।"

কথাটা শুনিয়া নিকোলাস্ যেন আশ্বস্ত হয়, তাহার মনে হয়, "আমার সোনিয়া এ ছাড়া আর কিছুই বল্‌তে পারে না। ওর মত অসাধারণ মেয়ে—"

নাতাশা বকিয়া চলিয়াছে, কথা বলিতে শুরু করিলে সে সবটুকু শেষ না করিয়া কিছুতেই চুপ করে না—"মা ত ওকে খুব বকছেন, কিন্তু আমি জানি কিছুতেই ও নিজের মত বদ্‌লাতে পারে না।"

নিকোলাস্ কতকটা রাগতভাবেই জিজ্ঞাসা করে—"মা বক্‌ছিলেন তার মানে ?"

"হাঁ—যাক্ গে, ওসব নিয়ে তুমি ভেবো না। মার ওপর রাগ করেও কোনো লাভ নেই। আমার একটা কথা মনে হয়, কেন তা বল্‌তে পারব না—কিন্তু আমার মনে হয় যে, তুমি কোনদিনই সোনিয়াকে বিয়ে করবে না। তুমি এখন যা-ই বল না কেন, শেষ পর্য্যন্ত—"

নিকোলাস্ বাধা দিয়া ধম্‌কাইয়া বলে—"হয়েছে, হয়েছে—তুমি এ সবের কি বোঝো শুনি ?—থামো। আমি যাই গিয়ে সোনিয়াকে সব কথা—সোনিয়ার মত মেয়ে হয় না—ভারি মিষ্টি ওর স্বভাব।" বলিতে বলিতে হাসিতে তার চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

"মিষ্টি বুঝি ? দাঁড়াও ওকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি—তুমি এখানেই দাঁড়াও।" বলিয়া নাতাশা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সোনিয়া ঢুকিল অপরাধীর মত শুষ্ক ম্লান মুখে, সঙ্কোচে তার গতি ধীর, মন্থর। তাহাকে দেখিয়া নিকোলাস্ তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া তার ডান হাতটা নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

বাড়ী আসিবার পর দীর্ঘ দিনের মধ্যে আজ এই প্রথম তাহাদের নিভৃতে দেখা। প্রথমটা কেউই কোনো কথা বলিতে পারে না, মুখ দিয়া কথা সরে না।

একটু পরে জড়িত অস্ফুটকণ্ঠে নিকোলাস ডাকিল—"সোনিয়া !" শুধু নিজের এই কথাটার ধ্বনি কানে যাইতেই নিকোলাস্ নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সপ্রতিভ ভাবে বলিল যে, সোনিয়া যাহাকে আজ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তার মত উচ্চমনা, আদর্শ মানুষ সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া সে নিকোলাসের বন্ধু !

সোনিয়া এসবের জবাব দেয় না, সে বলে, "কিন্তু ওকথা আর কেন, যা শেষ হয়ে গেছে তা যাক। আমি ত বলে দিয়েছি আমার কথা।"

"আমার মুখ চেয়েই যদি তুমি আজ এ কাজ করে থাক তবে আমার ভয় হয় এই ভেবে যে—"

সোনিয়া বাধা দিয়া মাথা নাড়িয়া বলে, "না, না, তুমি ওকথা ব'ল না—।" সোনিয়ার চোখে বড় করুণদৃষ্টি, সেদিকে চাহিয়া নিকোলাস্ যেন আর কিছুই বলিতে পারে না।

পরক্ষণেই নিকোলাস্ সজাগ হইয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু না, আমায় তুমি বারণ ক'র না—এটা কর্ত্তব্য বলে মনে করি তাই বল্‌ছি—যতই বিপদ আসুক না কেন তোমার কাছে আমি সত্যি কথা না বলে পারব না···আমি তোমায় ভালোবাসি। পৃথিবীর আর সব ভাবনা চিন্তাকে ছাড়িয়ে তোমার কথা, সেখানে আর কিছুই নেই—তুমিই সবটা জুড়ে।"

"আমি আর কিছু চাই না। ওই ত আমার সব কিছু।" বলিতে বলিতে সোনিয়ার সুগৌর কণ্ঠদেশ হইতে গাল পর্য্যন্ত লজ্জার রক্তাভায় রাঙ্গা হইয়া উঠে।

"আমি সত্যি বল্‌ছি, আমি যে আর কাউকে ভালোবসিনি তা নয়। হয়ত এর পর আরও অনেককে ভালোবাসব কিন্তু তবু তোমার ওপর আমার যে বিশ্বাস যে ভরসা আছে তা আর কারুর কাছে পাই না। সোনিয়া, তোমার ওপর আমি নির্ভর করি অনেক দিক দিয়ে। আমি তোমায় বন্ধু বলে ভাবি, আমার বয়স অল্প, আর জানোই ত মা তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান না, এ অবস্থায় আমি তোমায় বিয়ে করবই এ রকম কোনো কথা দিতে পারি না। তাই বল্‌ছিলাম, ভালো করে দলোগভের প্রস্তাবটা ভেবে দেখো।"

"ওসব আমায় বল্‌তে হবে না। আমি ত চাই না কিছুই! তোমায় ভালোবাসি, তাই বলে চিরদিন ভালোবাসব—এই আমার পরম কামনা, আর কিছু না।"

"তোমায় আমাদের মত মাটির মানুষ বলে ভাবতে পারি না সোনিয়া—কোথায় তোমার স্বর্গীয় কমনীয় অথচ গোপন, সংযত প্রেমের উৎস আছে জানি না। অলৌকিক তোমার নিষ্ঠা। সোনিয়া আমি তোমার কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নই।"

বলিয়া নিকোলাস্ সোনিয়ার হাতটা নিজের ওষ্ঠে চাপিয়া ধরিল।

পরের দিন ছিল মস্কাউ-এর বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী এবং নৃত্য শিক্ষকের বাড়ীতে সকলের নিমন্ত্রণ। এখানে সবাই আসে নাচিবার সুযোগ পাইবে বলিয়া। নাতাশাদের সঙ্গে দেনিসভ্ও আসিয়াছিল, তবে নাচিবার আশায় নয়, নাতাশার অনুরোধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাতাশা ধরিয়া বসাতে বাধ্য হইয়া তাহাকে নাচিতে হইল।

দেনিসভ্ যে ভালো নাচে এতদিন জানা যায় নাই, আজ কিন্তু দেনিসভ্ আর নাতাশার নাচ এত ভালো হইল যে সকলেই একবাক্যে তাহাদের প্রশংসা করিল--যাহারা দেনিসভের নৃত্যপদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নয় বলিয়া ক্ষীণ অনুযোগ করিল তাহারাও নৃত্যকৌশলের দক্ষতা একবাক্যে স্বীকার করিবার পর এই অনুযোগ জানাইল।

এই নাচের দু'দিন পরের কথা। এর মধ্যে নিকোলাসের সঙ্গে দলোগভের দেখা হয় নাই, সে আর এ বাড়ীতে আসে না, অন্য কোথায়ও দেখা হয় নাই। তাই আজ হঠাৎ তাহার চিঠি আসিতেই নিকোলাস্ একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিল। দলোগভ্ চিঠিতে লিখিয়াছে—"আমি আর তোমার বাড়ীতে যেতে চাই না—কারণ অবশ্য তুমি নিশ্চয় জানো। আমি শীগ্গিরই সেনাদলের কাজে চলে যাবো। তাই আমার বন্ধুদের কাছে আজ সন্ধ্যায় বিদায় নিতে চাই।—হোটেলে আমরা সবাই থাকব, এস।"

রাত দশটায় থিয়েটার থেকে বাহির হইয়া নিকোলাস্ বাড়ীর আর সবাইকে দেনিসভের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া দলোগভের হোটেলের দিকে চলিল। তার যাইবার কথা এইরকম সময়েই।

হোটেলে দলোগভ্ এবং তার দলের আরও কুড়ি বাইশ জন এক জায়গায় বসিয়া তাস খেলিতেছিল, অবশ্য এটা তাসের জুয়া খেলা। নিকোলাস্কে দেখিয়া তার বন্ধু মুখের সিগারেটটা হাতে ধরিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "তোমায় অনেকদিন দেখিনি বলে মনে হচ্ছে। যাক্ এসেছ তার জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ।

আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর এই হাতটা খেলে নিই। তারপর ওদিকে নাচ-গান-পানীয়ের ব্যবস্থা আছে।"

"আমি তোমার বাড়ী গিয়েছিলাম।" নিকোলাস্ একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলে।

সে কথার জবাব না দিয়া দলোগভ্ বলিল, "ইচ্ছে হয় তুমিও তাস খেল্‌তে পারো।"

এই কথাটা শুনিয়াই নিকোলাসের মনে পড়িয়া গেল যে একদিন দলোগভ্‌কে সে বলিয়াছিল, "যারা বোকা তারাই ভাগ্যের উপর ভরসা করে—বুদ্ধিমানেরা তা করে না।"

কথাটা মনে পড়িবার সঙ্গে হয়ত বর্ত্তমান প্রসঙ্গের কোনো সংস্রব নাই তবু মনে হইল কেন? নিকোলাস্ ভাবে সে দিনের সেই কথা।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া দলোগভ্ একটু হাসিল। সে হাসির অর্থ নিকোলাসের কাছে স্পষ্ট। দলোগভ যেন বলিল—"কি, আমার সঙ্গে খেলতে ভয় পাচ্ছ বুঝি?"

আড্ডায় আসিয়া বসিয়া মনের বিরক্তি কাটাইবার জন্য অনেক সময় নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্যায় কাজ করিতে হয়! আজ দলোগভের বক্রহাসি দেখিয়া হঠাৎ নিকোলাসের মনে হইল এরপর নিশ্চয়ই তাহার তাস খেলা উচিত। উচিত এই হিসাবে যে, এতে হয়ত আনন্দ পাওয়া যাইবে, মনের অবসাদ কাটিবে। ব্যস্—কথাটা মনে হইতেই সে হাসিয়া অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করিয়া কি বলিল। দলোগভ্ কিন্তু তার দিকে তাকাইয়া আস্তে আস্তে সুস্পষ্ট ভাষায় সকলকে শুনাইয়া তাহাকে বলিল, "তোমার সেই সেদিনের কথা মনে আছে, সেই যে বলেছিলে—নির্ব্বোধ যারা কেবল তারাই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। যাক্, এস বসা যাক।"

সেদিন জুয়াতে রোস্তভ্ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। ঝোঁকের মাথায় বার বার মোটা রকমের বাজি ধরিয়া শেষে ৪৩০০০ হাজার টাকা হারিয়া গেল—এত টাকা তার সঙ্গে নাই, আর বাড়ী গিয়াও যে সহজেই এ টাকা সে জোগাড় করিতে পারিবে এমন কোনো আশা নাই। কারণ গত রবিবার তার

বাবা তাকে হাত খরচা বাবদ ২০০০ টাকা দিয়া স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, এই টাকাতে পাঁচ মাস চালাইয়া লইতে হইবে, টাকার বড টানাটানি। সে সময়ে নিকোলাসও মাথা নাড়িয়া রাজি হইয়াছে, বলিয়াছে—"তা হয়ে যাবে।"

তেতাল্লিশ হাজার টাকা পুজিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে দলোগভ্ উঠিয়া পড়িল, আর খেলিয়া রাত করা ঠিক নয়। নিকোলাসের কিন্তু তখনও উঠিবার মন ছিল না, সে বলিল—"না, না, আর একটু ব'স।"—ক্ষীণ আশা, যদি কোনো রকমে জিতিতে পারা যায় শেষ পর্যন্ত।

দলোগভ্ আজ পণ করিয়াছিল যে তাহাকে জিতিতেই হইবে নিকোলাসের কাছে—তাহার এবং সোনিয়ার বয়স যোগ করিয়া যে অঙ্ক হয় সে সংখ্যার টাকা তার চাই। তার নিজের বয়স সাতাশ আর সোনিয়ার ষোলো—যোগ করিলে হয় তেতাল্লিশ।—ব্যস্, তেতাল্লিশ পুজিয়াছে আর নয়। উঠিবার সময় সে বলিল, "তাহ'লে আমি তোমার কাছে ৪৩০০০ হাজার টাকা পাবো কাউণ্ট। টাকাটা কবে পাচ্ছি?"

নিকোলাস্ ভাবিয়া পায় না তার পরম বন্ধু দলোগভ্ আজ হঠাৎ কেমন করিয়া এরূপ হৃদয়হীন হইয়া উঠিল। দলোগভ্ ভালো করিয়াই জানে যে অকস্মাৎ এতগুলি টাকা তার পক্ষে দেওয়া কিরকম কঠিন। সব জানিয়া শুনিয়াই নিকোলাসের উপর জুলুম করিতেছে।

নিকোলাস্ শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল—"আমি একসঙ্গে সব দিতে পারব না, আস্তে আস্তে—।"

ক্রূর হাসি হাসিয়া চাপা গলায় দলোগভ্ বলে, "লোকে বলে যারা ভালোবাসার রাজ্যে সৌভাগ্যবান পৃথিবীতে তাদের অন্যদিকে দুর্ভাগ্য আছে বৈকি। আমি জানি তোমার আত্মীয়াটি তোমায় ভালোবাসে।"

নিকোলাসের মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত রাগে জলিয়া যায়, এরকম মানুষের করুণার কৃপাপাত্র হওয়ার চেয়ে মৃত্যুও ভালো বলিয়া তার মনে হয়। মনে মনে নিকোলাসের মা-বাবার দুরবস্থার ছবি ভাসিয়া উঠিল। আজিকার এ পরাজয়ে যে আর্থিক ক্ষতি হইবে তার ষোলো আনাই কাউণ্ট রোস্তভ্‌কে বহন করিতে হইবে। তার মা যখন এ কথা শুনিবেন তখন তাঁরই বা মনের অবস্থা

কি রকম হইবে সে কথা কল্পনা করিতেও নিকোলাস ভয় পায়। দলোগভ্ত এ সবই জানে—তবুও যদি নিজের আয়ত্বের মধ্যে ইঁদুর পাইলে বিড়াল যে রকম শিকার লইয়া খেলা করে এ যেন ঠিক তেম্‌নি করিতেছে সে। "তোমার আত্মীয়া"—দলোগভ্ আবার বলিতে শুরু করিল।

নিকোলাস পরুষ কণ্ঠে রুষ্টভাবে বাধা দিয়া বলে, "আমার আত্মীয়ার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তুমি অকারণে তার কথা টেনে আনছ।"

"আচ্ছা বেশ—আমি টাকা পাচ্ছি কবে?"

"কাল।" বলিয়া নিকোলাস্ কথা শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিল, সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে প্রবৃত্তি হয় না তার।

এক্ষেত্রে "কাল" বলা ছাড়া আর কিছুই সহজে বলা চলে না, বলিলে নিজেকে খেলো হইতে হয়।…কিন্তু এখন নিকোলাস্ বাড়ী যাইবে কেমন করিয়া? ভাইবোনদের কাছে সে কেমন করিয়া যাইবে? বাবার সামনে দাঁড়াইবে কি বলিয়া? কিম্বা প্রতিজ্ঞা পালন করিবে না! নিকোলাস ভাবিয়া পায় না কি সে করিতে পারে।…এই শোচনীয় ঘটনার একটি একটি করিয়া আগাগোড়া সব বলিতে হইবে।

বাড়ীর সকলেই জাগিয়া আছে, থিয়েটার হইতে ফিরিয়া ছেলেমেয়েরা গান বাজনায় মাতিয়াছে, পিয়ানোর চারিপাশে সবাই জমিয়াছে। নিকোলাস যখন সে ঘরে ঢুকিল তখন নাতাশা তার মধুর কণ্ঠে সুরের দোলায় ঘরখানাকে ভরাইয়া তুলিয়াছে।

নিকোলাস্ অবাক হইয়া যায়। এ কেমন করিয়া সম্ভব? যে সময়ে সে নিজে এরকম দুশ্চিন্তায় দিশাহারা, তখন কি আর কেউ এমন করিয়া গান করিতে পারে! গানের সুর তার কানে কেমন খাপছাড়া ঠেকিতেছে। সন্ধ্যার পর যে ঝড় বহিয়া গেল তাহার উপর দিয়া তার এতটুকু আঁচ এদের কারও গায়ে লাগে নাই!

দেনিসভ্ পিয়ানো বাজাইতেছে, নাতাশা গলা চড়াইয়াছে—অসাধারণ তার সুরেলা গলা, ওপাশের ঘরে ভেরা শিন্‌শিনের সঙ্গে দাবা খেলিতেছে, আর তার মা একলা বসিয়া তাস সাজাইয়া পেসেন্স খেলায় ব্যস্ত।

বাড়ীর সকলেই নিশ্চিন্ত ; কোথাও এতটুকু বিষণ্ণতার আভাসটুকুও নাই—দেখিয়া নিকোলাস্ বিস্মিত হয়। কিন্তু তার এ বিস্ময়ের চেয়ে ভয় আরো বেশি। এই পারিবারিক শান্তিকে সে কেমন করিয়া দুর্গ্রহের মত গ্রাস করিবে !

দাদাকে দেখিয়া নাতাশা কলকণ্ঠে ডাকে—"এই যে দাদা এসেছে।"

সে কথার জবাব না দিয়া নিকোলাস্ শান্ত সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা বাড়ী ফিরেছেন ?"

নাতাশা আপন মনেই বলে—"তুমি এসেচ বেশ ভালো হয়েছে দাদা। আজকে ভারি মজা লাগছে। জানো তোমার দেনিসভ্ আরও একদিন থাকবে কথা দিয়েছে। শুধু আমার জন্যে থাকবে।"

নাতাশা চুপ করিলে পরে সোনিয়া নিকোলাসের কথার জবাব দেয়—"না, বাবা এখনও ফেরেন নি।"

পাশের ঘর হইতে তাহার মা ডাকিলেন—"আয় বাবা এ-ঘরে আয়।" নিকোলাস্ গিয়া জননীর পাশে বসিল।

অনেকক্ষণ তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার মা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ বাবা, কি হয়েছে তোর ?"

"কই কিছু না ত !" কোনোরকমে একটা জবাব দিয়া সে উঠিয়া পড়ে।

নিকোলাস্ শঙ্কায় সঙ্কোচে কোথায় আত্মগোপন করিবে ভাবিয়া পায় না—এরা ত কেউ কিছু জানে না, কি করিয়া সব কথা বলিবে সে ? ভাবিতে ভাবিতে নিকোলাস্ যে ঘরে গান হইতেছিল সেই ঘরে পায়চারি করিতে লাগিল…আজ কোন মানুষকে এমনভাবে অকারণ পুলকে গান গাহিতে দেখিলে নিকোলাস অবাক হইয়া যায়—সহজে গান গাওয়া যায় একথাটা তার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য। গানের মধ্যে তৃপ্তির, আনন্দের কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

নিজের কথা ভাবিতে গেলেই নিকোলাসের ভিতরে ভিতরে একটা চাপা কান্না থাকিয়া থাকিয়া কিরকম গুমরাইয়া উঠে, যেন জীবনে আর কোনো আশাভরসা নাই। আজ হইতে পৃথিবীর আনন্দে, উৎসবে, কোথাও তার কোন অধিকার নাই, সে রিক্ত।

সোনিয়া তাহার বিষণ্ন, ম্লান মুখের পানে চাহিল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। নাতাশাও লক্ষ্য করিয়াছে দাদাকে, কিন্তু ও মনে করিয়াছে—সত্যি হয়ত দাদার কিছু হয়নি। আজ আমি এত বেশি খুশী আছি তাই বুঝি দাদাকে ওরকম গম্ভীর দেখাচ্ছে—আমারই দেখার ভুল। নাতাশা অকারণে নিজের সুখটুকু ওসব কথা ভাবিয়া নষ্ট করিতে চাহে না।

নিকোলাসের মনে হয়, "নাতাশা কিরকম চমৎকার গান গাইছে—ওর গলা আজ যেন সুরের মূর্চ্ছনায় অলৌকিক পরিবেশ রচনা করে চলেছে। আর আমি? দুর্ভাগ্য আমার,…দলোগভ্-এর টাকার কথা, আত্মসম্মান, মর্য্যাদা, ঘৃণা—এগুলোই কি সব? না, কিছু নয়। সত্য বলে যদি কিছু থাকে ত এই সঙ্গীত। নাতাশা পাখীর মত পুলকিত চিত্তে যে বাণী-ঝঙ্কারে বাতাসকে মুখরিত করে তুলেছে—সেই গান সত্য, আর সত্য এর আনন্দ।—যে পৃথিবীতে এরকম গান আছে সেই পৃথিবীর মানুষ কি আনন্দ পায় হানাহানি করে,—একে অপরকে ঠকিয়ে?"

কাউণ্ট বাড়ী ঢুকিলেন হাসিমুখে। বারবার চেষ্টা করিয়াও নিকোলাস্ তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া কিছুতেই দ্বিধা কাটাইয়া আসল কথাটা পাড়িতে পারিতেছে না। কিন্তু না বলিয়াও উপায় নাই যে, তাহাকে বলিতেই হইবে।

বিশেষ কিছু ভূমিকা না করিয়া সে আরম্ভ করিল, "আপনার কাছে একটা কাজের কথা বলতে এসেছি। আমার কিছু টাকা দরকার।"

কাউণ্ট আজ বেশ প্রফুল্ল আছেন, হাসিয়াই বলিলেন, "সে আমি তখনই জানতাম যে ওতে তোমার কুলোবে না। কত চাই, বেশি কি?"

"হাঁ, অনেক টাকা বাবা।" কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম তাচ্ছিল্যের সুর টানিয়া নিকোলাস্ বলে।

প্রয়োজনের অঙ্কটা শুনিয়া কাউণ্ট আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং নিমেষে তাঁহার মুখ ঘিরিয়া বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল। ছেলের কথাটা যেন কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, বলিলেন, "কি? সত্যি বল্‌ছ—না, না।"

"না বাবা, সত্যিই আমার দরকার। আমি যে কালই দেবো কথা দিয়েছি তাকে।"

কাউন্ট অবসন্নভাবে সোফায় দেহ ঢালিয়া দিয়া অস্ফুট শব্দ করেন, মুখে তাঁহার কোন কথা সরে না।

নিকোলাস্ যেন মরিয়া হইয়া গিয়াছে, সে স্পষ্ট স্বরে বলিল, "আমি কি করব, এরকম প্রয়োজন ত সকলের ভাগ্যেই হয়ে থাকে।" মুখে এই কথাগুলি বলিবার সময় কিন্তু সে নিজেকে ক্ষমা করিতে পারে নাই—মনে মনে নিজের অকর্ম্মণ্য অপদার্থতার জন্য শতবার ধিক্কার দিয়াছে। এরকম ভাবে যে কোনদিন রূঢ় ভাষায় সে পিতার কাছে নিজের অন্যায়কে সমর্থন করিয়া কথা বলিতে পারিবে এটা তাহার ধারণার অতীত ছিল। মনে হয়—এতদূর অধঃপতন হইয়াছে তার, এত নীচে নামিয়া গিয়াছে সে! মানুষ এত নীচে নামিতে পারে?

তাহার কথা শুনিয়া কাউন্ট মাটির দিকে চাহিয়া অসহায়ভাবে এই সমস্যার মুক্তি-পথ খুঁজিবার ব্যর্থ চেষ্টায় হাত কচ্‌লাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর মুখ দিয়া অসংলগ্ন কথার টুক্‌রা বাতাসের বুকে প্রৌঢ়ের অব্যক্ত বেদনাকে ছড়াইয়া দিতেছে, "হাঁ, হাঁ...আমি ঠিক সামলাতে পারব কিনা...অবিশ্যি টাকা পাওয়া কষ্টকর...তবু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে...এরকম সবারই জীবনে হয়ে থাকে বৈ কি!"

কাউন্ট মুখ তুলিয়া ছেলের দিকে তাকাইলেন। সে দৃষ্টিতে রাগের জ্বালা নাই—কি একটা অভিব্যক্তি সুব্যক্ত সে চোখে, নিকোলাস্ তা বোঝে না।

সে আশা করিয়াছিল যে, বাবা খুব রাগ করিবেন, কিন্তু কই তিনি এতটুকু অনুযোগ পর্য্যন্ত করিলেন না। এ যে আরও অসহ্য, এর চেয়ে তিনি ছেলেকে তিরস্কার করিলেই বুঝি ভালো ছিল।

সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া কাউন্ট দরজার দিকে চলিলেন।

নিকোলাস্ আর নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিল না—এর চেয়ে উনি যদি রাগ করিয়া তাহাকে বলিতেন, "বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও।" তা অনায়াসে সে সহিতে পারিত। না, এ অসহ্য।

সে অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে অধীরভাবে বলিল, "বাবা, বাবা, আমায় ক্ষমা করুন। আমি ক্ষমা চাই।" বলিতে বলিতে সে পিতার হাত চাপিয়া ধরিল।

তারপর নিকোলাস্ বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল তাহার বাবার হাতে মুখ ঢাকিয়া।

নিকোলাস্ যখন তার বাবার সঙ্গে টাকার প্রসঙ্গে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে ওদিকে মা আর মেয়ের মধ্যেও এইরকম গুরুতর বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল।

নাতাশা বলিল, "সত্যি বল্‌ছি মা—ও এই কথা বলেছে।"

তার মা বলেন, "তার মানে? তুমি কি বলতে চাও শুনি?"

নাতাশা ভাবিয়া পায় না মাকে সে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে দেনিসভ্ তাহাকে প্রেম নিবেদন করিয়াছে। সে অধীরভাবে বলে—"আমায় ও বলেছে—আমায় চায়।"

নিজের কানে কথাটা শুনিয়াও রোস্তভ্‌গৃহিণী মেয়ের কথায় আমল দিলেন না—কারণ এরকম একটা অসম্ভব প্রস্তাব তাঁর কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। নাতাশার মত ওইটুকু মেয়ে, যে নাকি এই সেদিনও পুতুল লইয়া খেলা করিয়াছে, যে এখনও পড়াশুনা করে—তাকে হঠাৎ দেনিসভ্-এর মত বুদ্ধিমান লোক বিবাহ করিতে চাহিবে একথা কি বিশ্বাস করা চলে!

তিনি মেয়েকে ধমকাইয়া বলেন, "থামো, তোমায় আর বাজে বকতে হবে না।"

তাঁর বিশ্বাস যে, নাতাশা এমনি মজা দেখিবার জন্য একথাটা বলিয়াছে—ওরকম ত কত কথাই নাতাশা বলিয়া থাকে।

"তুমি কি যে বলো মা তার ঠিক নেই—আমি একটুও মিছে বলছি না—আমি এলাম তোমার কাছে জিজ্ঞেস করতে, কি করা উচিত এখন। আর তুমি কিনা স্রেফ্ উড়িয়ে দিচ্ছ!"

"সত্যিই যদি দেনিসভ্ এরকম কথা বলে থাকে নাতাশা, তবে আমি বলব যে সে একটা নিরেট আহাম্মুক।"

"না কিছুতেই না—মোটেই সে আহম্মুক নয় মা।"

"তাহলে তুমি কি বলতে চাও—তুমি ওকে ভালোবাসো!—ভালো কথা।

বেশ বাছা, তুমি বিয়ে করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কর, পরমেশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।"

"না মা, আমি ওকে ভালো মোটেই বাসি না—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।"

"বেশ তবে যাও সেই কথাই তাকে গিয়ে বলো।"

"না-না মা, তুমি রাগ ক'র না আমার ওপর—আচ্ছা আমার কি দোষ বলো ত?"

"না রে পাগলী মেয়ে, আমি কি তাই বলেছি? কিন্তু তুই কি চাস্ বল্ দেখি ঠিক করে। আমি কি নিজে গিয়ে তাকে তোর হয়ে বল্‌ব?"

"না, না—আমিই বলব। কিন্তু কি ক'রে বল্‌ব সেটা বুঝিয়ে দাও। এখানে বসে হাস্‌ছ কিন্তু তুমি যদি দেখতে কিরকম কাকুতি করে বল্‌লে ও আমায়···। ও হয়ত বল্‌তে চায় নি, কিছুতে চায় নি—আপনিই ওর মুখ থেকে—।"

"কিন্তু সে যাই হোক, তোমায় বল্‌তে হবে—সে হয় না।"

"নাতাশা মায়ের কথায় মাথা নাড়িয়া বলে—"না মা, সে আমি কিছুতেই পারব না, আমার বড্ড কষ্ট হবে—এত ভালো ওর মনটা, খুব চমৎকার লোক কিন্তু।"

"তাহলে তুমি ওকে স্বীকার করে নাও। আর কি, বিয়ের বয়স ত বয়ে যাচ্ছে তোমার—" বলিতে বলিতে তার মায়ের কণ্ঠে বিরক্তি এবং ওষ্ঠে স্নেহের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"না মা—তা কি করে হবে? কিন্তু সত্যি বলছি ওর জন্যে কষ্ট হচ্ছে আমার। আমি কি করে কি বলি বলত?"

"তোমায় কিছু বলতে হবে না, আমি যাচ্ছি, যা হয় আমিই করব।"

"মরে গেলেও বল্‌তে দেবো না তোমায়। আচ্ছা, আমিই বলব, তুমি দোরের পাশে দাঁড়িয়ে শুনো।"

নাতাশা আর দেনিসভ্ যখন কথা বলিতেছিল, সেই সময় নাতাশার মা সরাসরি ঘরের মধ্যে আসিয়া কোনো ভূমিকা না করিয়া বলিলেন যে, দেনিসভ-

এর প্রস্তাবে তিনি খুশী হইয়াছেন, কিন্তু তবু নাতাশা নেহাতই ছেলেমানুষ বলিয়া তিনি এ বিবাহে মত দিতে পারিতেছেন না।

তাঁহার কথা শুনিয়া দেনিসভের মুখে কথা সরিল না, সে অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলিল—"কাউণ্টেস্, আমার ভুল হয়েছে, অন্যায় করেছি আমি।"

একটু থামিয়া অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে আবার সে বলে—"কিন্তু আমি আপনার মেয়েকে পূজা করি। আপনাদের সবাইকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি।" বলিয়া সে এমন ভাবে চাহিল যে সহসা দেখিলে মনে হয় এই পরিবারটির জন্য সে অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারে। এ যেন তার অন্তরের কথা, এ তার স্পষ্ট বক্তব্য।

নাতাশা দেনিসভের এই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে—সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, তার লঘু কিশোরী-দেহের প্রতি শিরা যেন বেদনায় মূর্ত্ত, অধীর।

কাউণ্টেসের গম্ভীর মুখের পানে চোখ পড়িতেই দেনিসভ্ স্তব্ধ হইয়া গেল। সংক্ষেপে বিদায় সম্ভাষণ শেষ করিয়া ঘর হইতে দেনিসভ্ বিচলিত ভাবে বাহির হইয়া গেল। কি জানি কেন যাইবার সময় সে নাতাশার পানে একবার চোখ তুলিয়াও চাহিল না।

পরদিন সকাল হইতে দেনিসভ্কে নিকোলাসের সঙ্গে কাটাইতে হইল—কিন্তু মস্কাউতে আর একতিলও তার থাকিতে ইচ্ছা নাই, সম্ভব হইলে এই মুহূর্ত্তে সে চলিয়া যাইত। কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে একটা বিদায় পর্ব্ব এবং ভোজের আয়োজন আগে হইতে ঠিক হইয়া আছে কাজেই এই সময়টা থাকিতেই হইবে।

দিন তিনেক পরে দেনিসভ্ যাত্রা করিল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। কিন্তু নিকোলাস্কে থাকিয়া যাইতে হইল। কারণ তার বাবা এখনও পর্য্যন্ত ৪৩০০০ টাকার কোনো সুরাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

সে দিন-পনেরো বাড়ীতে কাটাইয়া দিল। তারপর একদিন দলোগভের ধার শোধ করিয়া কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল।

পিটার মস্কাউ ছাড়িয়া পিটারস্‌বার্গে যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল; পথে এক বিশ্রামাগারে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ হইল। পিটারকে দেখিয়াই তিনি চিনিয়া ফেলিলেন এবং দেখা গেল যে তাহাদের পারিবারিক কলহের কথা সে ভদ্রলোকের কিছুই জানিতে বাকী নাই। কথায় কথায় প্রকাশ পাইল যে তিনি 'মুক্তি-দূত' নামক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট সভ্য। সবে তিনি আলাপ জমাইবার জন্য দু-একটা কথা শুরু করিয়াছেন অমনি পিটার তর্ক জুড়িয়া দিল। সে চিরকালের ঘোর নাস্তিক, প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঈশ্বরের সৃষ্টি মহিমা লইয়া একটা কথা তুলিতেই সে প্রতিবাদ করিল সবেগে মাথা নাড়িয়া। কিন্তু ভদ্রলোকও সহজে ছাড়িলেন না,—তাঁর বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য এবং প্রশান্ত ভাবভঙ্গি তাঁর কথাবার্ত্তায় অনেকখানি সহায়। প্রথম দিকে কথা কাটাকাটি করিলেও পিটার শেষ পর্য্যন্ত মনে মনে ভদ্রলোকের যুক্তি মানিয়া লইল। বিশেষ করিয়া তিনি যখন বলিলেন যে, পিটার নিজের পুরুষকারকে বড় করিয়া দেখিতেছে বলিয়াই আজ তার এত অশান্তি, তার পরিবর্ত্তে সে যদি পরমেশ্বরকে স্বীকার করিয়া তাঁর হাতে ভাগ্যের সব ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইত তবে শান্তি, স্বস্তি সবই সে পাইতে পারিত। তিনি ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "ঈশ্বরকে শুধু মন দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত দিয়ে সারাজীবন ধরে সেই পরম সত্যকে অনুভব করবার সংকল্প থাকা চাই। আমাদের মন নির্ম্মল নয় তাই তাঁকে দেখবার দৃষ্টি আমরা পাই না। জীবন-ভোর সাধনা করলে সেই মলিনতার মুক্তি, তার মানেই দিব্যদৃষ্টি। সেই দিব্যদৃষ্টি পরমেশ্বরকে উপলব্ধির পথে সহায়ক।" কথাটা অন্যসময় শুনিলে কি মনে হইত বলা যায় না, কিন্তু আজ এই অবস্থায় এই নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে তার হৃদয়ে দাগ কাটিয়া গেল। তার মন যেন এই কথাগুলির মধ্যে কোথায় আশ্রয় খুঁজিতেছে। ··· শেষে স্থির হইল যে পিটারস্‌বার্গে গিয়া পিটার এই 'মুক্তি-দূত' সম্প্রদায়ে যোগ দিবে। এখন তার জীবনের একমাত্র কাম্য শান্তি—সে শান্তি যেমন করিয়া হোক চাই।

পিটারস্‌বার্গে পৌঁছিয়া সে কাহারও সঙ্গে দেখা করিল না, সারাদিন নিজের ঘরে বসিয়া বই পড়িয়া কাটাইয়া দিল—এ বইখানি পথে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক দিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময় সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। সেখানে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরিয়া নানাপ্রকার আনুষ্ঠানিক পর্ব্ব সম্পাদনের পর অবশেষে তাহাকে দলের একজন সভ্য করিয়া লওয়া হইল। সভ্যদের মধ্যে অনেকেই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন—তাঁরাই পরীক্ষক, অদ্ভুত রকমের সব পরীক্ষার পদ্ধতি।

পিটার যখন বাড়ী ফিরিল তখন সে যেন অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে। তার মনে হইতেছে যে পিছনে ফেলিয়া আসা জীবনের সঙ্গে আজ যেন তার আর কোনো যোগ নাই। হেলেনকে সে যেন ভুলিয়া গিযাছে—কোনোদিন তার সঙ্গে হেলেনের কোনো সম্পর্ক ছিল কি না কে জানে!

যদিও পিটার কাহাকেও নিজের উপস্থিতির কথা জানায় নাই, তবু সেইদিন রাত্রে অকস্মাৎ তাহার শ্বশুর একেবারে তার পড়ার ঘরে আসিয়া হাজির হইলেন এবং সোজাসুজি জামাতাকে বলিলেন,—"হঁা বাবা, এসব কি শুন্‌ছি? তুমি মস্কাউতে কি সব করে এসেছ? হেলেনের সঙ্গে এরকমভাবে ঝগড়াই বা হ'ল কেন? হাজার হ'লেও তুমি ছেলেমানুষ, আমার মনে হচ্ছে তুমি হেলেনকে ভুল বুঝেছ। আমি বেশ বুঝতে পারছি এটা ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। হেলেন আমার সেরকম মেয়েই নয়। আর যদি তেমন কিছু হয়েছে বলে মনে হয়েছিল তোমার, আমায় বাপু একটা খবর দিলেই সব ল্যাঠা চুকে যেত। আমি ভালো করেই জানি এ ঝগড়ার সবটাই ফাঁকা—যাক্‌গে, তুমি এখন হেলেনকে চিঠি দাও, সে এখানে চলে আসুক—সব গোলমাল মিটে যাবে তারপর।" বলিয়া প্রিন্স বাসিল একবার জামাতার পানে চাহিয়া হাসিলেন।

কিন্তু পিটারকে কথা বলিবার ফুরসৎ না দিয়া আবার শুরু করিলেন—"একবার ভেবে দেখ দেখি, তুমি এখানে আর হেলেন মস্কাউতে,—লোকে কি ভাবছে। কারুর কি আর বুঝতে বাকী থাকবে এমন ভাবে চল্‌লে! চারিদিকে একটা টি-টি পড়ে যাবে—আমিই বা সমাজে মুখ দেখাই কেমন করে, আর তারই বা কি অবস্থা! একবার ভেবেছ কি সেকথা? আমার ত বেঁচে থাকাই

দায় হবে এরপর ! ·শেষকালে আমার কথা না শুনলে তোমায় অনুতাপ করতে হবে, এই বলে দিলাম। এখনও সময় আছে। হেলেনকে আবার রাজমাতা একটু বেশী স্নেহ করেন, বেশি হৈ-চৈ হলে তিনিও ছেড়ে দেবেন না সহজে।··· কিছু না বাপু, তোমরা ছেলেমানুষ, ও-বয়সে একটুতেই রাগারাগি হয়েই থাকে, তাই বলে কি চিরদিনের মনোমালিন্য করে তুলতে হয়। কত দেখলাম এই জীবনে—এ রকমটা হয়েই থাকে আবার শেষে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন চলে।"

পিটার এর মধ্যে কতবার চেষ্টা করিয়াছে বাসিলকে নিরস্ত করিবার, কিন্তু সে পারে নাই। সে কিছুতেই ভাবিয়া পায় না কেমন করিয়া ভদ্রভাবে সংযত ভাষায় তাহার মনের কথা বলা যায়। একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া টেবিলের সামনে আগাইয়া গিয়া আবার ফিরিয়া কৌচের উপর বসিয়া পড়িল সে, কিন্তু ভাবিয়া পাইল না হঠাৎ বাসিলের এই বাক্যস্রোতকে থামাইতে গেলে কি বলা যায়। সে আবার মনে মনে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

প্রিন্স বাসিল যখন আবার বলিলেন—"তাহ'লে তুমি লিখছ ত ? আমায় কথা দাও যে লিখবে।"

বাসিলের কথা শেষ হইবার আগেই পিটার চাপা রাগে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল—"প্রিন্স, আমি আপনাকে ডেকে পাঠাইনি·· কারুর পরামর্শ চাই না আমি, আপনি যান।" তারপর দরজা খুলিয়া ধরিয়া বলিল, "চলে যান আপনি।"

বাসিল সহসা এই আচরণে যেন ভয় পাইয়া গেলেন—"তোমার কি কোনো রকম অস্বস্তি হচ্ছে—শরীর খারাপ করছে বাবা ?"

পিটার আবার বলিল—"আপনি বেরিয়ে যান বলছি।" বলিতে বলিতে পিটারের হাতটা কাঁপিতে লাগিল, কথা বলিবার সময় কণ্ঠস্বরও কাঁপিতে লাগিল।

এরপরও সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস কাহারও থাকে না। প্রিন্স বাসিল যেকথা জানিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তার জবাব না লইয়াই চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। অথবা জবাব পাইয়াই গেলেন বোধ হয়।

এই ব্যাপারের দিন-সাতেক পরে পিটার চলিয়া গেল মফঃস্বলে তাহার মহালগুলি দেখিবার জন্য। এবারে সে সমস্ত মহাল নিজে দেখিবে এবং প্রজাদের দুঃখকষ্ট মোচনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ওই অঞ্চলে মুক্তি-দূত দলের যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কাছে পিটারের পরিচয়পত্র দিলেন এখানকার সভ্যেরা। তাঁরা বিদায়ের সময় বলিলেন, সময়মত তাঁরা সবাই চিঠিপত্র দিবেন। যাইবার সময় পিটার মোটা টাকা দিয়া গেল দান-সম্প্রদায়ের হাতে সত্রের জন্য।

আজকাল 'ডুয়েল'-লড়াই আইন অনুসারে দণ্ডনীয়,—সম্রাটের কড়া হুকুম আছে, যাহারা লড়াই করিবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। অবশ্য পিটারদের এ ব্যাপারটা লইয়া বিশেষ কোন গোলমাল হয় নাই। কিন্তু পিটার ও হেলেনের মনোমালিন্যের কথাটা বাতাসের আগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

অভিজাত সমাজে এককালে পিটারকে সবাই কৃপার চোখে দেখিত—যখন তার একমাত্র পরিচয় ছিল 'জারজ'। তারপর সুদিন আসিল, সবাই তাহাকে খাতির করিতে শুরু করিল—যাহাদের বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল তাহারা ত পিটারকে সম্ভব হইলে মাথায় করিয়া নাচে এমন ভাব দেখাইতে আরম্ভ করিল। আর যখন সে হেলেনকে বিবাহ করিয়া বসিল, তখন হইতে পিটার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া মাথা ঘামানো ছাড়িয়া দিয়াছিল সবাই। কিন্তু আজ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের কথাটা প্রচারিত হইল তখন অনেকেই ছি-ছি করিল।

কাজেই পিটারস্বার্গ ছাড়িয়া পিটার চলিয়া যাইবার পর যখন হেলেন মস্কাউ হইতে রাজধানীতে আসিল তখন সকলে তার দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া একটু বেশি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। হেলেনকে সবাই ভালোবাসে। অবশ্য এই নিন্দাবাদীরাও হেলেনের দিক হইতে কেহ কোন উৎসাহ পাইত না, কোনোখানে যদি প্রসঙ্গক্রমে তার স্বামীর কথা উঠিত তাহা হইলে হেলেন গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া থাকিত। পিটার সম্বন্ধে কোনো আলোচনাতেই সে যোগ দিত না।

তার গাম্ভীর্য্য যেন আত্মমর্য্যাদাকে রক্ষা করিত।

হেলেনের পিতা একটু স্পষ্টবাদী। তিনি মোটেই চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, সুযোগ পাইলেই বলিতেন তিনি—"আমি বরাবর বলে এসেছি, মাথায় ছিট্ আছে ও ছোক্‌রার।"

আনা শেরর কিন্তু কৃতিত্বটা ছাড়িতে চান না, তিনি বাধা দিয়া বলেন, "প্রিন্স মাফ করবেন, আমিই সব আগে বলেছি—পিটার যখন বিদেশ থেকে ফিরে এলো, তখনই আমি আপনাকে বলেছিলাম, মনে নেই? এ বিয়েটাও আমার ঠিক ভালো লাগে নি।"

এসব আলোচনা আনা পাউলোভ্‌না শেররের বাড়ীতেই হইয়া থাকে। আনা আগেকার মত এখনও নিয়মিতভাবে নিজের বৈঠকখানায় আড্ডাটা বজায় রাখিয়াছেন। এখানে আসেও সবাই—কারণ রাজনীতি, যুদ্ধের গতি, এসব সম্বন্ধে এই আড্ডায় যেমন আলোচনা হয় এমনটি আর কোথাও হয় না। তাছাড়া প্রায় রোজই এক-আধজন নূতন অতিথি সমাগম হইয়া থাকে যাহাদের কাছে নূতন নূতন খবর পাওয়া যায়। এই আড্ডাটি এককথায় 'পলিটিক্সের থার্মোমিটার' বা আভিজাত সমাজের কাছে যুদ্ধবিগ্রহের সংবাদ পাইবার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য স্থান।

সেদিন এই আড্ডায় নূতন অতিথি হিসাবে বোরিস আসিয়া জুটিয়াছে। সে সদ্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজদূত হইয়া আসিয়াছে এখানে। এখন সে একজন উঁচুদরের কর্ম্মচারী। তার মায়ের চেষ্টা এবং তার নিজের কৃতিত্বে আজ সে অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে। চাকুরীতে উন্নতি করিতে গেলে কার্য্যদক্ষতার দরকার হয় না, এই অল্পদিনেই সেটুকু অভিজ্ঞতা হইয়াছে তার। উন্নতি করিতে গেলে সর্ব্বদা ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার এবং মূল্যবান পোশাক পরিয়া নিজের চেয়ে উঁচুদরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে হয়, পথেঘাটে সস্তার গাড়ীতে ঘোরাফেরা মোটেই ঠিক নয়—এই ধরণের কতকগুলি অতি মূল্যবান তথ্য সে নিজের বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে পারিয়া মানিয়া চলে। এখানে আসিয়াও বোরিস সব সময় তার চেয়ে উঁচুদরের সমাজে ঘোরাফেরা করিতেছে। তখন তার মনে পড়ে না নাতাশার সঙ্গে বাল্যপ্রণয়ের পুরাতন কথা। এবারে আসিয়া একদিনও সে নাতাশাদের বাড়ী দেখা করিতে যায় নাই। কিন্তু আজ আনার

বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পাইবামাত্র হিসাব করিয়া দেখিয়াছে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে।

সে আসিয়া আলাপ-পরিচয় পর্ব্ব শেষ করিয়া হেলেনের পাশে গিয়া বসিল এবং আলোচনায় যোগ দিল। যেহেতু সে টাটকা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিয়াছে, তার কথা সবাই মনোযোগ দিয়া শুনিতেছে। সে অল্প কথায় সীমান্তের কতকগুলি খবর দিল,—খবর বলাটা তার কাছে বড় কথা নয়, তার উদ্দেশ্য সকলের কাছে নিজেকে সুপরিচিত করা। তার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল—সবাই তার কথা ঝুঁকিয়া পড়িয়া যেন গিলিতেছে। হেলেন ত শেষকালে তাহাকে নিজে যাচিয়া অনেক কথা শুধাইল—"আপনি এরপর কোথায় যাবেন·· প্রাশিয়ার এই দুরবস্থা ·" এমন কি প্রাশিয়ার দুর্দ্দশার জন্যও সে উদ্বেগ প্রকাশ করিল। হেলেনের পক্ষে এটা নূতন—রাজনীতি লইয়া কথা বলা তার স্বভাব-সঙ্গত নয়।

বিদায় লইবার আগে হেলেন তার স্বভাবসুলভ হাসি হাসিয়া বারবার করিয়া বোরিসকে তার বাড়ী যাইবার জন্য অনুরোধ করিল—"আপনি আমার বাড়ী যাবেন, যাবেন ত? মঙ্গলবার আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। আচ্ছা বেশ, —আমি থাকব।"

যাইবার সময় সে আবার বোরিস্‌কে বলিল—"এই মঙ্গলবার যাবেন—ভুল না হয় যেন।"

বোরিসও উৎসাহিত ভাবে যাইবে বলিয়া সম্মত হইল।

সে যথারীতি মঙ্গলবার হেলেনের সুসজ্জিত বৈঠকখানাঘরে গিয়া দেখিল একঘর লোক বসিয়া আছে। সে তার মধ্যে গিয়া চুপচাপ কিছুক্ষণ বসিয়া শেষ কালে কিছু না বলিয়াই উঠিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে কাউণ্টেস্ হেলেন তার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা বলে নাই।

তাহাকে উঠিতে দেখিয়া হেলেন বিদায় সম্ভাষণ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "কালকে আপনি আসবেন, এখানে আপনার খাবার নেমন্তন্ন রইল।" হেলেন তরুণ যুবকের সঙ্গে কথা বলিবার সময় বোধ হয় জীবনে এই প্রথম তার স্বভাব-সুলভ হাসিটি হাসিতে ভুলিয়া গেল।

এমনি ভাবে বোরিস কাউন্টেস হেলেনের বাড়ীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িল।

পিটার শহর ছাড়িয়া যাইবার সময় তাহার 'নূতন জীবনের' পথপ্রদর্শক বন্ধুদের কাছে সব বিষয়ে পরামর্শ করিয়া তাহাদের উপদেশ লইয়া যাত্রা করিয়াছে। তাহার এই ধর্ম্মজীবনে যে অনুপ্রেরণা জাগিয়াছে তা বড় সামান্য নয়—কোনোদিন সহজ, সাধারণ এবং সামান্য কোন কিছু পিটারের মাথায় আসে না। তাই 'মুক্তি-দূত' সম্প্রদায়ে যোগ দিবার পর হইতে সব সময় তার মনে হইতেছে যে এমন একটা কিছু করা চাই যা হবে অসামান্য, যা হবে সত্যকাব জনহিত। প্রথমেই সে স্থির করিল যে তার জমিদারীতে কৃষকদের স্বাধীনতা দিতে হইবে—তারাও ত মানুষ, মানুষ হইয়া তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা পিটারের মত জনসেবকের মোটেই ঠিক নয়। আরও একটা সংকল্প তার আছে,—নাবালক এবং মেয়েদের বাধ্যতামূলক পরিশ্রমের হাত হইতে মুক্তি দিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা, স্থানে স্থানে হাসপাতাল, অতিথিশালা স্থাপন করাও বিশেষ প্রয়োজন। এগুলি না হইলে মানুষ বাঁচিবে কি করিয়া!

জীবনে এই প্রথম পিটার জমিদারী পরিদর্শনে আসিয়াছে। কাজেই তার এইসব গ্রাম্য নায়েব-গোমস্তাদের সঙ্গে পরিচয় মোটেই নাই। এদের সরল, সহজ গ্রাম্য জীবনযাত্রার সঙ্গে তার আদর্শের এই বড বড় প্রস্তাবের একদম যোগ নাই,—তারা জনহিত বলিতে কি বোঝায় কোনোদিন জানে না। এখানে পা দিয়া জমিদার মহাশয় যখন এইসব হেঁয়ালী কথা বলিতে লাগিলেন তখন তাদের একদল প্রথমেই ধরিয়া লইল যে, বড়বাবু খুব চটিয়া গিয়াছেন। তারা অমনি ঘাড় নোযাইয়া বিনীতভাবে বলিল, বড় ভুল হইয়াছে, এবার হইতে প্রভুর ইচ্ছা এবং আজ্ঞা যথাযথভাবে তাহারা পালন করিবে। আর একদল, যারা কিছুই বোঝে না বা বুঝিতে চায় না, শুধু শুনিয়া খালাস, তারা শুনিল এবং চুপ করিয়া থাকিল।

অবশেষে এই জমিদারীর প্রধান কর্ম্মচারী বুঝাইয়া দিল যে এইসব জন-হিতকর কাজ করিতে গেলে অমুক বাগান বিক্রয় করিতে হইবে নহিলে ব্যয়

সঙ্কুলান হইতে পারে না। আর নূতন বৎসর না আসিলে খরিদ-বিক্রয় সম্ভব নয়—তারও আগে বেশি দরকার জমিদারীর আয়-ব্যয়-স্থিতির হিসাবটা ভালো করিয়া দেখা।" কিন্তু পিটার কোনো দিনই হাতে-কলমে কাজ করিতে অভ্যস্ত নয় বা করিতে চায় না, সে মুখে বড় বড় কথা বলে, পরিকল্পনা সম্বন্ধে গরম গরম আলোচনা করাই তার স্বভাব।

সুযোগ পাইলেই সে গভীরভাবে যখন পরিকল্পনার ছক বুঝাইবার চেষ্টা করে তখনই নায়েবটি মাথা চুলকাইয়া বলে—"সব ঠিক হয়ে যাবে, আপনি যদি একবার হিসেবটা দেখে দেন, তারপর ও-সব করতে আর ক'দিন!"

অগত্যা পিটারকে হিসাব দেখিতে হয়। এ কাজটা তার এতটুকু ভালো লাগে না। কাজে হাত দেওয়া এক জিনিস আর হাতে-কলমে কাজ করা অন্য কথা—পিটার হিসাব-নিকাশ লইয়া মাথা ঘামাইয়াও বিশেষ কোনো সুরাহা করিতে পারিল না। আয়-ব্যয়-স্থিতির হিসাব আগেও যেমন ছিল এখনও সেই রকমই রহিল। শেষে এই মহাল হইতে অন্য মহালে যাইবার সময় আব একবার তাহার সংস্কারমূলক নির্দ্দেশগুলি পুনরাবৃত্তি করিল এবং আমলা কর্ম্ম-চারীরাও সমস্বরে বলিল, "আজ্ঞে, সে সব ঠিক হয়ে যাবে, হুজুরের হুকুমে আমরা জীবন দিতে পারি।" এখানে বসিয়া সে প্রত্যেক মহালে নিজেব জনহিতকর সংকল্পের কথাটা পত্রযোগে প্রচাব করিয়া দিল।

এরপর পিটার যে মহালে গেল সেখানে প্রজাবা জমিদারের সৌজন্যে একদিন নাচগানেব ব্যবস্থা করিল। এখানে পিটারের দু'একজন পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। তারপর কেমন করিয়া আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া দিনেব পব দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল সে কথা পিটার একবার ভাবিবারও অবসর পাইল না। তার সেই চিরাচরিত পানভোজন আর আলস্যের আর একটা অধ্যায় এখানে নূতন পটভূমিকায় রচিত হইল। মাঝে মাঝে যখন তার মনে হইত যে, সে এখন ব্রতচারী, তার কর্ত্তব্য এই নূতন জীবনের বিচিত্র কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া নিজেকে বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত করা, জীবনকে সার্থক করা—তখনই সে নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিত যে ব্রতের সম্পূর্ণটা এখন পালন না করিলেও আংশিকভাবে ত সে করিতেছে, কারণ ব্রতের একটি প্রধান

অঙ্গ 'প্রতিবেশীকে আপনার করিয়া লও।' সে ত এখানকার মানুষগুলিকে আপনার আত্মীয় করিয়া ফেলিয়াছে, তাদের আনন্দও দিতেছে। এ-ও ব্রতের অঙ্গ।

পিটার যেখানে যেখানে গেল জমিদারী দেখিতে, তার অধিকাংশ স্থানেই দেখিল প্রজারা আশানুরূপ সুখেই বসবাস করিতেছে। কোথাও বা গ্রামের স্ত্রীলোকেরা প্রত্যেকে নিজেদের শিশু কোলে করিয়া জমিদারের দরবারে সমবেত ভাবে আসিয়া ধন্যবাদ দিয়া গেল—"আপনার দয়ায় আমাদের দুঃখ ঘুচেছে—আমরা খামারের কাজ থেকে রেহাই পেয়েছি, কোলের বাছাদের কোনো কষ্ট নেই।" আবার কোথাও বা গ্রাম্য 'প্যারিসের' পুরোহিত একদল বালককে লইয়া জমিদারের কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—"হুজুর, আপনার আশীর্ব্বাদে এ তল্লাটের সব ছেলে মেয়েদের বিনা পয়সায় লেখাপড়ার সুব্যবস্থা হয়ে গেছে।" অনেক জায়গায় গ্রামের লোকেরা আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল—"আজ্ঞে হাসপাতালের কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছে, এখন আপনি না দেখলে উদ্ধার হয় না।" আসলে হয়ত হাসপাতাল তৈরী শেষ হইয়া গিয়াছে বহুদিন আগে, গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরা ব্যয় বহন করিয়াছে, তবু এই সাহায্য প্রার্থনা করিয়া জমিদারকে খুশী করা হইল। যে গ্রামের মেয়েরা ছেলে কোলে করিয়া হাসিমুখে জানাইয়া গেল যে তাদের বাধ্যতামূলক পরিশ্রমের হাত হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, সে গ্রামের চাষীদের ঘরের মেয়েদের মোটেই পরিশ্রমের হাত হইতে রেহাই দেওয়া হয় নাই। যাহারা আসিয়াছিল তারা গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে, তাদের ওই জাতীয় শ্রম করিতে হয় না কোনোদিনই। বস্তুতঃ চাষীদের ঘরের মেয়েদের আগের চেয়ে এতটুকু কম খাটাইবার বন্দোবস্তই হইবে না। আর যে গুরুমহাশয় বিনা পয়সায় ছেলেদের পড়াইবার ভার লইয়াছেন বলিয়া গেলেন, খোঁজ করিলে দেখা যাইবে যে ওই ছেলেগুলির মা-বাপের কাছে ষোলআনা পারিশ্রমিক আদায় করিতে গুরুমহাশয় মোটেই ভুল করেন না।

কিন্তু অত তলাইয়া দেখিবার দৃষ্টি পিটারের নাই, সে দেখিল তাই বিশ্বাস করিল এবং এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল—"এত সহজে ভাল কাজ করা যায়

এর আগে কে তা জান্‌ত। আমরা প্রত্যেকেই ইচ্ছা করলে কত ভালো ভালো কাজ করতে পারি কিন্তু এ নিয়ে আমরা কতটুকুই বা মাথা ঘামাই! আমি এবার থেকে শুধু জনমঙ্গলের দিকেই মন দেবো।”

পিটার যে ধারণা লইয়া চলিয়া আসিল তার বিন্দুমাত্র কার্য্যে পরিণত হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। তার কৃষক-প্রজাদের দুঃখের ভার কোনো দিক দিয়াই লঘু হইল না—ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্তি পাওয়া ত দূরের কথা, যেসব আমলা-কর্ম্মচারী মুখে মনিবের সকল আজ্ঞা পালনে স্বীকৃত হইল, তারা ভালো করিয়াই জানে যে মনিব জীবনে আর খোঁজ করিবে না সে সম্বন্ধে।—আজিকার এই জনহিতব্রত বড় লোকের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়।

সে যাই হোক, পিটার নিজের অন্তরে যে আত্মতৃপ্তি পাইল, মিথ্যার উপর তাহার ভিত্তি হইলেও সেটা মিথ্যা নয়। ফিরিবার পথে তাহার পুরাতন বন্ধু এণ্ড্রুর কথা মনে পড়িয়া গেল। একটু ঘুরিয়া গেলেই এণ্ড্রুর সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়া যায়। সে স্থির করিল যে এণ্ড্রুর কাছ হইয়াই যায়।

লিশার মৃত্যুর পর বল্‌কন্‌স্কির পরিবারে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে সব দিক দিয়া।

যে সময় নাপোলেঁঅঁর সঙ্গে যুদ্ধটা আরও জটিল হইয়া পড়িল, তখন রাশিয়ায় প্রত্যেক পল্লীতে সেনাবাহিনী গঠনের কাজ শুরু হইয়া গেল। আস্তে আস্তে রাশিয়ার সীমান্তের দিকে যুদ্ধ আসন্ন হইয়া পড়িতেছে। ঠিক এই সময়ে স্বয়ং সম্রাট প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কিকে সেনাগঠনের কাজে একজন প্রধান কর্ত্তা করিয়া দিলেন। যেহেতু সম্রাট এই দায়িত্ব নিজে হাতে দিয়াছেন সেহেতু বৃদ্ধ বিশেষ আপত্তি করিলেন না: তাঁহার আপত্তি না করিবার আর একটা কারণ এই যে, ইদানীং বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া শরীর খারাপ হইয়া যাইতেছে এবং মেজাজটাও কেমন খিট্‌খিটে হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। এই সব ভাবিয়া তিনি কাজটা লইলেন।

হঠাৎ বৃদ্ধ প্রিন্স তরুণ যুবকের মত কাজের মানুষ হইয়া পড়িলেন—তাঁর সব কাজেই সময়ের এতটুকু এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের উপরও শাসন খুব কড়া।

এক কথায় প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি তাঁর যৌবনের খ্যাতি অটুট রাখিলেন এই বার্দ্ধক্যেও। ওদিকে অস্‌টারলিজের ব্যাপারের পর প্রিন্স এণ্ড্রুর আর যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোনো কাজ করিবার ইচ্ছা নাই, ভালোও লাগে না তার। সে আর পল্লীর শান্তিময় জীবন ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চায় না। পিতা লইলেন পুত্রের কার্য্যভার, লইয়া উঠিলেন তরুণের মত কর্ম্মঠ—আর অল্পবয়সে এণ্ড্রু অবসর গ্রহণ করিল বাহিরের কোলাহল হইতে। আজকাল সে সব সময় লিশিগোরিতে থাকে না—তাব বাবা তাহাকে যে জমিদারী দিয়াছেন সেখানেই থাকে। পাছে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হয় এই আশঙ্কায় এণ্ড্রু তাহার পিতার অধীনে নামেমাত্র একটা চাকুরী লইয়াছে।

মেরিয়ারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজকাল মেরিয়াকে বীজগণিতের অঙ্ক লইয়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে হয় না, বাবার চাকুরী হওয়ার পর হইতে তার ছুটি মিলিয়াছে। কিন্তু এখনও রোজ সকালে নিয়মিতভাবে বাবার ঘরে যায় সে ঠিক আগেকার সময়েই—। এখন সে তার ভাইপোকে কোলে করিয়া যায়। বৃদ্ধ তাঁহার নাতিকে খুব আদর করেন। এই শিশুটিকে মানুষ কবিতেছে মেরিয়া নিজেই। তাঁহার জীবনে এই নবাগত শিশুটি অনেকখানি কাজ বাড়াইয়া দিয়াছে—সে কাজ আনন্দের, তার মধ্যে তৃপ্তির অবকাশ আছে। সে আজকাল খোকাকে লইয়া ব্যস্ত থাকে।

১৮০৭ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে প্রিন্স একটা সফরে বাহির হইলেন। এণ্ড্রুও সেই সময়ে লিশিগোরিতে আসিল কয়েকদিন থাকিবার জন্য। আজকাল সে তার বাবাকে এড়াইয়া চলে, তিনি বাড়ী থাকিলে সাধারণত জমিদারীতেই থাকে সে।

এণ্ড্রু এখানে আসিবার পরই তার ছেলেটি অসুখে পড়িয়াছে। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। মেরিয়ার অকর্ম্মণ্যতার জন্য বার বার সে বকাবকি করিতেছে। মেরিয়া যত বলিতে চায় যে, ব্যস্ত হইবার কিছু নাই, সামান্য

সর্দি-জ্বর হইয়াছে, দু'-একদিনের মধ্যেই সারিয়া যাইবে,—ডাক্তার আইভানিচ্‌ও বলিয়াই দিয়াছেন সেকথা; এণ্ড্র্‌ ততই বিরক্ত হইয়া বলে—"যেমন তুমি, তেমনি তোমার আইভানিচ্‌—এতটুকু বুদ্ধি যদি কারও থাকে।"

একদণ্ডও সে ছেলের কাছ-ছাড়া হয় না। আজ পরপর দু'রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে সে এবং মেরিয়া।

যখন এই রকম উদ্বেগের মধ্যে তাহার প্রতিমুহূর্ত্ত কাটিতেছে সেই সময়ে তার বাবার চিঠি আসিল। তিনি লিখিয়াছেন—"একটা সুসংবাদ দিচ্ছি তোমায়, বেন্নিগ্‌সেন একটা যুদ্ধে নাপোলেঅঁকে হারিয়ে দিয়েছে, পিটারস্‌বার্গে খুব সমারোহ তাই নিয়ে। লোকটা জার্ম্মান বটে তবু তার কৃতিত্ব স্বীকার করব। কিন্তু আমাদের হেণ্ডরিকভ্‌কে নিয়ে আর পারা গেল না, লোকটা অমুক জায়গায় বসে বসে করছে কি?—মালপত্র খাদ্য-খাবার কিছুই যে আস্‌ছে না। তুমি আজই বেরিয়ে পড়, তাব কাছে গিয়ে জানিয়ে দাও যে এক হপ্তার মধ্যে সব মাল ঠিক মত হাতে না পেলে আমি তাকে জবাই করব। এ আমার আদেশ এইটুকু স্মরণ রেখে কাজ করবে।"

এই সঙ্গে আরও একখানা চিঠি ছিল, এণ্ড্র্‌ সেটা ইচ্ছা করিয়াই খুলিল না। বাবার চিঠি পড়িয়া মন খারাপ হইয়া গেল, আপনার মনেই বলিল, "এই অবস্থায় ছেলের অসুখ ফেলে রেখে এখন যেতে হবে কাজে—আমি কিছুতেই তা যেতে পারব না, যা হয় হবে।

রাগে বিরক্তিতে সমস্ত মনটা পিতার উপর বিরূপ হইয়া উঠিল।

খানিক পরে সে দ্বিতীয় চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া খুলিল—এটি লিখিয়াছে বন্ধু বিলিবাইন। কি লিখিয়াছে সে? নিশ্চয় বেন্নিগ্‌সেনের জয়ের খবর—হয়ত সে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছে—"তুমি যতদিন যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলে ততদিন আমরা জিত্‌তে পারিনি আর আজকে রাশিয়ার জয় হ'ল, তুমি কোথায়?"

এণ্ড্র্‌ যাহা আশা করিয়াছিল সে সব কথা মোটেই লেখে নাই বিলিবাইন। এর আগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে রণক্ষেত্রে, সেই সব বিচিত্র ঘটনার চিত্র আঁকিতে গিয়া তার পত্রের প্রতি ছত্রে দেশ-প্রেমের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যদিও সে নানারকমভাবে তার স্বভাবসুলভ রসিকতার অবতারণা করিয়াছে তবু আসল কথাটা অব্যাহতই আছে।

সে লিখিয়াছে—"আমাদের অল্টারলিজের সাফল্যের পর থেকে আমি বদ্‌লি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি এসেছি, তা তো তুমি জানো। আজকাল যে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে রস পাই তা সরকারীভাবে স্বীকার করতে হবে। গত তিনমাসের মধ্যে যা দেখেছি তার এক-আধটা কথা আজ তোমাকে না বলে পারছি না। মানবজাতির মহাশত্রু নাপোলেঁ প্রাশিয়ার দিকে ভর করলেন যখন, তখন আমাদের সেই পরম বিশ্বাসী মিত্রশক্তি (যদিও তিন বছরের মধ্যে মাত্র তিনবার প্রাশিয়া চুক্তিভঙ্গ করেছে) প্রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে লড়াই জুড়ে দিলাম। কিন্তু মানবজাতির মহাশত্রুটি আমাদের আড়ম্বর তোড়জোড় একেবারে অগ্রাহ্য করে অন্যায়ভাবে অনেকরকম অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সরাসরি প্রাশিয়ায় মধ্যে ঢুকে পড়ল—মোটে সময় দিলে না, প্রাশিয়ার তখনও সৈন্য পরিদর্শনের কাজটাও শেষ হয়নি। আরও অন্যায়ভাবে সে পটস্‌ড্যামের প্রাসাদ অধিকার করে বসল।

"অমনি প্রাশিয়ার রাজা তাঁকে লিখলেন, আমার আন্তরিক ইচ্ছা আপনার অনুগত হয়ে থাকবার, তাই প্রাণপণে চেষ্টা করছি আমি যাতে আপনার অভ্যর্থনার এতটুকু ত্রুটী না হয়। আপনি আমাকে মার্জনা করবেন যদি কোনো ত্রুটী হয়ে থাকে।"

"ওদিকে প্রাশিয়ান জেনারেলরা বিনীতভাবে ফরাসী সৈন্যদের যত্ন-আত্তি করতে লেগে গেল, পড়ে রইল অস্ত্রশস্ত্র! আর একজন সীমান্ত রক্ষাকারী জেনারেল লিখলে রাজাকে—ফরাসীরা যদি আমাকে আত্মসমর্পণ করতে বলে তবে আমায় কি করতে উপদেশ দেন আপনি—।"

প্রকাশ থাকে যে এই জেনারেলটির অধীনে দশহাজার সৈন্য আছে।

"এখন দেখা যাচ্ছে যে ক্রমশঃ আমাদের সীমান্তেই যুদ্ধটা এসে ঠেক্‌ছে। আমরা প্রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করছি—তবু মজার কথা এই যে শেষে প্রাশিয়ার সঙ্গেই আমাদের লড়াই বাধল। আমাদের সব তৈরি, কেবল চাই

প্রধান সেনাপতি। এর আগে অস্‌টার্‌লিজের যুদ্ধের ফলে ধারণা হয়েছে যে প্রধান সেনাপতির বয়স যদি আর কিছু বেশী হ'ত তবে ও-যুদ্ধে আমাদের জয় সুনিশ্চিত ছিল। তাই এবারে এমন একজন সেনাপতি খোঁজা শুরু হ'ল যাকে পাল্‌কি করে চলাফেরা করতে হবে। অনেকে মনে মনে ক্যামেন্‌স্কিকে যোগ্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ সেনাপতি এঁচেও রাখল।

"মার্শাল ক্যামেন্‌স্কি এসেই খবরদারী জুড়ে দিলেন সকল কাজে। তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে সকলের ডাক পরীক্ষা করা—কার কোথা থেকে চিঠি এলো এই দেখবার জন্য নিজে হাতে ডাক বিলির বন্দোবস্ত নিয়ে নিলেন। কিন্তু তাঁরও অভিমান হ'ল, কারণ সম্রাট তাঁর শিবিরের অন্য অনেককে চিঠি দেন কিন্তু তিনি প্রধান সেনাপতি অথচ তাঁকে একদিনও একটা কথা লেখেন না। এ অত্যন্ত বিশ্রী এবং অন্যায়। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার জন্য তিনি ভাবলেন সম্রাটের কাছে আবেদন জানাবেন যে, বৃদ্ধ বয়সে কেরানীগিরি করা তাঁর ধাতে সইবে না, দৈনিক কার্য্যতালিকা লিখে পাঠানো ছাড়া তাঁর কোনো কাজ নেই, এটা নিতান্ত কেরানীগিরি ছাড়া আর কিছু নয়; ওটা যে-সে করতে পারে, তার জন্যে আমাকে কেন ডাকা! এসব ভেবেও শেষ পর্য্যন্ত লিখবার সাহস হ'ল না—লিখবার সময় সবিনয়ে তিনি জানালেন—'অনবরত অশ্বারোহণে থেকে আমার শরীর ভেঙেছে—আমি আজকাল সোজা হয়ে বসতে পারি না পর্য্যন্ত। এই বিশাল বাহিনীর গুরু দায়িত্ব আমার উপর দিলে পরিচালনায় অনেক গলদে হবে—। অনেক ভেবে শেষে এই দায়িত্ব আমি একজন উপযুক্ত লোকের হাতে দিয়ে হাসপাতালে আছি। খাদ্যদ্রব্য কিছু নাই, তাকে বলে দিয়েছি যে, যদি খাদ্য-খাবারের অসুবিধা হয় তবে সে যেন সদলবলে প্রাশিয়াতে ফিরে যায়। আমাদের মাত্র একদিনের মত খাদ্য আছে, অনেক দলের আবার তাও নেই। চাষীদেরও সেই অবস্থা। আপনার জবাব না পাওয়া পর্য্যন্ত অথবা আমি যতদিন না সেরে উঠি আমি হাসপাতালে থাকব। আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারছি যে, আর যদি পনের দিন এইভাবে জাঁহাপনার কাছে আমাদের বাহিনী আবদ্ধ থাকে তবে একটি লোকও বাঁচবে না। পরিশেষে আমার প্রার্থনা—আমি বৃদ্ধ, মুক্তি চাই।

আমাকে দিয়ে ত কোনো কাজই হওয়া সম্ভব নয়—। আশা করি এ প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে নিশ্চিন্ত করবেন।'

"এই ভাবে আমাদের বৃদ্ধ ক্যামেন্‌স্কি সম্রাটকে সাজা দিলেন।—কেমন চমৎকার যুক্তি—!

"এরপর নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক—। ক্যামেন্‌স্কি যাব হাতে কার্য্যভার দিয়ে গেলেন তাঁর চাকরী পাকা ক'রে সম্রাট চিঠি দেবেন একথা অনেকেই ধরে নিয়েছে এমন সময় বেন্নিগ্‌সেন একটা যুদ্ধে জয়লাভ করলে—,দ্ধ না করে উপায় ছিল না তাই। সঙ্গে রসদ ছিল না এক দানাও আর হঠাৎ একেবারে শত্রুর মুখোমুখি—। বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করল।—পুল্‌টুস্কের যুদ্ধের বিজয়ী নেতা বেন্নিগ্‌সেনের অনেক আশা ভরসা—তার ধারণা হ'ল সে-ই প্রধান সেনাপতি হবে।

"আসলে পুল্‌টুস্কের যুদ্ধে কে যে জিতেছিল বলা শক্ত—কারণ আমবা অসামবিক বিভাগের লোক সাধারণতঃ জানি যে, যারা যুদ্ধেব শেষে পলায়ন করে তারা পরাজিত কিন্তু এক্ষেত্রে সে কথা খাটে না! যুদ্ধে আমাদের দল পিছন হটে এল কিন্তু সন্ধ্যার সময় সম্রাটের কাছে সংবাদ গেল—'আমরা বিজয়ী'।

"অনেকে আশা করল যে, এই খবর পাবার পর সম্রাট নিশ্চয় নিজের মত বদ্‌লে বেন্নিগ্‌সেনের হাতে কর্ত্তৃত্ব দিয়ে ফেল্‌বেন। এই সময়ে আমাদের বাহিনীর কাজ হ'ল অত্যন্ত অদ্ভুত—মনোভাব গেল বদ্‌লে। আমাদেব এখন লক্ষ্য হ'ল—শত্রুকে পরাস্ত করা নয়, তার সঙ্গে লডাই করা নয অথবা তার কাছ থেকে দূরে গিয়ে নিজেদের বাঁচানো নয়, শত্রুর কথা আমরা ভুলে গেছি একদম, আমাদের প্রধান লক্ষ্য হ'ল ওই কাউণ্টকে জব্দ করা। বেন্নিগ্‌সেনের ভক্তদেব চক্রান্তে ভদ্রলোক ফরাসীদের হাতে বন্দী হ'তে হ'তে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন।... .. এই হচ্ছে আমাদের যুদ্ধের বর্ত্তমান ধারা।

"আরও একটা ঘটনা প্রায় ঘটছে—সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা। আমাদের দ্বিতীয় শত্রু হচ্ছে আমাদেরই একদল সৈন্য। তারা খেতে না পেয়ে মারা যাবার উপক্রম, অবশেষে দেশের মধ্যে লুঠতরাজ জুড়ে দিল, তারা মার-ধোর করে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য। ওরা কিছু মানে না, সুযোগ পেলে আগুন

জ্বালিয়ে দেয় যেখানে সেখানে, অস্ত্রাঘাতে শেষ করে কত প্রাণ—ও অঞ্চলে আর মানুষ নেই বল্‌লেই চলে, হাসপাতালে আর লোক ধরে না, চারিদিকে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। আমাদের শিবিরে দু'বার ওরা হানা দিয়েছিল, একদল সৈন্য দিয়ে সেই বিদ্রোহীদের তাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি সম্রাটের আদেশ এসেছে যে, এই সব অত্যাচারীদের দেখলেই গুলী ক'রে মারতে হবে। কিন্তু এমনি করে সমগ্র বাহিনীর ধ্বংসের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠছে বলে আমার মনে হয়। বিদ্রোহী আজ আমাদের বাহিনীর অর্দ্ধেক লোক। সম্রাটের ও আদেশ মান্‌তে গেলে দেশে যোদ্ধা আর থাকবে না।"

বিলিবাইনের পত্রের শেষ কথা ক'টি পড়িতে পড়িতে তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়া উঠে, সে মুঠার মধ্যে মুড়িয়া চিঠিখানা দলা পাকাইয়া ফেলিয়া দিল। যে জীবনের সঙ্গে তার নিজের কোনো যোগাযোগ নাই, যা সে আজ বহুদূরে ফেলিয়া আসিয়া শান্তি লাভ করিয়াছে, সে জীবনের দিকে এ আকর্ষণ কিছুতেই মানিবে না এণ্ড্রু। ক্ষণেকের এই চিত্তচাঞ্চল্য ক্ষণিকেরই হোক। যোদ্ধার জীবন তার নয়—যেন আর না হয় কখনও। অতীতের দিনগুলি যেন বর্ত্তমানের স্বাচ্ছন্দ্যকে বিড়ম্বিত না করে।...ভাবিতে ভাবিতে এণ্ড্রু দুই হাত দিয়া কপালটা চাপিয়া ধরিল। পরক্ষণে মনে পড়িল তার অসুস্থ পুত্রের কথা। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল সে ছেলের ঘরে যাইবার জন্য।

ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া এণ্ড্রু ঘরে ঢুকিল—পাছে কোনো শব্দ হয়, ছেলের ঘুম ভাঙিয়া যায়।

মেরিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"দাদা!"

সহসা এরকম ভাবে মেরিয়া কেন ডাকিল? পরপর কয়েকদিন রাত্রি জাগরণে, উদ্বেগে এণ্ড্রুর মন অস্থির এবং সর্ব্বদাই শঙ্কিত। মেরিয়া ডাকিতেই ভয়ে যেন পাথর হইয়া গেল সে। তার মনে হইল, বুঝি এখনই মেরিয়া বলিবে যে তার ছেলে আর বাঁচিয়া নাই। সত্যিই কি মরিয়া গিয়াছে? কথাটা জানিবার জন্য এণ্ড্রুর সমস্ত অন্তর অধীর আগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস তাহার নাই, যদি সত্যসত্যই মরিয়া গিয়া থাকে, তবে—। যদি সব শেষ হইয়া গিয়া থাকে তবে আর সে কথা শুনিয়া কি

হইবে !...এণ্ড্রুর মনে হয় যেন কপালে ঘাম জমিয়াছে বিন্দু বিন্দু, মুখটা কেমন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তার এ উদ্বেগ, এ আশঙ্কা কি সত্য ? বারবার মেরিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া এণ্ড্রু বুঝিবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু সাহস হইল না জিজ্ঞাসা করিতে কি সে বলিতে চায়।

সে তাড়াতাড়ি ছেলের দোলনার কাছে আগাইয়া গেল। নাঃ, এই ত নিশ্বাস পড়িতেছে। তবে সে যা আশঙ্কা করিয়াছিল তা ঠিক নয়।

ছেলের অবস্থা ভালোর দিকে যাইতেছে মেরিয়া এই খবর দিবার জন্যই ডাকিয়াছিল তাহাকে। এবারে নাকি খুব তাড়াতাড়ি ও সারিয়া উঠিবে ডাক্তার বলিয়াছে।

দোলনার সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে এণ্ড্রুর ইচ্ছা করে ছেলেটিকে এখনই ছিনাইয়া লইয়া আদরে চুম্বনে ভরাইয়া দেয়। আবার ভয় হয়, যদি অসুখ বাড়িয়া যায়।

ঘুমন্ত শিশুটির পানে চাহিয়া সে ভাবে—"এই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল।"

পিটার আসিয়া হাজির হইল এণ্ড্রুর জমিদারী মহালে। আজ দু'বৎসর পরে তাদের দেখা হইবে– এর মধ্যে কত ঘটনা ঘটিয়াছে, বলিবার কত কথা জমিয়াছে। পিটারের মন যেন এই গ্রামে পা দিয়া এণ্ড্রুকে দেখিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল।

গ্রামখানি ছোট। রাস্তার দুপাশে চাষীদের সারি সারি ছোট ছোট কুটীর, কুটীরগুলি যেখানে গ্রামপ্রান্তে শেষ হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে জমিদার বাড়ীর এলাকার শুরু। এই পথটুকু যেন পিটারের কাছে অকারণে দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে।

এণ্ড্রুর বাড়ীটা ত বেশ সাজানো-গুছানো—ছোট বাসভবন, নূতন তৈয়ারী হইয়াছে, এখনও বাড়ী তৈয়ারীর সব কাজ শেষ হয় নাই। বাড়ীর সামনের পুকুরটার জল চক্‌চক্ করিতেছে সূর্য্যের আলো পড়িয়া—পুকুরটাও খুব বেশি

দিন আগে কাটানো হয় নাই, ওর চারিধারের পাড়ে এখনও ঘাস গজায় নাই ভাল করিয়া।

পিটার গাড়ী হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রিন্স কোথায় ?"

এণ্ড্রুর চাকর তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া ঘরে লইয়া গেল। এণ্ড্রু ভিতরে নিজের ঘরে ছিল। চাকরটা পিটারকে বাহিরের বৈঠকখানায় বসাইয়া মনিবকে খবর দিতে গেল। একটু পরে পিটার শুনিল ঘরের মধ্যে কে যেন কর্কশকণ্ঠে বলিতেছে—"কি চাই ?"

"বাইরে লোক এসেছে আপনার কাছে।"

"অপেক্ষা করতে বল !"

পরক্ষণে চেয়ার ঠেলার শব্দ শোনা যায়। পিটার আর বসিয়া অপেক্ষা করিতে পারে না, সে উঠিয়া সোজা ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল, মাঝপথে এণ্ড্রুর সাম্‌নাসাম্‌নি পড়িয়া দাঁড়াইয়া গেল।

বন্ধুকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া এণ্ড্রু বলিল—"খুব অবাক হয়ে গেছি—খুব খুশী হলাম তোমাকে পেয়ে। বেশ, বেশ।"

পিটার কিন্তু কোন কথাই বলিতে পারে না—তার মুখে কথা সরিতেছে না। এণ্ড্রুর অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়াছে, হয়ত আঘাতও পাইয়াছে ! এণ্ড্রু আর সে এণ্ড্রু নাই, তার কথাবার্ত্তা চালচলন এমন কি চেহারা পর্য্যন্ত বদলাইয়া গিয়াছে !— পিটার অপলক দৃষ্টিতে বন্ধুকে বার বার দেখিতে থাকে। এণ্ড্রু যে পিটারকে অভ্যর্থনা করিল তার মধ্যে অন্তরের যোগ আছে সত্য কিন্তু সে যখন হাসিল তখন পিটারের মনে হইল এ হাসির আড়ালে গভীর বিষাদ গোপন আছে। ঠোঁটের ডগায় হাসি আসিয়া মিলাইতে না মিলাইতে ম্লান বিষণ্নতা স্পষ্ট হইয়া উঠিল কেন ? এণ্ড্রুর চোখের চাহনীর মধ্যে যেন আগেকার সজীব সতেজ উজ্জ্বলতা আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—নিষ্প্রভ, উদাসীন তার দৃষ্টি। এণ্ড্রু যেন শীর্ণ নির্জীব, বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে পিটারের মনে হয়। কপালে কুঞ্চিত বলিরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে—। এই সব দেখিয়া পিটার যেন ভয় পায়। তাহার বন্ধুর এই অবস্থা কেমন করিয়া হওয়া সম্ভব ? সে কিছুই বুঝিতে পারে না।

প্রথমে নানা রকমের আজে বাজে খুচরা খবরাখবর লইয়া অনেকখানি সময় কাটিয়া গেল। আস্তে আস্তে নিজেদের কথা উঠিল পরে। পিটার আপনার সফরের গল্প শুরু করিল। একেবারে খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া সব কথাই সে বলিতেছে। তাহার কথা শুনিতে শুনিতে এণ্ড্রু যেন আরো গম্ভীর হইয়া যায়। নিজের কাহিনী বলিতে বলিতে পিটার তন্ময় হইয়া গিয়াছে সেদিকে এতটুকু দৃষ্টি নাই।

হঠাৎ একসময়ে পিটারেব মনে হয় যে এমনভাবে কেবল নিজের কাহিনী লইয়া বেশি বকা ঠিক নয়, তখন অন্য কিছু লইয়া আলাপ আলোচনা করিবার কথা ভাবিতে গিয়া একবার তার মনে হইল 'মুক্তিদূত দলে'র মতবাদটা এণ্ড্রুকে বুঝাইতে পারিলে ভালো হয়। কিন্তু পাছে এণ্ড্রু তার ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া ঠাট্টা করে এই আশঙ্কায় পিটার আর ও প্রসঙ্গে কথা পাড়িল না।

শেষকালে সে বলিল, "আমি তোমায় ঠিক বলতে পারব না এ ক'মাস কেমন করে কেটেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেই ভালো করে জানি না ভাই।"

এণ্ড্রু বলিল—"হাঁ, তাই দেখছি, তুমি অনেক বদলে গেছো—অনেক বিষয়ে।"

"আব তুমি? তুমি কি ঠিক আগের মতই আছো নাকি? যাক, এরপর কি কববে ঠিক কবেছো তাই বল?"

"কি করব? · আমি কি কবব?" বলিযা এণ্ড্রু সবিস্ময়ে পিটারের দিকে চাহিল, "এই ত বাডী তৈবী কবছি, ইচ্ছে আছে আসছে বছর থেকে এখানেই থাকব।"

"না, না, আমি তা বলছি না,—আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম কি—।"

"আমাব কথায় কাজ কি—বল তোমার কথাই শোনা যাক। কোথায় কি দেখেছো, কোন্ কোন্ মহালে কি কি কাজ করলে ভালো করে বল—"

পিটার যা বলিতেছিল সব কথা এণ্ড্রুর কাছে নূতন নয়, অনেক দিনের মামুলী গল্প বলিয়া মনে হয়। সে মাঝে মাঝে পিটারেব কথার খেই ধরাইয়া দিতেছে।

এণ্ড্ একসময়ে বলিল—"আচ্ছা এবারে আমাদের উঠতে হবে। আমি এখানে কাজকর্ম্ম দেখতে এসেছিলাম, কিন্তু তোমায় ছাড়ছি না, তুমি আমার সঙ্গে বাড়ী চলো, বোনের সঙ্গে তোমার আলাপ হবে সেখানে—সেও তোমারই মত ধর্ম্ম-ঘেঁষা। খুব খুশী হবে ও।"

কথায় কথায় পিটারের বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিতে এণ্ড্ বলিল—"আমি প্রথমে শুনেও অবাক হয়ে গেছলাম।"

"যাকগে চিরদিনের মত সম্পর্ক ত শেষ হয়ে গেছে।" পিটার সংক্ষেপে জবাব দেয়।

"চিরদিনের মত? তা হয় না ভাই।"

"কিন্তু তুমি যদি সব কথা জান্‌তে তবে হয়ত একথা বল্‌তে না। জানো—"

"জানি, সবই জানি—।" এণ্ড্ মাথা নাড়িয়া মৃদু হাসে।

"ভগবানের দয়া অসীম,—নইলে ও ছোক্‌রা শেষ হয়ে যেতো আমার হাতেই। নরহত্যার পাপে পাতক হ'লে অনুশোচনায় জ্বল্‌তে হ'ত কি রকম তাই ভেবে ঈশ্বরকে প্রণাম করি, তিনি আমায় পাপের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।"

"কেন এতে পাপের কি আছে? ক্ষ্যাপা কুকুরকে মারলে কি পাপ হয়, বরং মানুষের মঙ্গল তাতে।"

"কিন্তু মানুষ খুন করা অন্যায়, অপরাধ—" বাধা দিয়া পিটার বলে।

এণ্ড্ হাত নাড়িয়া দৃঢ় প্রতিবাদ করে—"কিসের অপরাধ? ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব মীমাংসায় মানুষ আজও সংশয়াচ্ছন্ন।"

"পৃথিবীর জীবের উপর যে অত্যাচার আমরা করি তা নিশ্চয় অন্যায়।"

বলিতে বলিতে পিটারের চোখ উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে ভাবিল এবারে এণ্ড্‌কে সে যুক্তি তর্কের সাহায্যে নিজের মতবাদ বুঝাইতে পারিবে।

"কে তোমায় বলে দেবে যে এটা অন্যায় ওটা ন্যায়—বিচারের ভার কার উপর?"

"কেন আমরা নিজেরাই ত জানি ভালো-মন্দের পার্থক্য।"

"তা জানি বটে, কিন্তু আমার কাছে যা সাধু বলে মনে হয় অন্যের বেলায়

তা না খাটতেও পারে। আমার মতে মানুষের শান্তির পথে যা বিঘ্ন ঘটায় তাই মন্দ—আমি ত জানি যে, অসুস্থতা আর মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য এই দুটি জিনিস আমাদের মঙ্গলের অন্তরায়। নিজের জন্যই ত বেঁচে থাকা, নিজের আনন্দের দিকে লক্ষ্যই আমাদের জীবনের চরম কথা—।" আর সব এড়িয়ে শুধু ওই একটা ধ্রুব উদ্দেশ্য হওয়াই সত্য কথা শুনিলে মনে হয় এণ্ড্রু যেন পিটারকে পরাস্ত করিবার জন্যই কথাগুলি ভাবিয়া রাখিয়াছিল।

"আত্মত্যাগ, তোমার দেশবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য?" চীৎকার করিয়া পিটার হাত নাড়িয়া বলিল, "না, না, আমি তোমার সঙ্গে এক মত নই। আমি এর আগে তোমারই মত আত্মসর্ব্বস্ব ছিলাম, কিন্তু তাতে শান্তি নেই—কিন্তু আজ আমার ব্রত হ'য়েছে পরের হিতসাধন,—আমি যেদিন পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছি সেদিন থেকে আমার অন্তরে যে আনন্দের ধারা বইছে তা নিজে বুঝতে পারি। আমি তোমায় কোনোমতেই সমর্থন করতে পারব না। একেবারে আত্মকেন্দ্রিক জীবন বলে যা তুমি বোঝাতে চাচ্ছ তা নিজেও ভালো নি ভালো করে।"

প্রিন্স এণ্ড্রুর ঠোটের ফাঁকে বিদ্রূপের হাসি ভাসিয়া উঠে, সে বলে—"আমার বোনের সঙ্গে তোমার খুব মিল আছে এদিক দিয়ে। জানি না, হয়ত তোমার কথাই ঠিক—তুমি যা বোঝো তা তোমার পক্ষে খাটতে পারে। আবার আমার কাছে মনে হয় আমার চিন্তাই আমার অনুকূল। আগে যখন আমি গৌরব, যশ, খ্যাতি, সম্মানের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলাম তখন জীবনের দৃষ্টি ছিল সমাজের কল্যাণের দিকে। দেশের সেবা, দশের মঙ্গল,—কই তাতে আমি শান্তি পাইনি, কিন্তু নিরালায় শুধু নিজেকে নিয়ে যে কটা দিন আছি তাতে পরম শান্তি পাই। অথচ তোমার বেলায় ব্যাপারটা ঘটলো উল্টো।"

পিটার উত্তেজিত ভাবে বলে—"কিন্তু এ যে অসম্ভব, একেবারে একলা,—নিজের ছাড়া আর কারও মঙ্গল-অমঙ্গল সুখ-দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করবে না? এ তুমি বলছ কি? আচ্ছা, তাহ'লে তোমার ছেলে, বোন, বাপ ··· এঁদের?"

"তাঁদের সঙ্গে আমার রক্তের যোগ, যেমন সম্বন্ধ আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

সঙ্গে, তেমনি তাঁদেরও সঙ্গে—তাঁরা আমি ছাড়া আলাদা নন্! আর তুমি যাদের কথা বলছ তারা তোমার প্রতিবেশী, তারা তোমার আপনার কেউ নয়। তোমার আর মেরিয়ার ধারণা বিশ্বপ্রেমের তাবৎ দেশের মঙ্গলের এ আদর্শবাদ স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।"

এণ্ড্রু যে এরকমভাবে তীব্র আক্রমণমূলক কথা বলিতে পারে পিটার মোটেই তা আশা করিতে পারে নাই। সে আরও চঞ্চল হইয়া পড়িল—"তাই ব'লে আমি যদি আমার প্রজাদের উপকার করবার চেষ্টা করি তাতে কি ক্ষতি আছে? আমি যদি তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করি, আরোগ্যশালা ক'রে দিই?—একজন ডাক্তার গ্রামে থাকলে তাদের অসময়ে কত কাজে আসবে,—এ সব করা কি অন্যায়? যারা মানুষ হয়ে নির্য্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছে তাদের যদি মানুষের অধিকার দেওয়া হয় তবে কি সেটা অপরাধ হবে? দিবারাত্র লাঙ্গল চালিয়ে যারা আমাদের আহার্য্যের ব্যবস্থা করছে, তাদের ঘরের মেয়েরাও মাঠে খেটে দিন কাটাবে, শিশুদেরও আমরা খাটিয়ে নেবো—এটা কি তোমার মতে সুবিচার? চাষীকে যদি বাধ্যবাধকতার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে বলি, তার খুশীমত কাজ করতে, তাহ'লে সে বেচারী কিছু বিশ্রাম পায়—মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখবার কোনো ধর্ম্মসঙ্গত যুক্তি নেই। তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের চেতনাবোধ এনে দেওয়া ত মানবসভ্যতার কল্যাণ করা। তাই আমি এসব করেছি। আমি জানি যে, চেষ্টার চেয়ে শক্তি আমার অনেক কম, এই পৃথিবীর আযতনের তুলনায় আমার কাজ নিতান্ত নগণ্য—তার জন্য আমার ক্ষোভ নাই। আমি যতটুকু পেরেছি করেছি এই আমার সান্ত্বনা।"

এণ্ড্রু বলিল,—"তুমি যে রকম ভাবে বল্‌লে সেদিক থেকে দেখলে অবশ্য ওই রকমই শোনায় বটে। আমি বাড়ী তৈরী করছি, বাগানে গাছপালা লাগিয়ে সময় কাটাচ্ছি আর তুমি হাসপাতাল দিচ্ছ, চাষীদের লেখাপড়া শেখাচ্ছ—দুটো দুরকমের খেলা।"

ঠিক এই সময়ে একজন চাষী পথ দিয়া যাইতেছিল, এণ্ড্রুকে দেখিয়া টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

ওই লোকটাকে দেখাইয়া এণ্ড্র বলিল—"তুমি এদের লেখাপড়া শেখানোর কথা বল্‌ছ। অর্থাৎ তুমি এদের পাঁক থেকে উদ্ধার করতে চাইছ। আলোর পথে এনে আদর্শ মানুষ করতে চাও। তুমি কি জানো, ওদের একমাত্র আশ্রয়, আনন্দের সম্বল,—জৈব আনন্দ। যে জ্ঞান ওদের নেই সেই জ্ঞান কেন জাগাবে? আলোতে পথ দেখা যায়—কিন্তু আলো-আঁধারিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে মরতে হয় তা বিশ্বাস কর তো? তবে শোনো, শিক্ষা আর সভ্যতার ছোঁয়া পেলে ওদের আদিম জৈব আনন্দের উৎস যাবে শুকিয়ে—তুমি বঞ্চিত করবে ওদের এইভাবে। যে আমিত্বের কথা ওরা জানে না সেই সম্বন্ধে তুমি ওদের সচেতন করবে। তৃষ্ণা জাগিয়ে দিতে পারো তুমি, কিন্তু পানীয়ের ব্যবস্থা করবে? আমরা পারি আমিত্ব বোধের জ্ঞানকে সচেতন রাখতে, কারণ আমাদের আছে অর্থ সম্পদ। যাদের কেবল পরের জমিতে চাষ করতে হবে তাদের আত্মমর্য্যাদা রক্ষার ত কোনো উপায় নেই।"

'তুমি চাও ওদের শ্রম লাঘব করতে। কিন্তু আমি বলব যে ওদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীই স্বাস্থ্যরক্ষার একমাত্র উপায়। আমাদের যেমন মানসিক পরিশ্রম দরকার, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্ব্বদা কর্ম্মতৎপর রাখা অপরিহার্য্য, তেমনি ওদের শারীরিক পরিশ্রম চাই। আমরা যেমন ওদের মত খাটতে গেলে পারব না, তেমনি ওরা আমাদের মত বিশ্রামের মধ্যে বাঁচতে পারে না। ফলে অবসর পেলে, অধিকার বোধ হ'লে অনায়াসে ওরা সরাইখানাতে গিয়ে মদ খাবে আর অসুখ করে পড়ে থাকবে। কাজেই বিশ্রাম দিয়ে ওদের অপকারই বেশি করা হবে। হাঁ, আর কি বল্‌ছিলে? হাসপাতাল,—ডাক্তার? ওদের একটা কঠিন অসুখ-বিসুখ করলেই মরে যায়। তোমার উদারতায় ডাক্তারের চেষ্টায় হয়ত কাউকে বাঁচানো গেল—কিন্তু তারপর? অসুখে ভুগে মানুষ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। যা'কে বাঁচালে তুমি সেও অকর্ম্মণ্য হয়ে দশবছর বেঁচে থাকল তার পরিবারের গলগ্রহ হয়ে—কেউ তাকে ভালোবাসে না, কারণ সে কোন কাজে আসে না। এ রকম অবজ্ঞাত হয়ে বেঁচে থাকার কি সার্থকতা থাকতে পারে? গরীবের ঘরে যারা খাটে তার

খেতে পায়, কিন্তু যারা দুর্ব্বল তাদের দুর্গতি হয়। কাজেই পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ওদের মৃত্যুই কাম্য।"

এণ্ড্রু যে কথাগুলি বলিল তা সহসা পথে চলিতে চলিতে না ভাবিয়া বলা নয়, এ লইয়া সে বার বার দিনের পর দিন ভালো করিয়া চিন্তা করিয়াছে।

পিটার শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল—"কিন্তু কি ভয়ঙ্কর কথা বলছ তুমি? কি ভয়ঙ্কর—। তুমি এসব কথা ভাবো কি ক'রে! আমারও আগে এ রকম হ'ত বটে। তখন আমি খাওয়া-দাওয়া করতাম না, স্নান করতে মনে থাকত না—।"

"স্নান করতে না? ভারি নোংরামি সেটা। জীবনকে আনন্দের মধ্যে রাখবার জন্যে আমাদের সবই করা উচিত। আমি বেঁচে আছি এটা আমার অপরাধ নয়,—শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দেবো কেন।"

এণ্ড্রুর এই সব কথায় পিটার মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়। সে বলে, "সত্যিই কি তুমি কিছু না করতে পারলে ভালো থাকো?"

"তোমার কথাবার্ত্তায় মনে হয় তুমি খুব শান্তির মধ্যে আছো! আমি কিন্তু বাস্তবিক চুপচাপ কোনো কাজ না ক'রে সময় কাটাতে পারলে ভালো থাকি। কিন্তু এখানকার সম্ভ্রান্ত সমাজ আমাকে বিরক্ত করে, তারা চায় তাদের সখের সামরিক দলের সেনাপতিত্ব করতে আমায়—অতি কষ্টে তার হাত থেকে বেঁচেছি। তারপর এখানে একটা নিরিবিলি বাসা বেঁধে থাকবার চেষ্টা করছি, কিন্তু যখন নূতন সেনাদলের ডাক পড়বে আমাকেও যেতে হবে তার সঙ্গে। এখানকার যে নাগরিক বাহিনী গঠন হচ্ছে তাতে আমাকে চাকরী নিতে হয়েছে —মানে বাবার জন্যে নিতে বাধ্য হয়েছি। তিনি আবার স্বয়ং সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে নাগরিক বাহিনীর পরিচালনা করছেন, কাজেই আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন উঠতে পারে না—চাকরী করছি তাঁর অধীনে।"

"তাই যদি হয় তবে তুমি তোমার আগের যোদ্ধৃবাহিনীতে যাচ্ছনা কেন?"

"আবার! অস্টারলিজের পরেও?—না, আমি সংকল্প করেছি জীবনে আর কোনোদিন সেনাদলে যোগ দেবো না। এ প্রতিজ্ঞা আমার কিছুতেই

টলবে না, যদি নাপোলেঅঁ স্মলেন্‌স্কের শাসনভার কেড়ে নেয় তবুও না, যদি আবার লিশিগোরিতে এসে অত্যাচার করে তবুও আমি অস্ত্রগ্রহণ করব না—এ আমার পণ। নাগরিকবাহিনী সম্বন্ধে অবশ্য একথা খাটে না, তার কারণ আমার বাবা বুড়ো বয়সে অতখানি দায়িত্বের কাজ নিয়েছেন, আমি আর কি করে চুপচাপ থাকি।”

“তা হ’লে তুমি কাজ করছ?”

“তা কতকটা করছি, বাধ্য হয়ে।”

“তবে?” অর্থাৎ পরের জন্য কিছু অন্তত এণ্ড্রুকে করিতে হইতেছে এই কথাই পিটার বলিতে চায়।

“তুমি যা ভাবছ তা নয়। আমি সম্পূর্ণ স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে কাজ করছি। আমার বাবার বিশ্রী মেজাজ, উনি কাউকে মানেন না, একমাত্র আমার কথা শোনেন। যেখানে বাধা দেবার দরকার হয় সেখানে আমাকেই যেতে হয়— সেইজন্যেই চাকরী নেওয়া।”

এরপর দু’জনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চলিল তাহারা।

পিটার ভাবিতেছিল তার জমিদারীর কথা, চাষবাসের উন্নতির কথা। সহসা সে উদ্ধতভাবে এণ্ড্রুকে বলিয়া বসিল—“তোমার এসব চিন্তা এলো কোথা থেকে?”

এতক্ষণ সে বন্ধুর কথাই ভাবিতেছিল, জমিদারীর কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সে এণ্ড্রুর কথা চিন্তা করিতে শুরু করিয়াছে তাহা নিজেই জানে না। তাহার ভয় হয় এণ্ড্রু বুঝি এমন করিয়াই শেষে তার এই সযত্ন লালিত মতবাদের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিবে! এণ্ড্রুর মত ছেলে যদি এইভাবে বিপথে চালিত হয় তবে তার চেয়ে দুঃখের আর কি হইতে পারে। ভাবিতে ভাবিতে তার স্বভাবানুযায়ী পিটার মনে মনে তাতিয়া উঠিল এবং একসময়ে চীৎকার করিয়া বলিল—‘তোমার এসব কথা মনে হয় কেন?”

এণ্ড্রু তার কথা বুঝিতে পারে না, সে অবাক হইয়া প্রশ্ন করে—

“এই, মানুষের পরিণতির কথা, আর জীবনযাত্রার সম্বন্ধে তোমার ওই ধরণের তামসিক মতবাদ। আমারও যে এমন দিন ছিল না তা নয়, কিন্তু

আমাকে রক্ষা করেছে ওই 'মুক্তিদূত'-বন্ধুরা।" বলিয়াই সে মুক্তিদূত সম্প্রদায়ের নিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠার সততা লইয়া বকিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে বলিয়া চলিল। তার কথা এণ্ড্রু চুপ করিয়া শুনিতেছিল, দেখিয়া উৎসাহ আরও বাড়িয়া যায়।

পিটার নিজের কথা শেষ করিয়া বলিল—"আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় বল ত—এসবই কি মিথ্যে? কি, জবাব দাও, চুপ করে রইলে যে! কি ভাবছ?"

"আমি কি ভাবছি? কই ত ভাবছি না, তোমার কথা শুনছি। তুমি বলছ, 'আমাদের দলে এসো আমরা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য, তার যথার্থ তাৎপর্য্য সবই শিখিয়ে দেবো।' কিন্তু তোমার দল যাদের নিয়ে, তারা কি? মানুষ ত! তাহলে আমি বলব যে, বাপু হে তোমরা যা দেখ, যা শোন তাই ঠিক আর আমি যা ভাবি, যা করি তাই যে ঠিক নয় তার প্রমাণ কি? তোমরা বলছ ধর্ম্ম এবং সত্যই সংসারের সার বস্তু, আমি বলছি, না।"

পিটার প্রশ্ন করে, "আচ্ছা তুমি জন্মান্তর মানো?"

"জন্মান্তর?" এণ্ড্রু অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করে। এ প্রশ্ন সে হয়ত নিজেকেই করে। এণ্ড্রুর ভাবভঙ্গি দেখিয়া পিটার ধরিয়া লইল যে এণ্ড্রুর জন্মান্তরবাদে আস্থা নাই। সে আবার বলিতে শুরু করিল—"তুমি পৃথিবীতে সত্য এবং ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করছ না, বলছ—'কই আমি ত দেখছি না।' বাস্তবিক হয়ত আমি নিজেও দেখছি না। কিন্তু আমাদের আত্মার এই পার্থিব জীবনেই সমাপ্তি নয়। এই পৃথিবীর কোথাও সত্য ধর্ম্ম কিছুই নাই, সব মায়া, মানে মিথ্যা। তবে কোথায় সত্যকে পাবো, এই প্রশ্ন ওঠে। তার উত্তরে জানি যে সৃষ্টিতত্ত্বের সম্যক রূপটা বিচার ক'রে দেখতে গেলে এই সত্য এবং ধর্ম্মের দর্শন পাওয়া যায়। আমরা এই পৃথিবীর মানুষ একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই আমরা শাশ্বত কালের ত্রিভুবনের আদ্যন্তহীন আত্মা,—আত্মার লয় নেই ক্ষয় নেই নিত্য অবিনশ্বর! আত্মার রূপ পরিবর্ত্তন হ'য়ে রূপান্তর ঘটে। এই বিরাট বিশ্বের সামান্য অণুর মতই সামান্য হচ্ছি এই আমি। এ বিন্দুটুকু আর কিছুই নয় পরমেশ্বরের বিভিন্ন বিকাশ, বিস্তার, বিকার। বলা

তোমার সঙ্গে সেই পবিত্র শক্তির যোগ আছে। আজকাল মনে হয় যে ধীরে ধীরে আমার তাঁর প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে—এমনি ক'রে একদিন এমন হওয়া সম্ভব, যেদিন আমাতে আর তাঁতে প্রভেদ থাকবে না। গাছপালা থেকে পশু-পক্ষী সকলেই তাঁর অংশ-বিশেষ এবং তাঁর সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ আছে।—এই পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই অক্ষয়—আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর কোনো কিছুরই যেমন বিনাশ নেই তেমনি আমারও মৃত্যু নেই।"

এণ্ড্রু বলিল—"কিন্তু ওসব তত্ত্বকথার মধ্যে কোনো সারবান যুক্তি নেই, ও আমি মানি না। আমি জানি যেমন মানুষের জীবন আছে তেমনি মৃত্যুও সত্য। আমি যাকে ভালোবাসি, যার সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করেছি, যে আমার সুখদুঃখের সাথী ছিল একদিন, সে হঠাৎ চলে গেল—এই চলে যাওয়াটা কি সত্য নয়? যা দেখছি তা মিথ্যা আর যেটা দেখছি নেই সেটা আছেই—এ তোমার হেঁয়ালি। প্রমাণ কই? তাকে দেখতে পেতাম একটু আগে কিন্তু পরে আর কোনোদিন শত চেষ্টা করলেও তাকে পাওয়া যায় না—তবু কি বলবে সে আছে? আছে তো কোথায়, দেখাও! আমরা তার প্রতি যে অবিচার করলাম তার প্রায়শ্চিত্ত করবার সময়টুকুও পেলাম না···" বলিতে বলিতে এণ্ড্রুর কণ্ঠস্বর কেমন ভারী হইয়া আসে।

"আরে আমিও তো তাই বল্‌ছিলাম। আত্মার রূপ পরিবর্তনশীল—।"

"না, না, আমি যা বল্‌তে চাই তার বিরুদ্ধে শতসহস্র অক্ষয় যুক্তি দিলেও আমার বিশ্বাস এতটুকু টলবে না বন্ধু। যার সঙ্গে চলেছিলাম পথে হাত ধরে, হঠাৎ সে হারিয়ে গেল,—কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না। মহা-সমুদ্রের পানে চেয়েই হয়ত বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো।"

"তাহলে তুমি মানো না তো যে একটা শক্তি আছে যার নাম পরা-শক্তি—তিনিই পরমেশ্বর। আর তাঁর আশ্রয় পাওয়া যায় জন্মান্তরে।"

এণ্ড্রু এ-কথার কোনো জবাব দিল না। এতক্ষণে গাড়ী আসিয়া পড়িয়াছে এক নদীর তীরে, এবার নদী পার হইতে হইবে। ওদিকে বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। অস্তসূর্য্যের রক্তরশ্মির আভা বিচ্ছুরিত হইতেছে তরঙ্গ চঞ্চল নদীজলে। আসন্ন সন্ধ্যার শিরেশিরে হাওয়া যেন এখানটায় একটু বেশি ঠাণ্ডা

বোধ হইতেছে। খেয়ার যাত্রীরা বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে এগু আর পিটারের পানে চাহিয়া তাহাদের কথা গিলিতেছে—"পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলেই মানতে হবে—জন্মান্তর ব'লে একটা কিছু আছে। তা যদি থাকে তবে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম এবং সত্যের অস্তিত্ব মিথ্যা নয়। মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হবে ওই সত্য আর ধর্ম্ম—তাতেই আনন্দ, আনন্দেই আত্মার মুক্তি। আমরা বাঁচব, পৃথিবীর সবাইকে ভালোবাসব এবং আমাদের এই পার্থিব জীবনেই আত্মার শেষ নয় একথায় বিশ্বাসবান থাকব।—" বলিয়া পিটার উপরে আকাশের পানে চাহিল।

অন্তহীন আকাশের উন্মুক্ত বিস্তারের পানে দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া সহসা এগু যেন স্তব্ধ হইয়া যায়। তার মনে পড়িয়া যায় ঠিক এমনই সুন্দর আকাশের রূপ সে জীবনে আর একবার দেখিয়াছে—সেদিনের সে আনন্দ যেন আজিকার আকাশে প্রতিভাত। এগুর মুখে বিস্ময়ে আনন্দে কথা সরে না—সে শুধু চোখ ভরিয়া দেখিতেছে, মন খুলিয়া দেখিতেছে। অসীম অনন্ত নীলাম্বরে কি আনন্দ, কি বিস্ময়!

নীচে নদীর জলে ঘনায়মান সন্ধ্যার কালো ছায়া পড়িয়াছে। এগু দৃষ্টি নত করিয়া স্নিগ্ধ কোমল দৃষ্টিতে চাহিল পিটারের দিকে—"চলো, এবারে আমরা যাই।" তারপর তার বুক ঠেলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে, সে নিশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুটস্বরে বলে—"তুমি যা ব'লছ তাই যদি সত্য হ'ত।"

পিটারের মনে হইল এগু মৃদুস্বরে বলিতেছে—"তাই সত্যি—আমি বিশ্বাস করি।"

পথে চলিতে চলিতে এগুর মনে হয় বহুদিন পরে আজ যেন অতীতের সেই স্বপ্নমায়া মাখানো আশা-উদ্দীপনায় ভরা সেই জীবন আবার ফিরিয়া আসিল। সেই অস্টারলিজের দেখা আকাশের প্রশান্ত, অনন্ত রূপ, আজ আবার নূতন করিয়া প্রাণশক্তি জাগাইয়া তুলিল তার মধ্যে। তার যৌবনের সজীবতা, আনন্দের তৃষ্ণা আজ আবার জাগিয়া উঠিয়াছে।

তারা যখন লিশিগোরিতে পৌছিল তখন রাত হইয়া গিয়াছে।

পিটারের সঙ্গে আলাপ করিয়া মেরিয়া সত্যই খুশী হইল; কারণ বাড়ীতে

দাদা অথবা বাবা তার ধর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধে এতটুকু উৎসাহ দিতেন না ববং তা লইয়া অনেক সময় রসিকতা করিতেন। হঠাৎ পিটারেব মত একজন সম্ভ্রান্ত যুবককে এই রকম ধর্ম্মভাবাপন্ন দেখিয়া মেরিয়ার তো আনন্দ হইবারই কথা।

সেদিন রাত প্রায় দশটাব সময় প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কিও বাড়ী ফিবিলেন। তিনি সাধারণত অতিথিদের মোটেই গ্রাহ্য করেন না, আজ কিন্তু ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পিটারের সঙ্গে গল্প করিলেন এবং শেষে নীচে আসিয়া পিটারের সঙ্গে এক টেবিলে আহার পর্য্যন্ত করিলেন—নিশ্চযই পিটারের সৌভাগ্য।

যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠিতে পিটার বলিল—"একদিন এ যুদ্ধ ত থামবেই। আর এই ভযাবহ যুদ্ধের পর মানুষের উন্নতিও হবে। আর কোনোদিন মানুষ যুদ্ধ করবে না আপনি দেখবেন।"

প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি হাসিয়া বলিলেন, "না হে, তা সম্ভব নয়। যদি মানুষের রক্ত কোনো উপায়ে বার ক'রে ফেলে শরীরে শুধু জল পুরে দাও তবে যদি যুদ্ধ থামে।"

সেদিন প্রিন্স খুব খোশমেজাজেই ছিলেন, এরকম প্রফুল্ল তাঁহাকে অনেকদিন দেখা যায় নাই। এবং পিটার যে ক'দিন ছিল সে ক'টা দিন তিনি খুব গল্পগুজব করিয়া হাসিঠাট্টার মধ্যে কাটাইয়া দিলেন। মেরিয়াও নিজেব দলের সমর্থক পাইয়া তাহার অনেকদিনের একাকীত্ব হইতে মুক্তি পাইল। নিজের গুণে সবাইকেই পিটার আপনার করিয়া লইয়াছে, এমন কি এণ্ড্রুর দেড় বৎসরের শিশুটি পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিয়া হাসে।

১৬

নিজের সেনাদলে আবার আসিয়া যোগ দিতে পারিয়া নিকোলাসের খুব আনন্দ হইল। এ যেন সেই অনেকদিন পরে বাড়ী ফিরিবার আনন্দ। দলের সবাই তাকে পাইয়া এত খুশী হইতে পারে একথাটা নিকোলাসের কোনোদিন মনে হয় নাই। বহুদিন পবে বিদেশ হইতে ফিরিয়া বাড়ীতে পা দিবামাত্র যাহারা আসিয়া আদর করে, চুমা খায়, তারা যেমন সত্যকার প্রিয়জন,

এখানকার এই দলের সবাই যখন তাহাকে ঘিরিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল তখন এদেরও তেমনই আত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছিল। দূর হইতে একজন অশ্বারোহীর পোশাক দেখিয়াই নিকোলাসের মন খুশীতে ভরিয়া উঠে। আর দেনিসভের লাল্‌চে মুখটা দূর হইতে দেখিয়া তার মন আরও হাল্কা হইয়া যায়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আনন্দ হইল তার চাকর লাভ-রুশ্‌কাকে দেখিয়া।—সবটা মিলিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দানুভূতি!

এখানে আসিবার পর হইতে নিকোলাস্ যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। ছুটির মধ্যে অলস জীবন যাপনের মধ্যে যে একটা অতৃপ্তির বেদনা মনকে পীড়া দিত তার হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছে সে। এখন তার অযথা নষ্ট করিবার মত সময় নাই—নিয়মিত হাজিরা দেওয়া, কাজ করিয়া বেড়ানো, সে যখন এখানে ছিল না তখন সেনাদলে কি কি ঘটিয়াছে তার খোঁজ-খবর করা, এসব লইয়াই দিন কাটে। এখানে তার অন্যায় ভাবে বাজে খরচ করিবার সুযোগ নাই, এটুকু ভাবিতে পারিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হয় সে। দলোগভের হাত হইতে বাঁচিয়া তার জীবন যেন মধুর হইয়া উঠিয়াছে। এখানে শুধু 'আমাদের দল' আর 'আমাদের দল ছাড়া আর সবাই'—এই দুটি বিভাগ। নিজের দলের লোকের জন্য এরা সব কিছু করিতে পারে—দলের সকলের সঙ্গে আলাপ, পরিচয়, আত্মীয়তা!

সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর নরম বিছানায় শুইবার যে আরাম সেই আনন্দ আজ রোস্তভের হইয়াছে সেনাদলে যোগ দিয়া। সে এবারে মন দিয়া কাজ করিবে স্থির করিয়াছে, আর টাকা পয়সা একটুকুও বাজে খরচ না করিয়া বাবার কাছ থেকে যে টাকাটা লইয়াছিল ধীরে ধীরে তা শোধ করিয়া দিবে। সেদিনের সেই জুয়াতে হারিবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত সে কিছুতেই আপনাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। এখন হইতে নিজেকে ভালো করিয়া গড়িবার ব্রতী হইবে নিকোলাস্—সে সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিবে, কর্ত্তব্য বুঝিয়া চলিবে। এক কথায় আদর্শ সৈনিকের জীবনে যে যে গুণ থাকা দরকার তা অর্জ্জন করিবে সে। শুরু হইবে তার নূতন জীবন।

অনেকবার আগাইয়া পিছাইয়া, পুল্‌টুস্ক এবং আর একটি যুদ্ধের পর

শেষকালে রুশ সৈন্য বারুটেন্‌স্টেনে আসিয়া সম্রাটের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ওদিক হইতে পাভ্‌লোগ্রাদ সেনাদল তার নূতন সৈন্য লইয়া প্রধান বাহিনীর সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। এরা সেই প্রথম অভিযানের সময় খুব লড়াই করিয়াছিল তারপর ইদানীং লোক যোগাড় লইয়া ব্যস্ত ছিল বলিয়া সীমান্ত হইতে দূরে দূরে থাকিত। এখন এই দলটি আসিবার পর মূল বাহিনী অনেকটা শক্তিশালী হইয়া পড়িল। তারপরই উপর হইতে আদেশ হইল যে সেনাপতি প্লেটভের নেতৃত্বে পাভ্‌লোগ্রাদ দল একাই লড়াই করিবে।

তারপর এদের সঙ্গে ফরাসীদের কয়েকবার ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়, ফলে ইহারা শত্রুপক্ষের দু'একজনকে এক-আধবার বন্দীও করিয়াছে।

এ বছর এপ্রিল মাসে রুশ বাহিনীর দুরবস্থা চরমে পৌঁছিল। তারা তখন জার্মানীর একটি গ্রামে তাঁবু ফেলিয়াছে। ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া হাড় কাঁপাইয়া দেয়, নদীগুলি বরফে বোঝাই, পথঘাটে যানবাহন চলাচল প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, কাজে-কাজেই ঘোড়ার দানা এবং মানুষের রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উপবাসী ক্ষুধার্ত্ত সৈন্যরা জনবিরল পল্লী অঞ্চলে খাবার খুঁজিয়া ফেরে। সৈন্যদের ভয়ে গ্রামবাসীরা নিজেদের দেশঘর ফেলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, কোথাও কিছু মেলে না। আর যারা যাইতে পারে নাই, ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া আছে, তাদের দুর্দ্দশার অন্ত নাই—তাদের দেখিয়া এই ক্ষুধার তাড়না পীড়িত সৈন্যদের মনেও করুণা হয়, অনেক সময় তারা নিজেদের সামান্য সঞ্চয় হইতে এই দুঃস্থদের কিছু কিছু দিয়া আসে। লুঠতরাজ করিবার কথা ভুলিয়া যায় তারা।

এবারের যুদ্ধে লোক মোটে মরে নাই কিন্তু অসুখবিসুখ আর দুর্ভিক্ষের ফলে সেনাবাহিনীর অর্দ্ধেক লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। হাসপাতালে মৃত্যুর হার এত বেশি যে লোকে আর হাসপাতালে যাইবার নাম করে না। জ্বর, পেটের অসুখ অথবা কোনো শক্ত অসুখে ভুগিলেও কেউ আর হাসপাতালে যাইতে চাহে না। কেমন একটা আতঙ্ক, তারা ঔষধপত্রের অভাবে নিজের তাঁবুতে মরিবে সেও ভালো তবু হাসপাতালে যাইবে না।

এদিকে খাদ্য যা-কিছু ছিল বসন্তের প্রথম মুখেই তা সব শেষ হইয়া গেল।

সৈন্যরা সব ওখানকার এক রকম গাছের শিকড় তুলিয়া খাইতে শুরু করিয়া দিল—যদিও শিকড়গুলি মোটেই সুস্বাদু নয়, বরং তিক্ত, তবু এরই নাম দিয়াছে ইহারা 'মিষ্টি শেকড়'।—কেন কেউ তা জানে না। এই মূল বেশি খাইবার ফলে একপ্রকার নূতন রোগ দেখা দিল। হাত-পা-মুখ ফুলিয়া যায়, গায়ে ব্যথা হয়। কিন্তু তবু ইহারা বনেবাদাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই 'মিষ্টি শেকড' সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। ডাক্তারদের উপদেশ অনুসারে উপর হইতে কড়া হুকুম হইয়া গিয়াছে যে, এই মূল কাহারও খাওয়া চলিবে না—ক'জনই বা সেকথা শোনে। দেনিসভের দলের অধিকাংশ লোকই এই মূল খাইয়া বাঁচিয়া আছে আজ কয়দিন! কেবলমাত্র খানকয়েক করিযা শুকনা বিস্কুট বরাদ্দ, কী-ই বা হয় তাহাতে! শেষ চালানের আলুগুলি আবাব এমনি পচা অবস্থায় হাজির হইল যে তা আর মুখে তোলা যায় না। মানুষের ভাগ্যে ত এই,—ঘোড়াগুলির কপালেও এর চেয়ে কম দুঃখ নয়, তাদের খাইবার ত কিছুই নাই আর শীতকালে জামাগুলি পর্য্যন্ত গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া কোনোরকমে গায়ে লাগিয়া আছে মাত্র।

কিন্তু এত দুর্দ্দশার মধ্যে, এই অনাহারেও সেনাদলেব নিত্যকার কার্য্যাবলীর এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই। উপরওয়ালা হইতে শুরু করিয়া সামান্য পদাতিক পর্য্যন্ত সকলের বাঁধা নিয়মে কাজ চলে। ছেঁড়া ময়লা পোশাক, নিয়মের এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই। চোখ বসিয়া গিয়াছে, চোয়ালের হাড উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া বন্ধ হয় নাই কিছুই। সকালবেলা ঘোড়া লইয়া ঘোডসওয়ারেরা সারবন্দী হইয়া দাঁড়ায়, ঘোড়ার খাবার ব্যবস্থা করে, অভ্যাসমত করিয়া যায় সবই। এমন কি অবসর সময়ে হাসি-তামাসা করিয়া অনেকে সময় কাটায়। গল্প করে তারা, প্রাচীন ইতিহাসের গল্প, আগেকার সব যুদ্ধেব কথা—পোটেমকিনের সময়, সুভোরভের আমলে কেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, এই সব কথা গল্প করিয়া আর খেলা করিয়া সময় কাটাইতে হয়, বিশেষ করিয়া খাইবাব সময়টা।

এবারেও আসিয়া রোস্তভ্ থাকে দেনিসভের সঙ্গে। নিকোলাস্ লক্ষ্য করিয়াছে যে দেনিসভ্ ভুলিয়াও কখনো তাদের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করে

না,—নাতাশার প্রতি তার ভালোবাসার কথাটা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় সে বাড়ীর প্রসঙ্গ তোলে না। হয়ত সেইজন্যই তাদের বন্ধুত্ব আজকাল ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। দেনিসভ্ মোটেই নিকোলাসের ঘাড়ে শক্ত কোনো কাজের ভার চাপায় না, আপদে-বিপদে সে বন্ধুকে বাঁচাইয়া চলে।

এপ্রিলের শেষাশেষি একদিন সুসংবাদ আসিল—সম্রাট আসিয়াছেন। যেহেতু পাভ্লোগ্রাদ দল সব চেয়ে সাম্নের দিকে আগাইয়া আছে সেজন্য রোস্তভের আর সম্রাটকে দেখিবার সৌভাগ্য হইল না—তিনি আসিয়াছেন বার্‌টেন্‌স্টেনে।

একদিন রোস্তভ্ সারারাতের কাজ সারিয়া যখন ফিরিল তখন সকাল হইয়া গিয়াছে।—তাড়াতাড়ি কাপড় বদ্‌লাইয়া, আগুনে গা গরম করিয়া বিছানায় হাত-পা ছড়াইয়া ভাবিতেছিল—এবারে নিশ্চয় পদোন্নতির খবর আসিবে। এই রকম নৈশ অভিযানের পরই তো টপ্ করিয়া উন্নতি হয়। হঠাৎ তার কানে গেল বাহিরে দেনিসভ্ কার সঙ্গে চড়া গলায় বচসা করিতেছে। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল কোয়ার্টার মাস্টারকে ধমকাইতেছে দেনিসভ্—"আমার দলের লোকেরা ওইসব আজেবাজে বিষ খাবে এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। একদিন ব'লে দিয়েছি সে কথা—তবু কেন ওরা শেকড়-বাকড় খায়! আমি নিজে চোখে নিয়ে যেতে দেখেচি একজনকে। কেন?"

"আজ্ঞে আমি ত পই-পই করে বারণ করেছি—কেউ যে আমার কথা শোনে না।"

রোস্তভ্ আবার শুইয়া পড়িয়া মনে মনে বলে—"চুলোয় যাক্! আমার দায় শেষ করেছি এখন ওর কাজ ও করুক।"

লাভ্রুশ্কা চাকরটা বুদ্ধিমান এবং তার নিজেরও বিশ্বাস সে বিচক্ষণ। তাই যখন তার মনিব এইরকম রাগারাগি করিতেছিল সেই সময় আসিয়া খবর দিল যে পথে খাদ্যদ্রব্য বোঝাই দিয়া গাড়ী যাইতেছে।

দেনিসভ্ বলিল—"দু'নম্বর দলকে তৈরী হ'তে বলো।"

রোস্তভ্ ভাবে—"তাইত ওরা যাবে কোথায়?"

মিনিট পাঁচেক বাদে দেনিসভ্ ঝড়ের মত ঢুকিয়া কাদাশুদ্ধ বুটজুতা পায়েই

বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চুরুট ধরাইল। এখন মেজাজটা খারাপ—রোস্তভ বুঝিতে পারে। চুরুটে গোটাকয়েক টান দিয়া সে জিনিসপত্র ফেলিয়া ছড়াইয়া তলোয়ারখানা হাতে লইয়া আবার বাহির হইয়া গেল।

রোস্তভ্ এতক্ষণ তার কাণ্ডকারখানা দেখিতেছিল কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, —"ওহে চল্‌লে কোথায় ?"

দেনিসভ্ কি যে বিড়বিড় করিয়া বলিল বোঝা গেল না—রোস্তভ্ ধরিয়া লইল বিশেষ দরকারী কোনো কাজেই সে বাহির হইতেছে। শুধু কয়েকটা শব্দ শোনা গেল—"মাথার উপর পরমেশ্বর, আর দেশের সম্রাটের হাতে বিচারের ভার রইল।"

তারপর নিকোলাস্ নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেনিসভ্ তো এখনও ফেরে নাই। তার মনে হইল বাহিরে বাতাস যেন আজ মধুর। ওধারে দু'টি অফিসার খেলা করিতেছে দেখিয়া নিকোলাস্ তাদের সঙ্গে খেলিতে লাগিয়া গেল। খেলিতে খেলিতে এক সময় সে দেখিল দূরে কতকগুলি গাড়ী এই দিকের পথ ধরিয়া আসিতেছে। গাড়ীগুলি ঘিরিয়া প্রায় পনেরো-ষোল জন অশ্বারোহী, ইহারা পাহারায় নিযুক্ত। আস্তে আস্তে আরও অনেকে গাড়ীর সঙ্গ লইয়া বেশ ভিড় করিয়া ফেলিল।

রোস্তভ্ আন্দাজ করিল বোধ হয় এটি রসদের গাড়ী।

সবার শেষে দেনিসভ্ আসিতেছে একেবারে পিছনে, তার সঙ্গে দু'জন গোলন্দাজ বাহিনীর লোক আছে।

দেনিসভের সঙ্গী দু'টির মধ্যে যেটি বেঁটে ও রোগা সেই লোকটি বলিতেছে —"কাপ্তেন, এখনও শোনো আমার কথা—নইলে বিপদে পড়বে—" রাগে তার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে—কণ্ঠস্বরেও যথেষ্ট উষ্মা!

দেনিসভ্ বলিল—"আমার কথাও আপনি শুনুন—আমি এর এক দানাও ফেরত দেবো না।"

"আপনাকে এর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে তা জানেন কি ? এ গুণ্ডামি

ছাড়া কিছু নয়। পথের মাঝখানে ভয় দেখিয়ে খাবার কেড়ে নেওয়া গুণ্ডামি নয় তো কি ?—আজ দু'দিন আমরা শুকিয়ে আছি। আর আপনি—"

"আপনারা মাত্র দু'দিন উপবাসী—আর আমরা দু' হপ্তা—"

"দিনে-দুপুরে ডাকাতি করার জন্যে আপনার সাজা হয়ে যাবে। পরের রসদ কেড়ে নেওয়ার ফল টের পাবেন—" কথা বলিতে বলিতে গোলন্দাজটির কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ এক এক পর্দ্দা করিয়া চড়িতেছিল—শেষ কথাগুলি সে প্রায় চীৎকার করিয়াই বলিল।

হঠাৎ যেন জ্বলিয়া উঠিয়া দেনিসভ্ বলিল—"বেশ তো, আমার কৈফিয়ৎ আমিই দেবো—নীতিজ্ঞানের আপাতত দরকার নেই। তুমি চুপ করো। সিধে পথ খোলা আছে। ভাগো হিঁয়াসে।"

"আচ্ছা!" বলিয়া গোলন্দাজটি চুপচাপ দাঁড়াইয়াই রহিল, তার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল সহজে সে এক পা-ও নড়িবে না।

"এখুনি যাও—জল্‌দি। নইলে যা-তা হয়ে যাবে একটা—।" বলিয়া দেনিসভ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বির ঘোড়াটার ঘাড় ধরিয়া মুখটা উল্টাদিকে ঘুরাইয়া দিল।

লোকটা রাগে যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। এতই চটিয়াছে যে বেশি কথ বলিবার শক্তিটুকুও তাহার লোপ পাইয়াছে। সে শুধু দাঁতে দাঁত ঘষিয় বলিল—"টের পাবে! টের পাবে!"

লোকটি বোধ হয় বুঝিল যে এখান হইতে রসদ উদ্ধার হইবার কোনো আশ নাই—শেষে সে ফিরিয়াই গেল।

তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া দেনিসভ্ একচোট গালিগালাজ করিল আসল ব্যাপারটা এই যে, গোলন্দাজদের জন্য সিপাই পাহারা দিয়া ে রসদের গাড়ী যাইতেছিল, দেনিসভ্ সদলবলে চড়াও হইয়া দু'চারজনে মারধোর করিয়া তাহা কাড়িয়া আনিয়াছে।

কাছে আসিয়া নিকোলাসের দিকে তাকাইয়া সে বলিল—"তাই ব'ে আমার লোকেরা না-খেযে মরবে আমার চোখের সামনে?"

সেদিন ইহার বেশি আর কিছু হইল না, কিন্তু পরদিন সকালেই কর্ণে ডাকিয়া পাঠাইলেন দেনিসভকে।

কর্ণেল বলিলেন—"আমার কাছে সোজা কথা মশাই। কাল আপনি কি সব করেছেন শুনলাম, যাকগে কি হয়েছে না হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি কোনো কথা জানতে চাই না। তবে আপনি সরাসরি প্রধান শিবিরে গিয়ে এর একটা হেস্তনেস্ত করে আসুন। তদ্‌বির করে রসদের ওই চালানটা আপনার নামে লিখিয়ে আসুন সরবরাহ সমিতির কাছ থেকে। ব্যস্‌! নইলে একবার যদি গোলন্দাজদের নামে হিসাব লেখা হয়ে যায় আর তারপর খোঁজখবর শুরু হয় তখন ফ্যাসাদে পড়বেন আপনি। এর একটা মিটমাট হওয়া দরকার।"

দেনিসভ্‌ কর্ণেলের কথামত সেইদিনই প্রধান শিবিরে চলিয়া গেল। বিকালবেলায় সে যখন ফিরিল তখন তার চোখমুখের চেহারা দেখিয়া নিকোলাস্‌ ভয়ে বিচলিত হইয়া পড়িল—দেনিসভ্‌ যেন কেমনধারা হইয়া গিয়াছে, তার মুখে কথা সরিতেছে না, গলা বসিয়া গিয়াছে, নিশ্বাস ফেলিতে যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এইসব দেখিয়া নিকোলাস্‌ নিজ হাতে তার পোশাক-আশাক খুলিয়া দিয়া খানিকটা জল খাওয়াইয়া দিল, তারপর লোক পাঠাইল ডাক্তার আনিবার জন্য।

জল খাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে দেনিসভ্‌ বলে—"ওরা আমায় সাজা দেবে, শুনেছো···আমি নাকি লুঠ করেছি—গুণ্ডা।···আমি সম্রাটের কাছে দরবার করব।···বরফ আছে? দাও বরফ দাও।"

কমিশারিয়েটের কর্ম্মচারীরা নাকি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করিয়াছে—উহারা অভদ্র। দেনিসভ্‌ যখন উহাদের বড় কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিবার কথা বলিয়াছিল তখন তাহারা কোনোরকম ভদ্রতা করে নাই, একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলে। দেনিসভ্‌ চটিয়া গিয়া বলিয়াছে—"আমার অনেক কাজ—আমার অপেক্ষা করবার সময় নেই।"

অধীরভাবে দেনিসভ্‌ বলিয়া চলিল—"তারপর ডাকাতের সর্দ্দারটা এলো, সে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বোঝালে যে আমি যা করেছি তা স্রেফ দিনদুপুরে ডাকাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি বল্লাম, 'নিজের দলের সৈন্যদের জন্যে যে খাদ্য সংগ্রহ করে সে কিছুতেই ডাকাত হতে পারে না।' তারপর ভাই, আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হ'ল তাদের কথায়—সেখানে গিয়ে কাকে

দেখলাম জানো? সেখানকার কর্ত্তা হয়ে গেছে সেই উল্লুকটা, যে আমার টাকার থলে চুরি করেছিল সেই ব্যাটা। তোমার সঙ্গে যার খুব ঝগড়া হয়েছিল সেই হতভাগা। ··বুঝলাম ও-ই কায়দা করে আমাদের রসদ পাঠানো বন্ধ করে'ছ। শালাকে খুব গালাগাল করেছি—এত রাগ হ'ল তখন। বচসা হতে হতে রাগের মাথায় টেনে এক চড় কসিয়ে দিলাম।"

বলিতে বলিতে দেনিসভ্ উল্লসিত হইয়া ওঠে।

নিকোলাস্ তাকে থাম'ইয়া দেয়—"তুমি একটু চুপ করো, চুপ ক'রে থাকো—জোরে কথা বলছ বলে হাত দিয়ে আবার রক্ত পড়ছে। দাঁড়াও হাতটা ভালো ক'রে বেঁধে দিই।"

খানিক পরে দেনিসভ্ ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রধানশিবির হইতে একজন এ-ডি-কং আসিল কর্ণেলের সঙ্গে দেখা করিতে। সে কাগজপত্র খুলিয়া কর্ণেলকে দেখাইল যে এ ব্যাপারটি আস্তে আস্তে ভারি বিশ্রী হইয়া দাঁড়াইবে, সহজে মিটিবার কোনো আশা নাই—ইহার আদি-অন্ত তদন্ত করিবার জন্য একটা সামরিক বিচার সভা বসিবে। ইতিপূর্ব্বে আইন অমান্য করার অপরাধে কার কি সাজা হইয়াছে কাগজপত্র খুলিয়া সে তাহাও দেখাইয়া দিল।

উপরওয়ালাদের কাছে এই ঘটনার যে বিবৃতি পাঠানো হইবে তাহার একটি নকল এ ডি-কং এখানে দিল। তাহাতে লেখা আছে—"মেজর দেনিসভ্ লুঠতরাজ করার পর কমিশারিয়েটে আসিয়া মাতাল অবস্থায় বিনা অনুমতিতে বড় কর্ত্তার ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে চোর বলিয়া গালাগালি করে এবং মারধোর করিবার উপক্রম করিলে তাহাকে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দেওয়া হয়। তখন সে অফিস ঘরে ঢুকিয়া দুজন কেরানীকে জখম করে।"

দেনিসভ্ এই বিবরণ শুনিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"বাঃ, বেশ চমৎকার গল্প বানিয়েছে তো!"

নিকোলাস্ কিন্তু বন্ধুর মত ব্যাপারটা অত হাল্কা মনে করে নাই। এর পরিণাম যে কি হইতে পারে তা সে অনুমান করিয়া রীতিমত ভীত হইয়া পড়িল।

তারপর একদিন উপর হইতে হুকুম আসিল যে মে মাসের পয়লা তারিখ হইতে দেনিসভ্-এর কার্য্যভার 'অমুকের' হাতে ছাড়িয়া দিয়া প্রধান শিবিরে দেনিসভ্‌কে হাজির হইতে হইবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই আদেশ আসিবার পরদিনই যুদ্ধ বাধিল। এই সংঘর্ষে দেনিসভ্ তাহার স্বাভাবিক কৃতিত্ব এবং বীরত্ব সহকারে নিজের দল লইয়া লড়াই চালাইতেছিল সম্মুখ-ভাগে। প্রথম দিনের যুদ্ধেই হঠাৎ একটা বুলেট তার পায়ে আসিয়া লাগাতে সে আহত হইল। অন্য সময়ে এ আঘাতটুকু সে গ্রাহ্যই করিত না বা ইহার জন্য ছুটি লইয়া হাসপাতালে যাইত না, কিন্তু প্রধান শিবিরে উপস্থিত হইয়া কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত অপমানের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য বোধ হয় সে হাসপাতালে চলিয়া গেল।

জুন মাসে ফ্রাযেডল্যাণ্ডে যে যুদ্ধ হইতেছিল তাহাতে পাভলোগ্রাদ্ দলকে যোগ দিতে হয় নাই। এই ছুটির প্রথম দিন একেবারে একলা থাকিয়া নিকোলাস্ হাঁপাইয়া উঠিল। এদিকে কয়েকদিন হইতে তাহার মনে হইতেছে, এ বিশ্বসংসারে বুঝি তার আপনার বলিতে কেহ নাই, সে একা। এই নিঃসঙ্গ জীবন আর ভালো লাগে না। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কাহারও কাছে যাইতে পারিলে যেন একটু শান্তি, একটু বিশ্রাম, একটু নূতনের আস্বাদ পাওয়া যায়। ইদানীং নিকোলাসের বন্ধু বলিতে ছিল মাত্র পৃথিবীতে একজন,—সে দেনিসভ্। হাসপাতালে চলিয়া যাওয়ার পর হইতে দেনিসভের খবর পাওয়া যায় নাই। সেই যে সে গিয়াছে তারপর কোন খোঁজ-খবর নাই। কেমন আছে? নিকোলাস্ রোজই তাহার কথা ভাবিত, কিন্তু যাইবার উপায় ছিল না এতদিন, এবারে ছুটি পাইয়া সে সোজা হাসপাতালে রওনা হইল।

পাথরের একটা মস্ত বাড়ী, জানালা-দরজাগুলি ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িতেছে —এইটাই হাসপাতাল। বাড়ীটার সামনে দু'চারজন সৈনিক বসিয়া রোদ পোহাইতেছে। ইহাদের সবারই হাত-পা অথবা শরীরে একটা কোনও কাপড় জড়ানো, মুখে রক্তহীনতার ছাপ সুস্পষ্ট। ইহাদের অতিক্রম করিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিবার মুখেই একটা 'ভ্যাপ্‌সা' দুর্গন্ধে নিকোলাসের দম আটকাইয়া আসিল—মনে হইল সে নিজেও যেন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। পুঁজ, রক্ত

আর পচা মাংসের গন্ধের সঙ্গে ওষুধের দুর্গন্ধ মিশিয়া বাতাসটা এমন বিশ্রী হইয়া আছে যে এক পা আগাইবার সাধ্য নাই।

সিঁড়ি দিয়া একজন কৃশ ডাক্তার নামিতেছেন, মুখে লম্বা চুরুট, তাঁহার সঙ্গে আর একজন সার্জন ডাক্তার (ইনি অস্ত্রোপচার করেন)। নিকোলাস্ ভাবিল তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবে কোথায় দেনিসভ্ আছে।

ডাক্তারটি তাঁর সঙ্গীকে বলিতেছেন—"আমি মশাই একটা মানুষ—একসঙ্গে দু'জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়, আমি সন্ধ্যের সময় যাবো ওখানে, এখন আপনি যা পারেন করুন।"

নিকোলাস্‌কে এমনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ডাক্তারটি জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কার খোঁজ করছেন মশাই! এখানে কেন এসেছেন সুস্থ শরীরে, এখানে এলেই টাইফাস্। ফরাসী বুলেটের হাত থেকে রেহাই পেয়েও এই যমালয়ে কেউ আসতে পারে? এ একেবারে মহামারীর মহারাজ্য। যান এখুনি পালিয়ে যান।"

"এঁ্যা!" বলিয়া রোস্তভ্ চুপ করে, তাহার গলা শুকাইয়া আসিতেছে। নিজের কথা বলিবার শক্তি যেন হারাইয়া গিয়াছে তাহার।

"এখানে এলেই মৃত্যু! আমরা এ দু'জন যমের অরুচি তাই বেঁচে আছি। নইলে এই ধরুন না, এক হপ্তার মধ্যে আমাদের সঙ্গে যারা কাজ করত তাদের পাঁচজন ফৌত হয়েছে। প্রাশিয়া থেকে জনকয়েক বদ্যি পাঠিয়েছিল আমাদের কাজে সাহায্য করার জন্যে, কিন্তু আমাদের মিত্রদের এখানকার জলহাওয়া সইল না। এক হপ্তা,...ব্যস্ তারপর খতম্।"

নিকোলাস্ দেনিসভের কথা বলিতেই ডাক্তারটি বলিয়া উঠিলেন, "আমি ঠিক জানি না, মনে পড়ছে না। না, না, আপনি মোটেই অবাক হবেন না,—মনে না থাকাটা আশ্চর্য্যের কথা নয়। আমার হাতে তিনটে হাসপাতাল, মানে চারশ রুগী। নতুন যারা এসেছে তাদের বাদ দিয়েই বলছি—চারশ, এতে কি কাউকে মনে রাখা সম্ভব? আপনিই বলুন!"

ডাক্তারের সঙ্গীটি অধীর হইয়া পড়িতেছে, ওদিকে কাজের দেরি হইয়া যাইতেছে তাদের।

রোস্তভ্ আর একবার বলিল—"মেজর দেনিসভ্ মোলিটেনের যুদ্ধে আহত হয়েছে।"

"আমার যতদূর মনে হয় সে ফৌত হয়ে গেছে। ধরুণ সে বেঁচে নেই। কি হে তোমার কি মনে হয়?" বলিয়া ডাক্তারটি বন্ধুর পানে চাহিল। পরক্ষণে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, কি রকম দেখতে বলুন ত? লালচে চুল, ঢ্যাঙা মতো তো—এঁ্যা?" তারপর যখন রোস্তভ্ দেনিসভের চেহারার বর্ণনা করিল তখনও ডাক্তারটি রীতিমত উৎসাহভরে বলিল, "আমার বেশ মনে আছে সে মারা গেছে। সেই বেঁটে লোকটা, খুব বেঁটে ত? হাঁ নিশ্চয় সে মরেছে। যাক তবু একবার খুঁজে দেখব আমার তালিকাটা। হ্যাঁ হে, তোমার ঘরে একটা নামের তালিকা আছে না?"

এতক্ষণে সার্জনটি কথা বলিল—"আপনি যদি একটু কষ্ট ক'রে অফিসারের ঘরে যান তো ভালো হয়। তাঁর কাছে সব খবর পাবেন।"

ডাক্তারটি নিকোলাসকে বাধা দিয়া বলিল—"না-না মশাই, ও কাজ করবেন না। মৃত্যুর পেছনে তাডা ক'রে যাওয়া এর চেয়ে ঢের সহজ।—যাবেন না শুনছেন?" কিন্তু একথার পরও যখন নিকোলাস্ বিদায় নমস্কার করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল তখন ডাক্তারটি তাঁহার বন্ধুকে বকিতে লাগিল, "যদি এ লোকটা মরে ত তোমার দোষে মরবে, খুব অন্যায় করলে তুমি।"

সরু একটা গলি-পথ দিয়া অফিস ঘরে যাইতে হয়। এই পথটায় এত বেশি দুর্গন্ধ যে রোস্তভের গা বমি-বমি করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল ডানদিকের একটা ঘরের ভিতর হইতে যেন একটা জীবন্ত নরকঙ্কাল বাহির হইয়া আসিতেছে—ফ্যাকাশে তাহার মুখের চেহারা, চোখগুলা কোটরের ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে, স্থির অর্থহীন উজ্জ্বল দৃষ্টি, লোকটার চাহনীর মধ্যে নিকোলাস্ যেন মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিল,—সে একটু থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল লোকটা দু'বগলের দুটি লাঠি (ক্রাচ, যাহাদের 'পা' নাই তারা এই বস্তুটির সাহায্যে চলাফেরা করে) ঠেলিয়া আগাইয়া আসিতেছে। লোকটা যেন নিকোলাস্‌কে চোখ দিয়া গিলিতে চাহে—তার অটুট যৌবনশ্রী দেখিয়া ওর মুখে ঈর্ষা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখের উপর হইতে চোখ সরাইয়া লইয়া

নিকোলাস্ গলা বাড়াইয়া দেখিল ঘরের মধ্যে সারি সারি রোগীরা শুইয়া আছে, কাহারও বিছানার তলায় সামান্য কিছু খড় বিছানো আছে, কাহারও বা তাও নাই, শুধু জামা বিছাইয়া পড়িয়া আছে তারা।

"ভেতরে আসতে পারি কি?" বলিয়া নিকোলাস্ একটা ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

কে যেন সাড়া দিয়া বলিল, "এখানে দেখবার কিচ্ছু নেই।"

তবু নিকোলাস্ কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। এখানে দুর্গন্ধ যেন আরো তীব্র দুঃসহ। এ অঞ্চলটা জ্বরের রোগীদের বিভাগ।

সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া নিকোলাস্ আবার চলে। চলিতে চলিতে তার পায়ের কাছে নরম একটা কি নড়িয়া উঠিতে সেদিকে চাহিয়া সে দেখিল একটি কশাক সৈন্য পড়িয়া আছে। লোকটা অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ফুট কাতরকণ্ঠে মাঝে মাঝে 'জল দাও' বলিয়া অসহায়ভাবে হাত পা ছুঁড়িয়া মাথা ঠুকিতেছে পাথরের মেঝেতে।

নিকোলাস্ ভাবিয়া পায় না লোকটাকে কোথা হইতে জল আনিয়া দেওয়া যায়। ঠিক এই সময়ে ওদিক হইতে একটি লোক আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—রোগীদের দেখাশুনার ভার বোধ হয় এরই হাতে। নিশ্চয় ও নিকোলাস্কে এ্যাম্বুলেন্সের বড় কর্ম্মচারী ভাবিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছে। লোকটি ত্রস্তভাবে হাত কচলাইতেছে দেখিয়া নিকোলাস্ গম্ভীরভাবে বলিল, "এই লোকটিকে নিয়ে যাও, আর দেখ, জল দিও একটু।"

"জী হুজুর! এখুনি নিয়ে যাচ্ছি।" মুখে সে কথা বলিল বটে কিন্তু একপাও নড়িল না।

নিকোলাস্ বুঝিতে পারে যে যাহাদের উপর সেবা-শুশ্রূষার ভার তাহারা কিছুই করে না। কিন্তু তাহারই বা করিবার কি আছে? এই কথা ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিল হঠাৎ নজরে পড়িল ঘরের ওই কোণে একটা লোক স্থির দৃষ্টিতে নিকোলাসের দিকেই চাহিয়া আছে। মুখময় তার খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। দেখিয়া নিকোলাসের মনে হইল, ও যেন কিছু একটা বলিতে চায় তাহাকে। সে তাহার কাছে আগাইয়া গেল, লোকটার হাঁটু

হইতে পায়ের সবটাই অস্ত্রোপচার করিয়া কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহার পাশেই একটি তরুণ নিস্পন্দভাবে পড়িয়া আছে, মাথাটা পিছন দিকে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাহার বিবর্ণ চেহারা এবং স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি যেন নিকোলাস্‌কে একটু চঞ্চল করিল। সে ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া শিহরিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"লোকটা বোধ হয়—"

পাশের লোকটি বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, ও মরে গেছে আজ ভোরে। মানুষ তো সবাই। এমন ক'রে কুকুরেরও বাঁচা শক্ত।...আমাদেরও শেষ প্রার্থনা সেরে রেখেছি মশাই—কখন কি হয় কে বলতে পারে।"

অফিসের সামনে অনেকগুলি রোগী বসিয়া আছে, অনেকে আবার চলিয়া-ফিরিয়াও বেড়াইতেছে। এদের মধ্যে একজনকে নিকোলাসের পরিচিত বলিয়া মনে হইল—বেঁটে রোগা মত একজন অফিসার; তার একটা হাত কাটা, এক হাতে তামাকের পাইপ ধরিয়া আছে। বারবার চেষ্টা করিয়াও নিকোলাস্ ঠাহর করিতে পারে না লোকটিকে কোথায় সে দেখিয়াছে।

বেঁটে লোকটি কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই সোল্লাসে হাঁকিল, "আবার আমাদের দেখা হ'ল তাহ'লে। আমায় চিন্‌তে পারো? আমি সেই টুন্‌শিন—তোমায় বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম—আর এই দেখ্‌ছ।" বলিয়া জামার শূন্য হাতাটা নাড়িয়া বলে, "আমার শরীরের এই সামান্য অংশটুকু বাদ দিয়ে ফেলতে হয়েছে—। তুমি বুঝি দেনিসভের সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? এস, এই দিক দিয়ে যেতে হবে।"

তাহারা দু'জনে পাশের ঘরে গেল।

এ ঘরে যেন হাসির শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এর মধ্যেও লোকে হাসিতে পারে। এখানে হাসিবার কথা নিকোলাস কল্পনাও করিতে পারে না।

বেলা দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু দেনিসভ্ এর এখনও ভালো করিয়া ঘুম ভাঙ্গে নাই।

নিকোলাস্‌কে দেখিয়া দেনিসভ্ হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল—"ও, রোস্তভ্ তুমি।" যেন এই ক'টি কথাতেই তাহার মনে যা-কিছু বলিবার ছিল তা সবই বলা হইয়া গেল। দেনিসভ্ যদিও সহজভাবে কথাগুলি বলিল, তবু নিকোলাসের

মনে হয় যেন আগেকার সেই বেপরোয়া ভাবটা দেনিসভের হারাইয়া গিয়াছে। সে যেন দমিয়া গিয়াছে।—একথা ভাবিতেও কষ্ট হয় নিকোলাসের।

দেনিসভের পায়ের ঘা এমন কিছু সাংঘাতিক নয় কিন্তু তবু এই দেড়মাসে এখনও সম্পূর্ণ শুকায় নাই। তার চোখমুখ কি রকম ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে আর সব রোগীদের মত। কিন্তু এ সবের জন্য নিকোলাসের বিশেষ কষ্ট হয় নাই—তার মন খারাপ হইয়া গেল দেনিসভের হাসি দেখিয়া। যেন জোর করিয়া টানিয়া হাসি আনিবার চেষ্টা করিতেছে সে। এ হাসির মধ্যে সহজ প্রাণময়তার বিকাশ নাই—এমনটা ত এর আগে কখনও হয় নাই। দেনিসভ্ নিজে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না,—তার নিজের দলের কথা নয়, বোস্তভের কথাও নয়, এমন কি যুদ্ধের খবরও সে জানিবার চেষ্টা করে না—শুধু নিকোলাস্ নিজের ইচ্ছায় যাহা বলিতেছে তাহাই সে শুনিতেছে মুখ বুজিয়া। দেনিসভের মনে এতটুকু স্ফূর্ত্তি নাই, সে মুখরতা নাই—নিকোলাস্ এ সব দেখিয়া দমিয়া যায়।

অতীতের সব কথাই যেন দেনিসভ্ ভুলিয়া যাইতে চায়, কেবল সেই কমিশারিয়েটের সঙ্গে গোলমালের ব্যাপারটা লইয়া তাহার যত দুশ্চিন্তা। সমস্ত ভাবনা তার ওই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া। নিকোলাস্ যখন তাহাকে কমিশারিয়েটের ব্যাপারটার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল তখন তাড়াতাড়ি এক তাড়া কাগজ-পত্র নামাইয়া দেনিসভ্ মেলিয়া বসিল। শেষ যে চিঠিখানা আসিয়াছে সেটা একবার গলা ঝাড়িয়া পড়িয়া বলিল—"এর জবাব একখানা যা দিয়েছি দারুণ।" এতক্ষণ যাহারা ভিড় করিয়া রোস্তভের কাছে বাহিরের নূতন খবর শুনিতেছিল তাহারা একে একে সরিয়া পড়িল। এবারে ত সেই পুরাতন কাহিনীর চর্ব্বিত-চর্ব্বণ আরম্ভ হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে সবাই। দেনিসভ্-এর এই চিঠিখানির জবাবে এর আগে তাহারা অনেকবার শুনিয়াছে। পাশের বিছানায় যে ভদ্রলোক থাকেন তিনি অগত্যা উঠিয়া বসিয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন—"আমার মনে হয় আপনারা একটা কাজ যদি করেন ত ভালো হয়, অবিশ্যি তার চেয়ে ভালো উপায়ও কিছু নেই। সম্রাটের কাছে মার্জ্জনা চেয়ে একখানা দরখাস্ত করা।"

দেনিসভ্ রাগিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলে—"সম্রাটের কাছে মার্জ্জনা চাইব! কেন, আমি কি ডাকাতি করেছি যে অমন ভাবে কাঁদুনী গাইতে হবে। না হয় সাজা হবে আমার, বেশ ত তাই হোক। আমার দেশের-দশের জন্য, সম্রাটের বাহিনীর জন্য আমি ওই হতভাগাদের কাছ থেকে···তাতে যা হয় মাথা উঁচু ক'রে মেনে নেবো! বলিয়া সে আবার চিঠিখানা পড়িতে শুরু করে—"যাক্ গে, এখন শোনো তারপর কি জবাব লিখেছি—'আমি যদি সত্যিই কর্ত্তৃপক্ষের কোনো কিছু চুরি করতাম তবে আজ এভাবে আপনার কাছে আত্ম-মর্য্যাদার বড়াই ক'রে লিখতাম না।"

টন্‌শিন ঘাড় নাড়িয়া তাহাকে সমর্থন করিয়া বলে—"চমৎকার জবাব, ঠিক হয়েছে।" কিন্তু পরক্ষণে রোস্তভ্‌কে সে কাছে টানিয়া আনিয়া চুপি চুপি বলে—"কিন্তু এতে কোনো ফল হবে না বাপু। তুমি এর একটা সুব্যবস্থা কর।"

দেনিসভ্ কাহারও যুক্তিই মানিতে রাজি নয়। কিছুতে সে সরকারী মহলকে ছাড়িয়া দিবে না। টন্‌শিন তাহাকে যত ভালো কথায় বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল ততই সে বাঁকিয়া বসিতেছে। "না, না মশাই, আমার ওসব ছল-চাতুরীর দরকার নেই। এর ওর তার হাতে পায়ে ধরে ভিক্ষে মেগে উদ্ধার পাওয়ার চেয়ে যা হয় হবে সেই ভালো।"

রোস্তভ্ অবশ্য আর সবার মত সম্রাটের কাছে দরবার করারই পক্ষপাতী—এবং তার জন্য যা কিছু করিতে হয় সব সে করিতে প্রস্তুত, কিন্তু বন্ধুর মতের বিরুদ্ধে ভরসা করিয়া কোন কথা বলিবার সাহস তাহার নাই। জেদাজেদির ব্যাপারে বেশি কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।

ঘণ্টাখানেক 'এই চিঠি পড়া' পর্ব্ব চলিল, তারপর চিঠি পড়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন দু'জন করিয়া আবার সব শ্রোতারা আসিয়া জমিল রোস্তভের আশেপাশে। সারাদিন ধরিয়া আহত সৈনিকের অনেক কথাই নিকোলাস্ শুনিল।

রাত্রিতে ফিরিয়া যাইবার সময় নিকোলাস্ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কিছু দরকার আছে? কোনো কাজ যদি থাকে ত বল।"

"হাঁ, আছে একটু, সবুর কর।" বলিয়া দেনিসভ্ আবার কাগজপত্রগুলি টানিয়া বাহির করিল।

"যাক্ গে আর পারিনে।" বলিয়া সে নিকোলাসের হাতে একখানা খাম দিল। খামটিতে সম্রাটের কাছে আবেদনপত্রই আছে।

"যার কাছে দিলে কাজ হবে তার হাতেই দিও। এবারে হয়েছে ত!" বলিয়া দেনিসভ্ থামিয়া যায়, সে আর কিছু বলিতে পারে না। তাহার ওষ্ঠে একটু ম্লান হাসি—সে হাসি দেখিয়া বোস্তভের বড় কষ্ট হয়। এ যেন হাসি নয়, এর চেয়ে দেনিসভ্ কাঁদিলে বরং সহ্য হইত।

১৮

নীমন্ নদীর তীরে তিল্‌সিৎ-এ দুই পক্ষের বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রান্ত সামরিক কর্ম্মচারী এবং সেনাদল সমবেত হইয়াছে। এ আয়োজন সংহার-সংগ্রামের নহে, এবারে শান্তি স্থাপনের জন্য যুদ্ধ বিরত হইয়াছে। স্বয়ং সম্রাট আলেকজান্দার এবং সম্রাট নাপোলেওঁ মিলিত হইয়া সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। এ তারই আয়োজন। এ এক বিরাট সমারোহ।

আগামী ১৩ই জুন দুই সম্রাটের সাক্ষাতের দিন স্থির হইয়াছে।

এই উৎসবে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে বোরিস দ্রুবেৎস্কোয়ও থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিল।

নদীতীরে সারি সারি তাবু পড়িয়াছে। আজ আর ফরাসীদের তাঁবুতে শুধু ফরাসী জাতীয় পতাকা নাই, সেখানে দুই পক্ষের মিলিত চিহ্ন আঁকা পতাকা উড়িতেছে। নাপোলেওঁ তাবু হইতে কিছু দূরে একেবারে জলের কিনারায় চিন্তা-বিচলিতচিত্তে পদচারণা করিতেছেন। আর বেশি সময় নাই, একটু পরে যা হয় একটা স্থির হইয়া যাইবে।

সম্রাট আলেকজান্দার গম্ভীর ভাবে ধীর পাদক্ষেপে আসিয়া উঠিলেন একটি বড় বজরাতে—তাঁহার সঙ্গে সম্রাট নাপোলেওঁ।

সমস্ত ব্যাপারটা বোরিস দূর হইতে মন দিয়া লক্ষ্য করিতেছিল। আজকাল সে প্রয়োজন বুঝিলে অনেক কথা লিখিয়া লয়, আজও তাহার লিখিতে ভুল হয় নাই।

সকলেই উৎসুকভাবে দেখিতেছিল। অনেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিয়া দেখিয়া লইল ঠিক ক'টার সময় সন্ধির প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল।

বজরা যখন তীরে ফিরিয়া আসিল তখন ঘড়ি দেখিয়া বোরিস লিখিয়া রাখিল—'একঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট ধরিয়া দুই সম্রাটের কথাবার্তা হইয়াছে।'—যে খাতায় সে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া রাখে তাহার মধ্যে এটা লিখিল।

বোরিস এখন আর সাধারণ মানুষ নয়। কারণ আজিকার এই উৎসবে যাহাদের যোগ দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। সেই বিশেষ কয়জনের একজন হওয়াতে তাহাকে সবাই রীতিমত সমীহ করিয়া চলে। এমন কি দু'বার তাহাকে সম্রাটের কাছে কাজে পাঠানো হইয়াছে। সম্রাট নিজেও তাহাকে চিনিতে ভুল করেন না। সম্রাটের দরবারে সে আর আগন্তুক নয়, সভাতে সে উপস্থিত না থাকিলে সবাই তাহার খোঁজ করে।

বোরিস আর কাউণ্ট জেলিন্‌স্কি একই সঙ্গে থাকে। জেলিন্‌স্কির বাড়ী পোলাণ্ডে এবং তার মত পয়সাওয়ালা লোক সমগ্র পোলাণ্ডে আছে কিনা সন্দেহ। কাউণ্ট জেলিন্‌স্কি বড়লোক কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়াছে। বহুদিন প্যারিসে ছিল। ফরাসীদের সব কিছুই তাহার ভালো লাগে। তাই তাহার ঘরে ফরাসীদের আড্ডা আজকাল খুব বেশি। সেখানে ফরাসীদের বড় বড় রাজকীয় কর্ম্মচারীরা আসিয়া গল্পগুজব করে, খাওয়া-দাওয়াও চলে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা জেলিন্‌স্কির ঘরে একটা বিশেষ ভোজের আয়োজন ছিল। ফরাসী রক্ষা-বাহিনীর পদস্থ কর্ম্মচারীরা এবং নাপোলেঁর খাশ খানসামাও উপস্থিত। খানসামাটি বয়সে তরুণ এবং প্রাচীন বনিয়াদী ধনী পরিবারের ছেলে। বোরিস সেখানে বসিয়াছিল। হঠাৎ বাহিরে অপরিচিত কণ্ঠে কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে বলিয়া মনে হইল—সে তাড়াতাড়ি বাহিরে গেল।

নিকোলাস্ আসিয়াছে তাহার কাছে। তাহাকে দেখিয়া বোরিস অত্যন্ত বিরক্ত হইল। তাহার কথাবার্তায়, আচরণে কোথাও প্রসন্নতার মুখোস নাই, তবু মুখে বলিল—"আরে তুমি—বেশ, বেশ, দেখে খুশী হলাম।"

কিন্তু কথাগুলি বলিতে তাহার যে একটু বিলম্ব হইল, তাহাতেই নিকোলাস্ তার মনোভাব বুঝিতে পারিল।

নিকোলাস্ শুষ্ক কণ্ঠে বলিল—"আমি বোধ হয় অসময়ে এসে পড়েছি—যাক, একটা জরুরী দরকারে এসেছি।"

নিজেকে সামলাইয়া বোরিস বলে—"মোটেই না। অসময় কিছুই নয়,—তা নয়, তোমায় এখানে দেখে একটু অবাক হয়ে গেছি।"

ঘরের ভিতরে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিল—"যাচ্ছি ভাই, এক মিনিট।"

নিকোলাস্ ব্যস্তভাবে বলে—"আমি বোধ হয় তোমার কাজের অসুবিধা করলাম?"

বোরিস সে কথার কোন জবাব দেয় না, এর মধ্যে সে ভাবিয়া মনস্থির করিয়াছে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। নিকোলাস্‌কে সঙ্গে করিয়া সে ভিতরে ঢুকিল।

নিকোলাস্ অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া এখানে আসিয়াছে দেনিসভের দরখাস্তটা লইয়া। সে তিল্‌সিতে আসিয়াছে বটে কিন্তু এই আন্তর্জাতিক মিতালিটাকে মোটেই মানিয়া লইতে পারে নাই। ফরাসীদের এখনও সে শত্রু ছাড়া অন্য কিছু মনে করে না। কাজেই যখন বোরিস অন্য অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল তখনও সে আড়ষ্ট হইয়া রহিল। বোধ হয় উপস্থিত কেহই এই নবাগত রাশিয়ানটিকে দেখিয়া খুশী হয় নাই। আবহাওয়াটা কিরকম যেন বিগড়াইয়া গেল, কেহই বিশেষ কোনো কথা বলে না। অবশেষে একজন ফরাসী ভদ্রলোক এই নীরবতা কাটাইবার জন্য নিকোলাস্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বোধ হয় সম্রাট নাপোলেঅঁকে দেখবার জন্যে এসেছেন?"

নিকোলাস্ আজও নাপোলেঅঁকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। বোনাপার্ত বলিতে পারিলেই যেন সে বেশি খুশী হয়। ফরাসী ভদ্রলোকটির কথায় সে গম্ভীর ভাবেই জবাব দিল—"না, আমি অন্য কাজে এসেছি।"

নিকোলাসের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে সবাই যেন কেমন হইয়া গিয়াছে, আলাপ ঠিক জমিতেছে না; কথাবার্তার যেন খেই হারাইয়া যাইতেছে সবারই।

নিকোলাস্ ভাবিয়া পায় না এরা সব এখানে বসিয়া কি করিতেছে? কিন্তু তাহার নিজেরও ভালো লাগিতেছে না এরকমভাবে, তাহার মনে হয় যেন তাহারই জন্য ইহাদের অসুবিধা হইতেছে খুব। সে বোরিস্‌কে বলিল—"একবার শোনো, আমার কথাটা শেষ ক'রে নিয়ে আমি চলে যাই।"

"আরে না, না, তাই কি হয়? আজ থাকতেই হবে—বরং যদি ক্লান্ত হয়ে থাকো ত বিশ্রাম করবে চলো আমার ঘরে।"

তারপর তারা দু'জনে বোরিসের শুইবার ঘরে গেল। ছোট্ট পরিষ্কার ঘরখানি। সেখানে গিয়া নিকোলাস্ বসিল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেনিসভের বৃত্তান্ত বলিল, তারপর সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিল—"এখন তুমি এর একটা সুরাহা করতে পারো কি না বলো। মোটকথা এই দরখাস্তখানা সম্রাটের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ভার···"

কথাটা শেষ করিবার আগেই বোরিসের মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতে সে থামিয়া গেল, বোরিস যেন কিরকম গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। সে মোটেই নিকোলাসের কথায় কান দেয় নাই, ঘরের চারিদিকে চোখ বুলাইতেই যেন ব্যস্ত। বোরিসের ভাবভঙ্গিতে জীবনে আজ এই প্রথম নিকোলাস্ চটিয়া গেল। এ যেন কোন এক বড় সেনাপতির সামনে দাঁড়াইয়া নিকোলাস্ কথা বলিতেছে। বোরিস্‌কে আর আগেকার সেই বন্ধু বলিয়া তাহার মনে হয় না।

তাহার কথা শেষ হইলে বোরিস কতকটা তাচ্ছিল্য করিয়াই জবাব দিল—"আজকাল ওরকম ব্যাপার হামেশাই শোনা যাচ্ছে—বিশেষ ক'রে এই জাতের হাঙ্গামায় সম্রাট কিছু করবেন না। ভয়ানক কড়াকড়ি হয়েছে তুমি জানো না। আমার মনে হয় সম্রাটের কাছে ও-সব দরখাস্তটাস্ত না ক'রে একেবারে যেমন বাঁধা আইন আছে সেইমত ওপরওয়ালার কাছে চিঠি দেওয়াই ভালো। তাতেই সম্ভবত···"

"মানে তুমি কিছুই করতে পারবে না—সে কথা স্পষ্ট ক'রে বল্‌লেই ত পারো।"

"না, না, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

ওদিকে বাহির হইতে জেলিন্স্কি বোরিসকে ডাকাডাকি করিতেছিল। নিকোলাস্ তাড়াতাড়ি বলিল—"যাও যাও, ওরা ডাকছে।"

নিকোলাস্ আর ভোজের আসরে গেল না, সে ঘরময় চঞ্চলভাবে পায়চারি করিতে লাগিল।

সে দিনটাই বোধ হয় নিকোলাসের খারাপ, নহিলে বার বার চেষ্টা করিয়াও সে কোন সুব্যবস্থা করিতে পারিল না। সে সামরিক পোশাক পরিয়া এখানে আসে নাই, এমনি সাধারণ বেসামরিক পোশাকে এখানে আসিয়াছিল। এ অবস্থায় জেনারেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করা চলে না, তা ছাড়া সে ছুটি লইয়াও আসে নাই। মহা বিপদ। বোরিস যদি প্রাণপণে চেষ্টা করিত তাহার জন্য, তাহা হইলেও সে কিছু করিতে পারিত না—আগামী কাল শান্তি স্থাপনের জন্য সন্ধির চরমপত্র স্বাক্ষরিত হইবে, আজ কি এই সামান্য কথা লইয়া ভাবিবার সময় হইবে? আগামী কাল এক বিরাট উৎসব—সেই সভায় দুই সম্রাট মিলিত হইয়া সন্ধি করিবেন স্থির হইয়াছে। কাজে কাজেই এই সামান্য ব্যাপারে মন দিবার মত অবসর কাহারও হইবে না। কিন্তু দেনিসভ্-এর একটা কিছু না করিতে পারিলে নিকোলাসের শান্তি নাই।

বাস্তবিকই বোরিস কিছু করিবে বলিয়া নিকোলাসের বিশ্বাস হয় না। অন্তত তার কথাবার্তার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না। বোরিসের আজিকার আচরণে নিকোলাস্ বিরক্ত হইয়াছে। যখন বোরিস ঘরে ফিরিল তখন নিকোলাস্ চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিল ঘুমের ভান করিয়া। পরদিন ভোর বেলাতেই সে ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইল। তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল ওই প্রাসাদের উপরে, যেখানে সম্রাটের বর্তমান বাসা। চারিদিকে একটা চঞ্চল মুখরতা, প্রাসাদের উপরে দুই সম্রাটের আদি অক্ষর নামাঙ্কিত পতাকা উড়িতেছে।

নিকোলাস্ আপন মনেই বলে—"তা বোরিস কিছু করবে না বোঝা গেল। বন্ধুত্বের এখানেই পূর্ণচ্ছেদ। কিন্তু আমি একটা হেস্তনেস্ত না করে এখান থেকে নড়ছি না। দেনিসভের চিঠি যেমন করেই হোক সম্রাটের কাছে যাওয়া চাই।…ওইখানে সম্রাট আছেন।"

অন্যমনস্কভাবে এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সত্যই সে রাজকীয় বাসভবনের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে তাহা খেয়াল করে নাই।

প্রাসাদের তোরণদ্বারে দুইটি সুসজ্জিত ঘোড়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্রাটের রক্ষীবাহিনী অপেক্ষা করিতেছে সেখানে।

হঠাৎ নিকোলাস্ স্থির করিয়া ফেলিল—"আমি নিজেই যাবো।...কিন্তু কি ক'রে নিজে হাতে এই প্রার্থনা-পত্র তাঁর কাছে পৌঁছে দেবো? কি ক'রে আমি সব কথা তাঁকে খুলে বলব?...হয়ত ওরা আমায় বন্দী করবে—আমার ত সামরিক পোশাক নেই সেইজন্যে বড়ই অসুবিধে।" পরক্ষণে তাহার সারা মনে একটি কথা সত্য বলিয়া ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়—"না, না, সম্রাট সব বুঝতে পারেন, তিনি পারবেন আমার কথা বুঝতে। নিশ্চয়ই তাঁর ভুল হবে না, তিনি যে সম্রাট। আর যদি ওরা আমায় বন্দী করে, না হয় করবেই, কী বা এসে যাবে তাতে।...ওই যে সবাই জমায়েৎ হচ্ছে ওখানে। আমি যাবো, যাবো, যাবো।"

পথ চলিতে চলিতে তাহার মনে হয়—এবারে আব সুযোগ নষ্ট করিবে না সে অস্টারলিজের মত। তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া মিনতি করিয়া বন্ধুর কথা বুঝাইয়া বলিবে—নিজের অন্তরের অনুভূতি উৎসারিত করিয়া ঢালিয়া দিবে।...নিকোলাস্ কল্পনায় দেখিতে পায় সম্রাট তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন, বলিলেন—"ওঠো, আমি তোমার উপকার করিতে প্রস্তুত আছি—খুশী হয়ে তোমার কাজ করব। অবিচারের বিরুদ্ধে মঙ্গলের অনুকূলে আমার সমস্ত রাজশক্তি—তুমি শান্ত হও।"

নিকোলাস্ যতই ভাবিতে থাকে এসব কথা, তত বেশি তার মন আশান্বিত হয় সম্রাটকে দেখিবার জন্য। আকুল আগ্রহে অধীর হইয়া উঠে সে।

নিকোলাস্ সরাসরি ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল, কোনোদিকে তার দৃষ্টি নাই, সে সোজা চলিয়াছে।

হঠাৎ কে একজন তাহার গতিপথে বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনি কার খোঁজ করছেন?"

"সম্রাটের কাছে একটি আর্জি নিয়ে এসেছি।" কথাগুলি বলিতে গিয়া নিকোলাসের গলা কাঁপিয়া যায়।

"একটু অনুগ্রহ ক'রে তাঁর বাসভবনে যান—এই একটু এগিয়ে। এগুলো দরবার মহল।"

লোকটি এমন শান্ত স্বরে কথাগুলি বলিল যে নিকোলাসের ভয় হইল, বুঝিবা হঠাৎ সে দীপ্তিময় সম্রাটকে এখনই দেখিতে পাইবে।—আশাব সঙ্গে এতখানি ভীতি, সে কি বিচিত্র অনুভূতি।

সম্রাটের খাশমহলের প্রহরীকে ছাড়াইয়া সে একটা প্রশস্ত বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। কে একজন কর্ম্মচারী তাহাকে দেখিয়া ভ্রূকুটি করিয়া প্রশ্ন করিল—"কি চাই মশাই।—দরখাস্ত?"

ভিতর হইতে আর একজন প্রশ্ন করিল—"কি ব্যাপার হে?"

যে লোকটি নিকোলাসের সঙ্গে কথা কহিতেছিল সে জবাব দিল—"আর এক নম্বর দরখাস্ত।"

"বলো একটু অপেক্ষা করতে হবে। উনি এখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, ফিরতে বেলা হবে।"

রোস্তভ্ একটু ইতস্তত করিতেছিল, কি করা যায়।—ভিতরের লোকটি আবার প্রশ্ন করিল—"কে দরখাস্ত করছে?"

"মেজর দেনিসভ্।"

"আর আপনি, আপনি কে? কোনো পদস্থ কর্ম্মচারী?"

"কাউণ্ট রোস্তভ—লেফ্‌টেনাণ্ট।"

"কি স্পর্দ্ধা। দরখাস্ত আসবার কথা কর্ণেলের হাত দিয়ে। লেফ্‌টেনাণ্ট কেন এখানে? সরে পড়, চলে যাও, শিগগির চলে যাও।"

অগত্যা নিকোলাস ফিরিল। বাহিরের বড় বড় জেনারেলরা সুসজ্জিত হইয়া চলাফেরা করিতেছে—সবাই সম্রাটের সঙ্গে যাইবে।

নিকোলাস্ মনে মনে নিজের অবৈধ আচরণের জন্য অনুতপ্ত। বাস্তবিক এমনভাবে সামান্য একজন লেফ্‌টেনাণ্ট হইয়া সে আইনতঃ সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিতে পারে না—বিশেষ করিয়া অন্য কাহারও আর্জি লইয়া।—এটা তার অন্যায় হইয়াছে, খুব অন্যায়। সামনের জমকালো ভিড়ের মধ্য দিয়া মাথা নীচু করিয়া সে কোনো-রকমে পথ করিয়া চলিতেছিল। সহসা কে যেন মোটা

গলায় তাহাকে ডাকিল, কণ্ঠস্বরটা সুপরিচিত—"আরে তুমি এখানে, কি ব্যাপার? মুফ্‌তীতেও হাজির হয়েছো দেখছি।"

ইনি অশ্বারোহীবাহিনীর একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী—এককালে নিকোলাসের দলের উপরওয়ালা ছিলেন। পরে নিজের কৃতিত্বে সম্রাটের সুনজরে পড়িয়া তাঁহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তাঁহাকে এইভাবে কথা বলিতে দেখিয়া নিকোলাস্‌ প্রথমে ভয় পাইয়া গিয়াছিল—কুণ্ঠিতভাবে তাহার এখানে আসিবার একটা অছিলা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ভাবিতেছিল কি বলা যায়? কিন্তু ও ভদ্রলোক ততক্ষণে তাহার সঙ্গে রসিকতা শুরু করিয়া দিয়াছেন। সব দেখিয়া শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইয়া নিকোলাস্‌ তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া দেনিসভের কথা বলিল—"আপনাকে এর একটা উপায় করে দিতেই হবে।"

জেনারেল সাহেব ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"অতি সাহসী লোকের পক্ষেও এ কাজটি কঠিন। আচ্ছা দাও আমায় দরখাস্তটা, দেখি কি হয়।"

পরক্ষণে সকলেই কি রকম চঞ্চল হইয়া উঠিল, জেনারেলটিও ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

কতদিন পরে আবার সম্রাটকে দেখিবার আশায় নিকোলাস্‌ আর সব কথা ভুলিয়া গেল। বেসামরিক পোশাকে সে এখানে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার অপরাধে বন্দী হইতে পারে একথাটা একবারও তাহার মনে হইল না, নিজের ওপরওয়ালা তাহাকে দেখিতে পাইলে শাস্তি হইবে, একথাও সে ভুলিয়া গিয়াছে—শুধু একটি কথা তখন তাহার মনে আছে, তাঁহাকে দেখিতে পাইবে সে। দু'বৎসর পরে আবার দর্শন!

সম্রাট আসিলেন। নিকোলাস দেখিল তিনি ঠিক তেমনি আছেন—সেই মহিমময় কমনীয়তার বিকাশ, সেই উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধদৃষ্টি, সেই মোহনীয় সুন্দর রূপ। চলিতে চলিতে তিনি এক-আধজনকে দু'একটা কথা বলিয়া একটু হাসিয়া আগাইয়া আসিতেছিলেন। সমবেত জনতার মধ্যে যে সামান্য কয়জনকে তিনি স্নেহ করেন শুধু তাহাদের প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ। নিকোলাসের পরিচিত সেই জেনারেল সাহেব একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন।

সম্রাট তাঁহাকে ইশারা করিয়া কাছে ডাকিলেন, সকলে শশব্যস্ত হইয়া পথ করিয়া দিল। জেনারেল সাহেবের সঙ্গে তিনি অনেক কথা বলিলেন বলিয়া নিকোলাসের মনে হইল।

তারপর তিনি ঘোড়ায় উঠিবার জন্য পা বাড়াইলেন, ভিড়ের সবাই একসঙ্গে যেন ঝুঁকিয়া পড়িল তাহাকে দেখিবার জন্য। সম্রাট আলেকজান্দার ঘোড়ার পিঠে হাত দিয়া জেনারেল সাহেবের দিকে ফিরিয়া যেন সকলকে শুনাইবার জন্যই স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—"তা হয় না মশাই, অসম্ভব। আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন—আমার চেয়ে আমার আইন অনেক বড়।" রেকাবে পা দিয়া সম্রাট ঘোড়ায় উঠিয়া বসিলেন, জেনারেল মাথা নত করিয়া অভিবাদন করিলেন তাঁহাকে।

সম্রাট যখন চলিতে শুরু করিলেন তখন নিকোলাস্ তাঁহাকে দেখিবার উৎসাহে সব কিছু ভুলিয়া গেল। সে ভিড়ের সঙ্গে তাহার পিছনে ছুটিয়া চলিল—উৎসাহে আনন্দে তার মনপ্রাণ ভরপুর।

১৯

শান্তির আয়োজন—যুদ্ধের পরিসমাপ্তি এবং সন্ধি।

ফরাসী রাজকীয় রক্ষী বাহিনী এবং রুশ সেনাবাহিনী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সম্রাট আলেকজান্দারকে অভিবাদন করিল। আবার তাহারা অনুরূপ কায়দায় নাপোলেওঁকেও অভিবাদন করিল। পাশাপাশি দুই সম্রাট রহিয়াছেন—কিন্তু নিকোলাসের মনে হয় আলেকজান্দারের পাশে দাঁড়াইবার মত কোনো যোগ্যতা নাপোলেওঁর নাই।

ওদিকে সৈন্যগণ সমবেতকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—"জয় সম্রাটের জয়।"

সামান্য কয়েকটা কথা বিনিময়ের পর ঘোড়া হইতে নামিয়া তাঁহারা দু'জনে করমর্দন করিলেন। দুজনের মুখেই হাসি। নিকোলাসের মনে হয় নাপোলেওঁর হাসির মধ্যে সারল্য নাই, যেন কৃত্রিম! কিন্তু তাহাদের

সম্রাটের হাসির সঙ্গে অন্তরের যোগ আছে, সে হাসি একেবারে সত্যকার প্রসন্ন হাসি।

বারবার রক্ষীদের ঠেলা খাইয়াও নিকোলাস্ এতটুকু সরে নাই, সে নির্নিমেষ নেত্রে সম্রাটের পানে চাহিয়া আছে।

এদিকের কাজ শেষ হইয়া গেলে নাপোলেওঁ বলিলেন, "আপনি যদি অনুমতি করেন ত রুশবাহিনীর সবচেয়ে সাহসী বীরকে আমার রাজকীয় সম্মানের স্মৃতি-চিহ্ন (Legion of Honour) উপহার দিই।" নিকোলাসের মনে হয় নাপোলেওঁর কণ্ঠে কোথায় যেন চাতুরী গোপন আছে।

সম্রাট আলেকজান্দার হাসিয়া ঘাড় হেলাইয়া সম্মতি দিলেন!

তারপর নাপোলেওঁ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"এই যুদ্ধে যে সৈনিক সবচেয়ে সাহসের পরিচয় দিয়েছে তার উদ্দেশ্য—" বলিয়া তিনি রুশ বাহিনীর দিকে চাহিলেন।

সম্রাট আলেকজান্দার বলিলেন—"সম্রাট, আমি আমার কর্ণেলের কাছে এ সম্বন্ধে একটা কথা জেনে নিতে চাই।" বলিয়া তিনি আগাইয়া গিয়া এই দলের কর্তাকে কি বলিলেন। নাপোলেওঁ জোর করিয়া টানিয়া নিজের হাতের দস্তানা খুলিয়া ফেলিয়া দিতেই একজন এ-ডি কং আগাইয়া আসিল সেটা কুড়াইয়া লইবার জন্য।

রুশ ভাষাতেই সম্রাট আলেকজান্দার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাকে এটা দেওয়া হবে সম্রাট?"

"সম্রাট যাকে বলবেন তাকেই। অবশ্য সে এক সাধারণ সৈনিক হওয়া চাই।"

সম্রাট আলেকজান্দার একবার ভ্রুকুটি করিয়া মনে মনেই বলিলেন—"আচ্ছা, এর জবাব তোমায় দেবো।"

কর্ণেলের মতে "লাজারু" বলিয়া একজন সৈনিকই এই সম্মান পাইবার যোগ্য বলিয়া স্থির হইল। লাজারু কোনোদিন কল্পনাও করে নাই এ সম্মান সে পাইতে পারে।

কর্ণেল 'লাজারু'-র নাম ধরিয়া ডাকিতেই সেনাদলের একবারে সামনে যে

লোকটি দাঁড়াইয়া ছিল সে আগাইয়া আসিল। উত্তেজনায় লোকটির মুখ লাল হইয়া গিয়াছে। সে আগাইয়া যাইতেই আশপাশের লোকেরা চাপা গলায় বলিল—"এই, তুমি কোথায় যাচ্ছ, চুপ করে দাঁড়াও!"

লোকটা ভাবিয়া পায় না কি করিবে—সে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া গেল।

কাল রাত্রে বোরিসের বাড়ীতে যে তরুণ খানসামাটি খানা খাইতেছিল সে আগাইয়া আসিয়া নাপোলেঁর হাতে কি একটা দিল। নাপোলেঁ সেই লাল রঙের ফিতে বাঁধা ক্রশ চিহ্নটি হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন লাজারুর কাছে আসিয়া। তারপর তিনি একবার আলেকজান্দারের দিকে চাহিয়া সৈনিকের বুকে ক্রশটি ছোঁয়াইয়া দিলেন—যেন তাঁর এই স্পর্শটুকু এই সৈনিকের জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিবে, তার বীরত্ব শতগুণে বাড়িয়া যাইবে। লাজারু অত্যন্ত গম্ভীরভাবে এই খর্ব্বাকৃতি লোকটির কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। একবার সে চোখ তুলিয়া তাহার সম্রাটের পানে প্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল, যেন জিজ্ঞাসা করিল—"আমাকে কি করিতে হইবে?"

সম্রাটের কোনোরকম আদেশ না পাওয়াতে সে আগের মতই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সম্রাটেরা আবার ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া গেলেন, আর সেনাদলের যে যার এদিক ওদিক ছড়াইয়া খাইবার জন্য বসিয়া পড়িল।

লাজারুকে আজ সম্মানিত আসনে বসানো হইয়াছে, সকলেই তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে, তাহার সঙ্গে হাসিয়া কথা বলিতেছে, শুভেচ্ছা জানাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেছে। তার চারিপাশে ভিড় জমিয়াছে—ফরাসী, রুশ সবাই তাহাকে লইয়া ব্যস্ত! মাঠের চারিদিকে হাসি, গান, কোলাহল মিলিয়া বিচিত্র এক সমারোহ চলিয়াছে।

নিকোলাসের সামনে দিয়া দু'জন সামরিক কর্ম্মচারী গল্প করিতে করিতে চলিয়া গেল, একজন বলিতেছে—"উঃ কী খাওয়াদাওয়ার আয়োজন—আর সবাইকে রূপোর বাসনে ক'রে খেতে দেওয়া হচ্ছে।...আচ্ছা তুমি লাজারুকে দেখেছ?"

"হাঁ দেখেছি।"

"মাইরি, বাঁদরটার কি কপাল দেখেছো—যতদিন বাঁচবে বছরে বারোশো টাকা বৃত্তি পাবে।"

বোরিস এবং তার বন্ধু জেলিন্‌স্কি আজিকার উৎসবের দৃশ্য উপভোগ করিবার জন্য ঘোরাঘুরি করিয়া বেড়াইতেছিল, হঠাৎ নিকোলাস্‌কে দাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বোরিস ডাকিল, "নিকোলাস্, কি খবর হে, এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলে—সকালে উঠে আর খুঁজে পেলাম না।"

তারপর নিকোলাসের বিষণ্ণ গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে তোমার শরীর ভালো আছে ত? যেন কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে।"

"না, না, কই কিছু না ত!"

"তাই বল,—আমাদের সঙ্গে আসছ ত? এস!"

"হাঁ যাবো, তোমরা এগোও, যাচ্ছি।"

কিন্তু নিকোলাস্ সেখানেই দাড়াইয়া থাকিল চুপ করিয়া। মুখ বুজি' দেখিতে লাগিল এই উৎসবের নায়কদের। এরাই রাশিয়ার বীরের দল, এদেরই উৎসব। আর যারা হাসপাতালে পড়িয়া আছে,—কাহারও হাত উড়িয়া গিয়াছে, কাহারও বা পায়ে গুলি লাগিয়া খসিয়া পড়িতেছে, যাহারা রোগযন্ত্রণায় নরকের মত হাসপাতালে তিলে তিলে মরিতেছে প্রতি মুহূর্তে—তারা? তারা কে? নিকোলাসের মনে হয় যেন হাসপাতালের সেই পচা মড়ার গন্ধ তাহার নাকে আসিয়া সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার মনে পড়িল দেনিসভের কথা,—বেচারী দেনিসভ আজ কতদিন হাসপাতালে পড়িয়া আছে। মানসিক শক্তির বলে দেনিসভ সব সময় যে মাথা উঁচু করিয়া আপনার সংকল্পের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চলিত তার সেই মানসিক শক্তি কোথায় গেল? সে কেমন করিয়া রাজশক্তির কাছে মাথা নীচু করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। কিন্তু তবু ক্ষমা, দয়া, করুণা কিছুই তাহার ভাগ্যে জুটিল না। আজ দেনিসভের এ দুর্দ্দশার জন্য দায়ী কে? এই যুদ্ধ নয়, সম্রাট নয়, দেশ নয়—তবে কে? দেনিসভ্ কাহার মঙ্গলের মুখ চাহিয়া গোলন্দাজবাহিনীর রসদ কাড়িয়া লইয়া

ছিল ? সে ত সৈন্যদলের প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই ! তবে, তবে কেন তার বিরুদ্ধে অপরাধের বোঝা এত ভারি হইল ? এর বিচার করিবে কে ? যারা যুদ্ধে মরিল তারা বীর নয়, যারা আহত হইল তারা নয়,—বীর ওই লাজারু ? একদিকে দেনিসভের দুর্ভাগ্য আর একদিকে লাজারুর অপ্রত্যাশিত সম্মানলাভ সমস্তটা জড়াইয়া এত বড় অবিচার এই যুদ্ধের ফল !

এইসব ভাবিতে ভাবিতে একসময় নিকোলাসের চৈতন্য হইল আজ সারাদিন সে কিছু খায় নাই। খাদ্যের সৌরভে তাহার ক্ষুধা অসহ্য হইয়া উঠিল এক মুহূর্তে।

এই দিবাস্বপ্নের মধ্যেও সে বুঝিতে পারিল যে বাড়ী যাইবার আগে কিছু খাওয়া দরকার। আর দেরি না করিয়া সে একজায়গায় খাইতে বসিয়া গেল।

নিকোলাস মুখ বুজিয়া খাইতেছিল, আহার্য্যের চেয়ে পানীয়ের দিকেই তাহার দৃষ্টি বেশি। আশপাশে সবাই নানা গল্প করিতেছে। অধিকাংশ লোকেই এই সন্ধিতে সন্তুষ্ট হয় নাই। অনেকের ধারণা যে তারা যদি ফ্রায়েডল্যাণ্ডেও আর কিছুদিন চাপিয়া থাকিত তবে নাপোলেঁও নিশ্চয়ই হারিয়া যাইত, কারণ তাহার অস্ত্রাদির যেমন অভাব, তেমনি খাদ্যেরও। সরবরাহ একেবারে বন্ধ হইয়াছিল। নিকোলাস এদের কথা শুনিতে শুনিতে মনে মনে খুব রাগিয়া যায়। তা ছাড়া কেবলই তার মনে হইতেছে যেন মাথাটা কি রকম ভার হইয়া উঠিয়াছে।

একবার সে একজনকে ধমকাইয়া বলিয়া উঠিল, "সম্রাটের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করবার আপনার কি অধিকার আছে মশাই ? আমরা তাঁর মনের কথা কতটুকু বুঝি ?"

যে লোকটিকে সে বকিয়া উঠিল সে বুঝিতে পারে না নিকোলাসের রাগের কারণ, তবু তাহাকে থামাইবার জন্য বলে—"কই আমি সম্রাটের সম্বন্ধে কোনো কথাই ত বলিনি।"

নিকোলাস্ তাহার কথায় কান না দিয়া আপন মনেই বলিয়া চলিল—"আমরা রাজনীতি-বিশারদ নই, আমরা সামান্য সৈনিক। আমাদের মরতে হুকুম দেওয়া হয়েছে তাই মরতে পারি—আর যদি আমাদের শাস্তি দেওয়া হয়,

তাও মেনে নিতে হবে, উপায় নেই। কারণ তাই আমাদের প্রাপ্য, এখানে বিচার করবার ভার আমাদের হাতে নয়। আমাদের সম্রাট যদি নাপোলেঅঁকে সম্রাট ব'লে স্বীকার করেন, তার সঙ্গে সন্ধি করা উচিত মনে করেন, আমরা তাই মেনে নেবো। কারণ একবার যদি তাঁর কাজের খুঁত ধরি বা বিচার করতে যাই ভালোমন্দ, তবে পৃথিবীতে ভগবানের দান ব'লে কিছু থাকবে না—মনে হবে সবাই সমান, শেষে কোন দিন হয় ত ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস হারাবো। নেতিবাদ আমাদের সর্ব্বনাশ করবে।"

বলিতে বলিতে সে টেবিলে ঘুঁষি মারিয়া বসিল। তার শ্রোতারা কিছুই বুঝিল না তার কথার। কি করিয়া বুঝিবে, তারা জানিবে কেমন করিয়া নিকোলাসের মনে যে ঝড় উঠিয়াছে তার খবর।

সে আবার বলিল—"আমাদের শুধু একটা কথা মনে রাখতে হবে—কর্ত্তব্য। যুদ্ধ করব আর মরব—কিন্তু চিন্তা ক'রে বুঝে দেখবার কথা ভুলে যেতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের জীবনের মূল কথা।"

পাশ হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল—"আরও একটা কথা ভুললে চলবে না—মদ খাওয়া।"

নিকোলাস মাথা নাড়িয়া বলে—"ঠিক - মদ—এই মদ খাও!"

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ